পৌর্ব্বদেহিক (ত্রি) পূর্ব্বদেহ-ঠক্। পূর্ব্বদেহসম্বন্ধীয়, পূর্ব্বদেহে কৃতকর্ম্ম।

"দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্॥" (যাজ্ঞ° ১।৩৪৯)

পৌর্ব্বনগরেয় (ত্রি) পূর্ব্বনগর্য্যাং ভবঃ, (নদ্যাদিভ্যঃ ঠক্। পা ৪।২।৯৭) ইতি ঠক্। পূর্ব্বনগরীভব।

পৌর্ব্বপঞ্চালক (ত্রি) পূর্ব্বপঞ্চালে ভবঃ অণ্ ততঃ (দিশোঽমদ্রাণাং। পা ৭।৩।১৪) ইতি বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বপঞ্চালভব, যাহা পূর্ব্বপঞ্চালে হয়।

পৌর্ব্বপদিক (ত্রি) পূর্ব্বপদং গৃহ্লাতি (পদোত্তরপদং গৃহ্লাতি। পা ৪।৪।৩৯) ইতি ঠঞ্। পূর্ব্বপদগ্রাহক।

পৌর্ব্বমদ্র (ত্রি) পর্ব্বমদ্র-(মদ্রেভ্যোঽঞ্। পা ৪।২।১০৮) ইতি অঞ্, পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। মদ্রের পূর্ব্বদিক্।

পৌর্ব্ববর্ষিক (ত্রি) পূর্ব্বাসু বর্ষাসু ভবঃ পূর্ব্ববর্ষা-ঠক্। পূর্ব্ববর্ষাভব, যাহা পূর্ব্ব বর্ষাতে হয়।

পৌর্ব্বশাল (ত্রি) পূর্ব্বস্যাং শালায়াং ভবঃ অঞ্। (পা ৪।২।১০৭) পূর্ব্বশালাভব, যাহা পূর্ব্বশালাতে হয়।

পৌর্ব্বাতিথ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪।১)

পৌর্ব্বাপর্য্য (ক্লী) পূর্ব্বাপরয়োর্ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ পূর্ব্বাপরত্ব। ২ অনুক্রম। ৩ কারণ। ৪ ফল।

পৌর্ব্বার্দ্ধ (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে ভবঃ অঞ্। পূর্ব্বার্দ্ধভব, যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পৌর্ব্বার্দ্ধিক (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে-ভব ঠঞ্। যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পৌর্ব্বার্দ্ধ্য (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধ-ষ্যঞ্। পূর্ব্বার্দ্ধভব।

পৌর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ন-(বিভাষা পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) ইতি ঠঞ্। ১ পূর্ব্বাহ্ণে ভব। ২ পূর্ব্বাহ্নসম্বন্ধী।

পৌর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ন-(বিভাষা পূর্ব্বাহ্লাপরাহ্লাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) ইতি ঠঞ্। পূর্ব্বাহ্ণে ভব, যাহা পূর্ব্বাহ্ণে হয়। ২ পূর্ব্বাহ্নসম্বন্ধী।

পৌর্ব্বিক (ত্রি) পূর্ব্বস্মিন্ ভবঃ ঠঞ্। পূর্ব্বকালে ভব, যাহা পূর্ব্বকালে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্।" (মনু ৪।১৪৮)

পৌলস্তী (স্ত্রী) পুলস্তস্য স্ত্রাপত্যং, পুলস্ত-যঞ্ ঙীপ্ যলোপঃ। পুলস্ত্যের স্ত্রী অপত্য, শূর্পণখা। 'পুলস্ত্য এবং পুলস্তি' উভয় পাঠ আছে, 'পুলস্তি' হইলে 'পুলস্তেঃ স্ত্রাপত্যং' এইরূপ হইবে।

পৌলস্ত্য (পুং) পুলস্তেঃ পুলস্তস্য বা অপত্যং পুলস্তি-গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পুলস্তের অপত্য। পুলস্তজ ১ কুবের। ২ রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ।

"মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনানুযাচিতঃ।" (হরি° ৩৩।৩৫)

৩ চন্দ্রের নামান্তর। ৪ জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

পৌলস্ত্যী (পুং) ১ পুলস্ত্যবংশজা। ২ শূর্পণখা।

পৌলাক (ত্রি) পুলাকস্য বিকারঃ পলাশাদিত্বাৎ অঞ্। পুলাকবিকার।

পৌলাস (ত্রি) পুলাসঃ তৃণাদি স্তূপবিক্ষেপকঃ তেন নির্ব্বৃত্তং, (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অঞ্। তৃণাদি স্তূপবিক্ষেপদ্বারা নির্ব্বৃত্ত।

পৌলি (পুং) পোলতীতি পুল-মহত্বে জলাদিত্বাৎ ণ, পোলেন নির্ব্বৃত্তঃ সুতঙ্গমাদিত্বাদিঞ্। পাকাবস্থাগতকলায়াদি। ২ আরব্ধপাক যবসর্ষপাদি। কাহারও কাহার মতে—ঈষদ্দগ্ধ চট্ চট্ শব্দযুক্ত। ৩ দরদগ্ধ। (শ্রীধর) পর্য্যায়—আপক্ব, অভ্যূষ, অভ্যুষ, অভ্যোষ। (অমর ভরত) (স্ত্রী) ৪ পোলিকা।

পৌলিশ, পুলিশরচিত সিদ্ধান্তভেদ। [পুলিশ দেখ।]

পৌলুষি (পুং) পুলুবংশীয় সত্যযজ্ঞ ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১০।৬।১।১)

পৌলোম (ত্রি) পুলোম্নঃ অপত্যমিতি পুলোমন্-অণ্ অণো লোপঃ। পুলোমার অপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পৌলোমী, শচী, ইন্দ্রের পত্নী। ইন্দ্রাণী।

"বিরাজমানঃ পৌলোম্যা সহার্দ্ধাসনয়া ভৃশম্।" (ভাগ° ৫।৭।৬)

পৌল্কস (পুং) পুল্কস-অণ্। পুল্কসজাতি-সম্বন্ধীয়, পুল্কসজাতি।

পৌষ (পুং) পৌষী পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি, সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যণ্। বৈশাখাদি দ্বাদশমাসের অন্তর্গত নবম মাস। এই মাসে পূর্ণিমার দিন পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া 'পৌষ' এই নাম হইয়াছে। ইহা সৌর এবং চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। চান্দ্রপৌষও গৌণ ও মুখ্য ভেদে দুই প্রকার, গৌণচান্দ্র ও মুখ্য চান্দ্র। সৌর মাসে সূর্য্য বৃশ্চিকরাশি হইতে ধনূরাশিতে আসিলে এই মাস আরম্ভ হয়। যতদিন সূর্য্য এই রাশিতে থাকেন, তত দিনই পৌষমাস। এই মাস প্রায়ই ২৯ দিনে হইয়া থাকে। চান্দ্রমাসে রবি ধনূরাশিতে থাকিলে শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র পৌষ এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র পৌষ। (স্মৃতি) পৌষমাসে জন্মগ্রহণ করিলে মন্ত্রণারক্ষক, কৃশ, পরোপকারী, পিতৃধনবর্জ্জিত, কষ্টলব্ধার্থ, ব্যয়শীল, বিধিজ্ঞ ও ধীর হইয়া থাকে।

"নিগূঢ়মন্ত্রঃ সুকৃশাঙ্গযষ্টিঃ পরোপকারী পিতৃবিত্তহীনঃ।
কষ্টান্বিতার্থব্যয়কৃদ্বিধিজ্ঞঃ পৌষপ্রসূতঃ পুরুষঃ সুধীরঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

এই মাসের পর্য্যায়—তৈষ, সহস্য, পৌষিক, হৈমন, তিষ্য, তিষ্যক। (শব্দরত্না°) ২ জৈববর্ষভেদ। ৩ পক্ষ।

পৌষী (স্ত্রী) পুষ্য 'নক্ষত্রেণ যুক্তঃ' ইত্যণ্। তিষ্য পুষ্যেতি যলোপঃ। পুষ্যযুক্তা পৌর্ণমাসী, পৌষমাসের পূর্ণিমা। ২ পুষ্যনক্ষত্রযুক্তা রাত্রি। (মুগ্ধবোধব্যা°)

পৌষ্কর (ক্লী) পুষ্করস্যেদমিতি পুষ্কর-অণ্। পুষ্করমূল, কুষ্ঠভেদ, কুড়বিশেষ। পর্য্যায়—পুষ্কর, পদ্মপত্র, কাশ্মীর, কুষ্ঠভেদ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বাত, কফ, জর, শোথ, অরুচি, শ্বাস ও পার্শ্বশূলনাশক। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহার অভাবে কুষ্ঠ (কুড়) দেওয়া যাইতে পারে। ২ পদ্মমূল। ৩ এরণ্ডমূল। ৪ স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৫ পুষ্করসম্বন্ধী।

পৌষ্করক (ত্রি) নীলপদ্মসম্বন্ধীয়। পদ্মরূপ বিষ্ণুর আবির্ভাব-সম্পর্কীয়। 'পৌষ্করক প্রাদুর্ভাব' (হরিবংশ ও পদ্মপু°)

পৌষ্করমূল (ক্লী) পুষ্করং সুগন্ধদ্রব্যং তস্য ইদং পৌষ্করং মূলং। পুষ্করমূল, সুগন্ধি দ্রব্যভেদ। (ভরত)

পৌষ্করসাদি (পুং) পুষ্করসদ্, তন্নামকো ঋষিঃ তস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্, অনুশতিকাদিত্বাৎ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। পুষ্করসদ্ ঋষির গোত্রাপত্য। ২ মহাভাষ্যধৃত বৈয়াকরণভেদ।

পৌষ্করিণী (স্ত্রী) পুষ্করাণাং সমূহোঽস্যা অস্তীতি পৌষ্কর-ইনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পুষ্করিণী। (শব্দরত্না°)

পৌষ্করেয়ক (ক্লী) পুষ্করে জাতঃ (কত্র্যাদিভ্যো ঠকঞ্। পা ৪।২।৯৫) ইতি ঠকঞ্। পুষ্করে জাত, পুষ্করেজাতাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌষ্কল (ত্রি) পুষ্কলেন নির্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাদণ্। (পা ৪।২।৭৫) পুষ্কলনির্বৃত্ত। (ক্লী) সামভেদ। "উষিতহি শকং ককুভি পৌষ্কলং" (সামস° ভাষ্যধৃত শ্রুতি)

পৌষ্কলাবত (পুং) দিবোদাসধন্বন্তরির প্রতি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞানার্থ প্রশ্নকারক সুশ্রুত-সহাধ্যায়িভেদ। (সুশ্রুত)

পৌষ্কলেয়ক (ত্রি) পুষ্কলে জাতাদি, কর্ত্র্যাদিত্বাৎ ঠকঞ্। পুষ্কলে জাতাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পৌষ্কল্য (ক্লী) পুষ্কল-ষ্যঞ্। সম্পূর্ণত্ব।

"গর্ভে বাল্যেঽপ্যপৌষ্কল্যাদেকাদশবিধং তদা।
লিঙ্গং ন দৃশ্যতে যূনঃ কুহ্বাং চন্দ্রমসো যথা॥" (ভাগ° ৪।২৯।৭২)

'অপৌষ্কল্যাৎ অসম্পূর্ণত্বাৎ।' (স্বামী)

পৌষ্টিক (ক্লী) পুষ্টৌ বৃদ্ধ্যৈ হিতম্, পুষ্টি-ঠঞ্। পুষ্টিসাধন-কর্ম্ম, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুষ্টি হয়, তাহাকে পৌষ্টিক কহে। ধনজনাদি বৃদ্ধির নাম পুষ্টি।

"পুষ্টির্ধনজনাদীনাং বৃদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।
তদ্ধেতুভূতং যৎকর্ম্ম পৌষ্টিকং তদিহোচ্যতে॥"

(স্মৃতিদুর্গভঞ্জন)

পুষ্টিসাধন কার্য্যমাত্রই পৌষ্টিকপদবাচ্য। ২ ক্ষৌর সময়ে গাত্রাচ্ছাদনবস্ত্রবিশেষ। চলিত কাবাই। ইহার গুণ ধনচিহ্নত্ব, আয়ুষ্যত্ব, শুচিত্ব, রূপবিরাজনত্ব। (রাজব°) ৩ পুষ্টিকর ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে পুষ্টি হয়। ৪ পুষ্টিকর দ্রব্যগণ। (অর্কচি°) * (ত্রি) ৫ পুষ্টিহিত।

"সতাং বৃত্তমধিষ্ঠায় নিহীনানুজ্জিহীর্ষবঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি কুর্ব্বাণাঃ পৌষ্টিকীঃ ক্রিয়াঃ॥"

(ভারত ১২।২৯৬।২৯)

পৌষ্ঠী (স্ত্রী) পুরু নৃপের স্ত্রীভেদ। (ভারত ১৯৪ অঃ)

পৌষ্ণ (ত্রি) পুষা দেবতাঽস্য তস্যেদং বা অণ্ যণন্তত্বাৎ উপধালোপঃ। পূষদেবতাক চরু প্রভৃতি। ২ পূষসম্বন্ধী। (ক্লী) ৩ রেবতীনক্ষত্র।

পৌষ্ণাবত (পুং) পুষ্ণাবৎ গোত্রাপত্য।

পৌষ্প (ক্লী) পুষ্পেণ নির্বৃত্তং পুষ্পস্যেদং বেতি পুষ্প-অণ্। ১ পুষ্পনির্ম্মিত। ২ পুষ্পসম্বন্ধী।

"আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারুজমেব বা।
বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলস্যোত্তরে সৃজেৎ॥"

৩ পুষ্পসাধ্য মন্ত্র। ৪ পুষ্পরেণু। (বৈদ্যকনি°)

পৌষ্পক (ক্লী) পুষ্পেণ কায়তীতি কৈ ক, বা পুষ্পক-স্বার্থে অণ্। কুসুমাঞ্জন। (অমর)

পৌষ্পী (স্ত্রী) পুষ্পস্য ইয়ং পুষ্প-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দেশবিশেষ। পুষ্পপুর, পাটনা।

'অথ পুষ্পপুরং পৌষ্পী তথা পাটলিপুত্রকং।' (শব্দরত্না°)

পৌষ্য (পুং) পুষ্ণোঽপত্যমিতি পূষণ-ষ্যঞ্। করবীর পুরাধিপতি পূষের পুত্র। শিবাংশজ চন্দ্রশেখর ইহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"পূষ্ণঃ পুত্রোঽভবৎ পৌষ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
স পুত্রহীনো রাজাঽভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ॥" (কালি° ৪৬অঃ)

(কালিকাপুরাণের ৪৬ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।) ২ নৃপভেদ। ইনি উতঙ্ক ঋষিকে গুরুদক্ষিণার জন্য নিজের কুণ্ডলদ্বয় দিয়াছিলেন। (ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত ১।৩।১১২ অঃ দ্রষ্টব্য।)

তদধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। (ক্লী) ৩ মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পর্ব্বভেদ।

প্যাঁচ (দেশজ) পেঁচ, পাক, কুচক্র, ষড়যন্ত্র।

প্যাঁদ (দেশজ) স্ত্রীরোগভেদ।

প্যাঁদড়ী (দেশজ) গলিত বস্ত্র।

---

* "চতুর্দ্ধা তু তুগাক্ষীরী চন্দ্রশূরোঽষ্টবর্গকঃ।
দ্বীপান্তরাবচা বিল্বং স্বক্‌পত্রং নাগকেশরং।
তালীশপত্রং স্বক্‌ক্ষীরী ত্বচা গোক্ষুরয়োহ্নিবী।
কপিকচ্ছূতোয়বল্লী ভূতলং পৌষ্টিকোগণঃ।" (অর্কচিকিৎসা)

প্যাঁদী (দেশজ) প্যাঁদরোগগ্রস্ত।

প্যাট্ (অব্য) ভোঃ, হে, সম্বোধন। (অমর)

প্যান (ত্রি) স্ফীত। মেদোযুক্ত। খুব মোটা।

প্যায়, বৃদ্ধি। ভ্বাদি, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ প্যায়তে। লোট্ প্যায়তাং। লিট্ পপ্যে। লুঙ্ অপ্যায়ি, অপ্যায়িষ্ট। লুট্ প্যাতা। ক্ত-পীন।

প্যায়ন (ত্রি) বর্দ্ধনশক্তিশীল।

"সর্ব্ববৃদ্ধিহেতু" (নিরুক্তটীকা ১২।১৯)

প্যায়স্থূণ (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

প্যারী (স্ত্রী) শ্রীরাধিকা।

প্যারীচাঁদ মিত্র, কলিকাতার নিমতলানিবাসী জনৈক কায়স্থ-সন্তান। ইহার পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র নিমতলায় আসিয়া বাস করেন এবং প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বণিক্ রামদুলাল দের কারবারে অংশীদার হন। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ মিত্র সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতিকল্পে রাধামোহন সেনের সহযোগে সঙ্গীত-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। প্যারী ১৮২৭ খৃঃ অঃ হিন্দুকলেজে-প্রবেশ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা সমাপনপূর্ব্বক বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। উচ্চশিক্ষায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। ঐ সময়ে সাধারণে ইংরাজানুকরণপ্রিয় ছিলেন। ডফ্ (Mr. Duff) সাহেব প্যারীচাঁদকে খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। বিদ্যাশিক্ষাবলে তিনি ভারতে বড়লাট প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। এতাদৃশ উচ্চশিক্ষা পাইয়াও তিনি গবর্মেণ্টের চাকরী স্বীকার করেন নাই। বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যসেবা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান্ ও পর-বৎসরে ৩০০৲ টাকা বেতনে গ্রন্থরক্ষকপদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুর নাম দিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল", "অভেদী", "মদ খাওয়া বড় দায়", "আধ্যাত্মিকা" প্রভৃতি কএকখানি পুস্তক লিখেন। তাঁহার লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ পরিচিত। বঙ্গভাষাকে এরূপ প্রাঞ্জল করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। এই পুস্তক এখনও সিভিল সার্ব্বিস্ (Civil Service) পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত আছে। G. D. Oswill M. A., কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ ইংরাজীতে "the Spoilt Child" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ব্যতীত ইংরাজীতেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা-রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিত জমিদার এবং প্রজা সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি হেয়ার সাহেবের (David Hare) স্মরণার্থ সভা, পশুকষ্ট-নিবারিণী সভা, বেথুন সভা প্রভৃতির স্থাপয়িতা ও British Indian Association প্রভৃতির উদ্যমশীল সভ্য ছিলেন। জন্ম ১৮১৪ খৃঃ অব্দ—মৃত্যু ১৮৮৩, ২৩শে নবেম্বর।

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গা-তীরবর্ত্তী উত্তরপাড়া নামক গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান। বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি ইংরাজরাজের অধীনে 'মুনসিফ' পদগ্রহণ করিয়া উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি আলাহাবাদে ছিলেন। বিদ্রোহীদলকে ঘোরতর অত্যাচারী দেখিয়া তিনি দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। নিজ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি সেনাদলসংগ্রহে সফলকাম হইয়াছিলেন। সসৈন্যে ও সশস্ত্রে ইংরাজপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বিদ্রোহী বিপক্ষদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভ হয়, তজ্জন্য তিনি ইংরাজ সাধারণের নিকট "Fighting Munsiff" উপাধি লাভ করেন।

প্যুক্ষ (ক্লী) অপি-উক্ষ বাহুলকাৎ নক্ অপেরল্লোপঃ। ১ স্নায়ু। ২ অজগর সর্প। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৩।৩১)

প্যুষ, উৎসর্গ। চুরাদি, উভ, সক° সেট্। লট্ প্যোষয়তি-তে, লোট্ প্যোষয়তু-তাং। লিট্ প্যোষয়াংচকার চক্রে। লুঙ্ অপুপ্যুষৎ-ত।

প্যুষ, বিভাগ। ২ দাহ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। প্যুষ্যতে। লোট্ প্যুষ্যতাং। ইদিৎ। লিট্ পুপ্যোষ। লুঙ্ অপ্যুষৎ অপ্যোষীৎ।

প্যুস, বিভাগ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ প্যুসতি। লোট্ প্যুস্যতু। লিট্ পুপ্যোস। লুঙ্ অপ্যুসৎ, অপ্যোসীৎ।

প্যৈ, বৃদ্ধি। [প্যায় দেখ।]

প্র (অব্য) প্রথয়তীতি, প্রথ-ড। বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত প্রথম উপসর্গ। ১ গতি। ২ উৎকর্ষ। ৩ সর্ব্বতোভাব। ৪ প্রাথম্য। ৫ খ্যাতি। ৬ উৎপত্তি। ৭ ব্যবহার। ৮ আরম্ভ (দুর্গাদাসধৃত পুরুষোত্তম)। ক্রিয়ার সহিত যোগ হইলে ইহার উপসর্গত্ব হইয়া থাকে।[১]

প্রউগ (ক্লী) প্রাগ্যুগং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রাগ্বর্ত্তী যুগ। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৯।৫) ২ শস্ত্রভেদ।

(১) "প্র আদি কর্ম্মদীর্ঘেশভৃশসম্ভবতৃপ্তিবিয়োগশুদ্ধিশক্তীচ্ছাশান্তি-পূজাগ্রদর্শনেষু প্রযাতঃ প্রবাল মূষিকঃ, প্রভুর্দেশস্ত, প্রবদন্তি দায়াদাঃ, হিমবতোগঙ্গা প্রভবতি প্রভুক্তমন্নং, প্রোষিতঃ, প্রসন্নং জলং, প্রশক্তঃ, প্রার্থয়তে, প্রশান্তোঽগ্নিঃ, প্রাঞ্জলিঃ, প্রলোকয়তি।" (গণরত্নটীকা)

"প্রউগমুক্থমব্যথায়ৈ।" (শুক্লযজু° ১৫।১১)
'প্রউগং শস্ত্রং' (বেদদীপ°)
৩ ঈষার অগ্রে যুগবন্ধনস্থান। (সায়ণ)

প্রকঙ্কত (পুং) ১ প্রকৃষ্টবিষ। ২ প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত সর্পবিশেষ।
"সূচীকা যে প্রকঙ্কতাঃ।" (ঋক্ ১।১৯১।৭)
'প্রকঙ্কতাঃ প্রকৃষ্টবিষাঃ প্রকৃষ্টগামিনো বা মহোরগাঃ।' (সায়ণ)

প্রকচ (ত্রি) যাহার কেশ সোজা।

প্রকট (ত্রি) প্রকটতীতি প্র-কট-অচ্ স্পষ্ট।
"জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি! প্রকটং প্রমাণং
যদ্বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোহথ শেতে॥" (দেবীভা° ১।৩।৪৪)

প্রকটন (ক্লী) প্র-কট-ল্যুট্। ব্যক্তীকরণ।

প্রকটাদিত্য, কাশীধামের একজন বৈষ্ণব নরপতি। ইহার পিতার নাম বালাদিত্য ও মাতার নাম ধবলা।

প্রকটিত (ত্রি) প্র-কট-ক্ত। প্রকাশিত। (হেম)

প্রকটীকৃত (ত্রি) অপ্রকটং প্রকটং করোতি প্রকট-অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ক্ত। ১ সম্প্রতি ব্যক্তীকৃত, প্রকাশিত। ২ বিষদীকৃত।

প্রকণ্ব (পুং) প্রকৃষ্টাঃ কণ্বা যত্র, ঋষিভিন্নত্বাৎ ন সুট্। দেশভেদ। (পা ৬।১।১৫৩।)

প্রকথন (ক্লী) প্র-কথ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে কথন।

প্রকম্প (পুং) প্র-কম্প-অচ্। প্রকম্পন।

প্রকম্পন (পুং) প্রকম্পয়তীতি প্র-কম্পি-ণিচ্-ল্যু। ১ বায়ু।
"নিশান্তনারীপরিধানধূননস্ফুটাগসাপ্যূরুষু লোলচক্ষুষঃ।
প্রিয়েণ তস্যানপরাধবাধিতাঃ প্রকম্পনেনানুচকম্পিরে সুরাঃ।" (মাঘ ১।৬১)

২ নরকবিশেষ। (শব্দরত্না°) ৩ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ) (ক্লী) ৪ কম্পাতিশয়, অতিশয় কাঁপুনি। ৫ কম্পমান। (ত্রি) ৬ প্রকম্পনকারক। ৭ বায়ুর স্থিতিস্থাপক পদার্থ।

যে পদার্থ আঘাত বা অন্য কোন উপায়ে অবস্থান্তরিত হইলেও অল্পক্ষণ মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্থিতিস্থাপক পদার্থ কহে। আঘাত দ্বারা যে পরমাণুসমূহ অপসারিত হয়, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী অন্য কতকগুলি পরমাণুকে অপসারিত না করিয়া নিজে অপসারিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে অপসারিত করিতে গিয়া আপনারা প্রতিঘাত হয়। এইরূপে তাহাদের একটী গতি জন্মে, তদ্দ্বারা তাহারা একবার একপার্শ্বে আবার অপর পার্শ্বে অপসারিত হইয়া দোলায়মান হইতে থাকে। আহত পদার্থ কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ চালিত হইয়া স্থির হয় ও পূর্ব্বভাব অবলম্বন করে। স্থিতিস্থাপক পদার্থের পরমাণুসমূহের এইরূপ গতি ও প্রত্যাগতিকে কম্পন বা প্রকম্পন (Vibration) কহে। এই প্রকম্পন হইতেই স্বরের জন্ম। ঐ প্রকম্পন সুসম্পাদিত যন্ত্র হইতে উত্থিত হইলেই সংগীত স্বর উৎপন্ন করে। যদি যন্ত্রের কোন তার উত্তমরূপে কসিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাহার কম্পন সংখ্যা অধিক হইবে, অর্থাৎ অল্প সময়ে অধিক কাঁপিয়া স্থির হইবে।

প্রকম্পনীয় (ত্রি) প্র-কম্পি-অনীয়র্। প্রকম্পনযোগ্য।

প্রকম্পিত (ত্রি) প্র-কম্পি-ক্ত। প্রকম্পনযুক্ত, যাহা কম্পিত হইয়াছে।

প্রকম্পিন্ (ত্রি) প্রকম্পোহস্যাস্তীতি ইনি। প্রকম্পযুক্ত।

প্রকম্প্য (ত্রি) প্র-কম্পি-যৎ। প্রকম্পনযোগ্য, প্রকম্পনার্হ।

প্রকর (ক্লী) প্রকীর্যতে ইতি প্র-কৃ-কর্ম্মণি-অপ্। ১ অগুরুচন্দন। (মেদিনী) (পুং) ২ সমূহ। ৩ বিকীর্ণ কুসুমাদি।
"যত্রাশয়ো লগতি তত্রাগজা বসতু কুত্রাপি নিস্তলশুকা।
সুত্রামকালমুখসত্রাশনপ্রকরসুত্রাণকারিচরণা।" (অষ্টাষ্টক ৩)
৪ অতিক্ষেপ। ৫ পুষ্পাদির স্তবক। ৬ সাহায্য। ৭ অধিকার। ৮ কর্ম্মপটু।

প্রকরণ (ক্লী) প্রক্রিয়তে অস্মিন্নিতি প্র-কৃ-আধারে ল্যুট্। ১ প্রস্তাব। ২ বৃত্তান্ত। "এতৎ প্রকরণং রাজন্নধিকৃত্য যুধিষ্ঠিরঃ। পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্ম্মঞ্চাবহিতঃ শৃণু॥" (ভারত ৩।২০৪।২১)

৩ অভিনেয় প্রকার। ৪ রূপকভেদ, দৃশ্যকাব্যভেদ, নাটকাদি দশ প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে ইহা একপ্রকার।
"ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতং।
শৃঙ্গারোহঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোহমাত্যোহথবা বণিক্॥
সাপায়ধর্ম্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।
নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।
তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদস্তৃতীয়কঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৬।৫১১-১২)

অর্থাৎ প্রকরণের বৃত্তান্ত লৌকিক অথবা কবি-কল্পিত হইবে। ইহাতে সামাজিক প্রতিকৃতি ও প্রেমবিষয়ক বর্ণনা থাকিবে। প্রকরণে শৃঙ্গার-রসই প্রধান। ইহা দুই অংশে বিভক্ত, শুদ্ধ ও সংকীর্ণ। শুদ্ধ প্রকরণের নায়িকা বেশ্যা এবং সংকীর্ণের নায়িকা কোন ভদ্রবংশের কামিনী বা সহচরী। ইহার নায়ক নাটকের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তি নহেন। ইহার নায়ক ও মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বা সম্ভ্রান্ত বণিক্। আর আর লক্ষণ নাটকের তুল্য। নাটকের ন্যায় ইহার অভিনয় হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভূত। সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব ও পুষ্পভূষিত প্রভৃতি প্রকরণ লক্ষণাক্রান্ত। ইহার মধ্যে মৃচ্ছকটিকের নায়ক ব্রাহ্মণ, মালতীমাধবের নায়ক অমাত্য এবং পুষ্পভূষিতের নায়ক বণিক [নাটক দেখ।] ৪ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিপাদ্য গ্রন্থভেদ।

"অস্য চ বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ।" (বেদান্তসা°)

৫ কর্ত্তব্যার্থক বচন, এই কার্য্য অবশ্যকরণীয় এইরূপ বাক্যের নাম প্রকরণ।

"শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং।" (জৈমিনি৩।৩।২৪৫)

৬ প্রস্তসন্ধি। ৭ পাদ, একার্থাবচ্ছিন্ন সূত্রসমূহ। (মুগ্ধবোধ-টীকায় দুর্গাদাস) যথা 'সুবন্ত প্রকরণ, তিঙন্ত প্রকরণ' ইত্যাদি। সুবন্তপ্রকরণে কেবল সুবন্তপ্রতিপাদক সূত্রসমূহ থাকে, এই জন্য উহাকে প্রকরণ বা একার্থাবচ্ছিন্ন সূত্রসমূহ বলা যায়।

প্রকরণপাদ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

প্রকরণসম (পুং) গৌতমোক্ত হেত্বাভাসভেদ, ইহাকে সৎপ্রতি-পক্ষও কহে।

"যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ।" (গৌতমসূ°)

প্রকরণী (স্ত্রী) নাটিকাভেদ। ইহার লক্ষণ—

"নাটিকৈব প্রকরণী সার্থবাহাদিনায়কা।
সমানবংশজা নেতুর্ভবেদযত্র চ নায়িকা॥" (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৪)

নাটিকার নামই প্রকরণী বা প্রকরণিকা। ইহাতে শৃঙ্গার রস প্রধান, সার্থবাহাদি ইহার নায়ক, ইহার নায়িকা নায়কের তুল্যবংশজা হইবে। যথা—রত্নাবলী নাটিকা। [নাটিকা ও নাটক শব্দ দেখ]

প্রকরী (স্ত্রী) প্রকীর্য্যতে অত্রেতি প্র-কৃ-অপ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ নাট্যাঙ্গভেদ। ২ চত্বর ভূমি, চলিত—উঠান। (শব্দরত্না°)

প্রকরিতৃ (ত্রি) বিক্ষেপ্তা, বিক্ষেপকারক। "দেবলোকস্য পেশিতারং মনুষ্যলোকায় প্রকরিতারং" (শুক্ল যজু° ৩০।১২) 'প্রকরিতারং কৃ-বিক্ষেপে বিক্ষেপ্তারং' (বেদদীপ)

প্রকর্ত্তব্য (ক্লী) প্র-কৃ-তব্য। প্রকৃষ্টরূপে করণীয়। অবশ্যকরণীয়। "আত্মার্থং ন প্রকর্ত্তব্যং দেবার্থন্তু প্রকল্পয়েৎ।"(ভা°১৩।৪৯৯৫শ্লো°)

প্রকর্ত্তৃ (ত্রি) প্র-কৃ-তৃন্। প্রকৃষ্টরূপে কারক।

প্রকর্ষ (পুং) প্র-কৃষ-ভাবে-ঘঞ্। উৎকর্ষ।

"গুণপ্রকর্ষেণ জনোঽনুরজ্যতে
জনানুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ॥" (কাব্যপ্র°)

২ আধিক্য। ৩ প্রকৃষ্টরূপে কর্ষণ।

প্রকর্ষক (পুং) প্র-কৃষ-ণ্বুল্। উৎকর্ষক, প্রকর্ষতাযুক্ত।

প্রকর্ষণ (ক্লী) প্র-কৃষ-ল্যুট্। ১ উৎকর্ষ। ২ আধিক্য।

প্রকর্ষণীয় (ত্রি) প্র-কৃষ-অনীয়র্। উৎকর্ষণীয়। প্রকর্ষের যোগ্য।

প্রকর্ষবৎ (ত্রি) প্রকর্ষো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। উৎকর্ষ-যুক্ত, গুণবান্।

"পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।" (মনু ২।১৩৭)
'গুণবন্তি চ প্রকর্ষবন্তি' (কুল্লূক)

প্রকর্ষিন্ (ত্রি) প্রকর্ষো বিদ্যতে ঽস্য, ইনি। প্রকর্ষযুক্ত।

প্রকর্ষিত (ক্লী) ১ প্রকৃষ্টরূপে আকর্ষিত। ২ যে সুদে টাকা ধার হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আদায়।

প্রকলবিদ্ (পুং) প্রকৃষ্টাং কলাং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ বণিকজন। (নিরুক্ত ৬।৬) ২ অজ্ঞাত। (ঋক্ ৭।১৮।১৫)

প্রকলা (স্ত্রী) কলার ৬০ ভাগের এক ভাগ।

প্রকল্পনা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টরূপে কল্পনা, স্থিরকরা।

"অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা।" (মনু ৮।২১১)

প্রকল্পয়িতৃ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে কল্পনাকারী, বিধানকর্ত্তা।

প্রকল্পিত (ত্রি) বিহিত, সম্পাদিত।

প্রকল্পিতা (স্ত্রী) বৃহচ্চালনীবিশেষ।

প্রকল্প্য (ত্রি) প্র-কল্প-যৎ। প্রকল্পনীয়, প্রকল্পনের যোগ্য।

"প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যথার্থতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥" (মনু ১০।১২৪)

প্রকল্যাণ (ত্রি) অতি উৎকৃষ্ট, অত্যুত্তম।

প্রকশ (পুং) প্র-কশ-অপ্। পীড়ন, মাড়ন।

প্রকশী (স্ত্রী) শূকরোগ। (নিদান)

প্রকাণ্ড (পুং ক্লী) প্রকৃষ্টঃ কাণ্ডঃ ইতি প্রাদিসমাসঃ। মূল হইতে আরম্ভ করিয়া শাখাবধি বৃক্ষভাগ। চলিত গুঁড়ী, পর্য্যায়—স্কন্ধ, কাণ্ড, দণ্ড। (রাজনি°) ২ শাখা, ডাল। ৩ বিটপ। ৪ শস্ত, প্রশস্ত। প্রকাণ্ড-স্বার্থে কন্। প্রশস্তার্থ।

"দণ্ডকামধ্যবাস্তাং যৌ বীর! রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ।
নৃভ্যাং সংখ্যেঽহকষাতাং তৌ সত্ত্বৌ ভূমিবর্দ্ধনৌ॥" (ভট্টি ৫।৬)

'রক্ষঃপ্রকাণ্ডকৌ প্রশস্তৌ রাক্ষসৌ' (জয়মঙ্গল) ৫ বৃহৎ, বড়।

প্রকাণ্ডর (পুং) প্রকাণ্ডং রাতি গৃহ্লাতীতি রা-ক। বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

প্রকাম (ত্রি) প্রগতং কামমিতি প্রাদিসমাসঃ। যথেপ্সিত, যথেষ্ট, যথাভিলষিত।

"চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্ব্বাভরণভূষিতা।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি॥" (ভা° ৪।১৩।২৯)

২ প্রকৃষ্টকামক।

প্রকামম্ (অব্য) প্র-কম-ণমুল্। ১ অত্যর্থ, অনুমতি। (অমর)

প্রকামোদ্য (পুং) দেবভেদ।

"স্মরকারীং প্রকামোদ্যায়োপসদং" (শুক্লযজু° ৩০।৯)
'প্রকামোদ্যায় তৎসংজ্ঞায় দেবায়' (বেদদীপ)

প্রকার (পুং) প্রভেদকরণং প্রকৃষ্টকরণং বেতি, প্র-কৃ-ঘঞ্। ১ ভেদ। "অশ্নাতি বা নবাশ্নাতি ভুঙ্‌ক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি॥" (পঞ্চদশী ৭।১৪৪)

২ সাদৃশ্য। ৩ বিশিষ্ট জ্ঞানহেতু ভাসমান পদার্থ।

"স্বব্যধিকরণপ্রকারাবচ্ছিন্না যা যা বিষয়তা তন্নিরূপকত্বং সর্ব্বাংশে ভ্রমভিন্নত্বমিতি" (গদাধর)

প্রকারক (ত্রি) প্রকার সম্বন্ধীয়, সেই ভাবের, সেই প্রকারের।

প্রকারতা (স্ত্রী) প্রকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিষয়তাভেদ, জায়মান বিশেষণ-প্রতিযোগিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন বিষয়ত্ব।

প্রকারবৎ (ত্রি) প্রকারঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য-ব। প্রকারযুক্ত।

প্রকারান্তর (পুং) অন্যঃ প্রকারঃ। অন্যপ্রকার।

প্রকালন (ত্রি) প্রকালয়তি প্র-কালি-ল্যু। ১ হিংসক। (পুং) ২ সর্পভেদ। (ভারত ১।৭৫অ°) (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ৩ মারণ।

প্রকাশ (ক্লী) প্রকাশতে ইতি প্র-কাশ-অচ্। ১ কাংস্য। ২ দীপ্তি। "পুনঃ প্রকাশমভবৎ তমসা গ্রস্যতে পুনঃ। ভবত্যদর্শনো লোকঃ পুনরপ্সু নিমজ্জতি॥" (ভারত ৩।১৭।১২৭) (পুং) ৩ রৌদ্র, পর্য্যায়—দ্যোত, আতপ। (রাজনি°) ৪ প্রদীপ্ত, পর্য্যায়—স্ফুট, স্পষ্ট, প্রকট, উল্বণ, ব্যক্ত, প্রব্যক্ত, উদ্রিক্ত। (জটাধর) ৫ প্রহাস। ৬ অতিপ্রসিদ্ধ। (শব্দরত্না°) ৭ প্রকটন। ৮ বিস্তার। ৯ বিকাশ।

সাংখ্য-মতে—পুরুষ প্রকাশস্বভাব। 'জড়প্রকাশযোগাৎ প্রকাশঃ' (সাংখ্যসূত্র) প্রকৃতি ইহার সহিত প্রকাশ অর্থাৎ পুরুষের যোগ হইলে প্রকাশ হইয়া থাকে। [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি, পুরুষ ও সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]

বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে—আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ অনেক স্থানে আবির্ভাব হইলে তাহাকে প্রকাশ বলে। যেমন দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমন্দিরেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকলের নয়নগোচর ছিলেন।

১০ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°) ১১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৯১)

প্রকাশক (ত্রি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচ্-ণ্বুল্। প্রকাশকারক সূর্য্যাদি। ২ কাংস্য। ৩ সাংখ্যমতসিদ্ধ সত্ত্বগুণ।

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥" (গীতা ১৪।৬)

প্রকাশকজ্ঞাতৃ (পুং) প্রকাশকস্য আতপস্য জ্ঞাতা। ১ কুক্কুট। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ প্রকাশক জ্ঞাতৃমাত্র, প্রকাশকজ্ঞানবিশিষ্ট।

প্রকাশধর্ম্মন্ (পুং) সূর্য্য।

প্রকাশকাম (ত্রি) সৌন্দর্য্য বা সম্মান-অভিলাষী।

প্রকাশতা (স্ত্রী) প্রকাশস্যভাবঃ, তল্ টাপ্। প্রকাশের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রকাশত্ব।

প্রকাশদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীরের জনৈক রাণী। ইনি প্রকাশিকা-বিহার স্থাপন করেন। (রাজতর° ৪।৭৯)

প্রকাশধর, তত্ত্বচিন্তামণিটীকাপ্রণেতা।

প্রকাশন (ত্রি) প্রকাশয়তি প্র-কাশ-ণিচ্-ল্যু। ১ প্রকাশ-কারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪২)

প্রকাশনবৎ (ত্রি) প্রকাশনং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। প্রকাশনযুক্ত।

প্রকাশবর্ষ, কাশ্মীরদেশবাসী জনৈক কবি। ইনি হর্ষের পুত্র এবং কবি দর্শনীয়ের পিতা। ইহার রচিত কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকার বিষয় মল্লিনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রকাশমতি, চীনদেশবাসী জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ। ইহার চৈনিক নাম যুয়ান্ চউ, ভারতে ইনি প্রকাশমতি নামেই বিখ্যাত ছিলেন। ইহার পিতা মাতা উভয়েই সদ্বংশজাত ও ধনীর সন্তান। এরূপ অর্থস্বচ্ছলতার মধ্যে থাকিয়াও ইহার মনে সংসারবৈরাগ্য জন্মিল। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে তিনি সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে অভিলাষী হন। এতদুদ্দেশ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তা-হিং-সিং মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঠ-সমাপনান্তে তিনি যতিধর্ম্ম ও দণ্ডগ্রহণ করিয়া জেতবন-সঙ্ঘারাম-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরিব্রাজকব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি তুখাররাজ্য, জালন্ধর, মহাবোধি (মগধ), নালন্দ, নেপাল, তিব্বত, কাশ্মীর, লাটদেশ বাহ্লিক প্রভৃতি নানা রাজ্যে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন ও বিহারাদি দর্শনে গমন করেন। মধ্যভারতের অমরাবতী নগরে ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

প্রকাশাত্মন্ (পুং) প্রকাশ আত্মা স্বরূপং দেহো বা যস্য। ১ সূর্য্য। (ত্রি) ২ ব্যক্তস্বভাব। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪২) স্বার্থে-ক। প্রকাশাত্মক, প্রকাশস্বরূপ।

প্রকাশাত্মা, একজন গ্রন্থকার। রামের শিষ্য। ইনি মৈত্র্য-পনিষদ্দীপিকা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রকাশাত্মা যতি বা স্বামী, জনৈক নৈয়ায়িক। ইনি অন-ন্যানুভবস্বামীর ছাত্র। দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রার্থপ্রতিপাদকনিবন্ধ বা মানসোল্লাস, পঞ্চপাদিকাবিবরণ, লৌকিকন্যায়মুক্তাবলী, শারীরক মীমাংসান্যায়সংগ্রহ ও ব্রহ্মসূত্র নামে কএকখানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

প্রকাশাদিত্য, লঘুমানসোদাহরণপ্রণেতা।

প্রকাশাদিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা। ইহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহাতে অশ্বচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

প্রকাশানন্দ (পুং) [প্রবোধানন্দ দেখ।]

প্রকাশানন্দ, জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইহার অপর নাম মল্লিকার্জ্জুন যতীন্দ্র। ইনি জ্ঞানানন্দের শিষ্য এবং নানা দীক্ষিত ও মহাদেব সরস্বতীর গুরু ছিলেন। তারাভক্তিতরঙ্গিণী, মহা-

লক্ষ্মীপদ্ধতি, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী, শ্রীবিদ্যাপদ্ধতি ও তদ্‌গুরু সুভগানন্দ-আরব্ধ মনোরমা নামে তন্ত্ররাজটীকার অবশিষ্টাংশ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যশোভাগী হইয়াছিলেন।

২ প্রয়োগমুখটীকা-রচয়িতা।

প্রকাশিত (ত্রি) প্রকাশো জাতোঽস্যেতি প্রকাশ-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্, বা প্র-কাশ-ণিচ্-ক্ত। প্রকাশবিশিষ্ট, পর্য্যায়—দর্শিত, আবিষ্কৃত, প্রকটিত। (হেম) ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ প্রকাশ। ৩ শোভিত। ৪ দীপিত। ৫ প্রস্ফুটিত। ৬ উদ্ভাবিত।

প্রকাশিতা (স্ত্রী) প্রকাশিনো ভাবঃ, তল্-টাপ্। প্রকাশিত্ব, প্রকাশের ভাব বা ধর্ম্ম।

"অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানন্তু প্রকাশিতা।"

(ভা° ১২।৬২২৮ শ্লো°)

প্রকাশিন্ (ত্রি) প্রকাশ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকাশযুক্ত।

প্রকাশীকরণ (ক্লী) অপ্রকাশঃ প্রকাশকরণং, অভূততদ্ভাবে চ্বি। যাহা অপ্রকাশ ছিল, তাহার প্রকাশকরণ।

প্রকাশেতর (পুং) প্রকাশাদিতরঃ। প্রকাশভিন্ন, অপ্রকাশ।

প্রকাশ্য (ত্রি) প্র-কাশি-কর্ম্মণি যৎ। ১ প্রকাশনীয়, প্রকাশের যোগ্য, যাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রকিরণ (ক্লী) প্রক্ষেপ। বিতরণ।

"অন্নপ্রকিরণং যত্তু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভুবি।" (মার্ক° ৩১।৮)

প্রকীর্ণ (ক্লী) প্রকীর্য্যতে স্মেতি প্র-কৃ-বিক্ষেপে ক্ত। ১ গ্রন্থাংশ, গ্রন্থবিচ্ছেদ। ২ চামর। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ৩ বিক্ষিপ্ত। ৪ বিস্তৃত, চলিত ছড়ান।

"প্রকীর্ণভাণ্ডামনবেক্ষ্যকারিণীং সদৈব ভর্ত্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীং।
পরস্থ বেশ্মাভিরতামলজ্জামেবংবিধাং স্ত্রীং পরিবর্জ্জয়ামি॥"

(লক্ষ্মীচরিত্র)

৫ নানা প্রকার। ৬ মিশ্রিত। ৭ বিভিন্ন জাতীয়। ৮ পূতিকরঞ্জ, চলিত নাটা। (ত্রিকাণ্ড) ৯ উচ্ছৃঙ্খল, উন্মার্গপ্রস্থিত।

প্রকীর্ণক (ক্লী) প্রকীর্ণ-স্বার্থে কন্। ১ চামর। ২ বিস্তার। ৩ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (হেম) ৪ অনুক্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাতকভেদ, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, তাহাকে প্রকীর্ণক কহে।

"প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।
প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানুমতে সদা॥" (বিষ্ণু)

'অনুক্তং অনুক্তনিষ্কৃতিকং পাপং অতিপাতকাদ্যন্ততমত্বেন বিশেষতোঽনুক্তকম্।' (প্রায়শ্চিত্তবিবেক) [প্রায়শ্চিত্ত শব্দ দেখ।]

প্রকীর্ণ সংজ্ঞায়াং কন্। ৫ তুরঙ্গম। (মহাভারত ৭।৩৫।৩৭)

প্রকীর্ণকেশী (স্ত্রী) দুর্গা।

প্রকীর্ত্তন (ক্লী) ১ ঘোষণ। ২ উচ্চৈঃস্বরে নামগান।

প্রকীর্ত্তি (স্ত্রী) ১ প্রশস্তি, প্রশংসা। ২ প্রসিদ্ধি। ৩ ঘোষণা।

প্রকীর্ত্তিত (ত্রি) প্রকীর্ত্ত্যতে স্মেতি প্র-কৃৎ-ক্ত। কথিত।

"প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্॥" (চাণক্যসংগ্র)

প্রকীর্য্য (পুং) প্রকীর্য্যতে ইতি প্র-কৃ-যক্। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাটাকরঞ্জ। ২ ঘৃতকরঞ্জ। ৩ রীঠাকরঞ্জ। (রাজনি°)

"ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ।
স প্রোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

(ত্রি) ৪ বিক্ষিপ্য। ৫ ব্যাপ্য।

প্রকুঞ্জ (পুং) ফলরূপ মানভেদ।

"প্রকুঞ্জঃ ষোড়শীং বিদ্ধং ফলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে।" (ভাবপ্র°)

প্রকুপিত (ত্রি) প্র-কুপ-ক্ত। অতিশয় ক্রুদ্ধ।

প্রকুল (ক্লী) প্রকর্ষেণ কোলতি রাশীকরোতি মৈত্রীকরোতি বেতি, প্র-কুল-ক। প্রশস্তবপুঃ, প্রশস্ত দেহ, সুন্দরদেহ। (ত্রিকা°)

প্রকুষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম)

প্রকৃত (ত্রি) প্রক্রিয়তে স্মেতি প্র-কৃ-ক্ত। ১ অধিকৃত। ২ আরব্ধ। ৩ প্রকরণপ্রাপ্ত। ৪ নির্ম্মিত, রচিত। ৫ যথার্থ, বাস্তবিক। ৬ প্রকর্ষরূপে কৃত। ৭ অবিকৃত। ৮ প্রক্রান্ত।

"প্রকৃতজপবিধীনামাস্যমুদ্রশ্মিদন্ত-
মুহুরপি হিতমৌষ্ঠ্যৈরক্ষরৈর্লক্ষ্যমন্তৈঃ।" (মাঘ ১১।৪২)

প্রকৃততা (স্ত্রী) ১ যাথার্থ্য। ২ প্রকৃতের ভাব। ৩ আরম্ভ, আরব্ধতা। ৪ তর্কাদির যাথার্থ্য-নিরূপণ।

প্রকৃতি (স্ত্রী) প্রক্রিয়তে কার্য্যাদিকমনয়েতি, প্র-কৃ-ক্তিন্। ১ স্বভাব। "তত্র প্রকৃতিরুচ্যতে স্বভাবো যঃ স পুনরাহারৌষদ্রব্যাণাং স্বাভাবিকো গুর্ব্বাদিগুণযোগঃ।"

(চরক বিমানস্থা° ১ অঃ)

২ যোনি। ৩ লিঙ্গ। ৪ স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল এই সপ্তাঙ্গ, ইহাকে প্রকৃতি বা রাজ্য কহে।

"স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃত্তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ঃ হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে॥" (মনু ৯।২৯৪)

৫ ধর্ম্মাধ্যক্ষাদি সপ্তপ্রকৃতি,—

"ধর্ম্মাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ কোষাধ্যক্ষশ্চ ভূপতিঃ।
দূতঃ পুরোধা দৈবজ্ঞঃ সপ্ত প্রকৃতয়োঽভবন্॥" (মনু)

ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ভূপতি, দূত, পুরোধা ও দৈবজ্ঞ এই সপ্ত প্রকৃতি। ৬ শিল্পী। (হেম) ৭ শক্তি। ৮ যোষিৎ। (শব্দরত্না°) ৯ পরমাত্মা। ১০ আকাশাদি ভূতপঞ্চক। ১১ করণ। ১২ গুহ্য। ১৩ জন্তু। ১৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ১৫ মাতা। ১৬ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দভেদ। যাহাতে প্রত্যয় হয়, তাহাকে

প্রকৃতি কহে। যথা—ভূ-তিপ্ ভবতি, এই স্থলে ভূধাতু প্রকৃতি এবং তিপ্ প্রত্যয়। এইরূপ সকল স্থলেই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির পরই প্রত্যয় হইয়া থাকে। নাম ও ধাতুভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার। নাম শব্দের অর্থ 'প্রাতিপদিক' নাম ও ধাতু এই দুই-ই প্রকৃতি।

"নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।
যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নো নাতিরিচ্যতে ॥"(শব্দশক্তিপ্র°)

প্রকৃতি ভিন্ন প্রত্যয় হইতে পারে না, যাহা আগমাদি হয়, তাহাকে প্রত্যয় কহে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার বিচারাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

প্রকর্ষেণ সৃষ্ট্যাদিকং করোতীতি প্র-কৃ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। ১৭ ভগবানের মায়াখ্যা শক্তি। ইহা পরাপরা ভেদে দুইপ্রকার—পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে—প্রকৃতি পঞ্চবিধা।

"গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

গণেশজননী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী সৃষ্টি-বিধানে এই পাঁচজনই প্রকৃতি নামে অভিহিত হন। প্রকৃতি-শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ—

"প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥"

"গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

প্রশব্দে প্রকৃষ্টবাচক এবং কৃতিশব্দের অর্থ সৃষ্টিবাচক, যে দেবী সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃষ্টা, তিনিই প্রকৃতি, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাহাকে প্রকৃতি কহে। অথবা প্রশব্দের অর্থ সত্ত্ব, কৃশব্দের অর্থ রজঃ এবং তি শব্দের অর্থ তমঃ, যিনি এই ত্রিগুণাত্মস্বরূপা এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ও সৃষ্টিকরণে প্রধান-ভূতা, তিনিই প্রকৃতি। অথবা প্রশব্দের অর্থ থাকা এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি, যে দেবী সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নাম প্রকৃতি। যখন ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন প্রথমে যোগদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন, দক্ষিণাঙ্গে পুরুষ এবং বামাঙ্গে প্রকৃতি। অতএব এই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, নিত্যা এবং সনাতনী। *

দুর্গা প্রভৃতি যে পঞ্চপ্রকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

পুরুষ নামের পূর্ব্বে প্রকৃতি নাম উচ্চারণ করিতে হয়। যদি কেহ পুরুষের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিয়া তাহার পর প্রকৃতির নাম করে, তাহা হইলে তাহার মাতৃগমনতুল্য পাতক হয়।

"আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎপ্রকৃতিমুচ্চরেৎ।
স ভবেন্মাতৃগামী চ বেদাতিক্রমণে মুনে! ॥
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎকৃষ্ণং বিদুর্বুধাঃ।
নিমিত্তমস্য মাং ভক্তং বদ ভক্তজনপ্রিয়! ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৫০ অ°)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। ভাব-প্রকাশে লিখিত আছে, প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা যায়। মহদাদি প্রকৃতির বিকার বা কার্য্য।

"প্রকৃতেঃ কারণাযোগান্মতা প্রকৃতিরেব সা।
মহত্তত্ত্বাদয়ঃ সপ্ত শক্তেবির্কৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার পর্য্যায়—প্রধান, মায়া, শক্তি, চৈতন্য। (রাজনি°)

যখন সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ সমভাবে অবস্থিত থাকে, তখন তাহাকে মূলপ্রকৃতি কহে। ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত প্রভৃতিতে প্রকৃতির বিবরণ যাহা লিখিত আছে, তাহা সাংখ্য-মতানুরূপ, এইজন্য তাহার বিষয় লিখিত হইল না।

এক্ষণে অতি সংক্ষিপ্তভাবে সাংখ্যমতানুরূপ প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতিই জগতের মূল বা বীজ। প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতির যখন বিকৃতি অবস্থা, তখনই জগৎ অবস্থা, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার বা পরিণামে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির যখন স্বরূপাবস্থা, তখন প্রলয়াবস্থা। প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণাম, স্বরূপ-পরি-

---

* "যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাৎ বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ যা যা নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ যথাশক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥
অতএব হি যোগীন্দ্র স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥
স্বেচ্ছাময়ং স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া।
সাবিরভূ র্ব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মণি বেদতঃ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

পাম ও বিরূপ-পরিণাম। স্বরূপ-পরিণামে প্রকৃতি-অবস্থা, অর্থাৎ অব্যক্তাবস্থা! বিরূপ পরিণামে এই জগদবস্থা। প্রকৃতির যখন বিরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই জগতের আবির্ভাব হয়। আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হয়, তখনই এই জগতের ধ্বংস হইয়া প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ পরিণামে একবার জগতের আবির্ভাব ও আবার তিরোভাব হইতেছে। প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ বা জগতের বীজ। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা, প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্বটী অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য, ব্যাপক ও শব্দস্পর্শাদি গুণবর্জ্জিত। অতএব প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া বিশেষ কঠিন। সংসারী পুরুষের পক্ষে মূলপ্রকৃতির ও তাহার নিজের অসংসারীরূপ নিরাকরণ করা বড়ই কঠিন। যে কখন দুগ্ধ দেখে নাই, কেবল ঘৃতমাত্র দেখিয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ঘৃতের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান দুগ্ধের আকার অনুভব করান যেরূপ কঠিন, তদ্রূপ বর্ত্তমান জগদ্দ্রষ্টা সাধারণ জীবকে ইহার মূল-প্রকৃতির স্বরূপ অনুভব করান একপ্রকার দুঃসাধ্য।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় রূপকভাবে এইরূপ বর্ণিত আছে, প্রকৃতি কুলকামিনীস্থানীয়া এবং সংসারী পুরুষ স্বামিস্থানীয়। প্রকৃতি সর্ব্বদাই স্বামী পুরুষের নিকট আত্মশরীর আবৃত রাখিয়া হর্ষশোকাদি জন্মাইতেছে। পুরুষও সেই আবৃতাঙ্গীর বৃথা আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া বৃথা হর্ষশোকাদি অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কেহ প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহার এই অভিলাষ সহজে পূর্ণ হইবে না।

প্রথমে অধিকারী হইতে হইবে। অধিকারী হইতে হইলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। শ্রবণাদি দ্বারা ক্রমে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইবে। চিত্ত যখন যার পর নাই সুপ্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হইবে, তখন প্রকৃতির আলিঙ্গন অর্থাৎ বিষয়ানুভবজনিত সুখ ভাল লাগিবে না। তখন এ সকল সুখ সুখ বলিয়া গণ্য হইবে না, প্রত্যুত কিসে ইহার পরিহার হয়, কিসে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, এইরূপ চেষ্টাই জন্মিবে। যখন দেখা যাইবে চিত্ত দুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখে অত্যন্ত বিরত হইয়াছে ও আমি কি, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতি দেখিবার অধিকার হইয়াছে, তখন প্রকৃতিকে দেখিতে যে চেষ্টা হইবে, তাহা আর বিফল হইবে না।

এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, প্রকৃতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের গোচর নহেন। প্রকৃতিদর্শনের নিমিত্ত তিনটীমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রকৃতি-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্তবাক্য আছে, তৎসমুদায়ের অর্থাবধারণ করা শ্রবণ, অনন্তর অবধৃত অর্থকে অনুকূলযুক্তিদ্বারা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করা মনন। পরে সেই দৃঢ়কৃত অর্থের নিরন্তর ধ্যান করা নিদিধ্যাসন। এই নিদিধ্যাসন সাংখ্যে তত্বাভ্যাস নামে খ্যাত। তত্বাভ্যাস বারংবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ব বিনাশ হইয়া সত্বোৎকর্ষ হয় এবং মনের প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পায়। তখন সেই সূক্ষ্মাপ্রকৃতি নির্ম্মল আদর্শে প্রতিভাত হয়।

প্রকৃতি পরিজ্ঞানের জন্য এই সকল আপ্তবাক্য শাস্ত্রে সন্নিবেশিত আছে। "নেদমমূলং ভবতি" "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ" (শ্রুতি) যাহা যাহা জন্মে, সেই সেই বস্তু প্রজা, যে যে বস্তু প্রজা, সেই সেই বস্তু জন্মবান্। যাহা জন্মে তাহার মূল আছে। জগৎও জন্মিয়াছে, এইজন্য জগতেরও মূল আছে। সে মূল কি? সে মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি—মূলকারণের সংজ্ঞা, অন্য কিছু নহে। এই মূল সত্বাদি দ্রব্যত্রয়ের সমাহার। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ। অজা যে তাং জুষমানাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্॥ (শ্রুতি) 'লোহিত' রজঃ, 'শুক্ল' সত্ব এবং 'কৃষ্ণ' তমঃ এই সম্মিলিত তিন দ্রব্য আদিতত্ব বা মূল। সেই মূল হইতেই এই অসংখ্য বিচিত্র প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন পিতামাতার অধিকাংশ গুণ সন্তানে সংক্রামিত হয়, তেমনি প্রকৃত্যুৎপন্ন জগতে তদীয় গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়াছে।

'সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ' সত্ব, রজঃ এবং তমো নামক দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখন তাহা প্রকৃতিপদবাচ্য। প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্যোনি, জগদ্বীজ এই সকল এক পর্য্যায়শব্দ। যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়, অর্থাৎ একটী প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটীকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নানা পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির এইরূপ পরিণাম আরম্ভ হইলে প্রথম পরিণাম মহৎ, দ্বিতীয় অহংকার, তৃতীয় ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র। এইরূপে প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি ক্ষণকালমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না, 'না পরিণম্যক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে' এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই পরিণতা হইতেছেন।

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী সম্মিলিত দ্রব্যের বা তিনটী অবয়বযুক্ত একটী অনশ্বর দ্রব্যের পারিভাষিক নাম প্রকৃতি। ইনি অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি গুণপদার্থ কি দ্রব্যপদার্থ? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন, প্রকৃতি দ্রব্যপদার্থ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী যদি দ্রব্যই হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে গুণ কহে কেন? ইহার কারণ এই শাস্ত্রকারগণ উপকরণদ্রব্যকে গুণ ও অঙ্গ বলিয়া থাকেন

সত্বাদি দ্রব্য ও আত্মার সুখ-দুঃখের উপকরণ, তাই তাহারা গুণ। পশু রজ্জুবদ্ধ হয়, আবার তদভাবে মুক্ত হয়, সে কারণে রজ্জু গুণ। পুরুষও সত্বাদি গুণে বদ্ধ ও তদ্বিচ্ছেদে মুক্ত হন, তদনুসারেই সত্বাদি গুণ। পুরুষরূপ পশু ইহাতে বদ্ধ হয়, এইজন্য ইহা গুণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

যেমন সূক্ষ্মতম বীজ হইতে ফলপত্রাদিসম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে, সেইরূপ জগদ্বীজ প্রকৃতি হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মহীরুহ জন্মিয়াছে।

প্রকৃতির পরিণামের অর্থাৎ জগতীস্থ পদার্থরাশির কার্য্য-কারণ ভাব পরীক্ষা করিলে তাহা হইতে চারিটী সত্য উপলব্ধি হয়। প্রথম—কারণদ্রব্যের যে কিছু গুণ, তাহা কার্য্য-দ্রব্যে সংক্রমিত হয়,—যেমন মৃত্তিকার সকল গুণ তদুৎপন্ন ঘটে অনুক্রান্ত হয়। দ্বিতীয়—যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন স্বীয়-কারণেই বিলীন হয়। দীপ নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিপিণ্ড কোথায় গেল, দেখা যায়, বাতাস লাগিয়া বা বাতাস অভাবে নিবিয়া গেল। নিবিয়া যাওয়া এই ব্যাপারের প্রতি প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, যে বায়ু প্রজ্বলনের কারণ, দীপ নামক অগ্নিপিণ্ডটী সেই কারণ-বায়ুতেই লীন হইয়াছে, অন্য কিছুই নহে। অতএব যে যখন বিনষ্ট হয়, সে তখন আপন কারণেই বিলীন হয়। কারণে বিলীন হওয়া—কারণাপন্ন হওয়াই বিনাশ। তৃতীয়—কার্য্য অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা। ন্যগ্রোধবৃক্ষের কারণীভূত ন্যগ্রোধ বীজ, তদপেক্ষা কত সূক্ষ্ম। চতুর্থ—কার্য্য আপনার কারণকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না; কিন্তু কারণ তাহা পারে। এই নিয়ম-চতুষ্টয় হইতেই প্রকৃতিজ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতা, তাহার অস্তিত্ব ও স্থিতি প্রকার অবগত হইবার নিমিত্ত যোগবল ও তাহার সাধন আবশ্যক; নচেৎ কিছুতেই প্রকৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না।

এ পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, আত্মা (পুরুষ) ভিন্ন আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি যারপর নাই সূক্ষ্ম ও আদিম। সেই আদিম প্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও তিনি ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন। জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। প্রকৃতির অর্থ ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃতির অবস্থাগত ভেদ অনুসারে প্রকৃতির ধর্ম্ম বা স্বভাব অত্যন্ত পৃথক্। তাহার অব্যক্তাবস্থায় কোন বিশেষ ধর্ম্মের প্রকাশ থাকে না। যত পরিণাম হইতে থাকে, ততই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম প্রকট হইতে থাকে। প্রকৃতি বুঝিবার আরও একটী সংকীর্ণ পথ আছে, তাহা এই। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যে কিছু দৃশ্য সমুদায়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব, যাহা মহত্তত্ত্বের মূল তাহাই প্রকৃতি।

প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি আর তাহার ব্যক্তাবস্থা জগৎ। অব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম ব্যক্ত অবস্থার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অবস্থাদ্বয়ের সমস্ত ধর্ম্ম দুই শ্রেণী করিয়া বুঝিতে হয়। এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্ম্ম। সাংখ্যশাস্ত্রের স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে, অব্যক্তাবস্থায় থাকে না, আবার কতকগুলি অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না এবং কতকগুলি উভয় অবস্থাতেই থাকে। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থায় থাকে, ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম। এইরূপ ব্যক্তাবস্থা সম্বন্ধে জানিতে হইবে। আর যাহা সকল অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয় অবস্থাতেই থাকে, তাহা প্রকৃতি ও বিকৃতি এই উভয় অবস্থার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য এবং যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য—প্রত্যেক ব্যক্ত সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক ও আশ্রিত অর্থাৎ কারণ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া স্থিত হয়; লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য *।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য—অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয়, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও অপরতন্ত্র অর্থাৎ কারণের অধীন নহে। এইগুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম্য ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ গুণত্রয়ের অবস্থিতি, অবিবেকিতা, বিষয়, সামান্য, প্রসবধর্ম্মী। এই সকল ব্যক্তাবস্থাতেও আছে, অব্যক্তাবস্থাতেও আছে। এই সকল ধর্ম্ম প্রকৃতির স্বরূপ শক্তিতে আরূঢ় থাকায় ইহাদের দ্বারা কেবল প্রকৃতির অবস্থাপ্রভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয়। কিন্তু যদ্দ্বারা আত্মার ভোগসিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে, সে সকল ধর্ম্ম তাহার অবয়বশক্তিতে অবস্থিত।

---

* "হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তং ॥
ত্রিগুণমবিবেকিবিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি ॥
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥" (সাংখ্যতত্ত্ব ১০-১১)

অবয়বশক্তিতে কোন্ কোন্ ধর্ম্ম বিরাজিত আছে, তাহার বিষয় বলিতেছি। প্রকৃতির একটী অবয়বের নাম সত্ব এই সত্ব লঘুপ্রকাশ ও সুখশক্তিবিশিষ্ট; প্রসন্নতা, স্বচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যতঃ সুখাত্মক বলা হইল। আর একটী অবয়ব রজঃ। এই রজঃ গুরুলঘুর সমাবেশসাধক, উপষ্টম্ভক, বাধা ও বলের সমাবেশ-কারক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। ইহারও শোকাদি নানা ভেদ আছে। আর একটী অবয়ব তমঃ। এই তমঃ গুরু, আবরক, অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধক এবং মোহরূপী। এই তমোগুণের নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপে ইহা মোহাত্মক বলা হইয়াছে।

উক্ত গুণান্বিত তিন দ্রব্য যখন সমভাগে থাকে, তখন প্রকৃতি পদাভিধেয় ও বর্ণনার অতীত। বৈষম্য বা বিকৃত হইতে আরম্ভ হইলে প্রকৃতিতে সেই সেই ধর্ম্ম উদ্ভূত বা প্রব্যক্ত এবং বর্ণনীয় হইয়া থাকে। এই জন্য সত্বাদি দ্রব্যের ক্রমানুযায়ী অন্য নাম শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ।

সাংখ্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির ত্রিগুণতা-নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়মন, লঘু, চল ও গুরু; এই সকল ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। এমন কি একটা সামান্য তৃণশরীরেও ঐ সকল গুণ অল্পাধিক পরিমাণে আছে। এইরূপ তারতম্যের কারণ গুণসংযোগের তারতম্য। জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। প্রকৃতিই সকল জগতের কারণ, জগৎ তাহার কার্য্য। কারণে যাহা না থাকে, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারে না। গুণত্রয়ের কথিত প্রকার ধর্ম্মব্যতীত আরও কয়েকটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহা থাকাতে জগতের এত বিচিত্রতা। সে ধর্ম্ম অভিভাব্য ও অভিভাবক ভাব। গুণ সকল পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে, খাট করে এবং সকলেই সকলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে—এই ভাব। সত্ব প্রবল হইলে যথা-সম্ভব রজ ও তমঃ অভিভূত হয়। তমঃ প্রবল হইলে সত্ব ও রজকে অভিভব করে। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নাম অভিভাব্য অভিভাবক ভাব। সত্বাদি তিনগুণ সকলেই সকলের অভিভাব্য ও অভিভাবক অথচ পরস্পর পরস্পরের সহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকে না। তমঃ আছে, সত্ব নাই, বা সত্ব আছে, তমঃ নাই, এইরূপ হয় না। তিন তিনেরই সহচর। সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণ বটে, কিন্তু সমত্রিগুণ নহে। সমান তিন গুণ জগদবস্থায় থাকে না। ন্যূনাধিক ভাবে থাকে বলিয়াই জগৎ এত বিচিত্র।

প্রকৃতির পরিণাম।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি পরিণা-মিনী, প্রকৃতি পরিণতা না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির সে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কিন্তু সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণা-মের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দ্বিবিধ, সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপ-প্রচ্যুতি এ সকল কথা একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। মহা-প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, তাহা সদৃশপরিণাম, সত্ব সত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে যে পরিণত হয়, তাহাকে সদৃশপরিণাম কহে। যখন বিসদৃশ-পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনার আরম্ভ। জগৎ অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ-পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ-পরিণা-মের বিবরণ এই যে, মহৎ তন্মাত্র উৎপত্তি ও তাহারই স্থূলভূত প্রভৃতির ফলে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম।

উক্ত দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত-নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজজ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃতি পক্ষে অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে ঐ সকল প্রাকৃতিক জড় পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম অতি শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মৃদু পরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের পরিণাম অনুভবগোচরে না আসিলেও যুক্তিগোচরে আইসে। মৃদু পরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার-দৃষ্টান্ত। তীব্র পরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদু-পরিণামের এত মৃদুতা আছে, যে, বহুশতাব্দীতে তাহার কিছু মাত্র উপলব্ধি হয় না।

প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা ও দৃঢ়তা ইত্যাদি। গত দিবস সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল এবং কপিলের সময়ে যেরূপ ছিল, আজ আমাদের সময়ে সেরূপ নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক আর কি বলিব, পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির ও তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার।

সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীনা অথচ জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। এই সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদিগণ

কহেন, জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না, যদিচ কখন কোন জড় স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না, তাহা হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন জগতের নির্ম্মাণ কি ইচ্ছাদি গুণশূন্য জড়স্বভাবা প্রকৃতি দ্বারা সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এতদিন উহা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। হয়ত নিয়মিতরূপে চন্দ্রসূর্য্যাদি পরিভ্রমণ করিত না। মানুষের পুত্র মানুষ এবং বৃক্ষের অঙ্কুর বৃক্ষ না হইয়া হয়ত একটা কিম্ভূত কিমাকার ঘটনা হইত। অতএব জগৎ বৈচিত্র দেখিয়া অনুমান করিতে হইবে যে, ইহার মূলে অব্যাহতেচ্ছ জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন। তিনিই প্রকৃতি দ্বারা সুনিয়মে জগৎসৃষ্টি এবং স্থিতি বিধান করিতেছেন।

ইহাতে কপিল বলেন, না,—রথ একটী অচেতন বস্তু, চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিমান্ করে, অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড়দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিমাপক বা প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাঁহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্য অন্য পৃথক্ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। অনাদি ও অনন্ত পুরুষগণই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রযোজক।

ইহাতে কপিল বলেন—"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।"

যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি গুণহীন জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধ্যবশতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের বিক্রিয়া উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নিরিচ্ছ হইলেও এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিতা হইলেও সন্নিধানবিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণামশক্তির উদয় হইয়া থাকে।

জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেননা নিয়মিতরূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধিভিন্ন কর্দ্দম-পরিণাম হয় না।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সলিলবৎ প্রতি প্রতি-গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" মেঘ নির্ম্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস। কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মকজল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অন্যরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণ-বিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও বিভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর ও অম্ল প্রভৃতি রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা অকল্পনীয়।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব। ইহা সৃষ্টিপ্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। পূর্ব্বে গুণসমুদায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে মূলপ্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছে। মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব। এই সকলতত্ত্ব প্রকৃত্যুৎপন্ন, সুতরাং জড়। সাংখ্যাচার্য্যগণ এই সকল তত্ত্ব চারিশ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৩)

কোন তত্ত্ব কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে। কোন তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক, প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। কোন কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি, অর্থাৎ কোন তত্ত্বেরই প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদানকারণ, বিকৃতিশব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার কোন কারণ নাই। কেননা মূলপ্রকৃতি কারণজন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য। আবার সেই কারণও অপরকারণজন্য, ইত্যাদিরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব এই অনবস্থাদোষনিবারণের জন্য মূলপ্রকৃতির কোন কারণ নাই, অতএব ইহা স্বতঃসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব মূলপ্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, কাহারও বিকৃতি

নহে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতি বা উভয়রূপ অর্থাৎ ইহারা কোনতত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূলপ্রকৃতির বিকৃতি। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার-তত্ত্বের প্রকৃতি। উক্ত রূপে অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চতন্মাত্রও উক্তরূপে অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এইজন্য পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয় না। সুতরাং উহারা প্রকৃতি নহে, কেবল বিকৃতি। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি জগতের মূল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই বিষয়ে বাদীদিগের বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা সকলে স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধেরা অসদ্বাদী, তাহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। তাহারা বলেন,—বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তবে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ভাবরূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে। বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুররূপ ভাবপদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্তদ্বারা সর্ব্বত্র অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ,—বৌদ্ধেরা এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; কিন্তু ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন, এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। বীজের প্রধ্বংসের পর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না, বীজ বিনষ্ট হয় বটে; কিন্তু বিনষ্ট বীজের অবয়ব নষ্ট হয় না। ঐ ভাবভূত বীজাবয়ব অঙ্কুরের উৎপাদক। বীজাভাব (বীজের অভাব) অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সর্ব্বস্থলে সুলভ বলিয়া সর্ব্বস্থলে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। ভাব-পদার্থই ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। বৌদ্ধদিগের অস-দ্বাদের ন্যায় বৈদান্তিক বিবর্ত্তবাদও সাংখ্যাচার্য্যদিগের নিকট আদৃত হয় নাই। প্রকৃতির পরিণাম দ্বারাই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সাংখ্যাচার্য্যগণ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ :—

"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা কি না অন্যরূপ জ্ঞান, তাহা বিকার, আর বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সুতরাং কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান নির্বস্তুক নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুগত্যা কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের দধিভাবোৎপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত এবং রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুসর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি অবিদ্যারূপ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মানমাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্যসহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলে ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চ-প্রতীতি ভ্রমাত্মক ইহা বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, পরিণামবাদে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডল-রূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অত-এব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে বস্তুগত্যা ভিন্ন, ইহা বলা যাইতে পারে না। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নই না হইল, তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না, তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। অতএব কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে,—অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক অর্থাৎ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম ও অব্যক্তরূপে কার্য্য বিদ্যমান ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। এখন বুঝা যাইতেছে যে, সাংখ্যাচার্য্যেরা পরিণামবাদ অবলম্বন করায় সৎকার্য্যবাদই স্থির করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই সকল মত নিরাকরণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এইস্থলে সেই সকল বিষয় আলোচিত হইল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই

জগতের মূলকারণ। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনল-বিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া অনলের সহিত রূপ-প্রকাশরূপ কার্য্য সম্পাদন করে এবং বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও যেমন মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ কার্য্যনির্ব্বাহ করে, সেইরূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব হইলেও মিলিত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। এই গুণত্রয় কোনও রূপ পরিণাম ভিন্ন ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। জগতে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, পরিণাম-বৈষম্য তাহার হেতু। প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ। সুতরাং সুখ-দুঃখ মোহাত্মক। ইহারা পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনার্থ ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা, আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তদনুসারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ ইহা স্থির করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি দুই প্রকার প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহার অসাধারণবৃত্তি বা ব্যাপার অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। বুদ্ধির ধর্ম্ম আটটী,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। ইহাদের প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামস। মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব। অভিমান তাহার বৃত্তি। আমি ইহাতে শক্ত এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন-সম্পাদনের জন্য ইত্যাদিরূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার তিনপ্রকার—বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস ও ভূতাদি বা তামস। একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তন্মাত্রপঞ্চক তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার উভয়বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারীমাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং উহা উভয়াত্মক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের কেহই মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটী যথাক্রমে চক্ষুরাদি পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ব্যাপার। বচন বা কথন, আদান বা গ্রহণ, বিহরণ বা গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ ও আনন্দ এই পাঁচটী যথাক্রমে বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটী অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তির বিষয় বলা যাইতেছে। উহাদের সাধারণবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু।

তন্মাত্র সকল অতিসূক্ষ্ম, এই জন্য উহারা অবিশেষ। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল এবং কেহ বিষাদকর বা গুরু। অতএব ইহারা বিশেষ নামে অভিহিত। বিশেষ সকলও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সূক্ষ্মশরীর, মাতাপিতৃজ বা স্থূলশরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই সকলের সমষ্টিই সূক্ষ্মশরীর। ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, অতএব বিশেষ। সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত ; অতএব বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। প্রতি পুরুষের জন্য এক একটী শরীর পরিকল্পিত। পুরুষ এক একটী শরীর গ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে। যতদিন না পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গত্যাগ করিবে না। প্রকৃতি পুরুষের বিবেকখ্যাতি জন্মাইয়া আপনিই অপসৃত হইবে।

[পুরুষের বিশেষ বিবরণ পুরুষ শব্দে দেখ।]

যে সকল সৃষ্টির কথা বলা হইল, ইহা প্রকৃতির বিরূপ-পরিণামে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির এইরূপ বিরূপ পরিণাম থাকিবে, ততদিন এই জগৎ থাকিবে। আবার যখন স্বরূপ-পরিণাম হইতে আরম্ভ হইবে, তখনই এই জগতের প্রলয় হইবে এবং যখন প্রলয় হইবে, তখন এইরূপ প্রণালীতে পদার্থ সকল কারণদ্রব্যে লীন হইবে। যে তত্ত্ব যে তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা তাহাতেই লীন হইবে। পঞ্চমহাভূত তাহার কারণসামগ্রী পঞ্চতন্মাত্র তাহাতে এবং পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে এবং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে সর্ব্বশেষে মহৎ প্রকৃতিতে লীন হইলে কেবল তখন মূল-প্রকৃতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এইরূপ প্রকৃতির স্বরূপ ও বিরূপ-পরিণামে একবার জগতের উৎপত্তি আবার জগতের প্রলয় হইতেছে। [অন্যান্য বিষয় সাংখ্যদর্শন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রকৃতিজ (ত্রি) প্রকৃত্যা জায়তে জন-ড। ১ স্বভাবজ। প্রকৃতিরূপেণ জায়তে জন-ড। ২ প্রকৃতিস্বভাবরূপ সাংখ্যমত-সিদ্ধ সত্ত্বাদিগুণ।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥" (গীতা ৩।৫)

প্রকৃতিধর্ম্ম (পুং) প্রকৃতের্ধর্ম্মঃ। সাংখ্যমত সিদ্ধ প্রকৃতির ধর্ম্ম-ভেদ। প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যাদি ধর্ম্মভেদ। [প্রকৃতি দেখ।]

প্রকৃতিপুরুষ (পুং) প্রধান পুরুষ।

"জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।" (মেঘদূত)
'প্রকৃতিপুরুষং প্রধানপুরুষং' (মল্লিনাথ)

প্রকৃতিভাব (পুং) স্বভাব।

প্রকৃতিমণ্ডল (ক্লী) প্রকৃতীনাং মণ্ডলং। ১ রাজ্যাঙ্গস্বামী ও অমাত্যাদি। ২ প্রজাসমুদয়, লোকসমূহ।

প্রকৃতিমৎ (ত্রি) প্রকৃতি-মতুপ্। প্রকৃতিবিশিষ্ট।

প্রকৃতিবৎ (অব্য) প্রকৃত্যা তুল্যং প্রকৃতি-বতি। ১ প্রকৃতিতুল্য, প্রকৃতিসদৃশ, ২ ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ আদিশ্যমান প্রকৃতিভূতের স্থানিবৎ কার্য্য।

প্রকৃতিস্থ (ত্রি) প্রকৃতি-স্থা-ক। ১ স্বীয়ভাবাপন্ন। ২ স্বাভাবিক।

প্রকৃতীশ (পুং) প্রকৃত্যাঃ ঈশঃ। প্রকৃতির অধিপতি।

প্রকৃত্যাদি (পুং) প্রকৃতিশব্দ আদির্যস্য। তৃতীয়ানিমিত্ত শব্দগণভেদ। 'প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া' প্রকৃত্যাদি শব্দের উত্তর সকল বিভক্তির অপবাদে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। অর্থাৎ অন্য কোন বিভক্তি না হইয়া কেবল তৃতীয়াই হইবে। গণ যথা—প্রকৃতি, প্রায়, গোত্র, সম, বিষম, দ্বিদ্রোণ, পঞ্চক, সাহস্র। (পাণিনি) 'প্রকৃত্যা প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ' ইত্যাদি।

প্রকৃষ্ট (ত্রি) প্রকৃষ্যতে ইতি প্র-কৃষ-ক্ত। ১ প্রকর্ষযুক্ত। পর্য্যায়—মুখ্য, প্রমুখ, প্রবর্হ, বর্য্য, বরেণ্য, প্রবর, পুরোগ, অনুত্তর, প্রাগ্রহর, প্রবেক, প্রধান, অগ্রেসর, উত্তম, অগ্র, গ্রামণী, অগ্রণী, অগ্রিম, জাত্য, অগ্র্য, অনুত্তম, অনবরার্দ্ধ্য, শ্রেষ্ঠ, পরার্দ্ধ্য, পর। (হেম)

"যদা প্রকৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্ত প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্॥" (মনু ৭।১৭০)

২ আকৃষ্ট। (দেবীভাগ° ১।৯।৮২)

প্রকৃষ্টত্ব (ক্লী) প্রকৃষ্টতা, উৎকৃষ্টতা।

প্রকৃষ্য (ত্রি) প্র-কৃষ-কর্ম্মণি-ক্যপ্। যাহাকে ভূমি লগ্ন করিয়া আকর্ষণ করা হয়।

"উলূখলবুধ্নো যূপঃ প্রকৃষ্যঃ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৫।২৭)
'প্রকৃষ্যঃ দেশান্তরনয়নেন প্রকর্ষণীয়ঃ ভূমিসংলগ্নতয়া প্রেরণীয়ো ন তু উৎপাটনেতি।' (ভাষ্য)

প্রকৢপ্ত (ত্রি) প্র-কৢপ-ক্ত। ১ রচিত। ২ সম্ভৃত।

প্রকৢপ্তি (স্ত্রী) প্র-কৢপ-ভাবে ক্তিন্। উপকৢপ্তি, বিদ্যমানতা। (কাত্যা° ১।৮।২২)

প্রকেত (ত্রি) প্র-কিত-ণিচ্-অচ্। ১ প্রকর্ষরূপে জ্ঞাপক। (ঋক্ ১।১১৩।১) ২ প্রকৃষ্টসুখসাধন অন্ন।

"প্রকেতেনাদিত্যেভ্য আদিত্যান্ জিন্ব।" (শুক্লযজু° ১৫।৬)
'প্রকেতেন প্রকর্ষেণ কং সুখনীয়তেঽননেনেতি প্রকেতমন্নং।' (বেদদীপ)

প্রকেতন (ক্লী) ১ অন্ন। ২ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপন।

প্রকোথ (পুং) প্র-কুথ-ভাবে ঘঞ্। ১প্রকৃষ্টপতন। ২ সংশোষ। (সুশ্রুত চি° ২২ অঃ) ৩ পূতিভাবাপন্ন, পচা।

প্রকোপ (পুং) প্র-কুপ-ঘঞ্। ১ অতিশয় কোপ। ২ জরাদির উৎকটতা। ৩ ক্ষোভ। ৪ চাঞ্চল্য। (বৈদ্যকনি°) বাতাদির সংক্ষোভহেতু।

প্রকোপন (ক্লী) প্র-কুপ-ল্যুট্। ১ বঞ্চন। ২ রাগান, ক্রুদ্ধকরণ। ৩ অগ্ন্যাদির উদ্দীপন, চলিত আগুন উস্কান। ৪ ক্ষোভ, ৫ চাঞ্চল্য। (বৈদ্যকনি°) ৬ বাতাদির সংক্ষোভহেতু। বাতাদির সংক্ষোভের কারণকে প্রকোপ বা প্রকোপন কহে। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—নিম্নোক্ত কারণে দোষের প্রকোপ হইয়া থাকে। বলবানের সহিত ব্যায়াম বা অতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্যয়ন, পতন, ধাবন, প্রপীড়ন, অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বাহনে অথবা পদব্রজে গমন, কটু, কষায়, তিক্ত, বা রুক্ষদ্রব্য, লঘু অথবা শীতল তেজঃবিশিষ্ট দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, কোদ্দালক, কোরদূষক প্রভৃতি ধান্য এবং মুদ্গ, মসূর, অরহর ও কলাই এই সকল দ্রব্যভোজন, অনশন, বিপরীত ভোজন, অধিক ভোজন এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, ছর্দ্দি, হাঁচি, উদ্গার ও অশ্রু প্রভৃতির বেগধারণ, এই সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতলবায়ু প্রবহনকালে, ঘর্ম্মনিবারণ সময়ে, প্রতিদিন প্রভাত ও অপরাহ্ণকালে এবং অন্ন পরিপাক হইয়া যাইলে বায়ুর প্রকোপ হয়।

ক্রোধ, শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস, অগ্নিদাহ, মৈথুন, উপগমন, অথবা কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, পিণ্যাক, কুলথ, সর্ষপ, মসিনাশাক, গোধা, মৎস্য, ছাগ বা মেষমাংস, দধি, তক্র, দধিমস্তু, ছানা, কাঁজি, সুরা বা কোনরূপ সুরার বিকৃতি ও অম্লরসবিশিষ্ট ফল, ঘোল এবং রৌদ্রের উত্তাপ এই সকল দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ উষ্ণক্রিয়া করিলে, বা উষ্ণকালে, মেঘের অবসানে, মধ্যাহ্নকালে বা অর্দ্ধরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সময় পিত্তের প্রকোপ হয়।

দিবানিদ্রা, শ্রমের অভাব, মধুর রস, অম্লরস, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, দ্রববস্তু, হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশর, পায়স, ইক্ষুবিকার, মাংস, মৃণাল, কেশুর, শৃঙ্গাটক, মধুররসবিশিষ্ট অলাবু ও কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতাফল, সম্যক্‌ভোজন বা অতিরিক্ত ভোজন এই সকল দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। বিশেষতঃ শীতক্রিয়া করিলে শীত ও বসন্ত ঋতুতে এবং প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে এবং আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মার প্রকোপ হয়। (সুশ্রুত সূ° ২১ অঃ)

(আত্রেয়সংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রকোপনীয় (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রকোপনের যোগ্য, প্রকোপনার্হ।

প্রকোপিত (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্-ক্ত, বা প্রকোপঃ তারকাদিত্বা-দিতচ্। রাগান।

প্রকোপিতৃ (ত্রি) প্র-কুপ-ণিচ্-তৃণ্। প্রকোপক, প্রকোপনকারী।

প্রকোষ্ঠ (পুং) প্রকুষ্যতেঽনেনেতি প্র-কুষ-নিষ্কর্ষে (উষিকুষীতি। উণ্ ২।৪) ইতি স্থন্। ১ কূর্পরের অধোভাগস্থিত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ। ২ দ্বারের অংশবিশেষ, দ্বারের পার্শ্বগৃহ, মহল। "ততঃ প্রকোষ্ঠে হরিচন্দনাঙ্কিতে প্রমথ্যমানার্ণব-ধীরনাদিনীম্॥" (রঘু ৩।৫৯)

প্রকৃথর (পুং) প্রথর পৃষোদরাদিত্বাৎ বা প্র-ক্ষর-অচ্ বা। ১ অশ্বসন্নাহ, অশ্বকবচ। (শব্দমালা) ২ কুকুর। ৩ অশ্বতর। (ত্রি) ৪ অত্যন্ততীব্র। (ত্রিকাণ্ড) শব্দমালা ও ত্রিকাণ্ডশেষে 'প্রকৃথর ও প্রক্ষর' এই দুইরূপই পাঠ ধৃত হইয়াছে।

প্রক্রন্তৃ (ত্রি) প্র-ক্রম-তৃচ্। উপক্রমকর্ত্তা, আরম্ভকর্ত্তা।

প্রক্রম (পুং) প্র-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ ক্রম। ২ অবসর। ৩ অতিক্রম। ৪ প্রথমারম্ভ, পর্য্যায়—উপক্রম।

"পূর্ব্বজৈরপি হি প্রাচী প্রক্রমেণ জিতা দিশঃ।
গঙ্গোপকণ্ঠে বাসশ্চ বিহিতো হস্তিনাপুরে॥" (কথাসরিৎ ১৮।৬৩)

প্রক্রমণ (ক্লী) প্র-ক্রম-ল্যুট্। ১ প্রকর্ষরূপে ক্রমণ। ২ প্রক্রম।

প্রক্রমভঙ্গ (পুং) প্রক্রমস্য ভঙ্গঃ। সাহিত্যদর্পণোক্ত দোষভেদ। এক নিয়মে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া অন্য নিয়মে বর্ণনা করিলে এই দোষ হয়। [ভগ্নপ্রক্রমতা দেখ।]

প্রক্রান্ত (ত্রি) প্র-ক্রম-ক্ত। প্রকরণস্থ, প্রকরণপ্রাপ্ত। ২ আরব্ধ। "আতিষ্ঠদ্গু জপন্ সন্ধ্যাং প্রক্রান্তামায়তীগবম্।" (ভট্টি ৪।১১)

প্রক্রামণি, ভোজবিদ্যা বা ভৌতিকবিদ্যার প্রকরণবিশেষ। (দিব্যাবদান ৬৩৬।২৭)

প্রক্রিয়া (স্ত্রী) প্র-কৃ-শ। ১ প্রকরণ। ২ নৃপাদির চামর-ব্যজন এবং ছত্রধারণ প্রভৃতি ব্যাপার। পর্য্যায়—অধিকার, অধীকার, নিয়তবিধি। (শব্দরত্না°) ৩ প্রকৃষ্টকার্য্য।

"নোচ্ছিতং সহতে কশ্চিৎ প্রক্রিয়া বৈরকারিকা।
শুচেরপি হি যুক্তস্য দোষ এব নিপাত্যতে॥" (ভার°১২।১১১।৫৮)

৪ শব্দপ্রয়োগাবস্থা। ৫ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি। (গৌতমসূ° ৫।১।১৬)

প্রক্রীড় (পুং) প্রকৃষ্ট ক্রীড়ন।

"নেন্দ্রং প্রক্রীড়েন মরুতোবলেন।" (শুক্ল যজুঃ ৩৯।৭)
"প্রকৃষ্টং ক্রীড়নং প্রক্রীড়ঃ তেনেন্দ্রং দেবং।" (মহীধর)

প্রক্রীড়িন্ (ত্রি) প্র-ক্রীড়-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে ক্রীড়াযুক্ত।

'বৎসাসো ন প্রক্রীড়িনঃ পয়োধাঃ।" (ঋক্ ৭।৫৬।১৬)
'প্রক্রীড়িনঃ প্রকর্ষেণ ক্রীড়মানাঃ' (সায়ণ)

প্রক্রোশ (পুং) আক্রোশ।

প্রক্লিন্ন (ত্রি) প্র-ক্লিদ-ক্ত। ১ তৃপ্ত। (জটাধর) ২ প্রকৃষ্টরূপে ক্লেদযুক্ত, বহুক্লেদযুক্ত।

প্রক্লিন্নবর্ত্মিন্ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ, ক্লিন্নবর্ত্মরোগ। ইহার লক্ষণ—নেত্রবর্ত্মের বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হইয়া তাহার উপান্ত অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্লিন্ন-বর্ত্ম কহে। (ভাবপ্র°)

প্রক্লেদ (পুং) প্র-ক্লিদ-ঘঞ্। আর্দ্রতা।

প্রক্লেদন (ক্লী) আর্দ্রকরণ, ভিজন।

প্রক্লেদবৎ (ত্রি) প্রক্লেদ-অস্ত্যর্থে মতুপ, মস্য ব। প্রক্লেদযুক্ত, প্রক্লিন্ন।

প্রক্লেদিন্ (ত্রি) প্রক্লেদ-অস্ত্যর্থে-ইনি। প্রক্লেদযুক্ত।

প্রক্বণ (পুং) ক্বণ-শব্দে, (ক্বণোবীণায়াঞ্চ। পা ৩।৩।৬৫) ইতি-অপ্। ১ বীণাধ্বনি। পর্য্যায়—প্রক্বাণ, স্বক্বণ, স্বক্বাণ, উপক্বাণ, উপক্বণ। (ভরত) ২ শব্দ।

প্রক্বাণ (পুং) প্র-ক্বণ-ঘঞ্। প্রক্বণ।

প্রক্ষয় (পুং) প্র-ক্ষি-অপ্। নাশ।

"গমিতাঃ প্রক্ষয়ং কেচিৎ ত্রিদশৈর্দানবা রণে।" (হরিবংশ)

প্রক্ষয়ণ (ত্রি) বিনাশন।

প্রক্ষর (পুং) প্রকর্ষেণ ক্ষরতি সঞ্চলতীতি প্র-ক্ষর-অচ্। অশ্ব-সন্নাহ, অশ্বকবচ। (হেম)

প্রক্ষরণ (ক্লী) প্র-ক্ষর-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরণ। "প্রস্রবে দুহ্যমানায়া গোর্বৎসঃ পয়ঃপ্রক্ষরণার্থং" (মনুটী° কুল্লূক ৫।১৩০)

প্রক্ষাল (ত্রি) প্রক্ষালয়তি ক্ষালি-অচ্। শোধক প্রায়শ্চিত্ত। "পরিপৃষ্টিকা বৈষসিকাস্ত্বপ্রক্ষালাস্তথৈব চ।" (ভারত আশ্ব° ৯২ অঃ) 'অপ্রক্ষালাঃ নিষ্পাপতয়া শোধকহীনাঃ' (নীলকণ্ঠ)

প্রক্ষালন (ক্লী) প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। ধাবন, মার্জ্জন।

"ধর্ম্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্॥" (হিতোপদে° ১ পরি°)

প্রক্ষালনীয় (ত্রি) প্র-ক্ষালি-অনীয়র্। প্রক্ষালনের যোগ্য।

প্রক্ষালিত (ত্রি) প্র-ক্ষালি-ক্ত। ১ ধৌত। ২ মার্জ্জিত।

প্রক্ষাল্য (ত্রি) প্র-ক্ষালি-যৎ। প্রক্ষালনীয়।

প্রক্ষিপ্ত (ত্রি) প্র-ক্ষিপ-ক্ত। ১ নিক্ষিপ্ত। ২ বিন্যস্ত। ৩ অন্ত-র্নিবেশিত।

প্রক্ষেপ (পুং) প্র-ক্ষিপ-ঘঞ্। ঔষধাদিতে ক্ষেপণীয় দ্রব্য। কল্কে ইহার মাত্রা কর্ষপরিমাণ।

"প্রক্ষেপঃ পাদিকঃ কাথ্যাৎ স্নেহে কল্কসমো মতঃ।
ষোড়শাষ্টচতুর্ভাগং ধাতুপিত্তকফার্ত্তিষু॥
ক্ষৌদ্রং কষায়ে দাতব্যং বিপরীতা তু শর্করা।
মাত্রা ক্ষৌদ্রঘৃতাদীনাং স্নেহে কাথে চ চূর্ণবৎ॥" (বৈদ্যকপরি°)

২ বিক্ষেপ। "সমিৎপ্রক্ষেপান্তং কর্ম্ম কৃত্বা" (ভবদেবভট্ট) ৩ প্রহরণ।

"পঞ্চেন্দ্রিয়ার্থপ্রক্ষেপঃ সপ্তধাতুবরূথকঃ ॥" (ভাগ° ৪।২৯।১৯)

৪ যৌথ ব্যবসায়ে মূলধনের কথক অংশ।

প্রক্ষেপণ (ক্লী) প্র-ক্ষিপ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে ক্ষেপণ। নিক্ষেপণ।

"অর্দ্ধপ্রক্ষেপণাৎ বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো হরেৎ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৪)

অর্ণবপোতাদির পরিচালন। (দিব্যা° ৩৩৪।১২)

প্রক্ষেপিন্ (ত্রি) প্রক্ষেপ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রক্ষেপযুক্ত।

প্রক্ষেপ্তব্য (ত্রি) প্র-ক্ষিপ-তব্য। প্রক্ষেপণীয়, প্রক্ষেপের যোগ্য।

প্রক্ষেপ্য (ত্রি) প্র-ক্ষিপ-যৎ। প্রক্ষেপযোগ্য।

প্রক্ষোভণ (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে ক্ষোভন।

প্রক্ষ্বেড়ন (পুং) প্রক্ষ্বেড়য়তীতি প্র-ক্ষ্বিড়-অব্যক্তশব্দে-ল্যু। নারাচ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নারাচ। (অমরটীকা ভগীরথ)

প্রক্ষ্বেদন (পুং) প্রক্ষ্বেদতীতি প্র-ক্ষ্বিদ-অব্যক্তশব্দে, ল্যু। নারাচ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নারাচ। (অমরটীকা ভগীরথ)

প্রখর (পুং) প্রকৃষ্টঃ খরঃ। ১ হয়সন্নাহ, অশ্বসজ্জা। ২ অশ্বতর। ৩ কুক্কুর। (ত্রি) ৪ অত্যন্ত খর, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, তীব্র।

প্রখাদ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে খাদিতা, খাদক। "সুশ্রবস্তা প্রখাদঃ পৃক্ষো" (ঋক্ ১।১৭৮।৪) 'প্রখাদঃ প্রকর্ষেণ খাদিতা' (সায়ণ)

প্রখ্য (ত্রি) প্রখ্যাতীতি প্র-খ্যা-খ্যাতৌ-ক। উত্তরপাদে তুল্যার্থ-বাচক।

'স্যুরুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।' (হেম) ২ শ্রেষ্ঠ।

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।

যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মনমাত্মনি ॥" (ভারত ১২।২০৪।৮)

প্রখ্যা (স্ত্রী) প্র-খ্যা-ভাবে-অঙ্। ১ বিখ্যাতি। ২ উপমা। বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপাদে এই শব্দ থাকিলে উপমাযুক্ত অর্থ হইয়া থাকে। যথা—'বজ্রপ্রখ্য' ইত্যাদি।

প্রখ্যাত (ত্রি) প্র-খ্যা-ক্ত। প্রকৃষ্ট খ্যাতিযুক্ত। বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। "যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাস্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনিদ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।"(মুগ্ধবোধ)

প্রখ্যাতবপ্তৃক (পুং) প্রখ্যাতো বপ্তা জনয়িতা যস্য, 'নদ্যৃত-শ্চেতি' কপ্। বিখ্যাতপিতৃক, যাহার পিতা সুবিখ্যাত।

'স্যাদামুষ্যায়ণোঽমুষ্যপুত্রঃ প্রখ্যাতবপ্তৃকঃ।' (হেম)

প্রখ্যাতি (স্ত্রী) প্র-খ্যা-ক্তিন্। প্রকৃষ্টকীর্ত্তি, বিখ্যাতি।

প্রখ্যাস্ (পুং) প্র-চক্ষ-অসি, 'বহুলং শিচ্চ' ইত্যুক্তের্ন শিৎ। প্রজাপতি। (উজ্জ্বল)

প্রগণ্ড (পুং) প্রত্যাসন্নো গণ্ডোগ্রন্থির্যস্য। কূর্পরোপরি কক্ষপর্য্যন্ত-ভাগ, কনুই অবধি স্কন্ধপর্য্যন্ত বাহুভাগ।

প্রগণ্ডী (স্ত্রী) প্রগণ্ড-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বহিঃপ্রাকার, দুর্গের প্রাকার ভিত্তিতে বীরদিগের উপবেশনস্থান।

"সঞ্চারো যত্র লোকানাং দূরাদেবাববুধ্যতে।

প্রগণ্ডী সা চ বিজ্ঞেয়া বহিঃপ্রাকারসংজ্ঞিতা ॥

প্রণিধিস্তত্র যত্নেন কর্ত্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা।

স এবাকাশরক্ষীতি হ্যচ্যতে শস্ত্রকোবিদৈঃ ॥"

(ভারত ১২।৬৯।৪৩ টীকা ধৃতবাক্য)

যেখানে অবস্থিত হইয়া দূর হইতে লোকসমূহের বিবরণ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রগণ্ডী কহে।

প্রগতজানু (ত্রি) প্রগতে সংশ্লিষ্টে জানুনী যস্য। অসংহত-জানুক, যাহার জানুর মধ্যে মহৎ অন্তরাল আছে। চলিত পা-ফারাক লোক। পর্য্যায়—প্রজ্ঞু, প্রজ্ঞ, প্রগতজানুক।

প্রগন্ধ (পুং) প্রকৃষ্টো গন্ধোঽস্য। পর্পট। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগন্ধযুক্ত।

প্রগম (পুং) প্র-গম-অপ্। প্রগমন।

প্রগমন (ক্লী) প্র-গম-ল্যুট্। ১ দূরে গমন। ২ বিবাদ, ঝক্ড়া।

প্রগমনীয় (ত্রি) প্র-গম-অনীয়র্। গমনের যোগ্য।

প্রগর্জ্জন (ক্লী) অতি গর্জ্জন, ভীষণ শব্দ।

প্রগর্দ্ধিন্ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে অভিকাঙ্ক্ষাযুক্ত। "ন বেরন্থ বাতি প্রগর্দ্ধিনঃ"(ঋক্ ৪।৪০।৩) 'প্রগর্দ্ধিনঃ প্রকর্ষেণাভিকাঙ্ক্ষতঃ'(সায়ণ)

প্রগল্‌ভ (ত্রি) প্রগল্‌ভতে ইতি প্র-গল্‌ভ-ধার্ষ্ট্যে পচাদ্যচ্। ১ প্রত্যুৎপন্নমতি, পর্য্যায়—প্রতিভান্বিত।

"প্রজ্ঞাপ্রগল্‌ভং কুরুতে মনুষ্যং রাজা কৃশান্ বৈ কুরুতে মনুষ্যান্ ॥"

(ভারত ১২।৬৮।৫৮)

২ উদ্ধত। ৩ নির্লজ্জ। ৪ দাম্ভিক। ৫ অক্ষুব্ধ। ৬ সমর্থ। ৭ দৃঢ়। ৮ প্রধান। ৯ নির্ভীক। ১০ সাহসী। ১১ উৎসাহী। ১২ অবিনীত।

প্রগল্‌ভ, কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা। বৃষধ্বজের পুত্র। কেহ কেহ ইহাকে প্রগর্ভ নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

প্রগল্‌ভ আচার্য্য, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পিতার নাম নরপতি; মাতার নাম জাহ্নবী দেবী। ইনি শুভঙ্কর নামেও পরিচিত। তত্ত্বচিন্তামণিটীকা, শ্রীদর্পণখণ্ডন নামে খণ্ডনখাদ্য-টীকা, উপমানখণ্ড, ন্যায়মতখণ্ডন ও প্রমাণখণ্ডন নামে কএকখানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

২ অপর একজন পণ্ডিত। বিদ্যার্ণব নামে একখানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি বিষ্ণুশর্ম্মার শিষ্য।

প্রগল্‌ভতা (স্ত্রী) প্রগল্‌ভস্য ভাবঃ 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি তল্। প্রাগল্‌ভ্য, পর্য্যায়—উৎসাহ, অভিযোগ, উদ্যম, প্রৌঢ়ি, উদ্যোগ, কিয়দেতিকা, অধ্যবসায়, উর্জ্জ। (হেম) ইহার লক্ষণ—

"নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা।" (উজ্জ্বলনীলমণি)
প্রয়োগবিষয়ে নির্ভীকতার নাম প্রগল্ভতা।
"আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি।
প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা॥" (কুমার ৬।৩২)
২ ঔদ্ধত্য। ৩ নির্লজ্জতা। ৪ প্রতিভা। ৫ অধ্যবসায়। ৬ অক্ষোভ। ৭ দম্ভ, অহঙ্কার। ৮ সামর্থ্য। ৯ প্রাধান্য। ১০ কার্য্যে নির্ভরতা। ১১ সাহস।

প্রগল্‌ভা (স্ত্রী) প্রগল্ভতে ধৃষ্টা ভবতীতি প্র-গল্ভ-ধার্ষ্ট্যে পচাদিত্বাদচ্, ততষ্টাপ্। নায়িকাভেদ।
"স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্তরতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্ভাক্রান্তনায়কা॥" (সাহিত্যদ° ৩।১০১)
কামান্ধা, পূর্ণ-যৌবনা, সকল প্রকার রতিবিষয়ে অভিজ্ঞা, ভাবোন্নতা এবং অল্পলজ্জাযুক্তা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রগল্ভা নায়িকা কহে।
রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—সকল-প্রকার কেলিকলাপ-বিষয়ে বিদুষী হইলে তাহাকে প্রগল্ভা কহে। ইহার চেষ্টা রতিপ্রীতি এবং আনন্দহেতু আত্ম-সংমোহ। * এই নায়িকা মানাবস্থায় ত্রিবিধা,—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। [ইহার বিশেষ বিবরণ নায়িকাশব্দে দেখ।]

প্রগল্‌ভিত (ত্রি) প্রগল্ভযুক্ত।

প্রগাঢ় (ত্রি) প্রকর্ষেণ গাহ্যতে স্মেতি প্র-গাহ-ক্ত (যস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ইতি ন ইট্। ভৃশ, কৃচ্ছ্র, অধিক, অতিশয়।
"অহমিন্দ্রাদ্দৃঢ়াং মুষ্টিং ব্রহ্মণঃ কৃতহস্ততাং।
প্রগাঢ়ে তুমুলং চিত্রমত্যশিক্ষং প্রজাপতেঃ॥" (ভারত ৪।৫৯।২৬)
২ দৃঢ়, কঠিন। ৩ নিবিড়, ঘন।

প্রগাতৃ (ত্রি) প্র-গৈ-তৃচ্। উত্তম গায়ক।
"ততো গোপাঃ প্রগাতারঃ কুশলা নৃত্যবাদিতে।"
(ভারত ৩।২৩৯।৮)

প্রগাথ (পুং) প্র-গ্রন্থ বাহু° আধারে ঘঞ্। 'ছন্দসঃ প্রগাথেষু' ইতি নির্দ্দেশাৎ নিপাতনাৎ নরয়োর্লোপে উপধাবৃদ্ধিঃ। বেদে যেখানে দুইটী ঋক্ তিনটী করা হয়, সেই অর্থ, অর্থাৎ যে স্থলে দুইটী ঋক্ তিনটী করা হয়, তাহাকে প্রগাথ কহে। সাম-সংহিতাভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।
২ প্রগাথরূপে ধ্যেয় মন্ত্র।
"প্রগাথা যে যজামহাঃ।" (শুক্লযজু ১৯।২৪)
'প্রগাথাঃ প্রগাথরূপত্বেন ধ্যেয়াঃ।' (মহীধর)

প্রগাদ্য (ক্লী) প্র-গদ-ণ্যৎ। প্রকৃষ্টরূপে গদনীয় অর্থাৎ কথনীয়। গদধাতু উপসর্গ পূর্ব্বক না হইলে বিশেষ সূত্রানুসারে যৎ হইত। (গদমদচরযমশ্চানুপসর্গে। পা ৩।১।১০০)

প্রগামিন্ (ত্রি) প্র-গম-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে গমনশীল।
"স্থিতং প্রগামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্।" (রামা° ২।৩১।৯)

প্রগায়িন্ (ত্রি) প্র-গা-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে গায়ক।

প্রগাহন (ক্লী) প্র-গাহ-ল্যুট্। প্রকৃষ্টরূপে অবগাহন, মজ্জন।

প্রগীতি (স্ত্রী) প্র-গা-ক্তিন্। প্রকৃষ্টরূপে গীতিভেদ।

প্রগুণ (ত্রি) প্রকর্ষেণ গুণো যত্র। ১ ঋজু। ২ প্রকৃষ্টগুণযুক্ত। ৩ অনুকূল। ৪ দক্ষ, কার্য্যকুশল।
"শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ।"
(রঘু ৯।৪৯)

প্রগুণিন্ (ত্রি) প্রগুণ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রকৃষ্ট গুণশালী।
"আবাং ভবতি বৎস্যাবঃ কঞ্চিৎ কালং হিতায় তে।
যথাবৎ পৃথিবীপাল! আবয়োঃ প্রগুণীভব॥"
(ভারত ১২।১০৫২ শ্লো°)

প্রগুণ্য (ত্রি) কার্য্যকুশল।

প্রগৃহীত (ত্রি) প্র-গ্রহ-ক্ত। ১ প্রকৃষ্টরূপে গৃহীত। যাহা ভাল-রূপে গ্রহণ করা হয়। ২ সমুচ্চ। (দিব্যাবদান)

প্রগৃহ্য (ত্রি) প্র-গৃহ্যতে ইতি প্র-গ্রহ-ক্যপ্ (পদাস্বৈরিবাহ্যাপক্ষ্যেষু চ। পা ৩।১।১১৯) ক্যপ্ ততঃ (গ্রহিজ্যেতি। পা ৬।১।১৬) সম্প্রসারণম্। সন্ধিরহিতপদ, ব্যাকরণোক্ত স্বরসন্ধিরাহিত্য যোগ্য পদভেদ। (ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্। পা ১।১।১১)
দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, উৎ, এৎ, ইহাদের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়। অর্থাৎ প্রগৃহ্য বলিলে দ্বিবচন সম্বন্ধীয় ঈৎ, উৎ ও এৎ বুঝাইবে। ২ স্মৃতি। ৩ বাক্য। 'আপ্রগৃহ্যঃ স্মৃতৌ বাক্যে।' (অমর)

প্রগে (অব্য) প্রকর্ষেণ গীয়তেঽত্রেতি প্র-গৈ-কে। প্রাতঃ, প্রভাত। "ইথং রথাশ্বেভনিষাদিনাং প্রগে
গণো নৃপাণামথ তোরণাদ্বহিঃ।" (মাঘ ১২।১)

প্রগেতন (ত্রি) প্রগে প্রাতর্ভব ইতি প্রগে (সায়ঞ্চিরমিতি। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যু তুট্ চ। প্রগেভব, প্রাতর্ভব, পর্য্যায়—শ্বস্তন। (রাজনি°)

প্রগেনিশা (ত্রি) প্রগে প্রাতঃকালো নিশেব স্বাপহেতুর্যস্য। প্রাতঃকালশায়ী। যাহারা প্রাতঃকালে শয়ন করে।

---

* "স্মৃতিপ্রীতিঃ—সংস্পৃশ্য স্তনমাকলয্য বদনং সংশ্লিষ্য কণ্ঠস্থলং
নিষ্পীয়াধরবিম্বমম্বরমপাকৃষ্য ব্যুদস্যালকং।
দেবস্তাম্বুজিনীপতেঃ সমুদয়ং জিজ্ঞাসমানে প্রিয়ে
বামাক্ষী বসনাঞ্চলৈঃ শ্রবণয়োর্নীলোৎপলং নিহ্নুতে॥
আনন্দাদাত্মসংমোহঃ—নখাঙ্কিতমুরঃস্থলেহধরতলে রদস্য ক্ষতং
চ্যুতা বকুলমালিকা বিগলিতা চ মুক্তাবলী।
রতান্তসময়ে ময়া সকলমেতদালোকিতং
স্মৃতিঃ ক্ব চ পতিঃ ক্ব চ ক্ব চ তথাবিশিক্ষাবিধিঃ" (রসমঞ্জরী।)

"উৎসূর্য্যশায়িনশ্চাসন্ সর্ব্বে চাসন্ প্রগেনিশাঃ।"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ২২৮ অঃ)

প্রগেশয় (ত্রি) প্রগে শেতে শী-অচ্। প্রাতঃশায়ী, প্রাতঃকালে যাহারা শয়ন করে।

প্রগ্রথন (ক্লী) প্রকৃষ্টরূপে গ্রথন।

প্রগ্রহ (পুং) প্রগৃহ্যতে ইতি প্রগৃহ্লাত্যনেনেতি বা (গ্রহবৃ-দৃ-নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩৩৫৮) ইতি ঘঞ্, ভাবপক্ষে অপ্। ১ তুলা-সূত্র, নিক্তি প্রভৃতির দড়ী। ২ অশ্বাদির রশ্মি। ৩ বন্দী। ৪ নিয়মন। ৫ ভুজ। ৬ রশ্মি।

"ইন্দোঃ প্রাচ্যাং ভবতি তরণেঃ প্রগ্রহঃ কিং প্রতীচ্যাং।"
(গোলাধ্যায় ৮ অঃ)

৭ সুবর্ণালু মহীরুহ। (মেদিনী) ৮ কর্ণিকারবৃক্ষ। (রাজনি°) প্র-গ্রহ ভাবে অপ্। ৯ ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন।

"ব্যথো হি কেবলং তস্য প্রগ্রহো বাহুগোচরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন চিত্তং রক্ষ জনার্দ্দন॥" (হরিব° ভ° ৮।৩৮)

১০ ধারণ। (হরিবং ভ° ২২।৪) ১১ অবলম্বন। ১২ বিষ্ণু।

"প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রোহনেকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।৯৪)

'ভক্তৈরুপাহৃতং পত্রপুষ্পাদিকং প্রগৃহ্লাতীতি প্রগ্রহঃ।' (ভাষ্য)

(ত্রি) ১৩ প্রকৃষ্টাবিষ্ঠানাদি।

"তামার্য্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাং।
দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব॥" (রামায়ণ)

'প্রগ্রহা প্রকৃষ্টৈর্বশিষ্ঠাদির্ভিগ্রহো অবিষ্ঠানং যস্যাং সা।' (তট্টীকা)

১৪ উদ্যতবাহু।

"এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ।" (রামা° ৭।৯৫।১৪)

১৫ সুবর্ণ। (বৈদ্যকনি°)

প্রগ্রাহ (পুং) প্রগৃহ্যতে ইতি প্র-গ্রহ (প্রবণিজাং। পা ৩৩৫২। 'রশ্মৌচ।' পা ৩৩৫৩) ইতি চ ঘঞ্। প্রগ্রহশব্দার্থ। (প্রে লিপ্সায়াং। পা ৩৩৪৬) ইতি ঘঞ্। প্রগ্রহণ।

'পাত্রপ্রগ্রাহেণ চরতি ভিক্ষুঃ।' (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রগ্রীব (পুং, ক্লী) প্রকৃষ্টা গ্রীবাকৃতিরস্য। ১ গৃহাদিতে প্রান্তধার্য্য দারুপংক্তি। ২ বাতায়ন। ৩ সুখশালা। ৪ অশ্বশালা। ৫ দ্রুমশীর্ষক, বৃক্ষশীর্ষক। (ত্রি) ৬ প্রকৃষ্ট গ্রীবান্বিত।

প্রঘটক (ত্রি) ঘটনাকারী।

প্রঘটাবিদ্ (ত্রি) প্রঘটাং আড়ম্বরং বেত্তীতি। শাস্ত্রগণ্ড। শাস্ত্রাভিজ্ঞ। (ত্রিকাণ্ড)

প্রঘট্টক (পুং) প্র-ঘট্ট-ণ্বুল্। একার্থপ্রতিপাদনার্থ গ্রন্থাবয়ব-ভেদ। (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য) ২ সংযোজক।

প্রঘণ (পুং) প্রবিশদ্ভির্জনৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষেণ হন্যতে ইতি প্র-হন- (অগারৈকদেশে প্রঘণঃ প্রঘাণশ্চ। পা ৩৩৭৯) কর্ম্মণি অপ্, ণত্বঞ্চ। বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠক, চলিত গাড়ীবারাণ্ডা। পর্য্যায়—প্রঘণ, অলিন্দ, আলিন্দ। (ভরত) ২ তাম্রকুম্ভ। ৩ লৌহ-মুদ্গর। (মেদিনী) ৪ গৃহাভ্যন্তরশয্যার্থ পিণ্ডিকা।

'প্রঘাণপ্রঘণালিন্দা দ্বারবাহ্যপ্রকোষ্ঠকে।
গৃহাভ্যন্তরশয্যার্থপিণ্ডিকায়ামপি ত্রয়ম্॥' (শব্দরত্না°)

প্রঘন (পুং) প্রকর্ষেণ হন্যতে ইতি প্র-হন-অপ্ বা ণত্বং। প্রঘণ।

প্রঘস (পু) প্রকর্ষেণ অত্তীতি প্র-অদ-অপ্। (ঘঞপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) ইতি ঘস্লাদেশঃ। ১ অসুর। ২ দৈত্য। ৩ রাক্ষস-ভেদ। "পর্ব্বণঃ পূতনো জন্তঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ॥" (ভারত ৩।২৮৪।২)

৪ প্রকৃষ্ট ভোজন। (ত্রি) ৫ অস্মর। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৬ কুমারানুচর-মাতৃভেদ। (ভারত সভাপ° ৪৭ অঃ)

প্রঘাণ (পুং) প্রহন্যতে ইতি প্র-হন-অপ্ পক্ষে বৃদ্ধিশ্চ। (পা ৩৩৩৯) প্রঘণ।

"নয়তি ভগবানম্ভোজস্যানিবন্ধনবান্ধবঃ।
কিমপি মঘবৎ প্রাসাদস্য প্রঘাণমুপয়তাম্॥" (নৈষধ ১৯।১১)

প্রঘাত (পুং) প্রকর্ষেণ হন্যতে যত্রেতি প্র-হন-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (হেম)

প্রঘান (পুং) প্র-হন-অপ্ বৃদ্ধঞ্চ পক্ষে ন ণত্বং। প্রঘাণ।

প্রঘাস (পুং) প্র-ঘস্-ঘঞ্। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণীয় হবিরাদি। ২ বরুণপ্রঘাস, চাতুর্ম্মাস্য যাগভেদ।

প্রঘাসিন্ (ত্রি) প্রঘাসযুক্ত মরুদ্গণ, প্রঘাসযজ্ঞযুক্ত।

"প্রঘাসিনো হবামহে।" (শুক্লযজু° ৩।৪৪) 'প্রঘাসিন প্রকর্ষেণ ঘস্যতে ভক্ষ্যতে ইতি প্রঘাসো হবির্বিশেষঃ স এষা-মস্তীতি তান্ প্রঘাসিনঃ এতন্নামকান্' (বেদদীপ)

প্রঘাস্য (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষণীয়।

প্রঘুণ (পুং) প্র-ঘুণ-ক। অতিথি। (হেম)

প্রঘূর্ণ (পুং) প্রঘূর্ণতি ভ্রমতীতি প্র-ঘূর্ণ অচ্। অতিথি। (হেম) (ত্রি) প্রকৃষ্টঘূর্ণযুক্ত।

প্রঘোষক (পুং) প্র-ঘুষ ভাবে ঘঞ্, ততঃ কন্। ধ্বনি। (জটা°)

প্রচক্র (ক্লী) প্রগতশ্চক্রমিতি প্রাদিসমাসঃ। চলিত সৈন্য, স্বচক্র হইতে পরচক্রের প্রতি চালিত সৈন্য, প্রস্থিত সৈন্য, যে সকল সেনা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রচক্ষস্ (পুং) প্রকর্ষেণ চক্ষতে বক্তীতি প্র-চক্ষ-অসি, খ্যাদেশঃ। বৃহস্পতি। (উজ্জ্বলদ°)

প্রচণ্ড (ত্রি) প্রকর্ষেণ চণ্ডঃ। ১ দুর্ব্বহ। ২ দুর্দ্ধর্ষ। ৩ প্রগল্ভ। ৪ অত্যুষ্ণ। ৫ প্রখর। ৬ অসহ্য। ৭ দুঃসহ। ৮ ভয়ানক, ভীষণ। ৯ অতিকোপন। ১০ প্রবল, প্রতাপশালী। (পুং) প্রকর্ষেণ

চণ্ডঃ উগ্রগুণত্বাৎ। ১১ শ্বেতকরবীর। (মেদিনী) ১২ বৎসপ্রী-নামক নৃপতির সুনন্দাগর্ভজাত পুত্রভেদ। (মার্ক° পু° ১৬৮।২)

প্রচণ্ড, রাষ্ট্রকুটরাজ ২য় কৃষ্ণের মহাসামন্ত। ইনি ব্রহ্মবকবংশীয় ধবলপ্পের পুত্র। পিতার বলবীর্য্যোপার্জ্জিত ৭৫০ খানি গ্রামের আধিপত্য ইঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তদধীনে চন্দ্রগুপ্ত নামা জনৈক দণ্ডনায়ক এই ভূভাগ শাসন করিতেন। ৮৩২ শকে ইনি বিদ্যমান ছিলেন[১]।

প্রচণ্ড, বৌদ্ধরাজ অজাতশত্রুর একজন মন্ত্রী, বেশ্যাসক্তিপ্রযুক্ত ইনি রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন।

প্রচণ্ডদেব, গৌড়দেশাধিপতি জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। ধার্ম্মিক রাজা নিজ কার্য্যকুশলতার জন্য সাধারণের পূজ্য ছিলেন। তিনি শাক্ত ও বীরবতীর উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবকালে তাঁহার মনে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। তিনি নিজপুত্র শক্তিদেবকে রাজপদ প্রদানপূর্ব্বক সাধুসমাবৃত হইয়া নানাদেশে তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন। নেপালরাজ্যে উপনীত হইয়া তিনি জগতের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হন। ক্রমে তথাকার সমুদয় তীর্থ ও পীঠস্থানাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ত্রিরত্ন ও স্বয়ম্ভূনাথের পূজা সমাপন করেন, তৎপরে মঞ্জুশ্রীপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক গুণাকর ভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও তজ্জন্য শান্তশ্রী নাম হইল। যে সকল হিন্দুমতাবলম্বী তাঁহার সহিত নেপালে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধ হইয়া সঙ্ঘারামাদিতে বাসপূর্ব্বক ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিল। তিনিই স্বয়ম্ভুনাথের পবিত্র বহিরক্ষার জন্য স্বীয় গুরু গুণাকরকে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'ত্রয়োদশাভিষেক' দ্বারা পূতশরীর করিয়া দীক্ষিত শান্তিকর বজ্রাচার্য্য নামে অভিহিত করেন। এই সময় হইতে নেপালে গৌড়দেশবাসীর আগমন আরম্ভ হয়। [স্বয়ম্ভুপুরাণের ৭ম অধ্যায়ে ইঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-সমূহ বর্ণিত আছে।]

প্রচণ্ডমূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রচণ্ডা মূর্ত্তির্যস্য। ১ বরুণবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ উগ্রমূর্ত্তি, ভয়ানক দেহবিশিষ্ট।

প্রচণ্ডসেন (পুং) এক তাম্রলিপ্তদেশাধিপতি।

প্রচণ্ডা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ চণ্ডা। ১ অতি কোপনা। ২ ভগবতীর সখীবিশেষ। "উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।"

(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

৩ দুর্গার অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকাবিশেষ। (কালিকাপু°) দেবীভাগবতে লিখিত আছে—ছগলণ্ড নামক পীঠস্থানে এই প্রচণ্ডা দেবী বিরাজিতা আছেন।

"ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে।" (দেবীভা° ৭।৩০।৭২)

৪ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

প্রচতা (অব্য) দেবগণ কর্ত্তৃক যাচমান।

"অদেবাৎ দেবঃ প্রচতা গুহা।" (ঋক্ ১০।১২৪।২)

'প্রচতা দেবানাং প্রযাচনেন।' (সায়ণ)

প্রচয় (পুং) প্রচীয়তে ইতি প্র-চিঞ্ চয়নে (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইত্যচ্। ১ সমূহ। ২ রাশি। ৩ জমাট। ৪ বৃদ্ধি, উপচয়। ৫ শিথিল সংযোগবিশেষ, ইহা পরিমাণজনক।

"সংখ্যাতঃ পরিমাণাচ্চ প্রচয়াদপি জায়তে।
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণস্থূলকাদৌ নাশস্বাশ্রয়নাশতঃ॥" (ভাষাপরি°)

৬ যষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা পুষ্প ও ফলাদি চয়ন।

প্রচয়ন (ক্লী) বৈদিকস্বরগ্রামভেদ।

প্রচয়স্বর (পুং) ১ প্রচিতিস্বর। ১ সঞ্চয়। উপচরণ।

"উদাত্তময়ং প্রচিতমেকশ্রুতীতি পর্য্যায়ঃ।"

(বাজসনেয়প্রাতি° ৪।১৩৮)

প্রচর (পুং) প্রচরত্যস্মিনিতি প্র-চর-আধারে অপ্। মার্গ, পন্থা (ধরণি) ২ প্রকৃষ্টরূপে গমন।

প্রচরণ (ক্লী) বিচরণ।

প্রচরদ্রূপ (ত্রি) প্রচরৎ প্রকাশমানং রূপং স্বরূপং যস্য। ১ ব্যক্তরূপ। ২ প্রচারবিশিষ্ট। প্রচারিত, প্রচলিত।

প্রচল (ত্রি) প্র-চল-অচ্। প্রকৃষ্টচলনযুক্ত, চঞ্চল। ২ ময়ূর।

প্রচলক (পুং) কীটভেদ, সৌম্যকীটবিশেষ। (সুশ্রুত° ৩ অঃ)

প্রচলন (ক্লী) চলিত হওন, প্রবর্ত্তন।

প্রচলাক (পুং) প্রকর্ষেণ চলতীতি প্র-চল-আকন্। ১ শরাঘাত ২ শিখণ্ড। ৩ ভুজঙ্গম। (মেদিনী)

প্রচলাকিন্ (পুং) প্রচলাক-শিখণ্ডোঽস্যাস্তীতি প্রচলাক-ইনি। ময়ূর। (ত্রিকা°)

"এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদবেজিতাঃ কূজিতৈঃ।
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণচন্দনতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥" (উত্তররামচ° ২ অঃ)

প্রচলায়, নামধাতু। প্রচল-ভৃশাদিত্বাৎ অভূততদ্ভাবে-ক্যঙ, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ প্রচলায়তে। লুঙ্ অপ্রচলায়িষ্ট।

প্রচলায়িত (ত্রি) প্রচলায়-ক্ত। নিদ্রাদিদ্বারা ঘূর্ণিত। (অমর)

প্রচলিত (ত্রি) প্র-চল-ক্ত। ১ প্রস্থিত। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ যাহা চলন হইয়াছে।

প্রচায় (পুং) প্র-চি-ঘঞ্। ১ হস্তদ্বারা দ্রব্যাদি একত্র করণ। ২ রাশি। ৩ বৃদ্ধি। ৪ উপচয়।

প্রচায়িকা (স্ত্রী) প্র-চি-ভাবে ণ্বুল্, টাপ্ কাপি অত ইত্বং। ১ প্রচয়নকর্ত্রী স্ত্রী। ২ পরিপাটীপূর্ব্বক পুষ্পাদির চয়ন।

(১) উক্ত শক-সংবতে প্রদত্ত প্রশস্তিতে তাঁহার অঙ্কুক নাম স্বাক্ষরিত আছে। (Epigraphia Indica, I, 53—58.)

প্রচার (পুং) প্রচরণমিতি প্র-চর-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রচরণ, চলন। ২ ব্যক্ত। ৩ প্রসিদ্ধি। ৪ প্রকাশ।

"দমনকতরুশাখালম্বিছোলঙ্গযুগ্মং
তুহিনকিরণবিম্বে খঞ্জরীটপ্রচারঃ॥" (শঙ্করাচার্য্য)

প্রচরত্যস্মিন্ প্র-চর-আধারে ঘঞ্। ৫ গবাদির চরণস্থান। (ভারত ১৪০।২১৮) ৬ অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ।

"প্রচ্ছাদয়তি যদ্‌দৃষ্টং মাংসং পর্য্যন্তবর্জ্জিতম্।
প্রচারকাখ্যং তং বিদ্যাৎ নেত্ররোগং কফাত্মকম্॥
ক্ষিতৌ নিপাত্য তুরগং ততো নেত্রং প্রসারয়েৎ।
কৃতকর্ম্মা ভিষগ্বিদ্বান্ বড়িশেনাক্ষিবর্ত্মনি॥" ইত্যাদি।
(অশ্ববৈদ্যক ৩০।৩১-৩২)

মাংস বর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টিকে আচ্ছাদন করিলে এই রোগ হয়। কিন্তু এই রোগে মাংস পর্য্যন্তদেশ অবধি বৃদ্ধি হয় না। অশ্বের এই রোগ হইলে কৃতবিদ্য অশ্বচিকিৎসক সেই অশ্বকে মাটিতে শোয়াইয়া চক্ষুঃ প্রসারণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণশস্ত্রদ্বারা ঐ মাংস ছেদন করিবে, কিন্তু এইরূপ ভাবে ছেদন করিবে যে, চক্ষুঃস্থিত অক্ষি-গোলকের কোনরূপ পীড়া না হয়। পরে মধু বা সৈন্ধব দ্বারা নেত্রপূরণ করিতে হইবে, পরে উহা ধুইয়া ফেলিয়া শঙ্খজা শিরা বেধ এবং কুষ্ঠ, বচ, চই, ত্রিকটু, এইরূপ লবণ ও সুরার সহিত প্রতিপান দিতে হইবে। অশ্বকে নির্ব্বাত স্থানে রাখিয়া দূর্ব্বা খাওয়াইতে হইবে। অশ্বের এই অবস্থায় মধুর ভোজন বা গুরুভোজন নিষিদ্ধ। (অশ্ববৈদ্যক)

প্রচারক (ত্রি) প্রচারয়তীতি প্র-চারি-ণ্বুল্। প্রকাশক, যিনি প্রচার করেন।

প্রচারণ (ক্লী) প্র-চারি-ল্যুট্। ১ প্রকাশকরণ, প্রচারকরণ। ২ চলন।

প্রচারিত (ত্রি) প্রচার, তারকাদিত্বাদিতচ্ বা প্র-চারি-ক্ত। যাহা প্রচার হইয়াছে। প্রকাশিত।

প্রচারিন্ (ত্রি) প্র-চর-ণিনি। ১ প্রচারকারী। ২ গমনশীল

"প্রচারিভিশ্চান্যৈশ্চারৈস্তস্করনিবারণার্থং প্রচারয়েৎ।"
(মনুটীকায় কুল্লূক ৯।৬৬)

প্রচাল (পুং) প্রকৃষ্টঃ চালঃ। ১ বীণার কাষ্ঠময় অবয়ব। ২ যূপের কটকভেদ। (ভারত দ্রোণ° ৬১ অঃ)

প্রচালিত (ত্রি) প্র-চালি-ক্ত। যাহা প্রচলিত করা হইয়াছে, চালান।

প্রচিকিত (ত্রি) বশিষ্ট চৈতন্যযুক্ত।

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষা।" (শুক্লযজুঃ ১৯।৫২)

'প্রচিকিতঃ কিংজ্ঞানে প্রকর্ষেণ চিকিতঃ চেতনাবান্ বিশিষ্ট-চৈতন্যযুক্তঃ।' (বেদদীপ)

প্রচিকীর্ষু (ত্রি) প্রকর্ত্তুমিচ্ছুঃ প্র-কৃ-সন্, তত-উ। প্রতি-কারেচ্ছু।

"শরৈরবিধ্যন্ যুগপৎ দ্বিগুণং প্রচিকীর্ষবঃ।" (ভাগ° ৪।১০।১০)

প্রচিত (ত্রি) প্র-চি-ক্ত। ১ কৃতচয়ন, যাহার পুষ্পচয়ন করা হইয়াছে। ২ প্রচয়স্বরযুক্ত। সংখ্যায়াং কন্। ৩ দণ্ডকভেদ।

প্রচীবল (ক্লী) প্রচেয়ং বলং যত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বীরণ, চলিত বেণার মূল।

প্রচীর (পুং) বৎসপ্রীনৃপের সুনন্দাগর্ভজাত পুত্রভেদ।
(মার্কণ্ডেয়পু° ১১৮।১)

প্রচুর (ত্রি) প্রচোরতীতি প্র-চুর (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। বা প্রগতশ্চুরায়া ইতি প্রাদিস°। ১ অনেক, পর্য্যায়— প্রভূত, প্রাজ্য, অদভ্র, বহুল, বহু, পুরুহ, পুরু, ভূয়িষ্ঠ, স্ফির, ভূয়, ভূরি। (অমর) "ন বং হৃষীকেশ যশঃকৃতাত্মনাং মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥" (ভাগ° ৫।১৩।২১)

২ চৌর।

প্রচুরতা (স্ত্রী) প্রচুরস্য ভাবঃ প্রচুর-তল্-টাপ্। প্রাচুর্য্য, বাহুল্য, প্রচুরত্ব।

প্রচুরপুরুষ (পুং) প্রচোরতীতি প্র-চুর-ক প্রচুরশ্চাসৌ পুরুষ-শ্চেতি। ১ চৌর। ২ বহুনর।

প্রচেতগড়, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী দুর্গ। শিবাজী কৌশলে এই দুর্গ হস্তগত করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ইংরাজরাজ এই স্থান দখল করিয়া লন।

প্রচেতস্ (পুং) প্রচেততীতি প্র-চিত-অসুন্। ১ বরুণ।

"হবিষে দীর্ঘসত্রস্য সা চেদানীং প্রচেতসঃ।
ভুজঙ্গপিহিতদ্বারং পাতালমধিতিষ্ঠতি॥" (রঘু ১।৮০)

২ মুনিবিশেষ। (মনু ১।২৫)

প্রকৃষ্টং চেতোঽস্য। (ত্রি) ৩ প্রকৃষ্টহৃদয়, মহাশয়। (মেদিনী)

প্রচেতস্, ১ প্রজাপতিভেদ। ২ একজন প্রাচীন মুনি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রপ্রণেতা। ৩ পৃথুর প্রপৌত্র ও প্রাচীনবর্হির ১০টী পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ মতে তাহারা দশসহস্রকাল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত থাকিয়া বিষ্ণুর কঠোর তপস্যা করেন এবং প্রজাসৃষ্টির বর লাভ করেন। কণ্ডুকন্যা মারিষার গর্ভে তাঁহাদের ঔরসে দক্ষের জন্ম হয়। ৪ প্রাচীনবর্হিরাজপুত্র।

"প্রাচীনবর্হিস্তৎপুত্রঃ পৃথিব্যামেকরাড়্ বভৌ।
উপযেমে সমুদ্রস্য লবণস্য স বৈ সুতাং॥" (গরুড়পু° ৬ অঃ).

৫ প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত।

"তে অস্যর্য্য প্রচেতসো বৃহস্পতে।" (ঋক্ ২।২৩।২)

'প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানাঃ।' (সায়ণ)

৬ অনুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ৩২ অঃ)

৭ প্রাচীনবর্হির সামুদ্রী ভার্য্যাতে জাত পুত্রভেদ। এই শব্দ বহুবচনান্ত। (হরিব° ২ অঃ)

প্রচেতসী (স্ত্রী) প্রচেতয়তি মূর্চ্ছিতমিতি প্র-চিৎ-ণিচ্ অতস্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ কট্‌ফল। (রাজনি°) ২ প্রচেতার কন্যা।

প্রচেতুন (ত্রি) প্র-চিত-উন্। প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত। (ঋক্ ১।২।১৬)

প্রচেতৃ (পুং) প্রচেততি যুদ্ধাদি স্থানে বীরান্ সঞ্চিনোতীতি প্র-চিত-তৃচ্। সারথি। (হেম)

প্রচেয় (ত্রি) প্র-চি-য। ১ বর্দ্ধনীয়। ২ চয়নীয়। ৩ গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য।

প্রচেল (ক্লী) প্রচোতীতি প্র-চেল-অচ্। পীতকাষ্ঠ। (শব্দচ°)

প্রচেলক (পুং) প্রকর্ষেণ চেলতি গচ্ছতীতি প্র-চেল-ণ্বুল্। ১ অশ্ব, ঘোটক। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগতিযুক্ত।

প্রচেলুক (পুং) পাচক। পচেলুক শব্দের বিকৃত পাঠ।

প্রচোদ (পুং) প্র-চুদ-ঘঞ্। প্রেরণ।

প্রচোদক (ত্রি) প্রচোদয়তি প্রেরয়তীতি চুদ-প্রেরণে ণ্বুল্। প্রেরক। নিয়োগকারী।

প্রচোদন (ক্লী) প্র-চুদ-ল্যুট্। প্রেরণ।

প্রচোদনী (স্ত্রী) প্রচোদ্যতে অপমার্য্যতে রোগোঽনয়া চুদ-ণিচ্-ল্যুট্-ঙীপ্। কন্টকারিকা। (অমর)

প্রচোদিত (ত্রি) প্র-চুদ-ক্ত। প্রেরিত।

"প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।" (ভাগ° ২।৪ অ°)

প্রচোদিন্ (ত্রি) প্রেরণাকারী, উত্তেজনাকারী।

প্রচোদিনা (স্ত্রী) লতাভেদ। কন্টকারিকা।

প্রচ্ছ, জিজ্ঞাসা। তুদাদি, পরস্মৈ, দ্বিকর্ম্ম, অনিট্। লট্ পৃচ্ছতি। লোট্ পৃচ্ছতু। লিট্ প্রপচ্ছ। লুঙ্ অপ্রাক্ষীৎ।

প্রচ্ছদ (পুং) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি প্র-চ্ছদ-ণিচ্ করণে ঘ (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) ইতি উপধায়া হ্রস্বঃ। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি।

"প্রচ্ছদান্তগলিতাশ্রবিন্দুভিঃ ক্রোধভিন্নবলয়ৈর্ব্বিবর্ত্তনৈঃ॥"

(রঘু ১৯।২২)

প্রচ্ছদ্ (ক্লী) প্রচ্ছাদয়তি প্র-ছাদি-ক্বিপ্ হ্রস্বঃ। অন্ন। "আচ্ছচ্ছন্দঃ প্রচ্ছচ্ছন্দঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫) 'প্রচ্ছদ, প্রচ্ছাদয়তীতি প্রচ্ছদন্নং।' (দেবদীপ)

প্রচ্ছদপট (পুং) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেন স-চাসৌ পটশ্চেতি। আচ্ছাদনপট, আবরণবস্ত্র, চলিত পাছুড়ি। পর্য্যায় নিচোল, নিচুল, নিচোলী। "বলীভঙ্গাভোগৈরলকপতিতৈঃ শীর্ণকুসুমৈঃ।

স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বাবস্থং কথয়তি রতং প্রচ্ছদপটঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩অঃ)

প্রচ্ছনা (স্ত্রী) প্রচ্ছ-বাহুলকাৎ যুচ্ টাপ্। জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা, আমন্ত্রণা। (জটাধর)

প্রচ্ছন্ন (ক্লী) প্র-ছদ-ক্ত। ১ অন্তর্দ্বার, গুপ্তদ্বার। (ত্রি) ২ আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত, গোপিত, ঢাকা।

"প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।" (ভার° ৩।৭১।৩১)

প্রচ্ছর্দ্দন (ক্লী) প্র-চ্ছদ-ভাবে ল্যুট্। ১ বমন। ২ কোষ্ঠবায়ুর নাসিকাপুটদ্বারা নিঃসারণপ্রযত্নভেদ, রেচন, শ্বাসবায়ুর নিঃসারণ।

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" (পাতঞ্জলসূত্র°)

প্রচ্ছর্দ্দিকা (স্ত্রী) প্র-চ্ছর্দ্দ-বমনে (রোগাখ্যায়াং ণ্বুল্ বহুলম্। পা ৩।৩।১০৮) ইতি ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপি অত ইত্বং। ১ বমি। ২ বমনরোগ। (ত্রি) ৩ বমনকারক।

প্রচ্ছাদন (ক্লী) প্রচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি প্র-চ্ছদ্-ণিচ্ ল্যুট্। উত্তরীয় বস্ত্র, পর্য্যায়—প্রাবরণ, সংব্যান, উত্তরীয়ক। ২ নেত্রচ্ছদ।

"প্রচ্ছাদনং ভবেদ্বর্ত্ম চাক্ষিকূটমতঃ পরম্।" (অশ্ববৈদ্যক ২।১০)

'বর্ত্ম নেত্রচ্ছদং প্রচ্ছাদনং প্রচ্ছাদনাপরনামকং।' (টীকা)

ভাবে ল্যুট্। ৩ গোপন। (ভারত ১।১৯১।১৭) ৪ আচ্ছাদন।

"নবোদকে নবান্নে চ গৃহপ্রচ্ছাদনে তথা।" (স্মৃতি)

প্রচ্ছাদিত (ত্রি) প্র-চ্ছদ-ণিচ্ ক্ত। আচ্ছাদিত। (হলায়ুধ)

প্রচ্ছান (ক্লী) প্র-চ্ছো-ভাবে-ল্যুট্। ১ প্রকৃষ্টচ্ছেদন। ২ সুশ্রুতোক্ত শস্ত্রবিস্রাবণভেদ। (সুশ্রুত)

প্রচ্ছায় (ক্লী) প্রকৃষ্টা ছায়া (যত্র) প্রকৃষ্ট ছায়া। উত্তম ছায়া।

"প্রচ্ছায়সুলভনিদ্রা দিবসাঃ পরিণামণীয়াঃ।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

২ প্রকৃষ্ট ছায়াবিশিষ্ট স্থান।

প্রচ্ছিদ (ত্রি) প্র-ছিদ-ক্বিপ্। প্রচ্ছেদকর্ত্তা।

"সংশরায় প্রচ্ছিদং।" (শুক্লযজু° ৩০।১৭)

'প্রচ্ছিদং প্রচ্ছেদকর্ত্তারং' (বেদদীপ)

প্রচ্ছিল (ত্রি) প্রছ-বাহুলকাৎ ইলচ্। নির্জ্জল, জনশূন্য। (হেম)

প্রচ্ছেদ (পুং) প্র-ছিদ-ঘঞ্। প্রকৃষ্ট ছেদ, কর্ত্তিত তৃণখণ্ড।

(কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৮।৩)

প্রচ্ছেদ, শীতাদির অবসর বা বিরাম। (দিব্যাবদান ৫৯৭।১৯)

প্রচ্ছেদন (ক্লী) খণ্ডকরণ। (ষড়্‌বিংশব্রা° ৪।৩)

প্রচ্ছেদ্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

প্রচ্যব (পুং) প্র-চ্যু-অচ্। প্রচ্যুতিযুক্ত। ভাবে-অপ্। প্রক্ষরণ, স্বভাবক্ষরণ।

"প্রকৃতেঃ স্বভাবপ্রচ্যবঃ।" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য°)

প্রচ্যবন (ক্লী) প্র-চ্যু-ল্যুট্। ক্ষরণ। ক্ষালন।

প্রচ্যাবন (ক্লী) গতিপরিবর্ত্তন। ১ আরব্ধ কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া অন্য কার্য্যে প্রবর্ত্তন করা। ২ ক্ষরণ।

প্রচ্যাবুক (ত্রি) ক্ষণস্থায়ী।

"ব্রহ্মক্ষত্রে এব প্রচ্যাবুকে বিড়প্রচ্যাবুকা।"(সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ১৬৪)

প্রচ্যুতত্ব (ক্লী) প্রচ্যুত-ভাবে ত্ব। প্রচ্যুতের ভাব।

প্রচ্যুতি (স্ত্রী) প্র-চ্যু-ক্তিন্। ক্ষরণ। "নিত্যং প্রচ্যুতিশঙ্কয়া ক্ষণমতি স্বর্গে ন মোদামহে।" (শান্তিশতক)

প্রজ (পুং) প্রবিশ্য জায়ায়াং জায়তে প্র-জন-ড। পতি, স্বামী, ভর্ত্তা। পতি জায়ার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার নূতন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য প্রজ অর্থে পতিকে বুঝায়।

প্রজঙ্ঘ (পুং) প্রকৃষ্টা জঙ্ঘা যস্য। রাক্ষসভেদ। (রামা° ৬।১৮।৯)

প্রজগ্মি (ত্রি) প্র-গম জ্ঞানে কি, দ্বিত্বং উপধালোপঃ। প্রজ্ঞা-শীল। (শত° ব্রা° ৫।১।১।১০)

প্রজন (পুং) প্রজায়তেঽনেনেতি প্র-জন-করণে ঘঞ্ (জনি-বধ্যোশ্চ। পা ৭।৩।৩৫) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। উপসর, স্ত্রীগবাদিতে পুঙ্গবাদির অভিগমন, গর্ভগ্রহণার্থ মৈথুন, চলিত পাল্-নেওয়ান। ২ পশুদিগের গর্ভগ্রহণকাল। (অমর) ৫ মৈথুন-সাধন উপস্থেন্দ্রিয়, লিঙ্গ। "বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং।" (মনু ১২।১২১) প্র-জন-ভাবে-ঘঞ্। ৪ পুত্রোৎপাদন। "উপসর্জ্জনং প্রধানস্য ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে।
পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্ম্মেণ তং ভজেৎ॥"(মনু ৯।১২৪)
(ত্রি) ৫ জনয়িতা। (ভাগ° ৮।৫।৩৪)

প্রজনন (ক্লী) প্রজায়তেঽনেনেতি প্র-জন-ল্যুট্। যোনি। (সুশ্রুত) প্র-জন-ভাবে ল্যুট্। ২ জন্ম। (মেদিনী) ৩ ধাত্রী-কর্ম্ম। (সুশ্রুত শারীর° ১০ অ°) ৪ প্রগম।
'ভবেৎ প্রজননং যোনৌ জন্মনি প্রগমেঽপি চ।' (বিশ্ব)
প্রজনয়তীতি প্র-জন-ল্যু। (ত্রি) ৫ প্রজোৎপাদক, জনক। "ইদং হবিঃ প্রজননং" (শুক্লযজু° ১৯।৪৮) 'প্রজননং প্রজনয়তীতি প্রজননং প্রজোৎপাদকং' (বেদদীপ)

প্রজনিকা (স্ত্রী) প্রজনয়তীতি প্র-জন-ণিচ্-ণ্বুল্, টাপি অত-ইত্বং। মাতা। (জটাধর)

প্রজনয়িতৃ (পুং) সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। "এষ বৈ প্রজনয়িতা যন্মুক্ষরঃ" (শতপথব্রা° ৩৭।২।৮) ২ অগ্নি। "অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা" (তৈত্তিরীয় ১।৭।২।৩)

প্রজনিষ্ণু (ত্রি) প্র-জনি-ইষ্ণুচ্। জনন। (শত° ব্রা° ৬।৪।১।৭)

প্রজনুক (পুং) প্র-জন বাহুলকাৎ উক। প্রজননশীল। (হেম°)

প্রজনূ (স্ত্রী) প্র-জন-বাহু° উ। প্রজনন। (তৈত্তি° ৩।১১।৪।২)

প্রজয় (পুং) প্র-জি-অচ্। প্রকৃষ্টজয়।

প্রজল্প (পুং) প্র-জল্প-ভাবে ঘঞ্। বাক্যবিশেষ।
"অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্য কৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কথ্যতে॥"(উজ্জ্বলনীলমণি)
২ প্রকৃষ্ট কথাভেদ। ৩ বহুভাষণ।
"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্যোগো বিনশ্যতি॥" (হঠযোগদীপিকা)

প্রজল্পন (ক্লী) কথোপকথন (পঞ্চতন্ত্র ৮৫।২১)

প্রজল্পিত (ত্রি) ১ কথিত। ২ ব্যক্তবাক্য। ৩ বাক্যারম্ভী, যে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রজল্পিতা (স্ত্রী) ১ যে কথিত হইয়াছে। কর্ত্তরি ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ জল্পনাকারিণী, বাক্যোচ্চারিণী।
"স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি"(কুমার ১ সর্গ)

প্রজব (পুং) প্রজবনমিতি প্র-জু-ভাবে-অপ্। বেগগতৌ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি ভাবে অপ্। প্রকৃষ্টবেগ। (ঋক্ ৭।৩৩।৮)

প্রজবিন্ (ত্রি) প্রজবতীতি প্র-জু (প্রজোরিনিঃ। পা ৩।২।১৫৬) ইতি ইনি। প্রকৃষ্টবেগযুক্ত। (অমর)

প্রজহিত (পুং) ১ পুরাণ। ২ গার্হপত্য অগ্নি। (তাণ্ড্যব্রা° ১।৪।১০)

প্রজা (স্ত্রী) প্রজায়তে ইতি প্র-জন (উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।৯৯) ইতি ড স্ত্রিয়াং টাপ্। সন্তান, সন্ততি।
"মাতৃণাং শীলদোষেণ পিতৃশীলগুণেন চ।
বিভিন্নাস্তু প্রজাঃ সর্ব্বা ভবন্তি ভবশীলিনাম্॥" (অগ্নিপু°)
পিতা ও মাতার দোষানুসারে বিভিন্নপ্রকার প্রজার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২ জন, অধিকারস্থ জন। ৩ উৎপত্তি, জনন। (ঋক্ ১০।৭২।৯)

প্রজাকর (পুং) তরবারি (প্রজ্ঞাকর শব্দের অপভ্রংশ) যাহা দ্বারা প্রজা হইয়া থাকে। বিকল্পে তরবারিকে বুঝায়, কারণ ভুজবলেই (তরবারিদ্বারা) প্রজাবৃদ্ধি, ও দেশজয় হইবার সম্ভাবনা। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৭)

প্রজাকাম (ত্রি) পুত্রাভিলাষী, পুত্রেচ্ছু।

প্রজাকার (পুং) সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা। (হরিবংশ ৫৩৮)

প্রজাগর (পুং) প্র-জাগৃ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি ভাবে-অপ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে জাগরণ।
"প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি।" (শকু° ৬ অঃ)
২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৫) ৩ প্রাণ।
"তে চণ্ডবেগানুচরাঃ পুরঞ্জনপুরং যদা।
হর্ত্তুমারেভিরে তত্র প্রত্যষেধৎ প্রজাগরঃ॥" (ভাগ° ৪।২৭।১৫)
'প্রজাগরঃ প্রাণঃ' (স্বামী) ৪ পালক, রক্ষাকর্ত্তা। "প্রজাগরেণাস্ত (রাজ্ঞঃ) জগৎপ্রবুধ্যতে" (কাম°নীতি ৭।৫৮)

প্রজাগরণ (ক্লী) অত্যন্ত জাগরণ। নিদ্রাহীনতা।

প্রজাগরা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (মহাভা° ৩।১৭।৮৫)

প্রজাঘ্ন (ত্রি) প্রজাং হন্তীতি। প্রজানাশকারী। (পারস্কর-গৃহ্য° ১।১১।২)

প্রজাচন্দ্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতর° ৪।৩৩৬)

প্রজাত (ত্রি) প্র-জন-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে জাত। (পুং) ২ অশ্বভেদ। "প্রজাতে বায়ব্যম্" (কাত্যায়নশ্রৌত° ২০।৩।২০) 'বড়বায়াং কৃতরেতঃস্কন্দনঃ প্রজাত ইত্যুচ্যতে' (ভাষ্য)

প্রজাতন্তু (পুং) প্রজায়াঃ প্রজনস্য তন্তুরিব। সন্তান। (তৈত্তিরিয়োপনি°) ২ পুত্রপরম্পরা, বংশ।

প্রজাতা (স্ত্রী) প্রজাতং প্রজননং সুতাদীনামুৎপত্তিরিত্যর্থঃ, তদস্যা অস্তীতি অচ্, ততষ্টাপ্। জাতাপত্যা, প্রসূতা স্ত্রী।
"স্ত্রীণামপত্যজাতানাং প্রজাতানাং তথা হিতৈঃ।
দাহজ্বরকরো ঘোরো জায়তে রক্তবিদ্রধিঃ॥" (সুশ্রুত নিদান° ৯ অঃ)

প্রজাতি (স্ত্রী) প্র-জন-ক্তিন্। ১ প্রজা। ২ প্রজনন। ৩ পৌত্রোৎপত্তি। "প্রজা চ স্বাধ্যায়বচনে চ প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়বচনে চ" (তৈত্তিরীয়োপনি°) 'তত্র প্রজা স্বয়মুৎপাদ্যা প্রজনশ্চ প্রজননমৃতৌ ভার্য্যাগমনং প্রজাতিঃ পৌত্রোৎপত্তিঃ' (ভাষ্য) ৪ রাজপুত্রভেদ। ইহার অপর নাম প্রজানি। (মার্কপু° ১১৮।৭৯)

প্রজাতিমৎ (ত্রি) প্রজাতি সম্বন্ধীয়। [প্রজাতি দেখ।]

প্রজাদ (স্ত্রী) প্রজাং দদাতীতি। পুত্রদ। বন্ধ্যা বা বাধকত্ব অপনয়নকর, ওষধিবিশেষ।

প্রজাদা (স্ত্রী) প্রজাং গর্ভদোষনিবারণেন সন্ততিং দদাতীতি দা-ক-টাপ্। ১ গর্ভদাত্রী ক্ষুপ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রজাদাতা।

প্রজাদান (ক্লী) প্রজায়াঃ দানং। ১ প্রজার দান। ২ প্রজার আদান, গ্রহণ। প্রজাতঃ জন্মতঃ দানং শুদ্ধিরস্য। ৩ রজত।

প্রজাদ্বার (ক্লী) ১ পুত্রোৎপত্তির পথ বা উপায়। ২ সূর্য্যের নামান্তর। (মহাভা° ৩।১৫৬)

প্রজাধর্ম্ম (পুং) প্রজা বা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রজাধ্যক্ষ (পুং) প্রজায়াঃ অধ্যক্ষঃ। ১ প্রজাপতি। ২ দক্ষ। ৩ কর্দ্দম। (ভাগ° ৩।২১।২৪) ৪ সূর্য্য। (মহাভারত ৩।১৫২)

প্রজানাথ (পুং) প্রজায়াঃ নাথঃ। ১ লোকনাথ, নৃপ, প্রজাপাল।
"প্রজাঃ প্রজানাথ পিতেব পাসি" (রঘু ১)
২ ব্রহ্মা। ৩ মনু। দক্ষ প্রভৃতি।

প্রজানন্তী (স্ত্রী) প্রজানাতীতি প্র-জ্ঞা-শতৃ-ঙীপ্। পণ্ডিতা, প্রাজ্ঞী। (হেম) (ত্রি) ২ বিশেষবেত্তা।
"তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্‌ঘোরমপ্রিয়ং।
অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা॥" (রামা° ২।৭২।১৪

প্রজানিষেক (পুং) ১ গর্ভধারণ। ২ গর্ভস্থ ভ্রূণ, পুত্র।

প্রজান্তক (পুং) প্রজায়াঃ অন্তকঃ। কাল, যম।

প্রজাপ (পুং) প্রজাঃ পাতীতি পা-রক্ষণে-ক। রাজা। (হেম)

প্রজাপতি (পুং) প্রজানাং পতিঃ। ১ ব্রহ্মা।
"যস্মাৎ পিতামহো জজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্মনঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ" (ভারত ১।১।৩২)

ব্রহ্মাপুত্র প্রজাপতি হইতে বিরাটের উদ্ভব হয়। [বিরাট্ দেখ।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি করিবার পর, মায়ায় অভিভূত হইয়া তত্তৎ শরীরে প্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হন। তাঁহাকে এই অবরোধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেবগণ একটী অশ্বমেধ যাগের অনুষ্ঠান করেন।[১] শরীর পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণকে ঐশ্বর্য্যলাভের বরদান করিয়াছিলেন। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, প্রজাপতি ঋষ্যরূপে রোহিতরূপধারিণী নিজ কন্যা উষায় উপগত হন, সেই কুকর্ম্মজাতরূপনাশে নিযুক্ত ভূতবান্ ভবানীপতি দেবগণের পরামর্শে তাহাকে বিদ্ধ করিলে মৃগনক্ষত্রের উৎপত্তি হয়, ভূতবান্ মৃগব্যাধ ও উষা রোহিণী নামক নক্ষত্রপুঞ্জে রূপান্তরিত হয়। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরপতি বৈরোচন আত্মজ্ঞানান্বেষী হইয়া প্রজাপতির অনুসরণ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উভয়েই আত্মতত্ত্ববিদ্যা লাভ করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুক্ষ্মতন আত্মজ্ঞান এবং বৈরোচন স্থূলতর ও মোহকর ইন্দ্রিয়-প্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাপতির কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

আহ্নিকতত্ত্বে দশ প্রজাপতির উল্লেখ আছে—যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, বিবস্বৎ, সোম, কর্দ্দম, ক্রোধ, অর্ব্বাক্ ও ক্রীত এই একবিংশতি প্রজাপতি।[২] পুরুষমেধযজ্ঞে প্রজাপতির নিকট পুরুষবলি দিতে হয়। [পুরুষমেধ দেখ।]

(১) "প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রেণানুপ্রাবিশৎ। তাভ্যঃ পুনঃ সম্ভবিতুং নাশক্নোৎ। সোঽব্রবীৎ। ঋধ্নবদিৎসঃ যো মেতঃ পুনঃ সম্ভরদিতি। তন্দেবা অশ্বমেধেনৈব সমভরন্। ততো বৈ ত আর্ধ্নুবন্। যোঽশ্বমেধেন যজতে। প্রজাপতিমেব সম্ভরন্ সুধ্নোতি।" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ)

(২) দশপ্রজাপতয়ো যথা—
"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।
দেবান্ সর্ব্বানৃষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
একবিংশতি প্রজাপতয়ো যথা—
ব্রহ্মা স্থাণুর্মনুর্দক্ষো ভৃগুর্ধর্ম্মস্তথা যমঃ।
মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ সোম এব চ।
কর্দ্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধোঽর্ব্বাক্ ক্রীত এব চ॥
একবিংশতিরুৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

পুরাণাদিতে এই সকল ভিন্ন আরও প্রজাপতির উল্লেখ আছে। যথা—শংযু, "শযুঃ প্রজাপতিঃ।" (শ্রুতি)

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কুম্ভারেরা নিজ নিজ 'চাক'কে প্রজাপতিরূপে পূজা করিয়া থাকে।

২ দক্ষাদি। ৩ মহীপাল। (মেদিনী) ৪ ইন্দ্র। ৫ জামাতা। ৬ দিবাকর। ৭ বহ্নি। ৮ ত্বষ্টা।

'প্রজাপতিব্রহ্মরাজেন্দ্রজামাতরি দিবাকরে।
বহ্নৌ ত্বষ্টরি দক্ষাদৌ।' (হেম) ৯ পিতা।

"জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ॥" ব্রহ্মবৈ° গণ° ৪৪ অঃ)

১০ যজ্ঞ। (নিঘণ্টু) ১১ স্বনামখ্যাত কীটভেদ।

প্রজাপতি, স্বনামপ্রসিদ্ধ পতঙ্গভেদ। (Butter-fly) ইহাদের দেহযষ্টি ফড়িং আদি পতঙ্গের ন্যায় তিনভাগে বিভক্ত—মুখমণ্ডল, বক্ষ ও উদর এবং গুহ্যদেশ। শরীরের দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ আছে। পক্ষে দুইটী বিভাগ, অগ্রবর্ত্তী অংশ বৃহৎ ও তৎপশ্চাদংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও ভঙ্গপ্রবণ। কেবল গুটীপোকাজাত লোহিতাভ প্রজাপতির পক্ষ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্বচ্ছ দেখা যায়। দেহগাত্রে পক্ষদ্বয়কে সংলগ্ন রাখিতে পক্ষকোটর হইতে পক্ষের মূলদেশে দুইটী দৃঢ় তন্তু আছে। এতদ্ভিন্ন মধ্যভাগেও কএকটী স্নায়ু আছে। মুখ প্রদেশের উন্নস (Proboscis) দিয়া পুষ্পাদি হইতে ইহারা মধু আহরণে এবং অন্যান্য রস গলনলী (œsophagus) মধ্যে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ঐ শুণ্ড যখন মধু আহরণে বিরত থাকে, তখন উহা মস্তকের নিম্নে অক্ষিদ্বয়ের মধ্যভাগে ন্যস্ত থাকে। প্রজাপতির জাতিভেদে পক্ষ, পদ, অক্ষি ও শুণ্ডাদির আকৃতিবিভেদ লক্ষিত হয়। ইহারা নিরীহ স্বভাব। বৃক্ষপত্রাদি গলিতকাষ্ঠ ও জীবলোমপশমাদির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে; শলভাদির ন্যায় ইহারা শস্যবৃক্ষাদির ক্ষয়কারক নহে। ইহাদের ডিম্ব ও সন্তানোৎপত্তি অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায়।

[পতঙ্গশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বৈজ্ঞানিকগণ এই জাতীয় পতঙ্গকে Lepidoptera নাম দিয়াছেন এবং ইহাদের মধ্যে আবার *L. Diurna, Nocturna* ও *L. Crepuscularia* নামে তিনটী শ্রেণী বিভাগও করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে প্রজাপতিগুলি দিবালোকে বিহার করে, তাহাই Diurna, সূর্য্যাস্তকালে বিহারকারী Nocturna এবং প্রাতঃ, দ্বিপ্রহর ও সায়ংকালে বিহারকারী Crepuscularia নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আকৃতি অনুসারে ইহাদেরও পদসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার প্রজাপতির পদসংখ্যা ১০টী, অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতাকারগুলির পদসংখ্যা ১৬টী, তন্মধ্যে ৬টী মুখভাগে, ৮টী উদরদেশে ও ২টী গুহ্যদেশে অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে ও দার্জিলিঙ্গ নামক স্থানে নানা বর্ণে চিত্রিত বিভিন্ন জাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়। উহাদের গাত্রবর্ণ এরূপ মনোহারী যে দেখিলেই সংগ্রহেচ্ছা বলবতী হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যত্নে বহুশত বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি সংগৃহীত হইয়া কলিকাতার 'এসিয়াটিক মিউজিয়ম্' নামক যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রজাপতি, ষষ্টি সম্বৎসরভেদ।

প্রজাপতি, হিঙ্গুলবাসী জনৈক হিন্দু সাধু। তিনি ব্রহ্মে সাকারত্ব কল্পনা করিয়া শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষা দেন, তাঁহার মতে পরমাত্মায় মানবাত্মার লীনতাই দেহের মোক্ষ।

প্রজাপতিগৃহীত (ত্রি) ধাতৃসৃষ্ট, বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

"প্রজাপতিগৃহীতয়া ত্বয়া মনো গৃহ্নামি প্রজাভ্যঃ।"(শুক্লযজু ১৩।৫৫)
'প্রজাপতিগৃহীতয়া ধাতৃসৃষ্টয়া।' (বেদদীপ)

প্রজাপতিদাস, গ্রন্থসংগ্রহ, পঞ্চস্বরা, পঞ্চস্বরনির্ণয় এবং মেঘমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

প্রজাপতিপতি (পুং) দক্ষপ্রজাপতি।

"প্রজাপতিপতিঃ সৃষ্ট্বা প্রজাসর্গে প্রজাপতিম্।
কিমারভত মে ব্রহ্মন্ প্রব্রূহ্যব্যক্তমার্গবিৎ॥" (ভাগ° ৩।২০।৯)

প্রজাপতিযজ্ঞ (পুং) প্রজাপতের্যজ্ঞঃ। দক্ষযজ্ঞ।

প্রজাপতিলোক (পুং) ব্রহ্মলোক।

প্রজাপতিহৃদয় (ক্লী) সামভেদ।

"প্রজাপতের্হৃদয়ং গায়তি।" (শতপথব্রা° ৯।১।২।৫০)

'প্রজাসু চ প্রজাপতৌ চ গায়তি প্রজাপতের্হৃদয়মিতি কিঞ্চিৎ সাম তদপ্যত্র গায়েৎ। প্রজাপতের্হৃদয়ং গায়ত্র্যাদি সামবৎ কস্যাংশ্চিদৃচি ন গীয়তে অপি তু কেবলং প্রজাশব্দে প্রজাপতিশব্দে চ গীয়তে।' (ভাষ্য)

প্রজাপতী (স্ত্রী) শাক্যবুদ্ধের পালয়িত্রী গোতমী।

প্রজাপাল (পুং) প্রজাং পালয়তীতি পাল অণ্। প্রজাপালক।

প্রজাপাল্য (ক্লী) প্রজাপালনযোগ্য।

প্রজাবৎ (ত্রি) রাজাহস্ত্যস্য-মতুপ্ মস্য ব। ১ সন্তানযুক্ত। ২ প্রকৃতিযুক্ত নৃপ।

প্রজাবতী (স্ত্রী) প্রজাবৎ-ঙীপ্। ভ্রাতৃজায়া। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী।

"প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্ব্যপদেশনেয়াং প্রাপয্য বাল্মীকিপদং ত্যজেনামম্॥"
(রঘু ১৪।৪৫)

২ প্রিয়ব্রতপত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩।১৩) ৩ সন্তানবিশিষ্টা।

"সাম্প্রতং সর্গকর্ত্তৃত্বমাদিষ্টঃ ব্রহ্মণা মম।
সোহহং পত্নীমভিপ্সামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীম্॥"(মার্ক° পু° ৯৭।১৮)

প্রজাবিদ্ (ত্রি) প্রজাং বিন্দতীতি ক্বিপ্। প্রজালাভকারী।

প্রজাসনি (পুং) প্রজাং সনোতি দদাতি সন-ইন্। প্রজোৎপাদক। সন্তানদায়ক। "আত্মসনি প্রজাসনি" (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)

প্রজাস্থজ্ (পুং) সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মা। কশ্যপ।

প্রজাহিত (স্ত্রী) প্রজায়ৈ হিতম্। ১ জল। (ত্রি) ২ প্রজোপকার, প্রজাদিগের হিত।

প্রজিৎ (ত্রি) প্রকৃষ্টরূপে জয়শীল। বিজয়ী।

প্রজিন (পুং) প্রকর্ষেণ জয়তীতি প্র-জি বাহুলকাৎ নক্। বায়ু।

প্রজিহীর্ষু (ত্রি) প্রহর্ত্তুমিচ্ছুঃ। প্র-হৃ-সন্ উ। প্রহারেচ্ছু।

প্রজীবন (ক্লী) জীবিকা, জীবিকোপজীবি অর্থ।

"এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্ত বসুনঃ প্রভুঃ।

শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্॥" (মনু ৯।১৬৩)

প্রজুষ্ট (ত্রি) প্র-জুষ-ক্ত। প্রসক্ত।

প্রজেশ (পুং) প্রজানামশীঃ। প্রজাপতি, রাজা, প্রজেশ্বর।

প্রজেশ্বর (পুং) প্রজানামীশ্বরঃ। রাজা।

প্রজ্ঝটিকা (স্ত্রী) প্রাকৃত ছন্দোভেদ। পজ্ঝটিআ।

প্রজ্ঞ (ত্রি) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা। (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। পণ্ডিত। "নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং" (মাণ্ডুক্যোপনিষদ্) ২ প্রগতজানুক।

প্রজ্ঞতা (স্ত্রী) প্রজ্ঞস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। প্রজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) প্র-জ্ঞা-ণিচ্-ক্তিন্। ১ সঙ্কেত। (ত্রিকা°)

"বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে।

প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ সানন্দলক্ষণা॥" (সর্ব্বদর্শনস° পূর্ণপ্র°)

২ জ্ঞান। ৩ জ্ঞাপন। "জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥" (ভাগ° ৩।২৫।১) ৪ জিনবিদ্যাদেবীবিশেষ। (হেম)

প্রজ্ঞপ্তিবাদিন্ (ত্রি) জ্ঞানবাদী।

প্রজ্ঞপ্তী (স্ত্রী) প্রজ্ঞপ্তি বাহু° ঙীষ্। জিন-বিদ্যাদেবীবিশেষ।

প্রজ্ঞা (স্ত্রী) প্র-জ্ঞা-ক, টাপ্। বুদ্ধি। "আকরসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।" (রঘু ১।১৫) ইহার ১১টী বৈদিক পর্য্যায় আছে, যথা—কেতু, কেত, চেতস্, চিত্ত, ক্রতু, অসু, ধী, শচী, মায়া, বয়ুন, অভিখ্যা। (নিঘণ্টু ৩ অ°) ২ একাগ্রতা। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (পঞ্চদশী ৭।১০৬) ৩ প্রাজ্ঞী। প্রকর্ষেণ জানাতি যা। ৪ সরস্বতী। (শব্দরত্না°)

"মতিরাগামিকা জ্ঞেয়া বুদ্ধিস্তৎকালদর্শিনী।

প্রজ্ঞা চাতীতকালস্ত মেধা কালত্রয়াত্মিকা॥" (হেম)

প্রজ্ঞা, বৌদ্ধশাস্ত্রে 'প্রজ্ঞা' শব্দে জ্ঞান বা বুদ্ধিকে বুঝায়। গুণকারণ্ডব্যূহে লিখিত আছে—যখন জগতে কিছুই ছিল না, তখন স্বয়ম্ভু আদি বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই এক বুদ্ধ চারি হস্তের কল্পনা করিয়া স্বইচ্ছায় প্রজ্ঞার সৃষ্ট করেন। বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা একত্র মিলিত হইয়া 'প্রজ্ঞা উপায়' নাম ধারণ করে। অষ্টাসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—একমাত্র বুদ্ধই জগতের গুরু এবং প্রজ্ঞা গুণসমূহের আধার; ক্রমে পৌত্তলিক প্রবাহে পড়িয়া 'প্রকৃতি' স্বরূপা প্রজ্ঞাদেবী দেবতারূপে আদৃত হইয়াছিলেন। পূজাখণ্ডে তিনি জগন্মাতা, নিরূপ, প্রজ্ঞারূপ প্রজ্ঞাপারমিতা ও প্রকৃতি এই সকল নামে পূজিত হইয়াছেন। প্রজ্ঞাদেবীই জগৎপ্রকৃতির অনুরূপা (Diva Natura) এবং তিনিই ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। বৌদ্ধ ধর্ম্মপুরাণে গৌহাটির কামেশ্বরী মন্দিরের যোনিপীঠ ত্রিকোণাকার যন্ত্র জগন্মাতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। আদি প্রজ্ঞা বা ধর্ম্মই প্রজ্ঞাদেবী, যখন সমুদায়ই শূন্যময় ছিল, তখন একমাত্র প্রজ্ঞাদেবীই আকাশ হইতে ৮ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যোনিপীঠস্থ ত্রিকোণাকার যন্ত্রের বিন্দু হইতে স্বইচ্ছায় তিনি আদি প্রজ্ঞারূপে উদ্ভূত হন এবং উক্ত ত্রিকোণের পার্শ্বদণ্ড হইতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উৎপত্তি হয়।

প্রজ্ঞাকর, জনৈক মৈথিলপণ্ডিত। বিদ্যাকরের পুত্র ও মিশ্র আনন্দকর স্বামীর পৌত্র। ইনি সুবোধিনী নামে নলোদয়টীকা রচনা করেন।

প্রজ্ঞাকায় (পুং) প্রজ্ঞা কায় ইব অস্য। বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

প্রজ্ঞাকূট (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

প্রজ্ঞাচক্ষুস্ (পুং) প্রজ্ঞা এব চক্ষুর্যস্য। ধৃতরাষ্ট্র।

"শ্রুত্বাতু মম বাক্যানি বুদ্ধিযুক্তানি তত্ত্বতঃ।

ততো জ্ঞাস্যসি মাং সৌতে প্রজ্ঞাচক্ষুষমিত্যুত॥" (ভারত ১।১।১৪৩)

(ত্রি) ২ প্রজ্ঞাচক্ষুঃযুক্ত, যাহার প্রজ্ঞারূপ চক্ষু আছে।

প্রজ্ঞাচন্দ্র, একজন বৌদ্ধ পুরোহিত। চীনপরিব্রাজক ই-ৎসিং যখন নালন্দার তিন যোজন পশ্চিমবর্ত্তী তিলাঢ়ক সঙ্ঘারামে উপনীত হন, তখন ইনি তথায় আচার্য্য ছিলেন।

প্রজ্ঞাঢ্য (পুং) প্রজ্ঞায়া আঢ্য যুক্তঃ। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত।

প্রজ্ঞাতর, মধ্যভারতবাসী জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তথাকার ২য় রাজপুত্র বোধিধর্ম্মকে[১] ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

প্রজ্ঞাতৃ (ত্রি) প্র-জ্ঞা-তৃণ্। সর্ব্বাভিজ্ঞ। (ঋক্ ১০।৭৮।২)

প্রজ্ঞাদি (পুং) স্বার্থে অণ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণভেদ, প্রজ্ঞ আদি করিয়া শব্দগণ। গণযথা—প্রজ্ঞ, বণিজ্, উশিজ্, উষ্ণিজ, প্রত্যক্ষ, বিদ্বস্, বিদন, ষোড়ন, বিদ্যা, মনস্, শ্রোত্র, শরীর, জুহ্বৎ, কৃষ্ণমৃগ, চিকীর্ষৎ, চোর, শত্রু, যোধ, চক্ষুস্, বসু, এসন্,

(১) এই বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

মরুৎ, ক্রুঞ্চ, সত্বৎ, দশার্হ, বয়স্, ব্যাকৃত, অসুর, রক্ষস্, পিশাচ, অশনি, কর্ষাপণ, দেবতা ও বন্ধু। ২ অস্ত্যর্থে ণ-প্রত্যয় নিমিত্ত শব্দগণভেদ। এই গণ যথা—প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধা। (পাণিনি)

প্রজ্ঞাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।] "প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥"(রাজতর° ৩।৪৯৫)

প্রজ্ঞান (ক্লী) প্রজ্ঞায়তে হনেনেতি প্র-জ্ঞা-ল্যুট্। ১ বুদ্ধি।
"ত্বমেব মুহ্যসে মোহাৎ ন প্রজ্ঞানং তবাস্তি হ।" (ভারত ৩।১৮৫।১৬) ২ চিহ্ন। ৩ চৈতন্য।
"যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বসাদ্ বিজানাতি তৎপ্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৫।১)
যাহাদ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রজ্ঞান কহে। (ত্রি) প্রজ্ঞানমস্ত্যস্য অচ্। ৪ পণ্ডিত। (দ্বিরূপকো°)

প্রজ্ঞানন্দ, একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। প্রজ্ঞাস্বরূপের শিষ্য। ইনি তত্ত্বপ্রকাশিকা নামে তত্ত্বালোকটীকা ও ত্রিপুটী-প্রকরণটীকা নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রজ্ঞানাশ্রম, স্বাত্মনিরূপণপ্রকরণ নামক গ্রন্থের টীকারচয়িতা।

প্রজ্ঞাপ্ত, ১ সজ্জিত, শ্রেণীবদ্ধ। ২ আদিষ্ট। (দিব্যা° ২।১৯)

প্রজ্ঞাভদ্র, জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং যখন তিলাঢ়ক সঙ্ঘারামে আগমন করেন, তখন ইনি তথায় পৌরোহিত্য করিতেন, হিউএন্সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি ভ্রম নিরাকরণ করিয়া লন।

প্রজ্ঞাবর্ম্মন্, জনৈক বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা। চীনরাজ্যের অন্তর্গত কোরিয়াবিভাগের সিং-কো নামক স্থানবাসী। চৈনিক নাম হ্বুই-লুন্। ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিবার জন্য উদাসীন হইয়া তিনি স্বরাজ্য ত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী সহবাসে কাল কাটাইতে মনস্থ করেন। পথে আসিয়া তিনি যুয়ন-চৌর সহিত মিলিত হন। ইনি ১০ বৎসরকাল অমরাবত সঙ্ঘারামে বাস করেন। তৎপরে গন্ধারসন্দ মন্দিরে আসিয়া সংস্কৃত অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের দর্শনশাস্ত্রভেদ।

প্রজ্ঞাময় (ত্রি) প্রজ্ঞা-স্বরূপে ময়ট্। প্রজ্ঞাস্বরূপ।

প্রজ্ঞাল (ত্রি) প্রজ্ঞাস্ত্যস্য সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। বুদ্ধিযুক্ত, প্রজ্ঞাযুক্ত।

প্রজ্ঞাবৎ (ত্রি) প্রজ্ঞা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রজ্ঞাযুক্ত।

প্রজ্ঞাসহায় (পুং) জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্।

প্রজ্ঞিন্ (ত্রি) প্রজ্ঞাস্ত্যস্যেতি ইনি। পণ্ডিত।

প্রজ্ঞিল (ত্রি) প্রজ্ঞা-অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিত্বাৎ ইলচ্। (পা ৫।২।১০০) প্রজ্ঞাযুক্ত, পণ্ডিত।

প্রজ্ঞু (পুং) প্রগতে জানুনী যস্য জানুনো জ্ঞঃ (পা ৫।৪।১২৯।) বিরলজানুকজন, প্রগতজানুক, খঞ্জপাদ।

প্রজ্বলন (ক্লী) প্র-জ্বল-ল্যুট্। প্রকৃষ্টজ্বলন। স্পষ্টীকরণ, বুঝাইয়া দেওন। (দিব্যাবদান ৩৩।১৩)

প্রজ্বলিত (ত্রি) প্র-জ্বল-ক্ত। প্রকৃষ্টজ্বলনযুক্ত। প্রদীপিত, জ্বালানো। "অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং সর্ব্বতোমুখম্॥" (ভবদেবভট্ট)

প্রজ্বার (পুং) জ্বরের প্রদাহ।

প্রডীন (ক্লী) প্র-ডী-নভ গতৌ ক্ত। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

প্রণ (পুং) প্র (নশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫।৪।৫) ইতি ন। পুরাণ, প্রাচীন, পুরাতন।

প্রণখ (পুং) প্রকৃষ্টঃ নখঃ পূর্ব্বপদাৎ ণত্বং। নখাগ্র।
"আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°)

প্রণত (ত্রি) প্র-নম-ক্ত। কৃতপ্রণাম, প্রণতিবিশিষ্ট।
"ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥" (ভাগবত)
প্রকৃষ্টরূপে নত। ২ বক্র। ৩ পটু।

প্রণতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং নমনং প্র-নম-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রণাম, পর্য্যায়—প্রণিপাত, অনুনয়। (হেম)
"নির্জ্জিতেষু তরসা তরস্বিনাং শত্রুষু প্রণতিরেব কীর্ত্তয়ে॥" (রঘু ১১।৮৯) ২ নম্রভাব, নম্রতা।

প্রণদন (পুং) প্র-নদ-ভাবে ল্যুট্ ণত্বং। প্রণাদ। (অমর)

প্রণপাৎ (ত্রি) প্রকর্ষেণ নপাৎ। নভ্রাড়িত্যাদিনা নস্য প্রকৃতিভাবঃ পূর্ব্বপদাৎ ণত্বং। প্রকর্ষরূপে পাতয়িতা নহে।
(ঋক্ ৮।১৭।১৩)

প্রণময্য (ত্রি) প্রণম্য, নমস্কারার্হ। (দিব্যাবদান ৪৬৩।২২)

প্রণয় (পুং) প্রণয়নং প্র-নী-(এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইতি অচ্। প্রীতি দ্বারা প্রার্থন, পর্য্যায়—প্রশ্রয়, প্রসর। (ভরত)
"তদভূতনাথানুগ নার্হসি ত্বং সম্বন্ধিনো মে প্রণয়ং বিহন্তুম্॥" (রঘু ২।৫৮) ২ প্রেম, ভালবাসা।
"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"
(গীতা ১১।৪)
৩ যাচ্ঞা, প্রার্থনা। ৪ বিশ্রম্ভ, বিশ্বাস। ৫ নির্ব্বাণ। (মেদি°) ৬ প্রসব। ৭ শ্রদ্ধা।

প্রণয়ন (ক্লী) প্র-নী-ভাবে ল্যুট্ ণত্বং। প্রকর্ষরূপে নয়ন। ২ প্রকর্ষরূপে করণ। ৩ অগ্নির সংস্কারভেদ। হোমাদিতে অগ্নি প্রণয়ন করিতে হয়। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।১৪)

প্রণয়নীয় (ত্রি) প্র-নী কর্ম্মণি-অনীয়র্। ১ প্রকর্ষরূপে নেতব্য। ২ সংস্কার্য্য বহ্নিভেদ। প্রণয়নস্য বহ্নিসংস্কারস্যেদং ছ। ৩ অগ্নি-সংস্কারসম্বন্ধী ইধ্মকাষ্ঠাদি। (কাত্যা° ১।৩।২১)

প্রণয়বৎ (ত্রি) প্রণয়-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। প্রণয়যুক্ত।

প্রণয়বিহতি (স্ত্রী) প্রণয়স্ত বিহতিঃ। অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, নিরাকৃতি।

প্রণয়িতা (স্ত্রী) প্রণয়িনো ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রণয়ীর ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রণয়িন্ (পুং) প্রণয়োঽস্ত্যস্তীতি প্রণয়-ইনি। ১ স্বামী। (ত্রি) ২ প্রণয়যুক্ত। "প্রণয়িনি নিজনাথে লজ্জয়া মৌনভাবাং।

প্রতি কিমিহ নবোঢ়াং রৌতি বিবৌকথাক ॥" (উদ্ভট)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রণয়িনী—ভার্য্যা।

প্রণব (পুং) প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তে আত্মা স্বেষ্টদেবতা চানেনেতি প্র-নু (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্ ততো ণত্বং, অথবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বররূপত্বাৎ প্রণম্যতে ইতি প্র-নম কর্ম্মণি-ঘঞ্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্ত বা। ওঙ্কার। বেদাদিতে পাঠ্যশব্দভেদ। বেদপাঠের পূর্ব্বে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে হয়।

"ওঙ্কারপ্রণবস্তারো বেদাদির্ব্বর্তুলো ধ্রুবঃ।

ত্রৈগুণ্যং ত্রিগুণো ব্রহ্ম সত্যো মন্ত্রাদিরব্যয়ঃ।

ব্রহ্মবীজং ত্রিতত্ত্বঞ্চ পঞ্চরশ্মিস্ত্রিদৈবতঃ ॥" (বীজবর্ণাভিধানতন্ত্র)

অ, উ এবং ম এই তিনটী অক্ষরে সন্ধি হইয়া ওঙ্কার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে অকার শব্দে বিষ্ণু, উকার মহেশ্বর এবং মকার অর্থে ব্রহ্মা এবং ওঙ্কার বা প্রণব বলিলে এই তিনই বুঝিতে হইবে।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।

মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেণ ত্রয়ো মতাঃ ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

মনুতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণ বেদপাঠের পূর্ব্বে এবং শেষে প্রণব উচ্চারণ করিবেন।

"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।

স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে ॥" (মনু ২।৭৪)

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,—প্রণব ঈশ্বরের বাচক।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (পাতঞ্জলসূত্র)

প্রণব জপাদি দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা হয়। প্রণব বেদের আদি বা প্রথম।

"আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবচ্ছন্দসামিব।" (রঘুব° ১ স°)

ওঁকার বা প্রণব ইহা মাঙ্গলিক, যে কোন কার্য্যের প্রথমে ইহা উচ্চারণ করিলে মঙ্গল হয়। ওঙ্কার ও অথ এই দুইটী শব্দ পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল, এই জন্য এই দুইটী শব্দ মঙ্গলজনক।

"ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।

কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥" (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, পাঠ বা যজ্ঞাদিকালে যদি কিছু ন্যূন, অতিরিক্ত, ছিদ্রযুক্ত বা অযজ্ঞিয় হয়, তাহা হইলে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে ঐ সকল অছিদ্র বা অবিকল হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাতে সদোষও নির্দ্দোষ হইয়া থাকে।

"যন্ন্যূনং চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।

যদমেধ্যমশুধ্যঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।

তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃত্যুকালে যদি কেহ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া ওঁ এই অক্ষর উচ্চারণপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহার পরমাগতি লাভ হইয়া থাকে।

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥" (গীতা ৮।১৩)

[ওঁকার দেখ।]

২ সামাবয়বভেদ। (পুং) ৩ পরমেশ্বর। (ভার°১৯।১৪৯।৫৭)

প্রণস (ত্রি) প্রগতা নাসিকা যস্ত, নাসিকা শব্দস্ত নসাদেশঃ, অচ্ সমাসান্তঃ ণত্বঞ্চ। বিগতনাসিক, যাহার নাসিকা গিয়াছে।

প্রণাড়ী (স্ত্রী) প্রণালী-লস্ত ড। ১ প্রণালী শব্দার্থ। ২ দ্বারমাত্র।

প্রণাদ (পুং) প্রণদনমিতি প্র-নদ-ঘঞ্। ১ অনুরাগজশব্দ, প্রণয়নিবন্ধন মুখকণ্ঠাদির শব্দ, প্রীতিজনিত শীৎকৃত, আনন্দধ্বনি।

'অনুরাগকৃতে শব্দে প্রণাদঃ শীৎকৃতং নৃণাং।' (শব্দার্ণব)

গুণানুরক্তলোকপ্রভব শব্দ। (মধুমাধব) অনুরাগজন্মা শব্দ। (কলিঙ্গ) ২ তারশব্দ, উচ্চশব্দ। "পুরুষাণাং সুবিপুলাঃ প্রণাদাঃ সহসোত্থিতাঃ ॥" (মহাভা° আদিপ°) ৩ শ্রবণাময়, কর্ণরোগভেদ, ইহার নামান্তর কর্ণনাদ। এইরোগ হইলে কর্ণবিবর মধ্যে ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খাদির ন্যায় বিবিধ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

"কর্ণস্রোতঃ স্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্।

ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে ॥" (মাধবকর)

৪ চক্রবর্ত্তীভেদ।

প্রণাম (পুং) প্র-নম-ভাবে ঘঞ্। প্রণতি, প্রণিপাত, ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়যুক্ত নমস্কার, স্বাপকর্ষবোধক ব্যাপারবিশেষ, ইহা চারি প্রকার—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃসংযোগ।

"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।

বচসা মনসাচৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ (কালিকাপু°)

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানু, বক্ষস্থল, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গসহযোগে যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে অষ্টাঙ্গপ্রণাম কহে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এইরূপ অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলে সহস্রজন্মার্জ্জিত পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

পঞ্চাঙ্গপ্রণাম—"বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।

পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥" (কালিকাপু°)

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য এবং চক্ষু এই পঞ্চ অঙ্গ-সহযোগে যে প্রণাম করা যায়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গপ্রণাম কহে। দেবতা ও ব্রাহ্মণাদি দেখিলে প্রণাম করিতে হয়। যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে কখনও প্রণাম করে নাই, তাহার দেহ শব-তুল্য, এই জন্য তাহার সহিত আলাপ করিতে নাই।

"সকৃদ্বা ন নমেদযস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥" (বৃহন্নারদীয়পু°)

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ইহা তিন প্রকার। ব্রাহ্মণ শূদ্র-পূজিত দেবতাকে প্রণাম করিবেন না।

"যঃ শূদ্রেণার্চ্চিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা প্রণমেদযদি।
নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্ত্যেব প্রায়শ্চিত্তাযুতৈরপি ॥" (কর্ম্মলোচন)

দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলে অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। [অন্যান্য বিবরণ নমস্কারশব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রণামিন্ (ত্রি) প্রণামকারী, পূজাকারী।

প্রণায়ক (পুং) ১ সেনানায়ক, সর্দ্দার। ২ পথপ্রদর্শক।

প্রণায্য (ত্রি) প্রণীয়তে ইতি প্র-নী-ণ্যৎ। (প্রণায্যোঽসম্মতৌ। পা ৩।১।১২৮) ইতি সাধুঃ। অসম্মত। "ন প্রণায্যো জনঃ কশ্চিৎ নিকায্যং তেঽধিতিষ্ঠতি।" (ভট্টি ৬।৬৬) ২ অভিলাষ-বিবর্জ্জিত, নিস্পৃহ। (মেদিনী) ৩ সাধু, ন্যায়বান্। ৪ প্রিয়।

প্রণাল (পুং) প্রণল্যতে জলাদি নিঃসার্য্যতেঽনেনেতি প্র-ণল-ঘঞ্। জলনিঃসরণমার্গ, চলিত পয়নালা।

প্রণালী (স্ত্রী) প্রণাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। জলনিঃসরণমার্গ, চলিত পয়নালা।

"তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাবিতম্।
কৌশল্যা ব্যসৃজদ্বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্ ॥" (রামা° ২।৬২।১০)

২ পরম্পরা। ৩ শ্রেণী। ৪ দ্বার। ৫ রীতি, ধারা। ৬ জলভাগভেদ। যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

প্রণাশ (পুং) প্র-নস-ঘঞ্, ততো ণত্বং। ১ মৃত্যু, মরণ। ২ পলায়ন। (দিব্যাবদান ৬২।৬৪)

প্রণাশন (ত্রি) প্র-নশ-ণিচ্-ল্যু। সম্যক্রূপে নাশ বা ধ্বংস। অস্তিত্ব লোপকরণ।

প্রণাশিন্ (ত্রি) নাশকারী, লয়কারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রণাশিনী।

প্রণিংসিত (ত্রি) প্র-নিংস-ক্ত ণত্বং। চুম্বিত, কৃতচুম্বন।

প্রণিক্ষণ (ক্লী) প্র-নিক্ষ-ল্যুট্ ণত্বং। উত্তমরূপে চুম্বন।

প্রণিধান (ক্লী) প্রণিধীয়তেঽনেনেতি প্র-নি-ধা ল্যুট্, ণত্বং।

"প্রণিধানেন ধৈর্য্যেণ রূপেণ বয়সা চ মে।
মনঃ প্রবিষ্টো দেবর্ষে গুণকেশ্যাঃ পতির্বরঃ ॥" (ভারত° ৫।১০৩।২১)

২ সমাধি, মনোনিবেশ, মনের একাগ্রতা। ৩ ধ্যান। ৪ সমাধি দ্বারা দৃষ্টি। ৫ অর্পণ। ৬ ভক্তিবিশেষ। ৭ কর্ম্মফলত্যাগ। ৮ ভবিষ্যৎ জন্মের কোন বিষয়ের প্রার্থনা। (দিব্যাবদান)

প্রণিধি (পুং) প্রণিধীয়তে প্র-নি-ধা-কি, ণত্বং। ১ চর, অনুচর।

"প্রণিধিং প্রেরয়ামাস হয়ারিস্ত শচীপতিম্।" (দেবীভা° ৫।৩।৯)

২ যাচন। ৩ অবধান। ৪ কাশ্যপগোত্রীয় বৃহদ্রথের পুত্র। (ভারত ৩।২১৯।৯) ভজনা, প্রার্থনা। (দিব্যাবদান ১০২।৯)

প্রণিধেয় (ত্রি) প্র-নি-ধা-যৎ। প্রণিধানযোগ্য।

প্রণিনাদ (পুং) প্র-নি-নদ-ঘঞ্। বজ্রশব্দবৎ গর্জ্জনশব্দ।

প্রণিপতন (ক্লী) প্র-নি-পত-ল্যুট্। প্রণিপাত, প্রণাম।

প্রণিপাত (পুং) প্র-নি-পত-ঘঞ্, ণত্বং। প্রণতি, প্রণাম।

"তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।" (কুমার ৩।৩১)

প্রণিহিত (ত্রি) প্র-নি-ধা-ক্ত, ধাঞো হি, ণত্বং। ১ স্থাপিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ সমাহিত। (মেদিনী) ৪ মিলিত।

"ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্ব্বা বানর্য্যোঽস্য বশানুগাঃ।
চুক্রুশুর্ব্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্ ॥" (রামা° ৪।২৫।৩৪)

প্রণী (ত্রি) প্রণয়তি প্র-নী-ক্বিপ্। ১ কারক। ২ ঈশ্বর।

"সায়ন্তনীং তিথিপ্রণ্যঃ।" (ভট্টি)

প্রণীত (ত্রি) প্র-নী-ক্ত। ১ নির্ম্মিত, রচিত, কৃত। ২ পাক দ্বারা রূপরসাদি সম্পন্ন ব্যঞ্জনাদি। (দিব্যাবদান ৩৮৫।২০) ৩ ক্ষিপ্ত। ৪ বিহিত। ৫ প্রবেশিত। (মেদিনী) ৬ কৃত। (হেম) ৭ সংস্কৃত অগ্নি, যজ্ঞে মন্ত্রপূত অগ্নিভেদ। "যথাধ্বরে বহ্নিরভি-প্রণীতঃ" (ভট্টি ১ স°) ৮ মন্ত্রসংস্কৃতমাত্র। ৯ মন্ত্রসংস্কৃত জল।

প্রণীতা (স্ত্রী) প্রণীত-টাপ্। মন্ত্রসংস্কৃত জলাধারপাত্রবিশেষ।

"প্রণীতানামাপো মন্ত্রসংস্কৃতা আহবনীয়স্যোত্তরতো নিহিতাঃ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।১৫)

প্রণীয় (ত্রি) প্রণী-কর্ম্মণি বেদে ক্যপ্। যে মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করা যায় সেই মন্ত্র। বৈদিক প্রয়োগেই 'প্রণীয়' এই পদ হইয়াছে, লৌকিক প্রয়োগে 'প্রণেয়' এইরূপ প্রয়োগই সাধু। প্র-নী-ল্যাচ্ প্রত্যয় করিলে 'প্রণীয়' এইরূপ পদ হয়; কিন্তু উহা অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থ 'প্রণয়ন করিয়া' এইরূপ হইবে।

প্রণুত (ত্রি) প্র-নু-ক্ত। স্তুত। প্রশংসিত।

প্রণুদ্ (ত্রি) প্র-নুদ-ক্বিপ্। ১ প্রেরণকারী। ২ মুগ্ধ। ৩ বিচলিত। ৪ অনুরোদ্ধা। ৫ বিতাড়নকারী।

প্রণুন্ন (ত্রি) প্র-নুদ-ক্ত। ১ নিযুক্ত। ২ প্রেরিত। ৩ কম্পিত। ৪ বিতাড়িত।

প্রণেজন (ত্রি) ১ প্রক্ষালন। ২ (ত্রি) প্রক্ষালনকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ধিক্ত্বাং জাল্মি পুরুষস্য পুরুষস্য শিশ্নপ্রণেজনি।" (লাট্যা ৪।৩।১১)

প্রণেতৃ (ত্রি) প্র-নী-তৃচ্। রচয়িতা, নির্ম্মাতা, যিনি প্রণয়ন করেন।

প্রণেয় (ত্রি) প্রকর্ষেণ নেতুং শক্যঃ, প্র-নী (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ। ১ বশ্য, অধীন। "অস্মৎপ্রণেয়ো রাজেতি লোকাংশ্চৈব বদস্যত।" (ভারত ১২।৫৬।৬০) ২ কৃতলৌকিকসংস্কার, যাহাদিগের লৌকিক সংস্কার কৃত হইয়াছে। (হেম) ৩ প্রাপণীয়।

প্রণোদিত (ত্রি) প্র-নুদ-ণিচ্-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নিয়োজিত। "তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।" (রঘু ১ স°)

প্রতক্বন্ (পুং) প্র-তক-গতৌ বনিপ্। প্রকর্ষদ্বারা গতিযুক্ত। "নভোঽস্তি প্রতক্বা" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৪।৩২) 'প্রকর্ষেণ প্রতক্বা স্বাবয়বৈঃ পাংশুভিঃ সর্ব্বান্ ধিষ্ণ্যান্ প্রতিগন্তা তকতির্গতিধর্ম্মা' (ভাষ্য)

প্রতত (ত্রি) প্র-তন-ক্ত। বিস্তৃত।

প্রততি (স্ত্রী) প্র-তন-ক্তিচ্। ১ বিস্তৃতি। ২ বল্লী। (মেদিনী)

প্রততী (স্ত্রী) প্রততি-ঙীষ্। ব্রততী। (অমরটীকা ভারত)

প্রতদ্বসু (পুং) প্রতৎ প্রাপ্তং বসু ধনং যেন। ১ প্রাপ্তবসুক, যিন ধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ বিস্তীর্ণ ধন। (ঋক্ ৯।১৩।২৭)

প্রতন (ত্রি) প্র-(নশ্চ পুরাণেপ্রাৎ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা চকারাৎ ট্যু তুট্ চ। পুরাতন। (অমর)

প্রতনু (ত্রি) প্রকৃষ্টস্তনুঃ প্রাদিস°। ১ অতি অল্প। ২ অতি সূক্ষ্ম। "প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈঃ" (উত্তররামচরিত ১ অঃ)

প্রতপন (ক্লী) ১ নরকভেদ। ২ উত্তাপ। ৩ প্রজ্বলিতকরণ। ৪ তাপদান। "প্লুষ্টস্যাগ্নিপ্রতপনম্" (সুশ্রুত ১।৩৭)

প্রতপ্ত (ত্রি) প্র-তপ-ক্ত। ১ উত্তপ্ত। ২ তাপিত। ৩ কথিত।

প্রতমক (পুং) শ্বাসরোগভেদ, তমকশ্বাস। (মাধবনি°)

প্রতমাম্ (অব্য) প্র-তমপ্-আম্। অত্যন্ত প্রকর্ষ। তরপ্ প্রত্যয়ে 'প্রতরাম্' এইরূপ পদ হইবে।

প্রতর (পুং) প্র-তৃ-ভাবে-অপ্। ১ প্রকৃষ্টরূপে তরণ। ২ প্রতরণাধার।

প্রতর্ক (পুং) প্র-তর্ক-অপ্। সংশয়।

প্রতর্কণ (ক্লী) প্র-তর্ক ভাবে ল্যুট্। বিতর্ক, বাদানুবাদ। পর্য্যায়—তর্ক, ব্যূহ, বহ, উহ, বিতর্কণ, অধ্যাহার, অধ্যাহারণ, উহণ। (শব্দরত্না°)

প্রতর্ক্য (ত্রি) প্র-তর্ক-যৎ। অতর্কণীয়। "অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১।৫)

প্রতর্দ্দন (ক্লী) প্র-তৃদ ভাবে ল্যুট্। ১ তাড়ন। (ত্রি) কর্ত্তরি-ল্যু। ২ তাড়ক। (পুং) ৩ দিবোদাসপুত্রভেদ। কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র। বীতহব্য নামে জনৈক রাজা তাঁহার বংশ নাশ করিলে, তিনি ভৃগু সহায়ে একটী পুত্রেষ্টি যাগ করেন এবং প্রতর্দ্দনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন, বীরবর প্রতর্দ্দন পিতৃশক্রকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলে বীতহব্য ভৃগু মুনির আশ্রয়লাভ করেন ও ব্রহ্মর্ষিপদ প্রাপ্ত হন। (হরিব° ২৯ অঃ) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২০) ৫ ঋষিভেদ। (ভারত ১।৯২।১৪)

প্রতল (ক্লী) প্রকৃষ্টং তলং। ১ পাতালভেদ। (পুং) প্রকৃষ্টঃ তলমস্য। ২ বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়।

প্রতান (পুং) প্র-তন-ঘঞ্। ১ বিস্তৃত। ২ তন্তু।

"লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈ-
রধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্।" (রঘু ২।৮)

৩ বায়ুরোগবিশেষ, ইহার অপর নাম অপতানক। এই বায়ুরোগকে মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ বলা যাইতে পারে।

"দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ হত্বা কণ্ঠেন কূজতি।
হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং যাতি মোহং বৃতে পুনঃ॥
বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকম্॥" (মাধবকর)

৪ ঋষিভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ তন্তুযুক্ত।

প্রতানবৎ (ত্রি) প্রতান-মতুপ্ মস্য ব। প্রতানযুক্ত।

প্রতানিন্ (ত্রি) প্র-তন-ণিনি। ১ বিস্তীর্ণ।

প্রতানিনী (স্ত্রী) প্রতানিন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ প্রতানবতী। ২ বিস্তৃতলতাদি।

প্রতাপ (পুং) প্র-তপ-ঘঞ্। কোষদণ্ডজ তেজ, প্রভাব, কোষদণ্ড এবং ধনসৈন্যাদি জনিত তেজ। ২ পৌরুষ। ৩ তাপ।

"যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ প্রতাপাৎ তপনো যথা।
তথৈব সোঽভূদম্বর্থো রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ॥" (রঘু ৪।১২)

৪ তেজঃ। ৫ অর্কবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ যুবরাজের ছত্র। "নীলো দণ্ডশ্চ বস্ত্রঞ্চ শিরঃ কুম্ভশ্চ কানকঃ।
সৌবর্ণং যুবরাজস্য প্রতাপং নাম বিশ্রুতম্॥"
(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

প্রতাপ, একজন প্রাচীন রাজা। অর্ব্বুদপর্ব্বতের শিলালিপিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতাপউজ্জৈনীয়, বিহারবাসী জনৈক রাজা। ইহার পিতার নাম দলপৎ।[1] শাহজহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে (১৬৬৬ খৃঃ অঃ) ইনি দেড়হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন। আরার পশ্চিম ও সাসেরামের উত্তর দিকস্থ ভোজপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। উক্ত সম্রাটের রাজ্যকালের ১০ম বৎসরে প্রতাপ বিদ্রোহী হইলে আবদুল্লা খাঁ ভোজপুর দখল করেন, প্রতাপ আত্মসমর্পণ করিলেও সম্রাটাদেশে শমনভবনে প্রেরিত হন। তাঁহার স্ত্রীকে

(১) ইনি সম্রাট্ আকবরশাহের রাজত্বের ৪৪ বৎসরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আব্‌দুল্লার পৌত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়।

প্রতাপক্ষিতীন্দ্র, একজন রাজা। রোহ্‌তাস্‌গড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ১২২৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

প্রতাপগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের বারাবাঙ্কিজেলার একটী তহসীল।

প্রতাপগড়, অযোধ্যার রায়বরেলী বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৫°৩৪´ হইতে ২৬°১০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮১°২২´ হইতে ৮২°২৯´৪৫´´ পূঃ। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গানদী ও পূর্ব্বসীমায় গোমতীনদী প্রবাহিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রসাদপুর ও সলোন্ পরগণা রায়বরেলীর সীমাভুক্ত হওয়ায় ইহার আয়তন কমিয়াগিয়াছে। বর্ত্তমান ভূপরিমাণ ১৪৩৬ বর্গ-মাইল। প্রতাপগড় নগর হইতে ২ ক্রোশদূরে বেলা নগরে ইহার বিচারবিভাগীয় সদর স্থাপিত।

সমগ্র ভূভাগ বনরাজি ও শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। নদীসৈকতবর্ত্তী ভগ্নস্তরের বিশালদৃশ্য এবং ক্রমোচ্চ নিম্নভূমির শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাদির আম্রকানন জেলার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। গঙ্গা ও গোমতী ব্যতীত এখানে সৈ নামে অপর একটী নদী প্রবাহিত আছে। বর্ষাকালে উহার জলস্রোত বর্দ্ধিত হইয়া নৌকা গমনের উপযোগী হয় এবং অনেকগুলি শাখানদী আসিয়া উহাতে যোগদান করে। এখানে কএকটী বড় বড় ঝিল আছে, বর্ষাকালে উহা জলে পূর্ণ হইয়া আরও বিস্তৃতায়তন হয়। কিন্তু গভীরতা অল্প বলিয়া নৌকাগমনের অনুপযোগী। এখানকার ভূমি হইতে লবণ, সোরা ও কঙ্কর পাওয়া যায়। গবর্মেণ্ট-বাহাদুর লবণ ও সোরার ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার রবি ও খারিফ্ শস্য ও নানা প্রকারের চাউল এখানে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল শস্য ব্যতীত তামাকু, চিনি, ঘি, গুড়, অহিফেন, তৈল, গো, ছাগ, শৃঙ্গ ও চর্ম্ম প্রভৃতি এখান হইতে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। স্ফটিকের মালা, চুড়ী ও কুজা ব্যতীত এখানকার রাখালগণ আপনাপন মেষদলের পশম হইতে একপ্রকার কম্বল বুনিয়া বিক্রয় করে।

স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ সুখী নহে। শীতকালে রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে বিসূচিকা ও বসন্তের সহিত দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেশ প্রায় জনশূন্য করিয়া ফেলে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৩৪ বর্গমাইল। এখানে ৭০২টী গ্রাম আছে।

৩ উক্ত জেলার একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫৫ বর্গ মাইল। এখানকার ৬৩৪টী গ্রামের মধ্যে ৫০৮টী গ্রাম সোমবংশী রাজপুতগণের অধীন। এই সোমবংশীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর। আলাহাবাদ হইতে ১৮ ক্রোশ ও বেলানগর হইতে দুই ক্রোশদূরে অবস্থিত। আলাহাবাদ হইতে প্রতাপগড় পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। অক্ষা° ২৫°৫৩´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৫৯´১০´´ পূঃ। ১৬১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপসিংহ প্রাচীন অলারিখপুর বা আরোর নগরের উপর এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত দুর্গটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অযোধ্যা-রাজ এই স্থান দখল করিয়া লন। অযোধ্যা ইংরাজের করতলগত হইবার পর এই স্থান প্রাচীন রাজবংশের অজিতসিংহনামা কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হয়। নগরটী বৃহদায়তন ছিল। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের পর (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ইহার বহিঃ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ভিতরের ক্ষুদ্র প্রাচীর ও বাগান বিদ্যমান আছে। এখানে ৪টী হিন্দুদেব-মন্দির ও ৬টী মসজিদ দেখা যায়। সকর্ণি ও সৈ নদীর সঙ্গমস্থলে, পঞ্চসিদ্ধা নামে দুর্গা-মন্দির অবস্থিত। সন্দবণ্ডিক গ্রামে চণ্ডিকাদেবীর মন্দির একটী বিখ্যাত তীর্থ। নিকটবর্ত্তী গোণ্ডাগ্রামে এখনও প্রাচীন ধ্বংসা-বশেষসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতাপগড় নগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে হিন্দোর নামক গ্রাম। প্রবাদ হন্দবী নামক রাক্ষস এই নগর প্রতিষ্ঠা করে। এখানকার ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতাপগড়, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। মেবার এজেন্সীর শাসনভুক্ত। অক্ষা° ২৩°১৭´ হইতে ২৪°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩১´ হইতে ৭৫°৩´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১৪৬০ বর্গ মাইল। উত্তরপশ্চিম বিভাগ পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পূর্ণ। এখানে এক মাত্র ভীলজাতিরই বাস। দেওলিয়ার দক্ষিণে প্রাচীন দুর্গ-সুরক্ষিত জুনাগড়, পর্ব্বতের উপরে বৃহৎ পুষ্করিণী ও ইন্দারা আছে। দকোর নামক স্থানে পূর্ব্বে অনেক পাথর পাওয়া যাইত।

প্রতাপগড়ের মহারাবল উপাধিধারী অধিকারী শিশোদীয়-বংশীয় রাজপুত। ইহারা উদয়পুর-রাজবংশের কনিষ্ঠশাখা সমুদ্ভূত। মালবরাজ্যে মরাঠাপ্রভাব বিস্তার লাভ করিলে, এখানকার সর্দ্দারগণ হোলকরপতিকে রাজকর দিতেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্রয়াধীন হয়। মন্দেশ্বরের সন্ধিসূত্রে ইংরাজরাজ হোলকরের নিকট প্রতাপগড়ের রাজস্ব লাভ করেন; কিন্তু শেষে উহা বৃটীশরাজকোষ হইতে হোলকরকে প্রদত্ত হয়। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে দলপৎ সিংহ এখানকার সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র উদয়সিংহ (জন্ম ১৮৩৯ খৃঃ) রাজ্যভার প্রাপ্ত

হন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট তিনি ১৫টী মাঙ্গসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৫০ জন জায়গীরদার আছেন। এখানকার বিচার ও শাসনাদি কার্য্য একমাত্র সর্দ্দারের অধীন। তিনি প্রজাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাঁহার ১২টী কামান, ৪০ জন বরকন্দাজ, ২৭৫ অশ্বারোহী ও ৯৫০ পদাতি সৈন্য আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°২২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৫২´১৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে মহারাবল প্রতাপসিংহ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার চারিদিকে গর্ত্তকাটা প্রাচীর-দ্বারা সুরক্ষিত। সলিম সিংহ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করান, উহাতে ৮টী প্রবেশ-দ্বার আছে। নগরের দক্ষিণপশ্চিমদিক্‌স্থিত ক্ষুদ্র দুর্গে মহারাবল-পরিবারের বাস। বর্ত্তমান সর্দ্দার নিজ বাসের জন্য অন্যত্র রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করায়, পূর্ব্বাবাস পরিত্যক্ত ও জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিষ্ণুর উদ্দেশে ৩টী, শিবের ৩টী ও ৪টী জৈনমন্দির আছে। পান্না বা মীনার উপর সোণা বাঁধান জড়োয়া কারুকার্য্যের জন্য প্রতাপগড় বিখ্যাত। এ জড়োয়া-কার্য্য এখানকার দুইটী পরিবারের ঘরবাঁধা, সেরূপ কার্য্য অপর কেহ করিতে পারে না। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী দেওলিয়া একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইস্থান প্রতাপগড় হইতে ৩৸০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

প্রতাপগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শিখরদেশে মহাবলেশ্বর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৮´৩০´´ পূঃ। এই দুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫৪৩ ফিট্ উচ্চ। ইহার উত্তরপশ্চিমদিকে ৭ হইতে ৮ শত ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতচূড়া, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে ৩০।৪০ ফিট্ গুম্বেজ ও চূড়াদি উন্নত দেখা যায়। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী জাবলীর রাজাকে হত্যা করিয়া তদধিকৃত রোহিলদুর্গ দখল করিয়া লন এবং প্রতাপগড় দুর্গ স্থাপন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বিজাপুররাজপ্রেরিত মুসলমান-সেনানী আফ্‌জল্ খাঁর নিষ্ঠুর হত্যা এখানেই সম্পাদিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রযুদ্ধের সময় প্রতাপগড় ইংরাজহস্তে সমর্পিত হয়।

প্রতাপগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। মোতুরের নিকট অবস্থিত। ভূপরিমাণ ২৮৯ বর্গমাইল। পূর্ব্বে ইহা হরাই সর্দ্দারগণের অধিকারভুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে উহা শোণপুর হইতে বিচ্যুত হইলে, হরাই-সর্দ্দারের ভ্রাতা ইহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। পগারা নামক প্রধান গ্রামে সর্দ্দারদিগের প্রাসাদ আছে।

প্রতাপগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গঞ্জাম জেলার একটী জমিদারী সম্পত্তি। [কিমেদি দেখ।]

প্রতাপচন্দ্র, কুমায়ুন্ প্রদেশের জনৈক রাজা। ১৩৮৩ শকে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রতাপদেব, কাশ্মীরের জনৈক রাজা। তিনি তিথিনির্ণয়রচয়িতা সিদ্ধলক্ষণের প্রতিপালক ছিলেন।

প্রতাপদেবরায়, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগরের জনৈক রাজা। শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, তিনি ১৩৬৮ শকসম্বতে বৈশাখমাসে গতাসু হইয়াছিলেন।

প্রতাপধবলদেব, জাপিলাধিপতি। ইহার মহানায়ক উপাধি ছিল। দক্ষিণবিহারের সাসেরামের নিকটবর্ত্তী তারাচণ্ডী পর্ব্বতে ১২২৫ শকে উৎকীর্ণ তাঁহার শিলালিপি পাওয়া যায়।

প্রতাপন (ক্লী) প্র-তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ পীড়ন।

"কানকং রাজতং তাম্রং রৈতিকং ত্রপুসীসকং।
চিরস্থানাদ্বিলীয়ন্তে পিত্ততেজঃপ্রতাপনাৎ॥" (সুশ্রুত ১।২৬ অঃ)

(পুং) প্রতাপয়তীতি প্র-তপ-ণিচ-ল্যু। ২ নরকবিশেষ। (শব্দর°) ইহার অপর নাম কুম্ভীপাক। (ভাগবত) (ত্রি) ৩ ক্লেশদায়ক। (পুং) ৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°)

প্রতাপনগর, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

প্রতাপপাল, করোলীর জনৈক রাজা।

প্রতাপভানু, প্রতাপমার্ত্তণ্ডরচয়িতা।

প্রতাপমল্ল, নেপালের জনৈক রাজা। ইনি লক্ষ্মীনৃসিংহের পুত্র, ইহার অপর নাম জয়প্রতাপমল্লদেব (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ)।

প্রতাপমল্ল, বাঘেলা (চালুক্য) বংশীয় জনৈক রাজা। হণিগ-দেবের পুত্র।

প্রতাপরাজ, পরশুরামপ্রতাপপ্রণেতা। ইহার পূর্ণনাম সাম্বাজী প্রতাপরাজ।

প্রতাপরাজ, একজন রাজা। ন্যায়সিদ্ধান্তদীপপ্রভাপ্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শেষানন্তের প্রতিপালক।

প্রতাপরায়, হিমালয়তটবর্ত্তী মানকোটের জনৈক রাজা। ইনি সম্রাট্ অকবরশাহের বিরোধী হইলে তৎসেনাপতি জৈন খাঁ কর্ত্তৃক বন্দী হন।

প্রতাপরুদ্র, বরঙ্গলের বিখ্যাত রাজা। তিনি নিজ বাহুবলে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া রাজশিরোভূষণ হইয়াছিলেন।

কাকতীয়[১] প্রতাপ আন্ধ্রুরাজ্যের রাজধানীতে বাস করিতেন

(১) এই রাজবংশ কাকতী (দুর্গা) দেবীর উপাসনা করিতেন বলিয়া

তিনি অনেক দেশ জয় করেন। সিবনেরির যাদবরাজ রামচন্দ্র তাঁহার ভয়ে গোদাবরী পার হইয়া পলায়ন করিলেন। ১২৯৫ হইতে ১৩২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। ত্রিচীনপল্লীর অম্বুকেশ্বরমন্দিরের প্রাকারবহিস্থ প্রাচীরে তাঁহার উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

প্রতাপরুদ্র, উৎকল প্রদেশের জনৈক রাজা। গজপতি তাঁহার বংশোপাধি ছিল। তিনি পুরুষোত্তমদেবের পুত্র, তাঁহার মাতার নাম পদ্মাবতী। কপিলেশ্বর দেব তাঁহার পিতামহ। তিনি বিদ্বজ্জন-প্রতিপালক ও মহাধার্ম্মিক ছিলেন। পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়প্রণেতা বিশ্বনাথ সেন তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিল। কৌতুকচিন্তামণি, নির্ণয়সংগ্রহ, প্রতাপমার্ত্তণ্ড ও সরস্বতীবিলাস নামে কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

বাল্যকাল হইতে বিদ্যাভাসে রত থাকিয়া তিনি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যভারগ্রহণপূর্ব্বক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক খ্যাতি ও বিজয়-গৌরব সমগ্র দক্ষিণভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল। প্রথমে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। নিজ পত্নীর অনুরোধে ও কোন বিশেষ কারণে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নদীয়ার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্বেষী-হইয়া অনেক বৌদ্ধগ্রন্থের বিলোপসাধন করিয়াছিলেন।

রাজ্যজয়ে অভিলাষী হইয়া তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। অসংখ্য দুর্গ ও বিজয়নগর রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ইত্যবসরে বাঙ্গালার পাঠান-রাজগণ উৎকল আক্রমণ করে। কটকের শাসনকর্ত্তা অনন্ত-সিংহ তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম হইয়া পলায়নপর হন এবং কাটজুড়ির দক্ষিণতীরবর্ত্তী সারঙ্গগড়ে আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ম্লেচ্ছগণ জয়লাভে প্রণোদিত হইয়া পুরীধাম আক্রমণে কৃতসংকল্প হইল। পাণ্ডাগণ পবিত্র দেবমূর্ত্তি লইয়া চিল্কা-হ্রদে লুকাইলেন। প্রতাপরুদ্র এই সংবাদ পাইয়া সদলে উৎ-কলাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং ম্লেচ্ছগণকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার এতাদৃশ বলক্ষয় হইয়াছিল যে, তিনি যবনরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাঠানগণ অতঃপর উৎকল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আইসে। একবিংশবর্ষ রাজত্বের পর প্রতাপ-রুদ্র ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার ৩২টী পুত্র ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রাজ্যকালের পর উড়িষ্যা-দেশে গঙ্গরাজবংশের অবসান হয়। তিনি উৎকলের বরাহ-মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

প্রতাপবর্ম্মন্, চন্দেলবংশীয় জনৈক নরপতি।

প্রতাপ বুন্দেলা, জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইনি ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ওর্চ্ছা জায়গীর স্থাপন করিয়া তথায় বুন্দেলার অধিষ্ঠান করেন।

প্রতাপবল্লাল, বেল্লিগোলের অধিপতি। গুণচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার রাজকার্য্যের পরিদর্শক ছিলেন।

প্রতাপশীল, কনোজাধিপতি। পুষ্পভূতির বংশধর। ইহার অপর নাম প্রভাকরবর্দ্ধন। [প্রভাকরবর্দ্ধন দেখ।]

প্রতাপশীল, উজ্জয়িনীপতি হর্ষ বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

প্রতাপসিংহ, কাশ্মীরের একজন মহারাজ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতা মহারাজ রণবীরসিংহের মৃত্যু হইলে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

প্রতাপসিংহ, জয়পুরের এক রাজা। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে পিতা মধু-সিংহের মৃত্যুতে রাজপদ লাভ করেন। তিনি একজন উদার-নৈতিক রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজত্বে (১৭৮৮ খৃঃ অঃ) কর্ণেল পোলিয়ার বেদশাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধানে জয়পুর রাজধানীতে গমন করেন। তিনি ডন্ পেঁদ্রো দি সিল্‌ভা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজকে রাজবৈদ্যরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

প্রতাপসিংহ, তঞ্জাবুরের জনৈক রাজা। ইনি মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শরভোজীর পুত্র। তাঁহার ভ্রাতা শাহজী রাজ্যচ্যুত হইলে সেণ্টডেভিড দুর্গে ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইংরাজ বণিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইলে

কাকতীয় নাম লাভ করেন। প্রতাপচরিত্রে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন হইতে এই বংশের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে; কিন্তু বরঙ্গলের কাকতীয়গণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। কাকীপুরের গণপতি-বংশাবতংশ কাকতীয় বংশের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক গোলমাল দৃষ্ট হয়। [বিস্তৃত বিবরণ বরঙ্গল শব্দে দেখ।]

বিদ্যানাথবিরচিত 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ' নামক গ্রন্থে কাকতীয় বংশের বিস্তৃত পরিচয় আছে।

(২) পূর্ব্বে অনুমকোণ্ড নগরে কাকতীয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। রাজা কাকতীপ্রলয় তাহা বরঙ্গলে উঠাইয়া আনেন। পরে প্রতাপ কর্ত্তৃক নূতনরাজধানী স্থাপিত হয়। প্রতাপরুদ্রীয়নাটকে প্রতাপের মাতা মুম্মড়ম্বা ও পিতা মহাদেব (বীরভদ্র) বলিয়া উক্ত আছে। প্রতাপের প্রপিতামহ গণপতি অপুত্রক হওয়ায় নিজকন্যা রুদ্রাদেবীকে পুত্রজ্ঞানে পালন করেন। রুদ্রা মহারাজ রুদ্র নামে রাজ্য করিয়া শেষবয়সে নিজ দৌহিত্র প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যদান করেন।

কর্ণাটরাজ্যে বিদ্রোহ সূচিত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন এবং দেবীকোটা নামক স্থান ইংরাজহস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার পর হইতে তঞ্জোর-রাজবংশ 'প্রতাপসিংহ' উপাধিতে ভূষিত হইতে থাকে।

প্রতাপসিংহ, নেপালাধিপতি গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণের পুত্র। ইনি ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে রাজাসন প্রাপ্ত হন।

প্রতাপসিংহ, (নারায়ণ) সাতারার অধিপতি। মহারাজ ২য় শাহুর পুত্র ও রাঘোজী ভোঁসলের পৌত্র। পেশবা বাজীরাও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। অপ্পাসাহেব রাজ্যচ্যুত হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন ও ইংরাজানুগ্রহে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হন। ইনি ইংরাজানুগ্রহ লাভ করিয়া বরণা ও নীরা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পশ্চিমে সহ্যাদ্রি ও পূর্ব্বে পণ্ঢরপুর পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। পুণার কতকাংশ তাঁহার জায়গীরভুক্ত হয়, ইংরাজ সহায়ে ১৮১৮ খৃঃ অঃ তিনি পেশবাকে আক্রমণ করিয়া এবং শোলাপুরে উপস্থিত হইয়া নগর ও দুর্গ অধিকার করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজপ্রসাদে আরও সম্পত্তিলাভ করেন; কিন্তু ঐ সন্ধি সর্ত্ত ভঙ্গ করায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যচ্যুত হন ও বারাণসী-ধামে গমনপূর্ব্বক ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপসিংহ, প্রতাপগড়প্রতিষ্ঠাতা জনৈক রাজা। [প্রতাপ-গড় দেখ।]

প্রতাপসিংহ, রামকর্ণামৃত-প্রণেতা।

প্রতাপসিংহদেব, প্রতাপকল্পদ্রুম নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থরচয়িতা।

প্রতাপসিংহ, একজন গ্রন্থকার। রাজ্যলাভস্তোত্র ও রাম-বিজ্ঞাপনস্তোত্র নামে দুইখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

প্রতাপসিংহ (রাণা), রাজপুতকুলগৌরব মেবারের একজন রাজা, চিতোরাধিপতি রাণা উদয়সিংহের পুত্র। তিনি পিতার ন্যায় দুর্ব্বল-হৃদয় ছিলেন না। তিনি মোগলসম্রাট্ আকবরশাহের প্রতিদ্বন্দী হইয়া যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভারতবাসীর স্পর্দ্ধা ও গৌরবপরিচায়ক। প্রতাপের উদারহৃদয়তা, নীতি-কুশলতা, দুঃখকাতরতা, রণনিপুণতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে, সকলই অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার অরণ্যবাস, হলদিঘাটের যুদ্ধ ও চিতোরসিংহাসনপ্রাপ্তি বড়ই বিস্ময়কর এবং হিন্দুবীরত্বের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজপুতশক্তির আবাসভূমি অজেয় চিতোর-পুরী বিজিত ও বিধ্বস্ত হইল। মোগল-সৈন্যপ্রবাহে মথিত চিতোর নর-নারী-শোণিতে প্লাবিত ও শ্মশানে পরিণত হইয়া ছিল। অকবরের কঠোর তাড়নে দেবালয় ও প্রাসাদমালা এবং রাজনিদর্শনসমূহ ধ্বংসসলিলে নিমজ্জিত হইয়া গেল। রাণা উদয়সিংহ দুঃখসন্তপ্ত-হৃদয়ে চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজপিপ্পলীর গুহিলদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার অনুধাবন করিয়া ৪ বৎসর পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল উদয়পুরের নূতন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা উদয়সিংহের অন্য-তমা মহিষী শোণিগুরু রাজকুমারীর গর্ভে প্রতাপের জন্ম হয়। প্রতাপকে শিশোদীয় রাজসিংহাসনে অভিষেক করিতে সমুৎসুক হইয়া তদীয় মাতুল ঝালোরপতি তথায় উপনীত হইলেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় মেবারের প্রধান রাণা চন্দ্রাবৎ কৃষ্ণ প্রতাপের পক্ষাবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। উভয় বীরে জয়মল্লের বাহুধারণপূর্ব্বক গদি হইতে নামাইয়া নিম্নাসনে বসিতে বলিলেন এবং প্রতাপকে দেবীদত্ত খড়্গে সজ্জিত করিয়া তিনবার ভূমিস্পর্শপূর্ব্বক মেবারপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর অন্যান্য রাজপুতসর্দ্দারগণ সালুম্ব্রার রাবৎ কৃষ্ণের উদাহরণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। অভিষেকোৎসব সমাহিত হইবার অব্যবহিত পরেই নবীন ভূপতি প্রতাপ সকলকেই পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত প্রাচীন 'আহেরিয়া' উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। অশ্বারোহণে বরাহমৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা গৌরীদেবীর সন্তোষবিধানার্থ যে অসংখ্য বরাহনিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতাপ সমভিব্যাহারী সর্দ্দারগণ তাহা হইতেই মেবারের ভবিষ্য-ভাগ্য মঙ্গলময় জ্ঞান করিয়াছিলেন।

প্রতাপ সুপ্রসিদ্ধ শিশোদীয়কুলের সমুদয় রাজোপাধি ও মানসম্ভ্রমের উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্য নাই, রাজধানী নাই, উপায় নাই, অবলম্বন নাই। যে কয়টীমাত্র আত্মীয় ও স্বদেশীয় সেনানী মুসলমানের পাপপ্রলোভনে রাজপুতগৌরব উপেক্ষা করে নাই, বিপদের উপর্য্যুপরি কঠোর কশাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া তাঁহারাও ক্রমে নিঃস্পৃহ, নিষ্প্রভ, স্ফূর্ত্তিহীন ও বিমূঢ়চিত্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রতাপের বীরহৃদয় ক্ষণমাত্রের জন্যও ভীত বা বিষণ্ণ হয় নাই। স্বজাতির প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সংকল্পে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি স্বদেশবৈরীর বিরুদ্ধে সমরানল প্রজলিত করিতে অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি আপনাকে একাকী, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল দেখিতেন, আর তাঁহার চিরবৈরী অকবরশাহকে প্রবলপ্রতাপশালী ও বিপুল সহায়সম্পন্ন মনে করিতেন; তখন তাঁহার ক্ষুদ্রহৃদয় দ্বিগুণতর আনন্দে নাচিয়া উঠিত।

বাল্যকাল হইতে প্রতাপ স্বদেশীয় কবিগণের কাব্যগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অদ্ভুত বীরকীর্ত্তির বৃত্তান্তসমূহ অবগত হইতেন। সেই সময় তাঁহার সুকুমার হৃদয় দুর্জ্জয় বীরত্বে পূর্ণ হইয়া যাইত। পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিবৃত্ত পাঠ

করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনই তিনি মারবার, অম্বর, বিকানীর ও বুন্দিপতি অথবা তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সাগরজীর ন্যায় মোগলচরণে আত্মবিক্রয় করিয়া মাতৃদুগ্ধ কলঙ্কিত করিবেন না। অনেক রাজপুত প্রবল প্রতাপ অকবরের করে আপনাপন কন্যা বা ভগিনী অর্পণ করিয়া তদীয় প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তেজস্বী প্রতাপ ঘৃণাসহকারে সে সকল প্রস্তাব উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণেও তিনি এতাদৃশ ঘৃণিত পন্থাবলম্বনে স্বীকৃত হন নাই। বরং বিপদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহস ও উদ্যমশীলতা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। সেই সাহসের আনুকূল্যেই তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সমবেত বল ও উদ্যম ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

প্রতাপের অদ্ভুত বীরত্ব ও লোকবিস্ময়কর কীর্ত্তিকলাপ আজিও মেবারের প্রত্যেক উপত্যকায় জলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত রহিয়াছে। জপমালার ন্যায় আজিও তাহা রাজপুতমুখে উদ্গীত হইয়া থাকে। পাপপ্রলোভন বা ভয়ে ভীত হইয়া রাজপুতগণ প্রতাপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মোগলপক্ষ অবলম্বন করিলেও তিনি একবারে সহায়শূন্য হন নাই। বীরবর জয়মল্ল ও পুত্তের বংশধরগণ তাঁহার জন্য শত্রু-প্রহরণ হৃদয়ে পাতিয়া লইয়াছিলেন এবং দেউলবাড়ার সর্দ্দার আত্মোৎসর্গ স্বীকার করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন।

মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক উৎসাদিত চিতোরপুরীকে ভট্ট কবিগণ বিভূষণা বিধবা রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতাপ জননী-জন্মভূমির শোকে বিষাদচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক সকল প্রকার ভোগ-সুখ ও বিলাসলালসা বিসর্জ্জন দিলেন। হৈম ও রাজত পান-ভোজনপাত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি তৎপরিবর্ত্তে 'পতেরা'* সকল ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি শয়নার্থ তৃণশয্যা প্রস্তুত করাইলেন এবং শোকচিহ্নস্বরূপ কেশ ও শ্মশ্রুরাজি রাখিয়া দিলেন। চিতোরের শোচনীয় অধঃপতনবার্ত্তা জ্ঞাপন করাইতে ও মেবারবাসীদিগকে চিতোরোদ্ধারে প্রোৎসাহিত করিতে তিনি রণসজ্জায় সৈন্যপুরোভাগে শব্দিত নাগরা পশ্চাদ্ভাগে ধ্বনিত হইতে আদেশ করিলেন। আজিও সেই স্বদেশপ্রেমিক আর্য্যবীরের বংশধরগণ তদনুষ্ঠিত বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জন্মভূমির তাদৃশ দুরবস্থা অবলোকন করিয়া প্রতাপ প্রায়ই বলিতেন, "যদি তাঁহার ও রাণা সঙ্গের ব্যবধানে কাপুরুষ উদয়-সিংহ না জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কোন তুর্কই রাজস্থানে শাসন বিস্তার করিতে পারিত না।"

রাজনীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামন্তগণের সাহায্যে প্রতাপ স্বরাজ্যের তৎকালোপযোগী বিধিনিয়ম সকল প্রণয়ন করিলেন। সামরিক কার্য্যে সাহায্য পাইবার আশায় তিনি নূতন নূতন ভূমিবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, প্রয়োজন বোধে কমলমীরে প্রধান রাজপাট স্থাপিত হইল। নানা সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া ঐ নগর শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষণের উপযোগী হইল। সেই সঙ্গে গোগুণ্ডা ও অন্যান্য গিরিদুর্গসমূহ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিলেন। সৈন্যের স্বল্পতাপ্রযুক্ত মেবারের সমতলক্ষেত্রে সেনাদল সন্নিবেশ করিতে না পারিয়া, প্রতাপ পিতৃপুরুষগণের আচরণ অনু-সরণপূর্ব্বক আপন প্রজাদিগকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন। যে এই আদেশের প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রতাপের এই আদেশপালন করিয়া রাজপুতগণ মুসলমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র মেবার প্রদেশের জনস্থানসমূহ বিজন-বিপিনে পরিণত হইল। এমন কি, যতদিন না সেই ঘোর মহা সমরের অবসান হইয়াছিল, ততদিন আরাবলী শৈলমালার পূর্ব্বদিকৃস্থ অধিত্যকাভূমি 'বে-চিরাগ্' (প্রদীপশূন্য) হইয়াছিল। কথিত আছে, বীরবর প্রতাপ সেই রাজাজ্ঞা সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতাশ্রম হইতে অশ্বারোহণে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেন। প্রতাপের কঠোর অনুশাসনে রাজস্থানের কুসুমকানন অচিরে বন্যপাদপে পূর্ণ হইয়া গেল। ধনলোভী বিজেতৃগণের তাহাতে আর বিজয়-স্পৃহার সম্ভাবনা থাকিল না। মোগলরাজসরকারের সহিত য়ুরোপে যে বাণিজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত পণ্যদ্রব্য সৌরাষ্ট্রাদি ভারতীয় বন্দর হইতে মেবার প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইত। প্রতাপের অনুচরগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সেই সামগ্রীনিচয় বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া লইত।

অকবর এই রাজপুতরাজের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া, তদ্দমনার্থ অজমীরে আপনার প্রধান সেনাদল সংস্থাপন করি-লেন এবং প্রকাশ্যে তদ্বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই প্রচণ্ড সমরবহ্নি প্রতিরোধ করিতে একজন মাত্র রাজপুত হৃদয় পাতিয়াছিলেন। নচেৎ প্রায় সকল নরপতিই অকবরশাহের চরণতল আশ্রয় করিয়াছিল।[২] এই রূপে রাজস্থানের অধিকাংশ রাজন্য মুসলমানপদে আত্মবিক্রয়

* পতেরা—পলাশ বা বটপত্রে নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ। বর্ত্তমানে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রকে পতেরা বলে। Tod's Rajasthan, Vol. I. 333n.

(২) প্রতাপের সিংহাসনাধিকারের দুই বর্ষ পরে (হিজ্রা ৯৭৭=১৫৬৯ খৃঃ অব্দে) মারবারপতি মালদেব মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হন ও নিজ পুত্র উদয়সিংহের কন্যা যোধাবাইকে (শাহজহানের মাতা) সম্রাট্-করে সমর্পণ করেন এবং তদ্বিনিময়ে ২০ লক্ষ টাকা মুনফায় ৪টী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করায়, প্রতাপের সহায়বল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি উদ্যমভঙ্গ হইলেন না। তাঁহার স্বদেশীয়গণ মোগলের পাপপ্রলোভনে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে—মাতৃভূমির বিপক্ষে অসিধারণ করিয়াছিলেন। রাণা এই সকল ম্লেচ্ছপদানত রাজন্যগণের সহিত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিয়া দিল্লী, পত্তন, মারবার ও ধারাবাসী প্রাচীন রাজবংশের সহিত সখ্যতা ও কুটুম্বিতা স্থাপন করিলেন। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি পতিত রাজপুতগণের সহিত কথন আহার ব্যবহার বা কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইবেন না। তিনি বীরের ন্যায় শিশোদীয়কুলের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১] উপেক্ষিত রাজপুতগণ ক্রমে তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তিনি শত শত বিপদে পড়িয়াও জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন; মুহূর্ত্তের জন্যও সে প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই।

শোলাপুর-সমরক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া অম্বররাজকুমার মানসিংহ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বে কমলমীরে আসিয়া প্রতাপের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। প্রতাপও বিশেষ সৌজন্যতা সহকারে উদয়সাগরতটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেই সরোবরের সমুচ্চতটে অম্বরপতির সম্মানার্থ একটী ভোজ অনুষ্ঠিত হইল। আহার্য্যসামগ্রী প্রস্তুত হইলে রাজা ভোজনার্থ আহূত হইলেন। কুমার অমরসিংহ তাঁহার যথোচিত সম্মানসম্বর্দ্ধনার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। কুমার মানসিংহ তথায় রাণা প্রতাপকে না দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে অমর পিতার শিরঃপীড়ার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতেও মানসিংহের সন্দেহ নিরাকৃত না হওয়ায়, প্রতাপ অগত্যা তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি তুর্কিহস্তে আপন ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছে ও তুর্কির সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকে, সূর্য্যবংশীয় রাণা কথনই তাহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না।" কুমার মানসিংহ নিজ কর্ম্মদোষেই অপমানিত হইলেন। প্রতাপ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, সেই হেতু এই অসৌজন্যের ভাগী তিনি নহেন। মানসিংহের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, অবমানিত বোধে তিনি অন্ন স্পর্শ না করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন, তবে যে কয়টী মাত্র অন্ন ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাই উষ্ণীষ মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি এই আচরণের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন।[১] প্রতাপও তাঁহার সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিলে আনন্দিত হইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই সংবাদ সম্রাটের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি প্রদীপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তিনি মানসিংহের অবমাননায় আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া দারুণ ক্রোধানলে দগ্ধীভূত হইলেন। প্রতাপের বিরুদ্ধে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। লীলাক্ষেত্র হল্‌দীঘাটের সমর-প্রাঙ্গণে প্রতাপ অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যতদিন একজন মাত্র শিশোদীয় মেবারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবে এবং একজনও রাজপুত কবি জীবিত থাকিবে, ততদিন হল্‌দীঘাটের স্মৃতি কেহই বিস্মৃত হইবে না।

প্রথম যুদ্ধে যুবরাজ সেলিম বিপুল মোগলসেনার অধিনেতা হইলেন। কুমার মানসিংহ ও সাগরজীর ধর্ম্মভ্রষ্ট পুত্র মহব্বত খাঁ তাঁহার সহকারী হইয়া গমন করিলেন; কিন্তু প্রতাপ গিরি-গহ্বর মধ্যে দ্বাবিংশতিসহস্র রাজপুত সেনা লইয়া অকবর-সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মোগলবাহিনী আরাবলীর পশ্চিম বাহিয়া চলিল। প্রতাপ তাঁহার সেনাদলকে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালার মধ্যে সন্নিবেশিত রাখিলেন। উত্তরে কমলমীর তাহার দক্ষিণে প্রায় ৪০ ক্রোশ ব্যবধানে রিকুমনাথ শৈল, পশ্চিমে মীরপুর এবং পূর্ব্বে শাতোল্লা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বত-বন-সমাকীর্ণ প্রদেশ লুক্কায়িত প্রতাপসৈন্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। নিবিড় পর্ব্বতমালা ও কাননরাজি-সমাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ প্রতাপের কার্য্যক্ষেত্র। এইস্থানে উঠিবার কোন সুপ্রশস্ত পথ ছিল না। চারিদিকে সমুচ্চ পর্ব্বতমালা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় আততায়ীর আক্রমণ হইতে এই স্থানকে রক্ষা করিতেছে। এই গিরি প্রদেশের নাম হল্‌দীঘাট। প্রতাপ রাজপুত বীরগণ ও মেবারের সামন্তদল সমভিব্যাহারে এই ভীষণ হল্‌দীঘাটক্ষেত্রের সংকীর্ণ গিরিপথে গম্ভীরভাবে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। দেখিতে দেখিতে সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় মোগলসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপের বীর-বিক্রান্ত রাজপুতসৈন্য

(১) গৌরবের বিষয় এই যে, মোগলপ্রভাবের অবসানেও প্রতাপের বংশধরগণ দিল্লীশ্বরের সহিত মিত্রতাস্থাপন বা মারবার, অম্বর প্রভৃতি কলঙ্কিত রাজবংশের সহিত কন্যাপুত্রের আদান প্রদান করেন নাই।
Tod's Rajasthan, Vol. I. p. 335,

(১) অকবরনামায় লিখিত আছে—অকবরের রাজত্বের ১৮শ বর্ষে রাজা মানসিংহ ডুঙ্গরপুর ও ইদরাধিপতিকে দমিত করিয়া সম্রাটের অনুমত্যানুসারে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাণা প্রতাপকে সম্রাটদত্ত পরিচ্ছদপ্রদান করিলেন। রাণা যথোচিত সম্মানের সহিত রাজাকে স্বগৃহে আনিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় সন্দিহান হইয়া অপমানজনক বশ্যতাস্বীকারে অস্বীকার করিয়াছিলেন।
(Elliot, Vol. VI. p. 42-43)

অতুলসাহসে শত্রুসেনাভিমুখে ধাবমান হইল। উভয়দলে ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। রাণা আপনার ভীষণ বৈরী মানসিংহের অন্বেষণার্থ অরাতিসৈন্য মথিত করিয়া ফেলিলেন। কতশত মোগল, কতশত যবনবীর তাঁহার শাণিত অসিমুখে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিনি শত্রুসেনাব্যূহ মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে মানসিংহের পরিবর্ত্তে অবশেষে সেলিমের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। ধর্ম্মবৈরীর জ্যেষ্ঠপুত্রকে সম্মুখে সমরসজ্জায় পাইয়া প্রতাপ প্রদীপ্তসিংহের ন্যায় প্রচণ্ডরোষে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অসিঘাতে সেলিমের রক্ষীদল শমনভবনে প্রেরিত হইল। তদীয় প্রিয়তম অশ্ব চৈতক স্বীয় প্রভুর সহায়স্বরূপ হইয়া সেলিমের ঐরাবত অভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইল, কিছুমাত্রও ভীত হইল না। প্রতাপ স্বহস্তস্থিত বর্ষা উত্তোলনপূর্ব্বক সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। হাওদা লৌহবিমণ্ডিত ছিল, শূলাগ্র তাহাতে প্রতিহত হওয়ায় সম্রাট্‌পুত্র সে যাত্রা প্রাণ পাইলেন, কিন্তু শূলের প্রতিগতিশক্তিতে মাহুত নিপতিত হইল। মদোন্মত্ত মাতঙ্গ নিরঙ্কুশ হওয়ায় সেলিমকে লইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এদিকে প্রভুভক্ত মোগলগণের রাজপুত্ররক্ষার্থ ভীষণ প্রাণপণ, অপরদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজপুতগণের রাজপুতপতির সহায়তায় কঠোর উৎসাহ। উভয়পক্ষের বীরত্বোচ্ছ্বাস এককেন্দ্রীভূত হইয়া উভয়দলকে বিমুগ্ধ করিল। মৃতদেহে সেই স্থান প্লাবিত হইয়া গেল। প্রতাপ সপ্তবার আহত হইয়াও মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসদৃশ রণক্ষেত্রে প্রদীপ্ত ছিলেন। রাজচ্ছত্র তখনও তাঁহার মস্তকে ছিল, বৈরীদল সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনবার সঙ্কটময় বিপদে পড়িয়াও তিনি নিজ ভুজবলে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন ও অগণ্য নরমুণ্ডের গড়াগড়ি দেখিয়া তিনি ক্রমেই অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগলগণ ভীমবিক্রমে রাণাকে আক্রমণ করিল। ঝালাপতি মান্না রাণার জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া মেবারের প্রসিদ্ধ রাজচিহ্ন 'সুবর্ণতপন' প্রতাপের পার্শ্ব হইতে অপসারিত করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। মোগলসৈন্য সেই ছত্র দেখিয়া মান্নাকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ রাজপুতবীরগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর ঝালাপতি মান্না সদলে ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার এই আত্মত্যাগে তদীয় বংশধরগণ সেইদিন হইতে মেবারের রাজচিহ্ন বহন করিয়া আসিতেছে। ঝালাপতির এই আত্মদান জগতে অতুলনীয়।

প্রতাপ একাকী চৈতকে আরোহণপূর্ব্বক পার্ব্বতীয় নদনদী অতিক্রম করিয়া পলায়নপর হইলেন। পশ্চাতে কেবলমাত্র হল্‌দীঘাটের অত্যদ্ভুত যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সৈনিকগণের মৃত দেহরাশি পড়িয়া রহিল। মোগলবাহিনী ব্যতীত দ্বাবিংশতি-সহস্রক সমবেত রাজপুতসেনার মধ্যে কেবল আটসহস্রমাত্র জীবিতদেহে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল। প্রতাপকে পলাইতে দেখিয়া দুইজন মোগলবীর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। শত্রু পশ্চাতে আসিতেছে ভাবিয়া রাণা প্রাণপণে অশ্বচালনা করিলেন। চৈতকও স্বীয় প্রভুর ন্যায় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইলেও তীরবৎ বেগে ছুটিতে লাগিল। এমন সময় প্রতাপ শুনিলেন পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে আর কেহই নহে—তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহ। প্রতাপের সহিত বৈরতাবশতঃই শক্ত ভ্রাতার পক্ষ ত্যাগ করেন এবং মেবারের ঘোর শত্রু হইয়া তিনি অকবরশাহের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছিলেন[1]। শক্ত সম্রাট্‌সৈন্যের মধ্যে থাকিয়াই দেখিয়াছিলেন,—নীল অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাঁহারই স্বদেশের ও স্বজাতির মুখোজ্জলকারী তদীয় ভ্রাতা একাকী অবিশ্রান্তগতিতে পথাতিবাহন করিতেছেন। জাতীয়-সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর ভ্রাতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয়নিবদ্ধ রোষানল নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ভ্রাতৃস্নেহবিগলিতহৃদয়ে তিনি মোগলরাজের অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অপর যে মুসলমানসৈনিক প্রতাপের পদানুসরণ করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করিয়া ভ্রাতার জীবনরক্ষাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বহুদূর সেই মুসলমানবীরের সহযোগে আসিয়া তিনি বর্ষাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে প্রতাপের সমীপবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইখানেই উভয়ের সম্মিলনস্থলেই শ্রমকাতর চৈতকের জীবলীলা শেষ হয়। প্রতাপ চৈতকের পরিবর্ত্তে শক্তের তুরঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু চৈতকের স্মৃতিচিহ্নরক্ষার্থ তথায় একটী অত্যুন্নত বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন[2]। ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতৃসম্মিলন-সুখভোগ করিয়া শক্ত পূর্ব্বোক্ত মৃত খোরাসানী সৈন্যের অশ্বারোহণে সেলিম সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেলিম অভয়দানপূর্ব্বক শক্তসিংহকে এরূপ ঘোটকবিনিময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শক্তও নিঃসঙ্কোচে অগ্রজের জীবনরক্ষার কথা প্রকাশ করিলে, সেলিম তাঁহাকে বিদায়

---

(১) আইন-ই-অকবরী নামক গ্রন্থে তিনি শক্রা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্রাটের অধীনে তিনি দুই শত সৈন্যের নায়কত্ব লাভ করেন।
(Ain-i-Akbari by Blochmann. p. 519)

(২) জয়োলের নিকটবর্ত্তী 'চৈতক কা চাবুত্রা' আজিও বিদ্যমান আছে।

দিলেন। তিনি সানন্দচিত্তে উদয়পুরে আসিয়া প্রতাপসিংহের সহিত মিলিত হইলেন।

১৬৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ (১৫৭৬ খৃঃ অঃ জুলাই) হলদীঘাট-মহাযুদ্ধের অবসান হয়। প্রথম সমরাভিনয় সমাহিত হইলে সম্রাট্‌পুত্র সেলিমশাহ জয়োল্লাসিতচিত্তে গিরিপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। প্রাবিট্‌ধারায় গিরিতরঙ্গিণী সকল স্ফীত হইয়া উঠিল, কাজেই শত্রুসৈন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। যুদ্ধ কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। বসন্তসমাগমে মোগলগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ করিল। প্রতাপ সেবারও পরাজিত হইয়া কমলমীরের গিরিদুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেলিমের অধীনস্থ কোকা সেনাপতি শাহবাজ খাঁ বৃহৎ সেনাদল লইয়া কমলমীর অবরোধ করিলেন। প্রতাপ তথায় থাকিয়া অসীম বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্যের আগমন ব্যর্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবুপতি দেওরা-সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে সেই স্থানও পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি চৌন্দ নামক স্থানে গমন করিয়া আশ্রয় লইলেন।

কমলমীরের (কুম্ভমেরু) গিরিদুর্গ প্রতাপের হস্তস্খলিত হইল। স্বদেশবৈরী রাজপুতবীর মানসিংহ গোগুণ্ডা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মহব্বৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিল। অকবরের অন্যতম সেনাপতি ফরিদ খাঁ ছাপন প্রদেশ আক্রমণপূর্ব্বক চৌন্দপর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। প্রতাপ সহসা প্রচণ্ডবিক্রমে অতর্কিত মোগল-সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। শত্রুসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাহারা আর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহিল না। পুনরায় বর্ষা আগমনে যুদ্ধ স্থগিত রহিল, প্রতাপও বিশ্রামের অবসর পাইলেন।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। সৈন্যসংক্ষয়ে তিনিও আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার উৎকণ্ঠার একমাত্র কারণ হইয়া উঠিল। এক সময়ে কারানিবাসী ভীলগণ তাঁহার পুত্রকলত্রাদিকে জবরার রঙ্গ (tin) খনিতে ঝুড়িমধ্যে লুকাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। স্বয়ং দিল্লীশ্বর রাণার এই অদ্ভুত বীরত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। বনমধ্যে ক্ষুৎপিপাসাকাতর সন্তানসন্ততিগণের আহারাভাবেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। একদা ক্ষুধাতুর কন্যাপুত্রের আর্ত্তনাদে তাঁহার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি রাজনামে ধিক্কার দিয়া সম্রাটের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

প্রতাপের এরূপ আশাতীত নম্রতাদর্শনে আনন্দিত হইয়া দিল্লীশ্বর রাজধানী মধ্যে আনন্দোৎসবের আদেশ দিলেন এবং বিকানের-রাজকুমার কবিবর পৃথ্বীরাজকে রাণাপ্রেরিত সেই পত্রখানি দেখাইলেন। [পৃথ্বীরাজ দেখ।]

পত্র পাইয়া পৃথ্বীরাজ সম্রাট্‌কে বলিলেন, প্রতাপ কখনও বিজাতীয়ের নিকট মস্তক অবনত করিবেন না এবং সম্রাটের অনুমতি লইয়া তিনি এ সম্বন্ধে একখানি পত্র পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপের অবনতি স্বীকারসম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না করিয়া তিনি ওজস্বিনীভাষায় কএকটী কবিতা লিখিয়া এরূপ হীনকার্য্য হইতে প্রতাপকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পত্রপাঠমাত্র প্রতাপের ধমনীমধ্যে স্বাধীনতা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যেন ১০ সহস্র সৈন্যবলে বলী হইয়া পুনরায় যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

আইন্‌-ই-অকবরী পাঠে জানা যায়;—সম্রাট্‌ অকবর শাহের রাজত্বের ২১শ বর্ষে মানসিংহ মোগলসৈন্যের নায়ক হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মোগলসৈন্য পরাজিত হইলেও রাজা বিহারীমল্লের পুত্র জগন্নাথ মোগলগৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ২২শ বর্ষে (হিজরা ৯৮৪ = ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে) রাজা ভগবান্‌দাস মোগলবাহিনী লইয়া প্রতাপবিপক্ষে যুদ্ধ করেন। উক্ত বৎসরে সম্রাট্‌ অজমীরে অবস্থানকালে সুদক্ষ সেনানী কুমার মানসিংহকে পঞ্চসহস্র সেনাদল দিয়া রাণা কীকার (প্রতাপের অপর নাম) বিরুদ্ধে গোগুণ্ডা ও কমলমীর দখল করিতে পাঠাইয়া দেন। আসফ খাঁ এই সেনাদলের মীর বক্সি নিযুক্ত হইলেন। চিতোরযুদ্ধের পর প্রতাপ হিন্দুবাড়ার পর্ব্বত মধ্যে গোগণ্ডা* নগর স্থাপন করেন এবং এই নিভৃত নিবাসে থাকিয়া তিনি মোগলসৈন্যের বিপক্ষতাচরণ করিতেন। কুমার মানসিংহ গোগুণ্ডার নিকটবর্ত্তী হইলে প্রতাপ হলদীঘাট (ঘাট হলদেও) পর্ব্বতের বহির্ভাগে আসিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন।† উভয় পক্ষে শত শত রাজপুতবীর বিনষ্ট হইল। এই যুদ্ধে প্রতাপ-পক্ষে রামেশ্বর গোলিয়ারী ও তৎপুত্র শালিবাহন এবং চিতোরপতি জয়মল্লের পুত্র রামদাস নিহত হন। রাণা প্রতাপ দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, শেষে তিনিও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পরাজিত রাজপুতগণ মোগলহস্তে প্রাণ হারাইল। মানসিংহ আপনার বিজয়বার্ত্তা সম্রাট্‌কে জ্ঞাপন করিয়া হলদীঘাট গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া গোগুণ্ডা অধিকার করিলেন (৯৮৫ হিজরা)‡। প্রতাপ ও

* বদাউনী এই স্থানের নাম কোকণ্ডা লিখিয়াছেন।

† মোগল পক্ষে মানসিংহের অধীনে সাম্ভরপতি রাজা লোনকরণ, ভগবান দাসের পুত্র মধুসিংহ ও রাজা বিহারীমলের পুত্র জগন্নাথ প্রভৃতি ছিলেন। (Badauni, in Elliot, Vol. V. p. 397-398 and Blochmann's Ain, p. 387,)

‡ বদাউনী এই যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে দুই পক্ষের রাজপুত সৈন্য এত নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে যে তাঁহাদের পক্ষ নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। (Badauni, Vol. II. p. 231; তবকাৎ-ই অকবরী Elliot, Vol. V. p. 399.)

তদধীনস্থ সামন্তগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে (হিজরা ৯৮৬-৭) মীর বক্সি শাহ্‌বাজ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। রাজা ভগবানদাস, মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুত সর্দ্দারগণ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শাহ্‌বাজ কমলমীরদুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিলেন। অতঃপর গোগুণ্ডা দুর্গ ও উদয়পুর নগর তাঁহার হস্তগত হইল।*

বর্ষে বর্ষে প্রচণ্ডবৈরিপীড়নে প্রতাপের সহায় সম্বল ক্ষয় হইতেছিল। তিনি শ্মশানতুল্য মেবাররাজ্য ও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুতীরবর্ত্তী প্রাচীন সগদী রাজধানীতে শিশোদীয় কুলের গৌরবকেতন স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার জীবন-সহচর সামন্তগণ যাঁহারা পরাধীনতা অপেক্ষা নির্ব্বাসন শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন—তাঁহারা তাঁহার অনুগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রতাপ সামন্ত ও আত্মীয় জন পরিবৃত হইয়া আরাবলী পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুদেশে অবতীর্ণ হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রিয়সচিব ভামশা পিতৃপুরুষার্জ্জিত রাশীকৃত ধনরত্ন লইয়া তদীয় চরণতলে সমর্পণ করিল। নিতান্ত নিরুপায় ও সামর্থ্যহীন প্রতাপ অসময়ে এই অর্থ পাইয়া মাতৃভূমি-পরিত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঐ ধনরত্ন লইয়া তিনি আরও দ্বাদশবৎসরকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্যসংগ্রহ করিয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষা করিতে পারিবেন।

প্রতাপ অর্থবান্ হইয়া পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মোগলগণ তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাবিল যে, তিনি মরু পার হইয়া পলায়ন করিতেছেন। কিন্তু অচিরে তাহাদের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। প্রতাপ অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় সদলে দেবীরে আসিয়া শাহ্‌বাজের সেনাদলের উপর নিপতিত হইলেন এবং সেনাসমূহকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। যাহারা অমৈতের অভিমুখে পলায়ন করিতেছিল, তাহারাও নিষ্কৃতি পাইল না। মোগলগণ আত্মরক্ষার আয়োজন করিবার পূর্ব্বেই কমলমীর অধিকৃত হইল। আবদুল্লা প্রতাপের প্রচণ্ডগতি রোধ করিতে না পারিয়া সসৈন্যে নিহত হইলেন। এইরূপে বত্রিশটী দুর্গ তাঁহার করায়ত্ত হইল এবং বিধর্ম্মী যবনসেনাগণ নির্দ্দয়রূপে রাজপুতহস্তে জীবনদান করিল। এইরূপে একবৎসরের মধ্যে প্রতাপ সমস্ত মেবারভূমি শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন। চিতোর, অজমীর ও মণ্ডলগড়মাত্র বাকী রহিল। এখনও তাঁহার প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি উপশমিত হয় নাই। স্বদেশদ্রোহী মানসিংহের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য তিনি অম্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তদ্রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক বাণিজ্যক্ষেত্র মালপুর নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।

অনন্তর অচিরকাল মধ্যেই উদয়পুর তাঁহার করতলগত হইল। মোগলসম্রাট্ স্বাধীনতাপ্রয়াসী রাজপুতবীরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। উদয়পুরে থাকিয়াও প্রতাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। যখন তাঁহার নয়নপথে চিতোরের 'কাঙরা'গুলি পতিত হইত, তখন তাঁহার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা ও ক্ষোভ উপস্থিত হইত। যেদিন প্রতাপের হৃদয়ে এই দারুণ শেল বিদ্ধ হইল, সেইদিন হইতেই তাঁহার শরীর জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তিনি নিজপুত্র অমরসিংহকে স্বাধীনতাপহারক স্বদেশ-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে শপথ করাইয়া লইলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার অন্তঃকরণে দারুণ শেল বিদ্ধ হইতেছিল। সালুম্ব্রাপতি তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদকারী নিশ্বাস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন মহারাজ এ অন্তিম সময়েও আপনি এরূপ কষ্ট পাইতেছেন?' প্রতাপ বলিলেন, 'এত কষ্টে যে মাতৃভূমির উদ্ধার হইল, তাহা যেন আর তুর্কহস্তে নিপতিত না হয়।'

রাণা মৃত্যুমুখে পড়িয়াও অমরসিংহের কথা ভাবিয়াছিলেন। অপরিসীম যন্ত্রণাভোগে তাঁহার অন্তিম সময় বড়ই কষ্টপ্রদ হইয়াছিল। যে স্বজাতীয় গৌরব অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি অনাহারে অনিদ্রায় বিংশতি বৎসর পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া পথে ঘাটে অবিরাম যুদ্ধ করিলেন, বোধ হয় অমর আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবে না! প্রতাপ রাজপুত্র হইলেও পিতৃপুরুষগণের ন্যায় সুধাধবলিত অট্টালিকায় বাস করেন নাই; তাঁহার কুসুমসুকোমল শয্যা ছিল না—একমাত্র বন্যভূমে কুটীরাভ্যন্তরে তৃণশয্যাই তাঁহার বিরামস্থল ছিল। মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে প্রতাপ যে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, অপরে তত দূর পরিশ্রম স্বীকার করিবে কি না অথবা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মেবার রাজ্য পুনরায় বিজাতীয়ের শৃঙ্খলধারণ করিবে কি না এই ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি জানিতেন, সুখাভ্যস্ত অমর কখনই তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে না। কুটীরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকা গঠিত হইবে; কঠোর বনবাসব্রত পরিত্যক্ত এবং নানা বিলাসিতা প্রবর্ত্তিত হইবে।

চিতোরের উদ্ধারসাধন তাঁহার জীবনে একটী ক্ষোভ রহিয়া গেল। তিনি রাজ্যহীন রাণা হইয়া জীবনপণে মেবারের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বর হইয়াও তাঁহার মনের কষ্ট

* আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, রাণা সন্ন্যাসী সাজিয়া পলায়ন করেন। অকবরনামায় ও তবকাৎ-ই-অকবরীতে লিখিত আছে, প্রতাপ রাত্রিযোগে বাঁশবাড়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া যান। (Elliot's Muhammadan Historians, Vol. V. p. 410 and VI. p. 58.)

দূর হয় নাই। চিতোর লাভ ও স্বজাতির স্বাধীনতা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণ তিনি রাজপ্রাসাদে বাস করেন নাই। মৃত্যুকালেও তিনি পেশোলা-তীরে* কএকখানি কুটীর বাঁধিয়া সামন্তবর্গপরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। সামন্তগণ তাঁহার দুঃখবার্ত্তা অবগত হইয়া অসিস্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারাই অমরসিংহের পক্ষ হইয়া মেবারের সিংহাসন রক্ষা করিবেন এবং যতদিন না মেবার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে, তদবধি কোন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে না। প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, শান্তি ও পরমানন্দ আসিয়া তাঁহার ভবযন্ত্রণা লাঘব করিল। দেখিতে দেখিতে ভারতাকাশের একটী উজ্জল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইল (১৫৯৭ খৃঃ অঃ)।

যে বিপুল মোগলবাহিনীর সহিত প্রতাপ বিংশবৎসর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা গ্রীকবিপক্ষে প্রেরিত পারস্যরাজ জরক্ষেশের মহতী চমূ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। যদি মেবারের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিত, যদি একজন থুসিডাইডিস্ (Thucydides) বা জেনোফন (Zenophon) মেবাররাজ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে পিলোপনিসাসের (Peleponnesus) সমরাভিনয় অথবা 'দশসহস্রের' প্রত্যাবর্ত্তন, কখনও প্রতাপের জীবনের সমতুল্য হইতে পারিত না। এক দিকে মোগলসৈন্যের দুর্দ্দম দুরাকাঙ্ক্ষা, অসাধারণ রণচাতুর্য্য, অপরিমেয় উদ্যম এবং জলন্ত ধর্ম্মানুরাগ, অপর দিকে তদ্রূপ প্রতাপের অদম্য বীরত্ব, প্রস্ফুরিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অনন্যসাধারণ স্বদেশানুরাগ অলৌকিক অধ্যবসায়, সুবিজ্ঞ-সৈন্যপরিচালনা এবং ধর্ম্মপ্রণোদিত মনোবেগ। এই সকল বীরগুণে বিভূষিত হইয়া বীরকেশরী প্রতাপ প্রবলবলশালী সম্রাট্ অকবরের বাহিনী বিমুখ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরাবলীর বিশালক্ষেত্রই প্রতাপের কার্য্যাবলীর প্রমাণ স্থল। উক্ত গিরিবক্ষে এমন স্থান ছিল না, যথায় প্রতাপের পবিত্র বীরকীর্ত্তি না অনুষ্ঠিত হইয়াছে †।

মৃত্যুকালে প্রতাপ সপ্তদশ পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ অমরসিংহ চিরন্তন প্রথানুসারে পিতৃরাজ্যে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন।

প্রতাপাদিত্য, বঙ্গজকায়স্থকুলতিলক গুহবংশীয় যশোহরাধিপতি। যে সময় (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে‡) প্রতাপের জন্ম হয়, সে সময় আফগান বা পাঠানজাতীয় মুসলমান রাজারা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রতাপের জন্মের কিছু পূর্ব্বে সুলেমান করাণী বাঙ্গালা ও বেহার হস্তগত করিয়া উড়িষ্যাজয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। কালাপাহাড় নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয়। এই সময় প্রবলপ্রতাপ অকবরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত। সুলেমান সম্রাট্‌কে উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। সুতরাং অকবর বাঙ্গালার দিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। এই সময় গৌড়নগরে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল।

গৌড়নগরে প্রতাপের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা শ্রীহরি তখন নবাব সরকারে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের গৌড়ে বসতি ছিল না। প্রতাপের প্রপিতামহ রামচন্দ্রগুহ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় পাটমহল পরগণায় আসিয়া উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে একাকী রামচন্দ্র ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বিদেশে আসিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না ছিলেন। তাই আসিবামাত্র রামচন্দ্র পাটমহলের সরকারবংশীয় জনৈক ব্যক্তির স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার বালক বয়স, সুন্দর মুখশ্রী ও শ্রমশীলতা দেখিয়া সরকার মহাশয় তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন এবং স্বসম্পর্কীয় একটী কন্যার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রামের নবাবের কাছারীতে কাননগোই দপ্তরে একটী মহুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই রামচন্দ্রের উন্নতির সূত্রপাত হইল। রামচন্দ্র আজীবন কাননগোই-দপ্তরে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র—ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ, এই তিন ভ্রাতাও সপ্তগ্রামের কাছারীতে কাননগোই দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভবানন্দ এতদূর দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সুখ্যাতির কথা রাজধানী গৌড় পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং নবাব নসরৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন

* এই সুবিস্তৃত হ্রদতট মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত সৌধমালায় পরিবৃত হইয়া উদয়পুরের ভাবী রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল।

† "There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldi Ghat is the Thermopylæ of Mewar; the field of Deweir her Marathon."
(Tod, Rajasthan, Vol. I. p. 350)

‡ নদীয়া রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার প্রতাপের বিরুদ্ধে মহারাজ মানসিংহের সাহায্য করিয়া পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ১০১৫ হিজরা অর্থাৎ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন [নবদ্বীপরাজবংশ দেখ।] ইহা হইতে আমরা প্রতাপের মৃত্যুকাল অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি। প্রবাদ অনুসারে, প্রতাপ বিয়াল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই হিসাবে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল। কেহ কেহ তাঁহার মৃত্যুকাল ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেন না পর্ত্তুগীজ-লেখকগণ প্রতাপের রাজধানীতে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত ছিলেন।

এবং সেখানে কাননগোই-দপ্তরের অধ্যক্ষপদে সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদবধি গৌড়নগরই তাঁহাদের বসতি স্থান হইয়াছিল। বৃদ্ধ রামচন্দ্র তখনও জীবিত ছিলেন এবং পুত্রগণের সহিত গৌড়ে যাইয়া বাস করেন।

রামচন্দ্রের তিনপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শিবানন্দ নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠ ভবানন্দের শ্রীহরি নামে পুত্রই প্রতাপাদিত্যের পিতা। গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ 'বসন্তরায়' নামে পরিচিত। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ সহোদর না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে এমনই সম্ভাব ও ভ্রাতৃস্নেহ ছিল যে, সকলেই তাঁহাদিগকে সহোদর মনে করিত। এখনও অনেকের সে বিশ্বাস আছে। যাহা হউক ক্রমে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ নবাবসরকারে কাননগোই দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেই হরিনামগাথা গান করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। কথিত আছে যে, যে সময় কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিয়া জগন্নাথমূর্ত্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার আজ্ঞা করেন, সেই সময় শ্রীহরির চেষ্টায় পাণ্ডারা জগন্নাথমূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া শ্রীহরি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র কয়েকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যিনি যখনই বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছেন, তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। সুলেমানশাহ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া প্রথমে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং তাঁহাদিগকে সচিবত্ব প্রদান করেন। কিন্তু জানকীবল্লভ কাননগোই-দপ্তরের অধ্যক্ষতা ছাড়িয়া দেন নাই। এখন যেমন কাননগোই বলিলে অতি কষ্টকর রাজকার্য্য বুঝায়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। জমী জমার যাবতীয় বন্দোবস্ত কাননগোর হাতে ছিল; জমিদারেরা সকলেই কানুনগোর বাধ্য ছিলেন। খালিসা-দপ্তর প্রভৃতি কাননগোর অধীন থাকায় তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা ছিল। এই জন্য জানকীবল্লভ সচিবত্ব পাইলেও কাননগোই পদ ছাড়েন নাই। বিশেষতঃ যে দপ্তর হইতে পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে কে সহজে সম্মত হয়? অতঃপর সুলেমানশাহ শ্রীহরিকে "বিক্রমাদিত্য" ও জানকীবল্লভকে "বসন্তরায়" উপাধি দান করেন। তখন হইতে তাঁহারা উক্ত উপাধিতেই প্রসিদ্ধ হইলেন।

যখন প্রতাপের জন্ম হয়, তখন শ্রীহরি-বিক্রমাদিত্যের বয়স যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সন্তান হইল না ভাবিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ মনে কাল যাপন করিতেছিলেন। তিনি পুত্রমুখদর্শনের আশা যখন প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় প্রতাপের জন্ম হয়। জন্মমাত্র প্রতাপ অতি বিকৃত রব করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। সে জন্য বিক্রমাদিত্য পুত্রবর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ-জননী কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃতা হন নাই। তাঁহার পিতা ভবানন্দ ও ভ্রাতা বসন্তরায়ও বিক্রমাদিত্যকে উক্ত অসাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। কাজেই সে যাত্রা প্রতাপ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু যখন প্রতাপের জন্মকোষ্ঠী প্রস্তুত হইল, যখন সুপণ্ডিত জ্যোতিষিগণ স্থির করিলেন যে, অনেক গ্রহ তুঙ্গস্থানে থাকায় প্রতাপ স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন, কিন্তু পাপগ্রহযোগে তাঁহার পিতৃদ্রোহী হওয়াও সম্ভব, তখন বিক্রমাদিত্য বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। পুনরায় পুত্রবর্জ্জনের ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু এবারও সকলের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। কাজেই পুত্রত্যাগ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশতঃই প্রতাপ পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। প্রতাপ কর্ত্তৃক বঙ্গের মুখোজ্জ্বল হইবে বলিয়াই বিক্রমাদিত্য এ অসাধু সংকল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সেকালের রীতি অনুসারে প্রতাপ পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। তখন পারসী রাজভাষা ছিল, কাজেই যাহাদের রাজসেবা বা প্রতিষ্ঠালাভের অভিলাষ হইত, তাহাদিগকে পারসী শিখিতে হইত। কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া পারসী ও আরবী উভয় ভাষা শিখিত। প্রতাপকে বাল্যকালে উক্ত দুই ভাষা শিখিতে হইয়াছিল।

এখনও যেমন পল্লীগ্রামে বালকদিগকে তীরধনু লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়, তখনও সেইরূপ ধনুর্ব্বিদ্যা সকলে রীতিমত অভ্যাস করিত। দস্যু তস্কর হইতে আত্মরক্ষায় তখন ধনুর্ব্বাণ প্রধান অস্ত্র ছিল। যুদ্ধেও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহৃত হইত। এজন্য সকলেই আগ্রহের সহিত ইহা শিক্ষা করিত। প্রতাপও তীরত্যাগ এবং শরসন্ধানে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। তাঁহার লক্ষ্য প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। অন্যান্য অস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণ প্রভৃতি কার্য্যেও প্রতাপ বিশেষ দক্ষ হইয়াছিলেন।

বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরায় প্রায় প্রতাপের সমবয়স্ক ছিলেন এবং একত্র অবস্থানজনিত উভয়ের মধ্যে সম্ভাবও বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু সকল সময় প্রতাপের সমকক্ষ হইতে না পারায় তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতেন। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে;—

একদিন প্রতাপ ও গোবিন্দ উভয়ে গৃহের ছাদের উপর বেড়াইতেছিলেন। উভয়ের হাতে তীরধনু ছিল। সহসা

একটা চিল তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। বালস্বভাবসুলভ ব্যগ্রতার বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে চিলটাকে লক্ষ্য করিয়া তীরক্ষেপ করিলেন। প্রতাপের শরবিদ্ধ হইয়া চিলটা ভূপতিত হইল। ঘটনাক্রমে যেখানে বিক্রমাদিত্য স্নান করিতে-ছিলেন, সেইখানে শরবিদ্ধ চিলটা পতিত হইল। অনুসন্ধান দ্বারা বিক্রমাদিত্য জানিলেন, প্রতাপের শরেই পক্ষীটা বিদ্ধ হইয়াছে। বসন্তরায় অষ্টমবর্ষীয় বালকের অব্যর্থ লক্ষ্য দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরমভাগবত বিক্রমাদিত্য বিমর্ষ হইলেন। পুনরায় পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মরণ হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত প্রতাপ দুঃশীল হইয়া উঠিবে, কুকার্য্যে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে, নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিতে তাহার আমোদ বোধ হইবে, কালে পিতৃদ্রোহীও হইতে পারে, এই সকল ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। বসন্তরায় তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দের মনে ঈর্ষা জন্মিতে লাগিল। সকলে এমন কি নিজ পিতা বসন্তরায়কেও প্রতাপের প্রশংসা করিতে দেখিয়া গোবিন্দের মন অভিমানে পূর্ণ হইত। বিদ্বেষ-ভাবও তাঁহার মনে স্থান পাইত। কালে তাহাই জ্ঞাতিবিরোধে পরিণত হইয়াছিল।

১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে নবাব দাউদ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় রাজা হইলেন। তিনি সুলেমান করাণীর কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়াজিদ অল্পদিনের মধ্যে গতাসু হইলে নবাব দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলেমান যেরূপ উপ-ঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌কে তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, দাউদ তাহা করিলেন না। বরং আপনাকে অকবর শাহের সমকক্ষ মনে করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ, দুই লক্ষ পাঠানসেনা তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত; বহুপরিমাণ যুদ্ধোপকরণ, সহস্র সহস্র তোপ তাঁহার অস্ত্রাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে; কালাপাহাড় প্রভৃতি রণনিপুণ সৈন্যগণ তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ইহা দেখিয়া যুবকের মন চঞ্চল হইবারই কথা। বিশেষতঃ পাঠানেরা তখন এতদূর নিস্তেজ হয় নাই যে, একবার বল পরীক্ষা না করিয়া সহজেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিবে।

সুলেমান খাঁর মৃত্যুর পরবৎসর মোগল-সেনানী মুনাইম্ খাঁ দাউদের নিকট সম্রাটের প্রাপ্য কর চাহিয়া পাঠাইলেন। যৌবনসুলভ তেজ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া নবাব দাউদ সম্রাট-সেনানীকে অবজ্ঞাসূচক উত্তর পাঠাইলেন। যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার অল্প পূর্ব্বে প্রতাপের পিতা নবাব দাউদের নিকট একটা জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। জায়গীরটীর নাম চাঁদ খাঁ। দক্ষিণবঙ্গে কপোতাক্ষী ও ইছামতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ চাঁদ খাঁ নামে পরিচিত ছিল। উক্ত নামধেয় একজন মুসলমান উক্ত জায়গীরের পূর্ব্বাধিকারী ছিলেন। নিঃসন্তান চাঁদ খাঁ পরলোকগত হইলে নবাব প্রিয় সচিব বিক্রমাদিত্যকে এই জায়গীর দান করেন। এ ভূভাগ প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। গ্রাম জনপদ অতি অল্পই ছিল।

সম্রাটের সহিত নবাবের যুদ্ধ বাধিবে বুঝিয়া বিক্রমাদিত্য চাঁদখাঁতে বসতিস্থাপনের ইচ্ছা করেন। এই স্থানের নৈসর্গিক দুর্গমতা দেখিয়াই তিনি যমুনা ও ইছামতী নদীদ্বয়ের বিয়োগ-স্থানে নগরপত্তন ও গড় প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিলেন। ক্রমে নগর নির্ম্মিত হইলে আত্মীয় স্বজনদিগকে পূর্ব্ববাস বাক্‌লা হইতে নূতন নগরে আনিলেন এবং সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী ভূমি দান করিলেন। এইরূপে জ্ঞাতিবন্ধু, গুরু-পুরোহিত সকলকে আনাইয়া নিজ নগরে বাস করাইলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করিলেন। এইরূপে যশোহর-পুরীর পত্তন হইল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে এই নবনির্ম্মিত নগর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্য যুদ্ধ উপস্থিত হই-বার পূর্ব্বে নিজ পরিজনদিগকে যশোহরে পাঠাইলেন। তথায় তাঁহার মাতুল জিতামিত্র নাগ সকলের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপও যশোহরে প্রেরিত হইলেন। গৌড়ের অনেক ধনী ব্যক্তি ও নবাব দাউদ স্বয়ং নিজ নিজ ধনরত্নাদি নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্য যশোহরে পাঠাইলেন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় নবাবের রাজধানীতে রহিলেন। নবাব তাঁহাদের উপর আবশ্যক কার্য্যের ভার দিয়া নিজ সৈন্য-সহ বেহারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমে সম্রাটের অধিকারস্থ একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অকবরশাহ এই সংবাদ পাইয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্-সেনানী মুনাইম খাঁ ও রাজা টোডরমল্ল পাঠানসৈন্য পরাজয় করিয়া দাউদকে হঠাইয়া দিলেন। শেষে পাটনার অপর পারে হাজিপুরের নিকট উভয় পক্ষে অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। শেষে মোগলসৈন্য হাজিপুর অধিকার করিল। পরাজিত হইয়া দাউদ উড়িষ্যার দিকে পলাইলেন। গৌড়ের ধনিগণ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ রাজধানী ছাড়িয়া যশোহরে গমন করিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নবাব সরকারের আবশ্যকীয় কাগজপত্র মৃত্তিকাগর্ভে পুতিয়া রাখিলেন। দাউদ পরাজিত হইয়া মোগলসেনাপতিকে বাঙ্গালা ও বেহার ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধিস্থাপনের পর সেনানী মুনাইম খাঁ গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে সেখানে লোকক্ষয়কর ঘোর মহামারী

উপস্থিত হইল। লোকে শব সৎকার করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে শব নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেনাপতি মুনাইম্ খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। নাগরিক লোকজন যে যেমন পারিল পলাইল। পৌরজনের মধ্যে অনেকে যশোহরে যাইয়া আশ্রয় লইল। গৌড়নগর এইরূপে উৎসন্ন হইল। যে স্থান প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ভারতের অন্যতম প্রধান নগর বলিয়া গণ্য ছিল, যেখানকার হিন্দুরাজগণ উত্তরভারতের উপরও একদিন প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন, যে স্থানের ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখনও দেশ বিদেশের দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করে, সেইস্থান ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হইল এবং তাহার স্থানে সুদূর সুন্দরবনের জঙ্গলপ্রদেশে একটী অপরিচিত স্থান "যশোহর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক মোগল-সেনাপতির মৃত্যুসংবাদ নবাব দাউদের নিকট প্রেরিত হইলে, নবাব আহ্লাদে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তিনি সত্বর সৈন্যসজ্জা করিবার আদেশ দিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দ্রুতপদে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহহীন মোগলসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। দাউদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী মোগলবাহিনী বিনাশ করিয়া রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে সম্রাট্‌সেনানী খাঁ জাহান ও রাজা টোডরমল্ল তাঁহার গতিরোধ করিলেন। মোগল-পাঠানে পুনরায় তুমুল সংগ্রাম বাধিল। পাঠানেরা মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল। এবারও রাজা টোডরমল্লের চেষ্টায় কালাপাহাড় প্রভৃতি পাঠানসেনাপতিদিগের শ্রম বৃথা হইল। দাউদ নিহত হইলেন। কালাপাহাড়ও মরিল, পাঠানসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। দাউদের মৃত্যুর সহিত পাঠানসৈন্যের জয়াশা ফুরাইল। এইরূপে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন ভূপতির মৃত্যু ঘটিল। দাউদের মৃত্যুর সহিত মোগলপ্রভুতা বাঙ্গালায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল।

রাজা টোডরমল্ল যুদ্ধ জয় করিয়া ঘোষণা দিলেন "যে কেহ তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে তিনি বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন।" নবাব দাউদের মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের আশা ভরসা ফুরাইয়াছিল। এখন উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া ভ্রাতৃদ্বয় সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা টোডরমল্ল তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সাধ্যমত তাঁহাদের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারাও রাজ্যের রাজস্ববিষয়ক যাবতীয় কাগজপত্র টোডরমল্লকে বুঝাইয়া দিলেন। টোডরমল্ল তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের জায়গীর বহাল রাখিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহাদের "মহারাজা" ও "রাজা" উপাধির সনন্দ আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের রাজস্ববিষয়ক কাগজপত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া টোডরমল্ল বাঙ্গালায় রাজস্বসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

যে সময়ে বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, সে সময় প্রতাপ যশোহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নবাব দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুসংবাদে বিশেষ কষ্টবোধ করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে যে সরকারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা ধন, মান ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের নিকট বিশাল ভূভাগের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই অন্নদাতার সর্ব্বনাশে প্রতাপ যে মর্ম্মাহত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর তিনি যে মোগলদিগকে অপ্রীতির চক্ষে দেখিবেন, তাহাও অসম্ভব নহে। যখন মোগলপাঠানে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন প্রতাপ আগ্রহের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, কৌতূহলের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন এবং পাঠানপক্ষের পরাজয় শুনিলে বিমর্ষ হইতেন। এই সময় হইতে মোগল-পাঠান নামে একটী খেলার সৃষ্টি হয়। শুনা যায়, প্রতাপ এই খেলার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিজ সঙ্গী ও সমবয়স্কদিগকে লইয়া তিনি দুই দলে বিভক্ত করিতেন এবং একদলকে মোগলপক্ষ ও অপরদলকে পাঠানপক্ষ সাজাইয়া খেলিতে বলিতেন। পাঠানপক্ষ পরাজিত হইলে তিনি বিমর্ষ হইতেন। (খেলাটা কতকটা কপাটী খেলার মত)।

যশোহরে অবস্থানকালে যে কয়টী বালকের সহিত তাহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে, তন্মধ্যে প্রতাপসিংহ দত্ত, সূর্য্যকান্ত গুহ ও কালিদাস রায়ই প্রধান। এই বালকত্রয় তাঁহার সমবয়স্ক এবং অস্ত্রশস্ত্রচালনায় বিশেষ পটু ছিল। তাহাদিগকে লইয়া প্রতাপ মৃগয়ায় বাহির হইতেন। প্রতাপ ও তাঁহার সঙ্গিগণের মৃগয়াকার্য্যে যথেষ্ট তৃপ্তি হইত। কিন্তু নাগ মহাশয়ের বিনানুমতিতে প্রতাপ অধিকদূর যাইতে পারিতেন না। নাগমহাশয় প্রতাপকে যেরূপ স্নেহ করিতেন, যেরূপ তাঁহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, সেইরূপ তাঁহাকে শাসনে রাখিতেও চেষ্টা করিতেন। প্রতাপও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে প্রতাপ রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীরগণের জীবনী পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই দুই গ্রন্থপাঠ করিয়া তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-তর্কপঞ্চানন নামে জনৈক মহাপণ্ডিত, উদারহৃদয় ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি যশোহরে বাস করিতেছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেব ছিলেন। তিনি প্রতাপকে অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী দেখিয়া বিশেষ যত্নের সহিত শাস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রতাপও আগ্রহের সহিত সকল বিষয় শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজমহলের যুদ্ধের পর বিক্রমাদিত্য যশোহরে আগমন করেন। তাঁহার আগমনের কিছু পরে চন্দ্রদ্বীপের এক রাজকুমারীর সহিত প্রতাপের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে যশোহরে মহা ধুমধাম হইয়াছিল। একপক্ষ ধরিয়া নৃত্যগীত ও উৎসবাদি চলিয়াছিল। প্রতি গৃহের সম্মুখে মঙ্গলচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছিল। অভ্যাগত ও অনাহূত লোকে যশোহর নগর পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সকলকেই আশাতিরিক্ত দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমায়িকতায় ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর রাজা টোডরমল্ল দিল্লীগমনকালে নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া বসন্তরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সম্রাট্-দরবারে গমন করিলে তাঁহার বিশেষ আদর ও সম্মানলাভ ঘটিবে তাহাও বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য এ সময় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাজনীতিঘটিত ব্যাপারে পুনরায় লিপ্ত হইতে তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাদের সম্মুখেই বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র তিনবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। নবাব দাউদের পরাজয়ে তাঁহারা আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন। এক্ষণে শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করাই তাঁহাদের একান্ত অভিলাষ ছিল। আপনাদের নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড ভোগ করিয়া তাহার উন্নতিসাধন করাই তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। সাধ্যমত দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথির সেবা, হরিনামগুণগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করাই তাঁহারা প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য অসুস্থতা-প্রযুক্ত ভ্রাতার উপর রাজ্যরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। বসন্তরায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। রাজ্যের উন্নতি-কামনায় নানাস্থানে বাপী, তড়াগ ও খাল খনন করাইলেন। বনাকীর্ণ স্থানের বন পরিষ্কার করিয়া জনপদ স্থাপন করিলেন। বসন্তরায়ের স্থাপিত একটী জনপদ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম বসন্তপুর। তদ্ভিন্ন তিনি লবণাম্বুর আক্রমণ হইতে জনপদরক্ষার জন্য স্থানে স্থানে জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিলেন। এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বসন্তরায় সকলের নিকট প্রিয় হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য নিজে এ সকল কিছু দেখিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেরূপ পণ্ডিত, সেইরূপ ধর্ম্মানুরাগী ও চরিত্রবান্ ছিলেন। তাঁহার নিকট শাস্ত্রকথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আজও শুনিতে পাওয়া যায়—

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো বসন্তঃ কালভৈরবঃ॥"

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগমে যশোহরপুরী দ্বিতীয় কাশীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বসন্তরায় কাশীর কালভৈরবের ন্যায় দুষ্টের দমন ও নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের উপদ্রব নিবারণ করিতেছিলেন এবং অশেষ শাস্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন ব্যাসদেবের ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন। যশোহর পুরীর নৈসর্গিক শোভাও কম ছিল না। নগরের তিন দিকে প্রবলা নদী ও দক্ষিণে অনতিদূরে সুন্দরবন ছিল। যশোহর অল্পদিনের মধ্যে জনাকীর্ণ হইবার কারণ দুইটী। যুদ্ধের সময় যে সকল ধনী লোক গৌড় ও অন্যান্য স্থান হইতে যশোহরে নিরাপদ হইবার আশয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গৌড়ের মহামারীকালে অনেকে আসিয়া যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। এ সময় সপ্তগ্রামের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছিল। এজন্য যশোহর শীঘ্রই জনসমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্রমাদিত্য শেষবয়সে পীড়িত হইয়া বসন্তরায়কে দিল্লী পাঠাইতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সম্রাট্সেনানীর অভিপ্রায়মত কার্য্য না করিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। এজন্য বালক প্রতাপকে নিজের উকিল স্বরূপ দিল্লীতে পাঠানই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

এ সময় প্রতাপের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। তিনি এই অল্প বয়সেই যশোহরবাসীর প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে একটু চিন্তাশীল ও নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও তিনি সামাজিকতা ও অমায়িক ব্যবহার জানিতেন। তাঁহার সঙ্গিগণ যেমন তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল, সেইরূপ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিত এবং তাঁহার হিত বা প্রিয়কার্য্যসাধনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। সর্ব্বজনের প্রীতি আকর্ষণ করিতে প্রতাপ পটু ছিলেন, যে কেহ একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত, সেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। লোকের মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই শিখিয়াছিলেন।

প্রতাপ দিল্লী যাইবেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকে তাঁহার সহিত যাইতে চাহিল। অবশেষে সূর্য্যকান্ত গুহ ও প্রতাপসিংহ দত্ত প্রভৃতি কয়েকটী সহচর যাইবার অনুমতি পাইল। প্রতাপের শিক্ষক অভিভাবকস্বরূপ সঙ্গে গেলেন। উক্ত শিক্ষক জাতিতে বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। বসন্তরায় তাহাদিগকে লইয়া নিজে টোডরমল্লের শিবির পর্য্যন্ত গমন করিলেন। টোডরমল্ল প্রতাপকে দেখিয়াই তাঁহাকে ভাল বাসি-

লেন। প্রতাপের নম্রতা ও শিষ্টাচার তাঁহারও প্রীতি আকর্ষণ করিল। টোডরমল্ল প্রতাপকে লইয়া শুভ দিনে দিল্লীযাত্রা করিলেন। বসন্তরায় সাশ্রুনয়নে প্রতাপের নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

বসন্তরায় সাশ্রুনয়নে বিদায় হইলে প্রতাপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিমনা রহিলেন। তাঁহার অভিভাবক ও সঙ্গিগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। ক্রমে শোকবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। পথের রমণীয় শোভা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে সমর্থ হইল। রাজা টোডরমল্লও প্রতাপকে রাজদরবারে প্রতিষ্ঠালাভের ও মোগলসম্রাটের অনুগ্রহলাভের আশা দিতে লাগিলেন। প্রতাপ কখনও তাহাতে ভুলিতেন, কখনও বা মোগলের দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিতেন। এইরূপে তাঁহারা দিল্লীতে পৌছিলেন। রাজা টোডরমল্লের কৃপায় সম্রাট্-দরবারে পরিচিত হইতে প্রতাপের কষ্ট পাইতে হইল না।

যখন প্রতাপাদিত্য মোগলরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, তখন মেবারপতি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের যশোগীতি সর্ব্বত্র গীত হইতেছে। স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের অসামান্য বীরত্ব ও ক্লেশসহিষ্ণুতা শত্রুমিত্র সকলেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে। মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি মস্তক নত করিয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। যদিও তাঁহার মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান ছিল না, যদিও ভূমিতলে তৃণশয্যায় তাঁহাকে শয়ন করিতে হইত, যদিও তরবারি ভিন্ন তাঁহার তখন অন্য সম্বল ছিল না, তথাপি তাঁহার তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বাধীনতাস্পৃহা ও সহিষ্ণুতা শত্রুমিত্র সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের গুণগ্রাহী সভাসদ খাঁ খানান প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে একটী কবিতা রচনা করিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কবিতাটীর ভাবার্থ এই—"এই পৃথিবীতে সকলই ক্ষণস্থায়ী। সম্পত্তি বা অর্থ চিরদিন থাকে না; কিন্তু মহৎ নামের গৌরব কখনই লুপ্ত হয় না। চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকে। প্রতাপসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও মস্তক নত করেন নাই, শত্রুর প্রসাদ ভিখারী হন নাই। ভারতীয় রাজন্যগণের মধ্যে একাকী তিনিই হিন্দুনামের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপাদিত্য দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া মেবারপতির বীরত্বকাহিনী শুনিলেন। সম্ভবতঃ বিকানীররাজের কনিষ্ঠভ্রাতা সুকবি পৃথ্বীরাজের সহিত তিনিও পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ, ঝালাপতি মান্নার প্রভুভক্তি, শক্তের ভ্রাতৃস্নেহ ও রাজপুত বীরগণের অসাধারণ প্রভুপরায়ণতার পরিচয় শুনিয়া প্রতাপ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। এই অবধি প্রতাপসিংহই প্রতাপাদিত্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। মেবারপতির কার্য্যকলাপ বালক প্রতাপের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে স্বাধীনতালাভের আশা প্রতাপের মনে অঙ্কুরিত হইয়া থাকিবে। সুন্দরবনের দুর্গমপ্রদেশে স্বাধীনতার পতাকা উড়াইলে মোগলবাহিনী যে সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, তাহাও তিনি ভাবিয়া থাকিবেন।

মোগল-রাজধানীতে অবস্থিতিকালে প্রতাপ সম্রাটের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ সেলিমের সহিত পরিচিত হইলেন। সেলিম প্রতাপের বিনয় ও নম্রতায় বশীভূত হইয়া প্রথম হইতেই তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু যুবরাজের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি অপরিমিত মদ্যপান করিতেন ও সময়ে সময়ে সুরার উত্তেজনায় এরূপ নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়া বসিতেন যে, সম্রাট্ অকবরও বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক প্রতাপের প্রতি সেলিম সদয় হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্তও তাঁহার সে ভাব ছিল। প্রতাপের মৃত্যুতেও তিনি শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রতাপ বয়োবৃদ্ধির সহিত মোগল-দরবারের অবস্থা ও মোগলের রাজনীতির গূঢ় রহস্য অবগত হইতে লাগিলেন। মোগলসৈন্যের সমরকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজধানীতে তিনি যত বেশী দিন কাটাইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন হইতে মোগলবিদ্বেষ দূর হইতে লাগিল। শুনিতে পাওয়া যায়, খোস্‌রোজের ব্যাপারে তাঁহার মনে সম্রাটের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছিল। অকবর শাহের ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সম্রাট্ যে মহিলামেলায় ছদ্মবেশে বেড়াইয়া মুসলমান ও হিন্দুরমণীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিতেন, তাহাতে মনস্বী ব্যক্তি মাত্রেরই বিরক্ত হইবার কথা।

প্রবাদ আছে, সম্রাট্‌সভায় একদিন একটী সমস্যাপূরণ করিয়া প্রতাপ সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। সম্রাট্ একদিন সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে একটী কবিতার শেষচরণ বলিয়া অপর তিন চরণ পূরণ করিতে বলেন—"শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হৈঁ।" কেহই সে সমস্যা সম্রাটের মনোমতরূপে পূরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রতাপ সম্রাটের অনুমতি লইয়া এইরূপ পূরণ করেন—

"সো বরকামিনী নীর নিহারতি রীত ভালি হৈঁ।
চির আঁচরকে গঠ পর বাগীকে ধারেহ্‌ চল্লচলি হৈ।
বায় বেচারী আপন মনমে উপমা চাহি হেঁ।
কৈছন মরাবতী শ্বেতভুজঙ্গিনী যাত চলি হৈঁ।"

এইরূপ সমস্যা পূরণ করিয়া প্রতাপ সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজা টোডরমল্ল পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। এই সময় বঙ্গদেশে জায়গীরদারগণের বিদ্রোহ ঘটে। সম্রাটের উজীর এই সময় বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান জায়গীরদারদিগের নিকট জায়গীরের হিসাব ও সম্রাটের প্রাপ্য কর দাবী করেন। তাহাতে সকল জায়গীরদার একমত হইয়া বিদ্রোহ উত্থাপন করেন। এইরূপে অকবরের ত্রিশহাজার স্বজাতীয় সৈন্য ও সেনানী তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইয়াছিল। অবিচলিতচিত্ত অকবর-শাহও এই বিপদে অধীর হইলেন। অতঃপর তাঁহার স্বজাতীয় সেনাগণও যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তিনি বুঝিলেন। এই সঙ্কটে অকবর হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিলেন। রাজপুতের বলবীর্য্য ও প্রভুভক্তির পরিচয় তিনি পূর্ব্ব হইতেই পাইয়াছিলেন। তাহারা যে বিশ্বাসঘাতক নহে, তাহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেনাপতি টোডরমল্লকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইলেন। টোডরমল্লের ভুজবলেই বাঙ্গালা অধিকৃত হইয়াছিল। অনেক হিন্দুভূস্বামী ও জায়গীরদারগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। এই সকল কারণে সম্রাট্ টোডরমল্লকেই মনোনীত করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমল্ল বাঙ্গালায় আসিয়া হিন্দু ভূস্বামীদিগকে স্বপক্ষে আনিলেন। কাজেই মুসলমান জায়গীরদারেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন তাঁহাদিগকে পরাভূত করা টোডরমল্লের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইল না।

রাজধানী হইতে টোডরমল্লের অনুপস্থিতিকালে প্রতাপ একটা কৌশল অবলম্বন করিলেন। চাঁদখাঁ জায়গীরের দেয় রাজস্ব বসন্তরায় প্রতাপের নিকট পাঠাইয়া রাজকোষে অর্পণ করিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপ তাহা না দিয়া রাজস্ব-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী দ্বারা সম্রাটের কর্ণগোচর করিলেন যে চাঁদখাঁর খাজনা বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট্ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন প্রতাপ সজলনয়নে সম্রাট্-সমীপে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, পিতৃব্য বসন্তরায় বিষয়কার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মকার্য্যে অধিক সময় ক্ষেপণ করেন, এজন্য রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে। সম্রাট্ অনুমতি করিলে প্রতাপ বাকী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত আছেন। পূর্ব্ব হইতেই প্রতাপের প্রতি সম্রাটের স্নেহদৃষ্টি ছিল। এক্ষণে তাঁহার সজলনয়ন দেখিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইল। তিনি প্রতাপের নামে চাঁদ খাঁ জমিদারীর সনন্দ দিতে আজ্ঞা করিলেন এবং প্রতাপকে রাজোপাধি দিয়া দেশে পাঠাইলেন। প্রতাপের পিতৃদ্রোহ এইরূপে ফলিয়া গেল।

অতঃপর প্রতাপ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দেশে ফিরিলেন। দিল্লীতে প্রায় পাঁচবৎসর থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পিতা ও পিতৃব্যকে বিষয়সম্পত্তি হইতে নিরাশ করিলেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল।

বিক্রমাদিত্য বা বসন্তরায় প্রতাপের সহসা প্রত্যাগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রের ব্যবহারে বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহার শরীর পূর্ব্ব হইতে অসুস্থ ছিল, এক্ষণে আরও অসুস্থ হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে ইহলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জমিদারীর দশ আনা প্রতাপকে ও ছয় আনা বসন্তরায়কে দিয়া যান এবং অবিলম্বে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইবার জন্য বসন্তরায়কে বলিয়া যান।

বসন্তরায় প্রতাপের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেও তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলেন নাই। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইলে তিনি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, জমিদারী ভাগ করিয়া দিলেন এবং যাহাতে সকলে নবভূপতির অনুগত হয়, সে চেষ্টাও করিলেন। প্রতাপ বসন্তরায়ের ব্যবহারে চমৎকৃত হইলেন। বসন্তরায় তাঁহার হিংসা করেন না দেখিয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং সকল বিষয়ে পিতৃব্যের পরামর্শ মতে চলিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পরে ভাসিয়া গেল। কিছুকাল প্রতাপ যশোহরে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল, ততই তিনি বসন্তরায়ের সহানুভূতি হারাইতে লাগিলেন। একত্র অবস্থান অতঃপর কষ্টকর দেখিয়া প্রতাপ যশোহরের দক্ষিণপূর্ব্বে কালিন্দীতীরে ধূমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ধূমঘাট পূর্ব্বে বন ছিল। প্রতাপ জঙ্গল কাটাইয়া এখানে বসতি স্থাপন করেন। রাজ্যলাভ করিয়াই প্রতাপ নিজের অধিকার মধ্যে গ্রাম ও নগর পত্তনের অভিলাষ করিলেন। যশোহরের অনতিদূরে কয়েকটী কেল্লা স্থাপিত হয়। মুকুন্দপুর গ্রামে যে কেল্লা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরমানন্দ-কাঠী গ্রামে যে গড় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। কালিগঞ্জের নিকট একটী নগর পত্তন করিয়া নিজ নামে তাহার নাম "প্রতাপনগর" রাখেন। ইছামতী নদীতীরে রায়পুর গ্রামে খাল খনন করিয়া প্রতাপ জাহাজ-নির্ম্মাণ ও সংস্কারের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি পাশ্চাত্যধরণে পোর্ত্তুগীজগণের সাহায্যে জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। যশোহর হইতে প্রতাপনগর হইয়া জাহাজ-

ঘাট্টা রায়পুর যাইবার জন্য একটী সুবিস্তৃত জাঙ্গাল নির্ম্মিত হয়। ঐ পথের উভয় পার্শ্বে বকুলবৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়া শ্রান্তপথিকেরা শ্রান্তিবিনোদনের উপায় করিয়াছিলেন। এই পথের চিহ্ন ও পথপার্শ্বস্থ বকুলবৃক্ষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিন্দীতীরে বংশীপুর নামক স্থানে এক রাজবাটী ও দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গটী এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, যে কোন নদীপথে শত্রু আসিলে অল্পায়াসে তাহার গতিরোধ করা যাইতে পারিত।

দিল্লী হইতে আগমনকালে প্রতাপ কমলখোজা নামক জনৈক হাব্‌সীজাতীয় অশ্বসেনানায়ককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে প্রতাপ ক্রমে দশহাজার অশ্বসেনা সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাকে প্রথমে শরীররক্ষী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়াছিলেন। পরে সমুদয় অশ্বসৈন্য ও হস্তীদলকার পরিচালনভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করেন। রূঢা বা রডারিগো নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ প্রতাপের গোলন্দাজ সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়াছিল। প্রতাপ সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপীয় প্রথায় গোলন্দাজসৈন্য তৈয়ার করেন এবং পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যে কামান, গোলাগুলি ও বারুদ তৈয়ারি করিবার কারখানা স্থাপন করেন।

প্রতাপ দেশের সকল লোককে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার অভিলাষ করেন। তাঁহার সময়ে উৎকৃষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণেরাও পদাতি সৈন্য হইতে অপমান বোধ করিতেন না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা লাঠীখেলা, তীরধনুশিক্ষা ও মল্লক্রীড়ায় অপমান বোধ করিতেন না। দস্যু তস্করের ভয়ে আগ্রহসহকারে সকলে এ সকল শিখিতেন। সেইরূপ প্রতাপের সময় কুলীন ব্রাহ্মণেরা ঢালীর কার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। এ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে যে, খড়্‌দহমেলের কামদেব মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া একদিন নবভূপতি প্রতাপের রাজধানীতে উপস্থিত হন। কামদেব তখন দেশের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও কুলাভিমানী ছিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, “মহারাজের সৈন্যদলে কাঁটাদিয়া বন্দ্যো চতুর্ভুজের পুত্রত্রয় লোহাই, সবাই ও সুন্দর-বংশীয়গণ কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগকে কন্যাদান না করিতে পারিলে আমার কুলরক্ষা হয় না।” এই কথা শুনিয়া প্রতাপ উক্ত ভাই তিনজনকে ডাকাইলেন। তাহারা কিন্তু কোটী ধরিল যে, ঢাল পুরিয়া টাকা না পাইলে পণ্ডিতের কন্যা বিবাহ করিবেন না। শুনিয়া পণ্ডিত বিষণ্ণ হইলেন। অত টাকা দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এজন্য তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া ঢাল পুরিয়া একহাজার করিয়া টাকা দিলেন। তাহারাও সন্তুষ্টচিত্তে পণ্ডিতের কন্যা গ্রহণ করিলেন। তাহাদের কনিষ্ঠ কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় নিষ্কুল হইলেন।

প্রতাপ য়ুরোপীয় প্রথায় রণতরী নির্ম্মাণ করেন। এবিষয়ে তিনি পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারখানা যুদ্ধজাহাজ প্রস্তত করিলেন। এতদ্ভিন্ন বহুতর কোষা অর্থাৎ দেশীয় যুদ্ধজাহাজ সর্ব্বদা প্রস্তত থাকিত। এ সময় মগেরা সমুদ্রের উপকূলভাগে বিস্তর উপদ্রব করিত। তাহাদের অত্যাচার হইতেও ‘হরমাদ’ (Armada) অর্থাৎ জলদস্যুগণের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইত। এই উৎপীড়ন হইতে দেশরক্ষার মানসে প্রতাপ নৌবল সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হন এবং পর্ত্তুগীজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া জলদস্যু দমন করিতে থাকেন। প্রতাপের অর্থের অভাব ছিল না। নবাব দাউদের রাজকোষের অনেক ধনরত্ন যশোহরের রাজকোষে আসিয়াছিল; কিন্তু নবাবের মৃত্যু হইলে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই। এজন্য যে কোন কার্য্য করিতে তিনি অভিলাষ করিতেন, তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। এ কারণ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ সম্রাট্‌সেনানী খাঁনি আজমের বিষদৃষ্টিতে পতিত হন। উক্ত সেনানী তখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চাঁচড়ার রাজবংশীয়দিগের পারিবারিক ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, খাঁনি আজম প্রতাপকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সৈয়দপুর প্রভৃতি দুইটী মহাল বা পরগণা লইয়া মহাতাপ রায়কে দান করেন। মহাতাপ রায় চাঁচড়ার রাজাদিগের আদিপুরুষ। এ প্রবাদ কত দূর মূল্যবান্, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ঐ সময়ে বাস্তবিক খাঁনি আজম বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কি কারণে প্রতাপ তাঁহার কোপে পতিত হন, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহাতাপরায় খানি আজমের সৈন্যদলে ছিলেন। তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ঐ দুইটী পরগণা প্রতাপের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল। অন্যপক্ষে জানা যায় ভবেশ্বর রায় প্রতাপের অধীনে কসবা (আধুনিক যশোহরের) কিল্লাদার ছিলেন এবং প্রতাপের বিরুদ্ধে রাজা মানসিংহকে সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপ কয়েকটী পরগণা প্রাপ্ত হন।

প্রতাপ প্রথম বয়সে বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণের নিকট হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায় যেরূপ রাজকার্য্যে দক্ষ ছিলেন, সেই-রূপ একজন উৎকৃষ্ট কবিও ছিলেন। তাঁহার দ্রুত রচনাশক্তিও ছিল। তাৎকালিক বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রধান পদাবলি-রচয়িতা গোবিন্দদাসের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। গোবিন্দদাস অবসরমতে যশোহরে যাইতেন। তাঁহার সুমধুর নামসংকীর্ত্তনে সকলেই মুগ্ধ হইত। কবিদলের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাঁহারা দুই দল হইয়া গাহিয়া থাকেন। এক দল যাহা গাইবেন, অপর দল তাহার উত্তর দিবেন। গোবিন্দ-দাসের সহিত বসন্তরায়ের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত। বসন্তরায় অতিশয় অনুসন্ধানী ছিলেন। পদরচনাকালে সত্বর অথচ রসভাবপূর্ণ প্রকৃত উত্তর দিতেন। এজন্য গোবিন্দদাস গাহিয়াছিলেন,—

"রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ।"

বসন্তরায়ের ভাবুকতা অপেক্ষা গোবিন্দদাসের বিরহ মাথুর প্রতাপের বড় মিষ্ট বোধ হইত। গোবিন্দদাসের পদাবলীর মধ্যে প্রতাপের গুণীগুণগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মাথুর সংবাদের এক স্থানে গাহিয়াছেন,

"প্রতাপ আদিত, এরসে ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান।"

প্রতাপাদিত্যের রাজ্যলাভের পূর্ব্ব হইতে কুশদহের অন্তর্গত জলেশ্বর ও ইছাপুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বাসস্থান ছিল। জলেশ্বরের কাশীনাথ রায় নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটী পরগণায় অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরী-গণের পূর্ব্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব-সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জমিদারীর কতকাংশ ভোগ করিতেছিলেন প্রতাপ তাঁহার নিকট কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত-বাগীশ কর দিতে স্বীকার করেন নাই। এজন্য সসৈন্য প্রতাপ তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এখান হইতে ইছাপুর দুই ক্রোশমাত্র। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া সিদ্ধান্তবাগীশ ছদ্ম-বেশে প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বাক্যকৌশলে প্রতাপের ক্রোধ শান্তি করিলেন। প্রতাপ তাঁহার জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। তবে যে স্থানে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সেই স্থান টুকু লইলেন এবং ঐ স্থানের নাম প্রতাপ-পুর রাখিলেন, ঐ স্থান টুকুমাত্র গ্রহণের কারণ এই শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রতাপ নিজ অধিকার ভিন্ন অন্য স্থানে অন্ন আহার করিতেন না। এখনও উক্ত নামধেয় গ্রামটী বিদ্যমান আছে এবং সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণ প্রতাপের সৌজন্য ও দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন।

অতঃপর প্রতাপ হালিসহর অধিকার করিয়া কুমারহট্ট নামে গ্রাম পত্তন করেন এবং জগদ্দল নামক স্থানে এক গড় প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাতীরে বাসযোগ্য একটী ভবনও প্রস্তুত করেন। প্রতাপ হালিসহরের অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া-ছিলেন। আজও কোন কোন ব্রাহ্মণের নিকট প্রতাপ-দত্ত সনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। জগদ্দলে গড় ও রাজবাটীর ভগ্না-বশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যায় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এ সময় বাঙ্গালা ও বেহারে মোগলপ্রভুতা বদ্ধমূল হইলেও উড়িষ্যার পাঠানেরা একবারে মোগলের পদানত হয় নাই। তাহারা অবসর মত বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতে ছিল। এই সকল উপদ্রব নিবারণ ও রাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত সুনিয়মে নির্ব্বাহিত করিবার জন্যই সম্রাটের প্রধান সেনানী রাজপুতবীর মানসিংহ কাবুল হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময় পাঠানেরা কতলুখাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া বঙ্গদেশে দামোদর তীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। রাজা মানসিংহ দুএকটী খণ্ডযুদ্ধের পর তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। সম্রাট্‌কে কর দিতে স্বীকার করিয়া তাহারা উড়িষ্যার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা উড়িষ্যায় জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠন করিল ও যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিল। ইহাতে মানসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আহূত হইলেন। প্রতাপের সহানুভূতি পাঠানদিগের প্রতি থাকিলেও মানসিংহের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জগন্নাথমন্দির লুণ্ঠনে তিনি পাঠান দলপতির প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। কতলুখাঁ এ সময় জীবিত ছিলেন না। প্রতাপ একদল অশ্বসৈন্য ও একদল পদা-তিক লইয়া স্বয়ং মানসিংহের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাজয়ের পর অনেক দেবমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া-ছিলেন, বসন্তরায় ঐ সকল দেবমূর্ত্তি পাইয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এই সকল দেবমূর্ত্তির মধ্যে গোবিন্দদেব নামক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রধান। নূরনগরে মহাসমারোহে অদ্যাপি তাঁহার দোল উৎসব হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি বসন্তরায়ের বংশধরগণ সেবা করিতেছেন। উৎকলেশ্বর শিব নামে আর একমূর্ত্তি সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মানসিংহ প্রতাপের ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। এই সময় হইতে তিনি প্রতাপকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে থাকেন। প্রতাপও সাধ্যমত সম্রাট্‌সেনানীর প্রিয় হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এমন এক গুণ ছিল

যে কেহ তাঁহাকে দেখিত, সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। সেই জন্য অল্পসময়ের মধ্যে প্রতাপ লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম বা হুগলীতে একজন মোগল ফৌজদার থাকিতেন। রাজা মানসিংহের শাসনকালে বাঙ্গালায় রাজস্ব-বিষয়ক বন্দোবস্ত হইতে থাকে। এই উপলক্ষে প্রজার প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

এ সময় সরকার সিলিমাবাদ, সাতগাঁ বাকলা প্রভৃতি সরকারে যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছিল। এ সময় প্রজারা সাত-পুরুষের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতাপের নিকট এইরূপ নিরাশ্রয় যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলকেই প্রতাপ আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাদের বাসোপ-যোগী স্থান ও চাষের উপযোগী ভূমি ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের উপর বিরক্ত হইয়া মানসিংহকে জানাইয়াছিলেন। প্রতাপ প্রথমে এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য নিজ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুসলমান কর্ম্মচারীগণের চক্রান্তে শঙ্কর কারারুদ্ধ হন। পরে প্রতাপের চেষ্টায় শঙ্কর মুক্তিলাভ করেন এবং মানসিংহেরও ক্রোধশান্তি হয়। কিন্তু হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের প্রতি বিষদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। মানসিংহের নিকট প্রতাপের প্রতিপত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি কিছু করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে প্রতাপ যশোহরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিমা প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে এবং দক্ষিণ বঙ্গের বঙ্গজ কায়স্থগণের অদ্যাপি স্থির বিশ্বাস যে, প্রতাপের গুণে মুগ্ধ হইয়া ভগবতী ভবানী শিলাময়ীরূপে যশোহরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। এই পাষাণ-প্রতিমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকেই বলেন, রাত্রি-কালে কয়েকদিন অপূর্ব্ব জ্যোতির আবির্ভাব দেখিয়া কেহই কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। প্রাসাদরক্ষী কমলখোজা ও খেয়াঘাটের যশাপাটুনী উভয়ে এই জ্যোতি দেখিয়া রাজার নিকট নিবেদন করে। প্রতাপ স্বপ্ন দেখেন যে, "ভগবতী শিলাময়ীরূপে সে স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রতাপকে ও তাহার রাজ্যখণ্ড রক্ষা করিবেন, তাঁহার কৃপায় প্রতাপ অজেয় হইবেন, যে পর্য্যন্ত প্রতাপ তাঁহাকে যাইতে না বলিবেন বা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিবেন, ততদিন ভগবতী তাঁহার রক্ষয়িত্রীরূপে অবস্থান করিবেন।" এই স্বপ্ন দেখিয়া প্রতাপ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে শিলাময়ীকে নিজালয়ে আনয়ন করিলেন। নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক দেবীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাহার একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কিন্তু মন্দিরের ছাদ হইলে ছাদ পড়িয়া গেল। প্রতাপ স্বপ্ন দেখিলেন, ছাদ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই ঘটনার পর হইতে প্রতাপ নববলে উৎসাহিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। প্রতাপও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীর নাম যশোহরেশ্বরী রাখিয়া তাঁহার সেবার জন্য যশোহরের উপস্বত্ব দান করিলেন।

এই ঘটনার অল্প পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজকার্য্যে প্রতাপের হস্তক্ষেপ করিতে হইল। চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রাজা কন্দর্প-নারায়ণের মৃত্যু হইল, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রামচন্দ্ররায় সিংহাসনে আসীন হইলেন। রামচন্দ্রের বয়স তখন ৬ বৎসরের অধিক নহে। সম্ভবতঃ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজ্যলাভ করিবার অল্পপরেই রামচন্দ্র রায় বিষম বিপদে পতিত হইলেন। তাহার নিজের ও প্রজাগণের ধন প্রাণরক্ষা করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জলদস্যুভয়ে দক্ষিণবঙ্গ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহারা আরাকানের রাজার অধিকারস্থ বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের উপর অত্যাচার করিত। তাহাদের নেতা কার্বালহো বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপে আড্ডা করিয়া মগদিগের ও বাঙ্গালার নৌযাত্রিগণের বিশেষ ক্ষতি ও অপমান করিত। এজন্য আরাকানরাজ বাকলার কতকাংশ অধিকার করেন। চন্দ্রদ্বীপের বালকভূপতি দুই অত্যাচারীর প্রবল প্রতাপে প্রায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় প্রতাপের সাহায্য লওয়া ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। উভয় রাজবংশে শোণিত-সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ রামচন্দ্রের পিতার সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। কেননা সে কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই। তবে উভয় রাজবংশে যে নিকট সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক রামচন্দ্রের জননী বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া প্রতাপের শরণাপন্ন হইলেন।

প্রতাপ নিজের নৌবল সজ্জিত করিয়া মগ ও পোর্ত্তুগীজ-দিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। চন্দ্রদ্বীপে প্রতা-পের আগমন শুনিয়া জলদস্যুগণ শীঘ্রই বাকলা-রাজ্য পরিত্যাগ করিল। অতঃপর প্রতাপ আরাকানরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এ সময় আরাকানরাজ অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। এজন্য তাঁহার সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার সৈন্যদিগকে বাকলা পরিত্যাগ করিতে সম্মত করিলেন। তাহারাও সম্মত হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে একজন অপরের শত্রুকে প্রশ্রয় বা আশ্রয়

দিবেন না এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ চট্টগ্রাম ও সন্দীপের দিকে পলায়ন করিল।

অতঃপর শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রতাপ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্দীপ তাহাদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু বৈদেশিকগণের অত্যাচারে সন্দীপের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভৌমিকেরা বলশালী হইলেও বিপক্ষ পক্ষকে আঁটিতে পারেন নাই। এজন্য প্রতাপের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহারাও প্রতাপের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, একজন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ তাঁহার সহায়তার জন্য অগ্রসর হইবেন। ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য নিজে ইচ্ছা করিয়া এই সময় প্রতাপের সহিত মিলিত হন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই সকল জলদস্যুর উপদ্রব-নিবারণকালে প্রতাপের সহিত বসন্তরায়ের মনোমালিন্য ঘটে। বাকলার নিকটে বসন্তরায়ের চাকসিরি নামে একটী পরগণা বা ভূখণ্ড ছিল। প্রতাপ দেখিলেন, সেটী পাইলে স্থায়ীরূপে তিনি সমুদ্রোপকূলভাগের উপদ্রব নিরাকরণ করিতে পারেন। এজন্য পিতৃব্যের নিকটে অন্য ভূখণ্ডের বিনিময়ে চাকসিরি প্রার্থনা করেন। বসন্তরায়ের অনিচ্ছা না থাকিলেও তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দরায় ও জামাতা রামচন্দ্র বসু তাহা করিতে দেন নাই। যতই প্রতাপের মানসম্ভ্রম ও ক্ষমতাপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতেছিল, ততই গোবিন্দরায় ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। এক্ষণে যাহাতে প্রতাপের সুবিধা হইতে পারে, তাহা তিনি হইতে দিলেন না। প্রতাপ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। স্নেহবন্ধনও একটু শিথিল হইল। এখনও প্রবাদ আছে, "সারারাত ঘুরে মরি তবু না পাই চাকসিরি।"

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজা মানসিংহ দক্ষিণাপথের যুদ্ধে সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। মানসিংহ গমন করিলে হুগলীর ফৌজদার প্রতাপের উপর প্রতিশোধ লইবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যে কোন প্রকারে প্রতাপকে অপমানিত করাই তাহার লক্ষ্য হইল। যিনি নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন, তিনি সহজে ফৌজদারের কথা বিশ্বাস করিলেন। প্রতাপ শাসনকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শাসনকর্ত্তার হঠকারিতায় শীঘ্রই প্রতাপের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মোগল-শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এ সময় দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে তাঁহার ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ সময় তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আপনাকে দৈববলে বলীয়ান্ মনে করিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে ৫২ বায়ান্নহাজার ঢালী, ৫১ একান্নহাজার ধানুকী, দশসহস্র অশ্বারোহী ও ১৬ শত হস্তী যুদ্ধার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। এতদ্ভিন্ন "মুদ্গরপ্রাসহস্ত" অর্থাৎ অনিয়মিত বহু সৈন্য ছিল। য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্য ও তোপ অনেক ছিল। তাঁহার ভাণ্ডার ধনরত্নাদিতে পূর্ণ থাকায় ও আপনাকে নৌবলে বিশেষ বলীয়ান্ মনে করায় প্রতাপ মোগল কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া আত্মহারা হইলেন। এ সময় টোডরমল্ল জীবিত ছিলেন না। রাজা মানসিংহও দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন না। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কাজেই প্রতাপ সম্রাট্দরবারে প্রতিকারের আশা দেখিলেন না। নিজের তরবারী ভরসা করিলেন; কিন্তু সহসা কোন কাজ করা অবিধেয় মনে করিয়া পিতৃব্য বসন্তরায়ের পরামার্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বসন্তরায় দিল্লীশ্বরের ক্ষমতার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, বাঙ্গালার ভাগ্যচক্র তিনি অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছিলেন, নবাব দাউদের ভাগ্যবিপর্য্যয় সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরিত ছিল, এক্ষণে শেষ বয়সে হরিনাম করিয়া দিনযাপন করাই তাঁহার ইচ্ছা, এ অবস্থায় প্রতাপের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রতাপকে তিনি বারংবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু প্রতাপের হৃদয় প্রবোধ মানিল না। তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে মনস্থ করিলেন।

সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ আপনাকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। ধূমধাটে মহাসমারহে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে বঙ্গের তাৎকালিক ভৌমিকগণ অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন এবং প্রতাপের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কথিত আছে সর্ব্বপ্রথমে শিলাময়ীর নিকট প্রতাপ হত্যা দিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইবার অভিলাষী হন এবং তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া তবে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা করেন। তৎকালে লোকের দেবদেবীর প্রতি যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহাতে প্রতাপকে দেবীর বরপুত্র মনে করা অসম্ভব নহে। এ কালেও অনেকে প্রতাপকে এখনও "বরপুত্র ভবানীর" বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

প্রতাপ রাজ্যাভিষেকের দিনে কল্পতরু হইয়াছিলেন অর্থাৎ যে যাহা দান চাহিয়াছিল, তাহাকে তাহাই দান করিয়াছিলেন। প্রতাপের মহিষী প্রতাপের সহিত রাজাসনে আসীনা হইয়া অভিষিক্তা হন। সে দিন প্রতাপ ও তাঁহার মহিষী মুক্তহস্তে দান করিতেছিলেন। ভূমি, অর্থ, গো, অশ্ব, হস্তী, যান

বাহনাদি যে যাহা দান চাহিল, সে তাহাই পাইল। ইহা দেখিয়া একজন বিটল ব্রাহ্মণ প্রতাপের দানশক্তির দৌড় বুঝিবার জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতাপকে বলিলেন, "মহারাজ আমি আপনার মহিষীকে প্রার্থনা করি।" ব্রাহ্মণের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে ক্রোধে অভিভূত হইলেন। সকলেই ব্রাহ্মণকে সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া দিয়া সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ কিন্তু সকলকে নিরস্ত করিলেন। তিনি মহিষীকে ব্রাহ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের সেবায় শেষজীবন অতিবাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে যাহা আজ আমার নিকট চাহিবে, তাহাকে তাহাই দান করিব। এক্ষণে আমার অর্দ্ধাঙ্গ দান করিয়া সেই সত্য পালন করিব। প্রতাপের দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। প্রতাপমহিষী প্রতাপের অনুরূপা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে ব্রাহ্মণের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও এ বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "মহারাজের দানশক্তি বুঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মহিষী আমার কন্যাস্থানীয়া, আমি পুনরায় মহারাজকে দান করিতেছি। যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও আপনি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" প্রতাপ প্রথমে কিছুতেই স্বীকার হন নাই। শেষে শাস্ত্রের ব্যবস্থামত মহিষীর ওজনের অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মহিষীকে পুনর্গ্রহণ করেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, মহিষীর তখন জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বার বৎসর। কন্যা বিন্দুমতীর বয়সও প্রায় আট বৎসর এবং অপর দুই পুত্রের বয়স ৪।৫ বৎসরের কম নহে।

কোন সময়ে দিল্লী হইতে একজন ভাটকবি প্রতাপের নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপ তখন রাজধানীতে ছিলেন না। এজন্য কিছুদিন তাঁহার সহিত আগন্তুকের সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। একদিন প্রতাপ মৃগয়াগমন করিতেছেন, এমন সময় ভাটকবি নিজের প্রার্থনা জানাইলেন। প্রতাপ তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন; কিন্তু কবি বহুদিন আসিয়াছেন, আবার সুযোগক্রমে মহারাজের সাক্ষাৎ পাইবেন কি না ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপন করিয়া উপস্থিতমত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে একটী অশ্ব ও সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। ভাট প্রতাপের দানশীলতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতের নানাস্থান আমি ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু মহারাজের ন্যায় দানশীল ভূপতি আমি দেখি নাই।" সেই অবধি প্রবাদ হইয়াছে, "না চাইতে ঘোড়াটা হ'ল চাহিলে হাতিটা পেতাম।"

প্রতাপের দানশীলতা প্রতাপকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। বসন্তরায় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুষ্টের দমন করিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল। এজন্য অশেষগুণে ভূষিত হইলেও তিনি প্রতাপের ন্যায় লোকপ্রিয় হন নাই। প্রতাপের যেমন লোকের মনোরাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল, তিনি সেইরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার উদারতাও অসাধারণ ছিল। এজন্য দেশের লোক তাঁহারই অধিক অনুগত হইয়াছিল।

প্রতাপ যে সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, সে সময় তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন না। ইহার অল্প পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতাপ তর্কালঙ্কারের ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পৌরোহিত্যপদে বরণ করেন। তর্কালঙ্কার জীবিত থাকিলে সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপের মতি ফিরাইতে পারিতেন। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ?'

প্রতাপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে বসন্তরায় যশোহরে বাস করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। গঙ্গাতীরে রায়গড় নামক স্থানে পূর্ব্ব হইতেই তিনি এক বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রায়গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। কলিকাতার প্রায় তিনক্রোশ দক্ষিণে বেহালা গ্রাম। তাহার নিকটে রায়গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উৎকৃষ্ট ফল ও ফুলের গাছ এখনও যথেষ্ট আছে। "রায়ের দীঘী" নামে একটা সুবৃহৎ দীর্ঘিকার কতকাংশ জঙ্গলপূর্ণ অবস্থায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তরায় এই স্থানের নাম "রায়গড়" রাখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, নিজে নিরাপদ হইবার আশায় বসন্তরায় সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। যশোহরে তাঁহার কর্ম্মচারী রূপ বসু ও জামাতা রামচন্দ্র রহিলেন।

প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। এই মুদ্রার এক পৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন জয়তি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্যরায়স্য।" অন্য পৃষ্ঠায় "বাজৎ ছিক্কা রহিম জররে বঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল" লেখা।

প্রতাপ স্বাধীনতা লাভ করিলে হুগলীর ফৌজদার ও মোগলশাসনকর্ত্তা উভয়েই অবসর পাইলেন। প্রতাপকে জব্দ করিবার যে সুযোগ তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা সত্বর সৈন্য সজ্জা করিয়া যশোহরের দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি মোগলসেনানীর আগমনের সংবাদ পাইয়া সৈন্য সজ্জা করিয়া বাহির

হইলেন না। মোগলসৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া অনিয়মিত যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। মোগলসৈন্য গঙ্গা পার হইলে প্রতাপের সৈন্য তাহাদের রসদ লুণ্ঠন করিল এবং গঙ্গার পরপারের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের পথ বন্ধ করিল। তথাপি মোগলসেনানী অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আধুনিক বসুরহাট নামক স্থানের নিকট ইছামতীতীরে প্রতাপ-সৈন্য মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিল। সংগ্রামপুর গ্রামে যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগলসৈন্য পরাজিত হয়। যাহারা ইছামতী পার হয় নাই, তাহারাই অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল, অপরাপর সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। হুগলীর ফৌজ-দার ও মোগলসেনানী পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘটে। কেন না ডু জারিক নামক পাশ্চাত্যলেখক এই সময় বাঙ্গালা স্বাধীন হইয়াছিল ও ভৌমিক-গণের চেষ্টায় মোগলেরা পরাভূত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এ ঘটনার পরে মোগলেরা শীঘ্র প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার অবসর পায় নাই। উড়িষ্যায় পাঠানেরা পুনরায় বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে মোগলদিগের ১৬০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। কাজেই প্রতাপ নিজ বল সঞ্চয় করিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন।

প্রতাপ স্বাধীন হইয়া অধিকারস্থ মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। বরং মুসলমানগণের উপাসনার জন্য নিজ রাজধানী ধূমঘাটে 'টেঙ্গা মসজিদ' নামে একটী সুন্দর মস্-জিদ বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কতকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঠানেরা মোগলের নিকট পরাজিত হইয়া অনেকে প্রতাপের নিকট আসিয়া চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। প্রতাপ পোর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজকদিগকে নিজের অধিকার মধ্যে গির্জ্জানির্ম্মাণের অনু-মতি দিয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজেরা অনেকে তাঁহার নিকট সৈনিককার্য্য করিত, তাহাদিগের উপাসনার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। নিজে প্রকৃত অবস্থায় হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্মের লোকের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। তিনি গোঁড়ামী ভালবাসিতেন না।

প্রথম বয়সে প্রতাপ বৈষ্ণব ছিলেন। পরে শিলাময়ীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন তর্কালঙ্কার জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার শরীরে কোন দোষ প্রবেশ করে নাই। পরে তান্ত্রিকগণের প্ররোচনায় তিনি সুরা-পান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে মনের একাগ্রতা আনয়ন-মানসে বা যে কোন কারণে সুরাপান করিতে শিখিয়া শেষে প্রতাপ ঘোর মদ্যপায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সুরার উত্তে-জনায় এমন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে।

পোর্ত্তুগীজলেখক ডু জারিক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৬০২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে পোর্ত্তুগীজেরা চাঁদখাঁ-পতির আশ্রয় লাভের জন্য তাহাদের দলপতি কার্বালহোর অধীনে যশোহরে গমন করেন। প্রতাপ তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। তথাপি তিনি আরাকানরাজের তুষ্টিসাধনার্থ দলপতি কার্বালহোকে হত্যা করাইয়াছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক নহে। প্রবাদ আছে, ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামের নিকটবর্ত্তী চারঘাট নামক স্থানে হরিশুঁড়ী নামে এক বণিক্ বাস করিত। তাহার সাতখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। পোর্ত্তুগীজ-জলদস্যু কর্ত্তৃক হরি অত্যন্ত নিগৃহীত হইয়াছিল। তাহার জাহাজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছিল। কার্বালহো প্রভৃতি পোর্ত্তুগীজগণ যশোহরে গমন করিলে যে সকল লোক তাহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, তাহারা প্রতিশোধ লইবার কল্পনা করিয়াছিল। এক উন্মত্ত জনতা কার্বালহোকে বধ করে। প্রতাপ তখন ধূমঘাটে ছিলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তিনি উক্ত হত্যা সংবাদ পাইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বোক্ত লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপ হরিশুঁড়ীকে কার্বালহোর নিধনকার্য্যে লিপ্ত মনে করিয়া তাহার বিচার করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বাটীতে পরিবার সকল এই বিষয়ের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল। কথা ছিল হরি যে শিক্ষিত পারাবত সঙ্গে লইয়াছিল, তাহারা উড়িয়া আসিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হরির অনবধানতায় পায়রা উড়িয়া আসিয়াছিল। হরি জানিতে পারিয়া প্রতাপের নিকট পরিবারগণের বিপদের কথা বলে। প্রতাপ তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন ও এক দ্রুতগামী অশ্ব দিয়া তাহাকে বাটীতে পাঠাইলেন। হরি বাটীতে পৌছি-বার অল্পপূর্ব্বেই তাহার পরিবারেরা যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল। হরিও তাহাই করিল। যে স্থানে হরি ও তাহার পরিবারবর্গ জলমগ্ন হয়, সে স্থান এখনও 'হরেশুড়ীর দহ' নামে খ্যাত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঠাকুর বর নামক একজন ব্রাহ্মণপুত্র মুসলমান হইয়া হরিকে এই বিপদে ফেলিয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে বাকলার অধিপতি রামচন্দ্র-রায়ের সহিত প্রতাপদুহিতা বিন্দুমতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রতাপ যখন চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন, সেই সময়ই সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। পোর্ত্তুগীজ লেখকগণ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপকে রামচন্দ্র রায়ের ভাবী শ্বশুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তখন রামচন্দ্র ও বিন্দুমতী উভয়ের শৈশবকাল গত হয় নাই। বিবাহের সময় রামচন্দ্রের বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইয়াছিল অথবা কিছু বেশী হইতেও পারে। বিন্দুমতীর বয়স তখন ১০।১১ হইবে।

রামচন্দ্র রায় স্বগণের সহিত মহাধুমধামে যশোহরে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপও সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। চন্দ্রদ্বীপ হইতে আগত বরপক্ষীয়েরা সকলেই প্রতাপের মধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। দৈব-বিড়ম্বনায় বিবাহের রাত্রিতে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, যাহাতে উভয় রাজপরিবার মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদের সূত্রপাত হইল। প্রতাপচরিত্রেও অযথা কলঙ্ক আরোপিত হইল। প্রবাদ, রামচন্দ্র রায়ের সহিত একজন ব্রাহ্মণ ভাড় আসিয়াছিল। সাধারণতঃ সে রমাই ভাড় নামে পরিচিত ছিল। বালক রামচন্দ্রের সে নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। রামচন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না। একে তিনি অল্পবয়স্ক, তাহাতে তিনি উত্তমরূপ শিক্ষালাভের অবকাশ পান নাই, তদুপরি সে সময়ের রুচিও মার্জ্জিত ছিল না, কাজেই ভাড়ের প্রতিপত্তি রামচন্দ্রের নিকট যে অত্যন্ত অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন এখনকার শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি বরগণ নিজের বন্ধুগণকে কৌশলে বাসরে লইবার বায়না করেন, তখন রামচন্দ্রকে সেজন্য অপরাধী করা যায় না। কিন্তু যেরূপ এখনও ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইল।

আমাদের দেশে একটা কুপ্রথা আছে যে, বরের গুরুজনেরা বরকে শাশুড়ী লইয়া তামাসা করেন এবং কন্যার পিতা প্রভৃতি সকলই কন্যার মাকে "জামাই পছন্দ হইল কি না" এরূপ স্বার্থভাবের পরিহাস করেন। বিরুক্তিকর হইলেও দেশের প্রথানুসারে ইহাতে আপত্তি করা চলে না। রমাইভাড় বিবাহের রাত্রিতে স্ত্রীবেশে প্রতাপের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহিষীর সহিত এইরূপ রসিকতা করিয়াছিল। কিন্তু মহিষীও ত চন্দ্রদ্বীপের মেয়ে, বিশেষ রমাইয়ের নাম তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিতেন, কাজেই রমাই ধরা পড়িল। তাহার ভাড়ামিতে গরল উৎপন্ন হইল। রমাই পলাইল, প্রতাপ এ কথা শুনিলেন। তখন তিনি সম্ভবতঃ সুরাপানে উত্তেজিত ছিলেন। এজন্য নানা প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র তাহাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করিয়া যে তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছে, ইহাই ধারণা জন্মিল এবং জামাতাকে বধ করিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করি-লেন। বালক রামচন্দ্র প্রাণভয়ে ও অপমানভয়ে ভীত হইলেন।

এই বিবাহের সময় প্রতাপ অনেক অনুরোধ করিয়া পিতৃব্য বসন্তরায়কে যশোহরে আনিয়াছিলেন। তিনি এখন প্রাচীন হইয়াছেন, এজন্য গঙ্গাতীরে রায়গড়ে থাকিতেই ভাল-বাসিতেন; কিন্তু প্রতাপের সবিশেষ অনুরোধে দিনকয়েকের জন্য যশোহরে আসিয়াছিলেন। বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে যে, বিবাহরাত্রে বরকন্যাকে আত্মীয়েরা যথাযোগ্য যৌতুক দিয়া থাকেন। সেই বিবাহরাত্রে যে সকল আত্মীয় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতাপের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। সকলেই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। বসন্তরায় বা তাঁহার গৃহিণী আসিতে পারেন নাই। তাঁহারা বরকন্যাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রতাপ তাহাতে আপত্তি করেন নাই, এক্ষণে সকলে বরকন্যাকে সেখানে পাঠাইয়া রামচন্দ্রকে নিঃশঙ্ক করিতে চাহিলেন। বরকন্যা গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হই-লেন; কিন্তু পথিমধ্যে রামচন্দ্র এক মশালবাহকের বেশ ধরিয়া পলায়ন করিলেন ও নিজ দলে মিলিত হইয়া সেই রাত্রিতেই যশোহর পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ যাত্রা করিলেন। প্রতাপ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে প্রতাপ রামচন্দ্রের পলায়ন সংবাদ পাইয়া বিষণ্ণ হইলেন। আপনার হঠকারিতার পরিণাম বুঝিলেন; কিন্তু বিদ্বেষ বুদ্ধিতে বসন্তরায়কেই সকল চক্রান্তের মূল বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। বসন্তরায়ের সাহায্যে ও পরামর্শে যে রামচন্দ্র পলাইয়াছেন, এই ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইল।

যশোহরে অবস্থানকালে বসন্তরায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের বাৎসরিক তিথি উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে বসন্তরায় প্রতাপকে ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপ কতিপয় সহচরের সহিত সশস্ত্র হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। গোবিন্দরায় যশোহরে অবস্থানকালে সতর্ক হইয়া চলিতেন। তিনি দ্বারবান্‌দিগকে সশস্ত্র লোক প্রবেশ করিতে দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রতাপ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন না। প্রতাপ যখন প্রবেশ করেন, তখন কেহ বাধা দিল না। কিন্তু তাঁহার সহচরগণের সশস্ত্র প্রবেশলাভে দ্বারবানেরা আপত্তি করিল। প্রতাপের কোন সহচর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারবান্‌কে আঘাত করিল, ইহাতে একটা গোলমাল হইল। গোবিন্দ রায় প্রতাপকে সশস্ত্র ও সানুচর প্রবেশলাভের চেষ্টা করিতে দেখিয়া ও দ্বারবান্‌কে আঘাত করার সংবাদ পাইয়া ক্রোধভরে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, প্রতাপ তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছেন। যাহা হউক তিনি শরত্যাগ করিলে প্রতাপ আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠি-লেন। মনে করিলেন, কৌশলে তাঁহাকে নিধন করিবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। গোবিন্দরায়ের প্রথম লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। প্রতাপ দেখিলেন, গোবিন্দরায় পুনরায় শরত্যাগ

করিবার অবসর পাইলে তিনি নিশ্চয়ই হত হইবেন। এই ভাবিয়া আত্মরক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে গোবিন্দরায়ের দিকে ধাবিত হইলেন ও তাঁহাকে সংহার করিলেন। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গোবিন্দরায়ের অপর ভ্রাতারা তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও নিহত হইলেন। বসন্তরায় এ সময় পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি সংবাদ পাইয়া তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার "গঙ্গাজল" নামক অস্ত্র আনিতে কহিলেন; কিন্তু ভৃত্য ভুল বুঝিয়া একপাত্র জাহ্নবীবারি লইয়া উপস্থিত হইল। ইত্যবসরে প্রতাপও তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ গঙ্গাজল অস্ত্রের গুণ অবগত ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, বসন্তরায় যখন সেই অস্ত্র চাহিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিবার উদ্দেশ্য করিয়াছেন, এজন্য পিতৃব্যের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই এক আঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। বসন্তরায়ের মস্তক ছিন্ন হইয়া পাত্রস্থ গঙ্গাজলে পড়িল। দেহ ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র বসন্তরায়ের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র রাঘবরায় ধাত্রী কর্ত্তৃক কচুবনে রক্ষিত হইয়া রক্ষা পাইল। চন্দ্রশেখর রায় প্রভৃতি বসন্তরায়ের যে পুত্র কএকটী উপস্থিত ছিলেন না, তাহারাও রক্ষা পাইলেন।

প্রতাপ সুরাপানে মত্ত হইয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। তবে উভয়পক্ষে যে ভুল বুঝিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়। প্রতাপপক্ষীয়েরা এখনও বলেন, পিতৃব্যহত্যা প্রতাপের উদ্দেশ্য ছিল না। গোবিন্দরায়ের হঠকারিতায় এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহা হউক প্রতাপ যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরকলঙ্কে নিমগ্ন রহিল। জ্যোতিষীর গণনাও সফল হইল। এই ঘটনার পর হইতে মানসিক ক্লেশ নিবারণ জন্য প্রতাপ অধিক পরিমাণে সুরাপান করিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপর বসন্তরায়ের পুত্র রাঘবরায় 'কচুরায়' আখ্যা লাভ করেন। কচুরায় নিজ মন্ত্রী রূপবসুকে সঙ্গে লইয়া বসন্তরায়ের প্রিয় সুহৃদ্ ইসা খাঁ মছন্দরীর নিকট হিজলীতে গমন করেন। প্রতাপ ইচ্ছা করিলে কচুরায় প্রভৃতি সকলকেই নিহত করিতে পারিতেন, কিন্তু উত্তেজনার সময় অতীত হইলে তাঁহার মনে পরিতাপ উপস্থিত হইল। তিনি কচুরায় বা রূপবসুর কার্য্যে বাধা দেন নাই। বসন্তরায়ের পুরমহিলাগণের প্রতিও যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতাপকৃত অত্যাচার কচুরায় বা রূপবসু ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য তাঁহারা ইসাখাঁর আশ্রয় লইলেন। সেজন্য প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্তরায়ের রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন।

এই উপলক্ষে ইসা খাঁর সহিত প্রতাপের বিবাদ বাধিল। প্রতাপও সসৈন্যে গমন করিয়া হিজলী অধিকার করিলেন। ইসাখাঁ নিজে শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ানের ভুজবলেই তিনি হিজলী ও পাটনাপুর রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। পাঠানরাজাদের সময় বসন্তরায়ের নিকট তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এজন্য নিরাশ্রয় কচুরায়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন; কিন্তু এ সময় সেকেন্দর পালোয়ানের মৃত্যু হইয়াছিল, এজন্য প্রতাপ কর্ত্তৃক ইসা খাঁ সহজেই পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধে ইসা খাঁর মৃত্যু ঘটে এবং প্রতাপ হিজলী অধিকার করেন। অতঃপর কচুরায় ও রূপবসু হুগলীর মোগল ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলেন। ফৌজদার তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া প্রতাপকে দমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তাঁহার প্রেরিত সৈন্য প্রতাপের নিকট বার বার পরাজিত হইল। তখন তিনি কচুরায়কে দিল্লীগমন করিবার পরামর্শ দিলেন এবং সম্রাট্‌সমীপে প্রতাপের অত্যাচারসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিলেন। কচুরায় হুগলীতে থাকিয়া পারসীভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ফৌজদারের অনুগ্রহে দিল্লীদরবারে পরিচিত হইবার অবসর পাইয়া সত্বর মন্ত্রী রূপবসুকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের রাজধানীর অভিমুখে গমন করিলেন।

কচুরায় যে সময় দিল্লী গমন করেন, সে সময় সম্রাট্ অকবর যুবরাজ সেলিমের অবাধ্যতা ও তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের মৃত্যুতে বিশেষ কাতর ছিলেন। এজন্য প্রথমে কচুরায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা খাঁ আজমের অনুগ্রহে সম্রাটের সমীপে নিজ দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলেন। সম্রাটের এ সময় স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বঙ্গদেশ শাসনে আনিবার জন্য তিনি রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন। মানসিংহের সহিত বাইশজন ওমরাহ স্ব স্ব সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। প্রায় দেড়লক্ষ মোগল ও রাজপুতসৈন্য বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের বলপরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল। এই সৈন্যদলের সহিত বাজার ও রেশালা লোক অনেক চলিল। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে যাত্রা করিয়া মানসিংহ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীর সহায়লাভ করিয়া অনেক রহস্য অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীগণের আদিপুরুষ

লক্ষীকান্ত মজুমদার বাল্যকালে একজন গোপজাতীয় বৃদ্ধ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। লক্ষীকান্তের জন্মের পরে তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার পিতা কামদেব শিশুপুত্রকে গৃহে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। লক্ষীকান্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরের ঘোষবৃদ্ধ কর্ত্তৃক প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উপনয়নের সময় আগত দেখিয়া ঘোষবৃদ্ধ তাঁহাকে প্রতাপের নিকট লইয়া যায় ও যথাযথ পরিচয় প্রদান করে। প্রতাপ নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও শিলাময়ীর বাটীতে সেবায়তের সহকারীকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এই হইতে লক্ষীকান্ত প্রতাপের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। রূপবসু এ রহস্য অবগত ছিলেন, এজন্য কাশীতে আগমন করিয়া ব্রহ্মচারীর সন্ধান করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নিকটে প্রতাপের অত্যাচারের পরিচয় দিয়া লক্ষীকান্তকে প্রতাপপক্ষ ত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষ গ্রহণ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কামদেব সম্মত হইয়া লক্ষীকান্তকে এক পত্র লিখিলেন। সম্রাট্‌সেনানী বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে রূপবসু জনৈক বিশ্বাসী কর্ম্মচারী দ্বারা সেই পত্র লক্ষীকান্তকে পাঠাইয়া দেন। লক্ষীকান্ত তৎ-পাঠে পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতাপকে ত্যাগ করিয়া রাত্রিকালে যশোহর পরিত্যাগ করিলেন এবং যথাসময়ে মান-সিংহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপ লক্ষীকান্তের পলায়নবার্ত্তা শুনিয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তবে নিজে যে সকল মতলব করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ পরিত্যাগ করিলেন। কেন না লক্ষীকান্ত তাঁহার নূতন আশ্রয়-দাতাকে প্রতাপের সকল রহস্য অবগত করাইবেন, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে প্রতাপ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় কেবল যশোহরে অবস্থিতি করিলেন না। নিজের নৌবল সমভিব্যাহারে গঙ্গাপারকালে মানসিংহের গতিরোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে কেহ তাঁহাকে আক্রমন করিতে না পারে, এজন্য শ্রীপুরের অধিপতি কেদাররায়কে সতর্ক রাখিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং অধিকারস্থ অন্যান্য স্থানের দুর্গগুলি পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। একণে নৌসৈন্য, অধিকাংশ গোলন্দাজ সৈন্য ও অপর সৈন্য লইয়া ভাগীরথী-তীরে জগদ্দল নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীতীরের উভয়পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে যে সকল নৌকা ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখিলেন এবং উভয় তীরের গ্রামবাসিগণকে স্থানান্তরিত করিয়া সম্রাট্‌সেনানীর আহারীয় সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

মানসিংহ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে নদীয়া-রাজবংশের আদি-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ তখন হুগলীর ফৌজদারের অধীনে কাননগোই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতাপ কর্ত্তৃক হুগলীর ফৌজদার তাড়িত হইলে ভবানন্দ নিজ গ্রাম বাগোয়ানে যাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। একণে মানসিংহের আগমনে উৎ-সাহিত হইয়া আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া সম্রাট্‌সেনানীর প্রসন্নতা লাভের জন্য গমন করিলেন। ভবানন্দ মানসিংহের নিকট যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনার আগমনে এ দেশের সকল ভূম্যধিকারী পলায়ন করিয়াছেন, আমি কতি-পয় গ্রামাধিকারী, আপনার সাক্ষাৎ লাভের আশায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি কোন কার্য্য করিতে আদেশ করেন, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" মানসিংহের তখন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইবার প্রয়োজন। এজন্য ভবানন্দকে নৌকা সংগ্রহের ভার দিলেন। ভবানন্দও সম্রাট্‌সেনানীর অনুগ্রহভাজন হইবার আশায় মাটীয়ারী, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। শকটে করিয়াও বহু নৌকা আনীত হইতে লাগিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগৃহীত হইলে মানসিংহ ভাগীরথী পার হইবার আয়োজন করিলেন।

মানসিংহের সহিত সৈন্য, সৈনিকবাজার ও অপর রেশালা লোক প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ তিন লক্ষ লোক ছিল। পথে আসিবার সময় তিনি কোন কোন স্থানে সহকারী সৈন্যসংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। রাজমহল হইয়া আসিবার সময় পাকুড়-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক পাঁড়ে প্রায় ২।৩ হাজার ধনুর্ব্বাণধারী অনিয়মিত সৈন্য লইয়া সম্রাট্‌সেনানীর সহিত যোগ দিয়া-ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পাঁড়েজীর অব্যর্থ শরসন্ধান দেখিয়া মানসিংহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ যাহাতে একদিনের মধ্যে গঙ্গাপার হইতে পারেন, পূর্ব্ব হইতে তাহার সমস্ত আয়োজন করিলেন। এ সময় চৈত্র মাসের প্রথম বা মধ্য সময়। যদি মানসিংহের গঙ্গাপার হইবার সময় প্রতাপের নৌসৈন্য বাধা দিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে, মহাবিপদ্ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় মানসিংহ যত সত্বর সম্ভব পর পারে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বস্থলী হইতে সমুদ্র-গড়ের নিকটবর্ত্তী চাপড়াগ্রামের নিম্নস্থ ভাগীরথীতীরে নৌকা সংগৃহীত হইল। যাহাতে বিভিন্ন সৈন্যসম্প্রদায় নানা স্থান

দিয়া একই সময়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া মানসিংহ রাত্রিকালে বৰ্দ্ধমান হইতে শিবিরভঙ্গ করিলেন এবং এক রাত্রিতে চৌদ্দক্রোশপথ কুচ করিয়া প্রভাতে ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত দিন সৈন্য সকল পার হইল। মানসিংহ নিজে চাপড়াগ্রামের নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

সসৈন্য মানসিংহ গঙ্গাপার হইয়াছেন শুনিয়া প্রতাপ ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্‌সেনানী আধুনিক কলিকাতার নিকট বা ত্রিবেণীর নিম্নে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইবেন। তিনিও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে ভবানন্দের সহায়তায় নবদ্বীপের নিকট সম্রাট্‌সেনানীর গঙ্গাপার হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু নিরাশা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। এজন্য তিনি কণামাত্র ভীতিচিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অগ্রসর হইয়া মানসিংহকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু প্রতিকূল দৈববশে তাঁহার সকল মতলব ও সকল কৌশল বিফল হইল। যে দিন প্রতাপ সসৈন্যে অগ্রসর হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। প্রবল ঝটিকার সহিত মুসলধারে বৃষ্টি ও শিলা-খণ্ড পড়িতে লাগিল। জলে আটঘাট পরিপূর্ণ হইল। বৃষ্টিতে যুদ্ধোপকরণ ভিজিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল। সৈন্য ও অশ্ব হস্তী প্রভৃতি রসদবাহী জন্তুগণ আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক সপ্তাহকাল এই ঝড়বৃষ্টি স্থায়ী হইয়াছিল। ইহাতে লোকজনের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনাতীত। সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত ও আহারীয় সামগ্রীর অভাব দেখিয়া প্রতাপ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেনানীগণের পরামর্শে যশোহরে প্রত্যাগমন করাই শ্রেয় মনে করিলেন। মানসিংহকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সসৈন্য রাজ-ধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

এই সময়ে কালনীর দত্ত১ প্রতাপের অধীনে করসংগ্রাহক ছিলেন। অনিয়মিত সৈন্য সংগ্রহ করাও তাঁহার কার্য্য ছিল। তাঁহাকে আবশ্যকীয় সংবাদাদি সংগ্রহের ও শত্রুশিবিরে আহারীয় অভাব ঘটাইবার ভার দিয়া এবং যমুনা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে মানসিংহকে বাধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সেনাদল রাখিয়া প্রতাপ প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু তিনি যদি জানিতেন, শত্রুশিবিরের তখন কিরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ একবার বলপরীক্ষা না করিয়া প্রতিগমন করিতেন না।

এদিকে মোগলসৈন্য মধ্যে তখন বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। মানসিংহ স্বয়ং চাপড়াগ্রামে নিজের বিশহাজার রাজপুত সৈন্য লইয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর সৈন্যগণের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছিল। যাহারা ঝড়বৃষ্টির সময় নদীপার হইতেছিল, তাহারা নদীগর্ভেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। যাহারা তাঁবুতে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদের তাঁবু কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার সন্ধান হইল না। বজ্রপাতে ও বৃক্ষপাতে শত শত লোক মরিল। কামান ও গাড়ী কাদায় পুতিয়া গেল। হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল জন্তু নদীর চরে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা ভাসিয়া গেল ও অনেক ডুবিয়া মরিল। সৈন্যদিগের সঙ্গে যে বাজার থাকে, তাহা সমস্তই নষ্ট হইল। এক কথায় মোগলসৈন্য দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইল।

মানসিংহ গাড়ীতে যে সকল নৌকা আনিয়াছিলেন, তাহাতে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং সৈন্যগণের দুরবস্থা দেখিয়া বিশেষ কাতর হইলেন। কি করিবেন কি হইবে ভাবিয়াই আকুল হইলেন। তাঁহার হিন্দুসৈন্য ও সেনানীগণ ভীত হইল। তাহারা প্রতাপাদিত্যকে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া জানিত। এ সকল দৈববিড়ম্বনা যে প্রতাপের প্রতি দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় ইহাই সকলে মনে করিতে লাগিল। মানসিংহ সৈন্যগণের মনোভাব বুঝিয়া চিন্তিত ও বিষণ্ণ হই-লেন। এমন সময় ভবানন্দ মজুমদার নৌকা করিয়া অনেক আহারীয় আনিয়া মানসিংহকে উপহার দিলেন। মানসিংহ ভবানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করি-লেন। ভবানন্দ এ সময় বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক আহারীয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন মোগল-সৈন্যদিগকে দান করিলেন। ভবানন্দের নিকট এই উপকার না পাইলে মোগলসৈন্যের দুর্গতির সীমা থাকিত না। মানসিংহ এক্ষণে বিশেষ উৎসাহিত হইলেন এবং যশোহরগমনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে মোগল-সেনাপতিরা অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া যেরূপ যশোহরের দিকে অগ্রসর হইয়া বিপদস্থ হইয়াছিলেন, মান-সিংহ তাহা করিলেন না। তিনি প্রতাপপক্ষীয় লোকদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কসবার কিল্লাদার ভবেশ্বর রায় মানসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং সাধ্য-মত সম্রাট্‌সেনানীকে সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সৈন্য ও তোপশ্রেণীর গমনের সুবিধার জন্য মানসিংহ পথ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই পথের নাম গৌড়বঙ্গের জাঙ্গাল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে ইহা বর্ত্তমান আছে। মান-সিংহ সৈন্যগণের জন্য আবশ্যকীয় আহারীয় ও ভারবাহী জন্তু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(১) রায়বাহাদুর ৺বিধুচন্দ্র দত্তের পূর্ব্বপুরুষ।

প্রতাপ যখন শুনিলেন, কমবা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং ভবেশ্বর সম্রাট্‌সেনানীর সাহায্য করিতেছেন, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু কালনীর দত্তের প্রভুভক্তি দেখিয়া পুনরায় উৎসাহিত হইলেন। অতঃপর সকল কেল্লাদারকে পূত জাহ্নবীবারি স্পর্শ করাইয়া দেবী শিলাময়ীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন, কেহ দেহে প্রাণ থাকিতে শত্রুহস্তে কেল্লা সমর্পণ করিবেন না। প্রতাপ যশোহররক্ষার ভার নিজ ভাগিনেয় গুপ্তজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গুপ্তজয় দৃঢ়চিত্ত, সাহসী ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ঐ সকল গুণ থাকায় তিনি প্রতাপের একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না, এজন্য সমরাঙ্গনে না পাঠাইয়া প্রতাপ তাহাকে নিজ পুরীর রক্ষা-কার্য্যে নিয়োগ করেন। তিনি বিবাহ করেন নাই। প্রতিপালক মাতুলের পরাজয়ের পর তিনি ভবানীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া কাল কাটাইতেন।

প্রতাপ যশোহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে নিরাতঙ্ক রাখিতে দুর্গসুরক্ষিত যশোহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। যশোহরে প্রভূত খাদ্যসামগ্রীও আহৃত হইয়াছিল। পুরের বাহিরে আক্রমণযোগ্য স্থান সকল সুরক্ষিত করা হইল। মৃত্তিকার নিম্নদেশে অনেক স্থানে বারুদ পুতিয়া রাখা হইয়াছিল। দুর্গ ও নদীতীরস্থ স্থানসমূহে তোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল এবং কতিপয় রণতরী ইছামতী ও যমুনার বিয়োগস্থানে শত্রুকে বাধা দিবার জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রস্তুত হইয়া প্রতাপ মানসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মোগলবাহিনী ধীরে ধীরে যশোহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। মানসিংহ হঠাৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ সুনিয়মে সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, মানসিংহ যে নিয়মে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলে ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন না। যমুনা উত্তীর্ণ হইবার সময় বাধা দেওয়াই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। অজগর সর্পের ন্যায় মোগলসৈন্য অগ্রসর হইয়া যশোহরের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন বৈশাখমাস প্রায় শেষ হইয়াছে।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দের বৈশাখমাসের শেষভাগে মানসিংহ যশোহর বা ঈশ্বরীপুরের পশ্চিম পারে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন এবং শিষ্টাচারমত প্রতাপের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত বেড়ী বা শৃঙ্খল ও তরবারী লইয়া প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে হয় বশ্যতাস্বীকার করিয়া বন্দী হউন অথবা তরবারী লইয়া যুদ্ধ করুন। প্রতাপ মানসিংহের পত্রপাঠ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজ ভাট কেশবভট্টকে সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কেশবভট্ট দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, ক্ষত্রিয়েরা অসিবলেই রাজ্যরক্ষা করে। যে ক্ষত্রিয় মৃত্যুভয়ে শত্রুর পদানত হয়, সে ইহকালে অপযশ ও পরকালে নরকভোগ করে। যবনের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মানসিংহ ইহা বুঝেন নাই। যাহা হউক তিনি যেন যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত না হন। প্রতাপাদিত্যকে অসি দিয়া কেশবভট্ট নিস্তব্ধ হইলে, দূত প্রত্যাগমন করিয়া মানসিংহের নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মানসিংহ যশোহর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন।

ঈশ্বরীপুর আক্রমণ করিতে হইলে কালিন্দী পার হইতে হয়। যে স্থানে মানসিংহের সৈন্য শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল, সে স্থান হইতে পার হইবার সুবিধা ছিল না। কেন না তাহার পরপারে প্রতাপের তোপশ্রেণী সজ্জিত এবং অদূরে তাঁহার রণতরী অবস্থিত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার ও অন্যান্য গুপ্তচরের মুখে মানসিংহ এ সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। এজন্য সেস্থানে কালিন্দীপার হওয়া মানসিংহের ইচ্ছা ছিল না। তাহার পাঁচক্রোশ দক্ষিণে একটী অরক্ষিত স্থানে নদী পার হইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ মানসিংহ প্রতাপকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য দেখাইতে লাগিলেন যেন তিনি সেইখানেই নদীপার হইবেন। এজন্য যেরূপ উদ্যোগ ও চেষ্টা করা আবশ্যক, তাহা করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোপনে তিনি অভিলষিত স্থানে পার হইবার সমুদয় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভাগীরথী পার হইবার সময় নৌকা অভাবে তিনি অনেক অসুবিধাভোগ করিয়াছিলেন, এজন্য এবারে তিনি অনেক নৌকা গাড়ী করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই সকল নৌকা গোপনে সৈন্যদলের সহিত গন্তব্যস্থানে পাঠাইলেন; কিন্তু প্রতাপকে প্রবঞ্চনার জন্য তিনি নদীতীরে এমনভাবে তোপশ্রেণী সাজাইয়া রাখিলেন যে প্রতাপের মনে আর সন্দেহ রহিল না যে, তিনি অন্য স্থানে পার হইতে মতলব আঁটিয়াছেন। মোগলগণ প্রতাপের রণতরীর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল ও প্রতাপের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া কামান দাগিতে লাগিল। প্রতাপ এই গোলাবর্ষণের উত্তর দিতে লাগিলেন। তাঁহার গোলাবর্ষণের নিকট বাদশাহী গোলন্দাজেরা দাঁড়াইতে পারিলেন না। প্রহরকাল পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদের কামান ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। এখনও মোগলেরা গোলাবর্ষণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এদিকে তাঁহাদের সৈন্যগণ নৈশ অন্ধকারে দক্ষিণমুখে হটিয়া অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া সত্বর পার হইতে লাগিল। নিকটে যে কয়েক

জন প্রতাপের প্রহরীসৈন্য ছিল, তাহারা সহজেই পরাজিত হইল। অন্যান্য সৈন্য সমবেত হইবার পূর্ব্বেই অনেক মোগল-সৈন্য পার হইয়া পড়িল। সংবাদ প্রতাপের নিকট পৌছিয়া সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই মোগলসৈন্যের একাংশ অতিশয় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পর পারে নীত হইল। পরদিন প্রত্যূষে প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু দেখিলেন মোগলসৈন্য পার হইয়াছে।

মোগলসৈন্য পার হইয়াছে দেখিয়া প্রতাপ সত্বর শত্রু-গণকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রধান সেনাপতি সূর্য্যকান্তগুহ মোগলসৈন্যের মধ্যভাগ, সেনানী প্রতাপসিংহ দত্ত বামপার্শ্ব ও গোলন্দাজ সৈন্যনায়ক রূডা বিপক্ষব্যূহের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইলেন। সামন্ত মদনমল্ল ঢালী সৈন্য লইয়া গোলন্দাজসৈন্যের পার্শ্বভাগ রক্ষা করিবার আদেশ পাইলেন। সুখা নামক কূটযুদ্ধবিশারদ সেনাপতি ও স্বয়ং প্রতাপাদিত্য পার্ব্বতীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। প্রতাপের আক্রমণের কৌশল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তথাপি সত্বর সৈন্যচালনা করিয়া বঙ্গসৈন্যের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু বঙ্গসৈন্যের প্রথম আক্র-মণ-বেগ মোগলসৈন্য সহিতে পারিল না। প্রথমেই যে দশজন মোগল ওমরাহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহারা গোলন্দাজ সৈন্যের আক্রমণ ও সূর্য্যকান্তগুহের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয় আক্রমণের বেগে তাঁহারা নিষ্পেষিত হইলেন। আমীর দশজন নিহত হইলেন। তখন সূর্য্যকান্ত প্রতাপসিংহ ও রূডা একত্র হইয়া মোগলসৈন্যের বামভাগ আক্রমণ করিলেন। সৈন্যগণের বিপদ্ বুঝিয়া স্বয়ং মানসিংহ বঙ্গসৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই প্রায় দশসহস্র মোগলসৈন্য নিহত হইয়াছিল। এদিকে রূডার গোলন্দাজসৈন্যের আক্রমণে অনেক মোগলসৈন্য ধরাশায়ী হইতেছিল। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া মানসিংহ দশ সহস্র সৈন্য ছাড়িলেন এবং সূর্য্যকান্তগুহের গতিরোধার্থ নিজ বিশহাজার রাজপুত সৈন্য পাঠাইলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। উভয়পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হইল। কিন্তু বঙ্গসৈন্যের কিছু অধিক ক্ষতি হইল। প্রায় দশহাজার সৈন্য হতাহত হইল। তথাপি তাহারা যুদ্ধ ছাড়িল না। প্রাণপণ করিয়া লড়িতে লাগিল। সূর্য্যকান্ত গুহ অসীম সাহসে ভর করিয়া রাজপুতসেনানায়ক গাজি উপাধিধারী ওমরাহকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। সেনানায়কের মৃত্যুতে রাজপুতেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের বিক্রমে বঙ্গসৈন্য বিচলিতপ্রায় হইল। সুযোগ বুঝিয়া মানসিংহ বিশহাজার তুর্কীসৈন্য পাঠাইয়া প্রতাপাদিত্যের অধীনস্থ সৈন্য-গণকে আক্রমণ করিলেন। ইহারা সকলেই বন্দুকধারী। তাহাদের গুলির আঘাতে প্রায় পাঁচহাজার বঙ্গসৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধে বলক্ষয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পার্ব্বতীয় সৈন্যদল লইয়া বজ্রপাতের ন্যায় মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমমাংসাশী এই পার্ব্বতীয় সৈন্যগণ চর্ম্ম ও অসি লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহারা কখনও পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও সমবেত হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে লাগিল। হাতাহাতি যুদ্ধে বন্দুকধারীরা তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না। মোগল বন্দুকধারিগণের অধিকাংশ প্রাণ-ত্যাগ করিল। অতঃপর মদনমল্লের অধীনস্থ ঢালী সৈন্য মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যকে আক্রমণ করিল। যে ঘোর-দর্শন কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া মানসিংহ যুদ্ধ করিতেছিলেন, ঢালীসৈন্য সেটাকে সংহার করিল। লম্ফ দিয়া মানসিংহ ভূমি-তলে নামিলেন এবং অদ্ভুত শিক্ষাবলে আক্রমণকারীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। মানসিংহের বিপদ্ বুঝিয়া মাক্ষুদ প্রভৃতি মুসলমান সেনাপতিগণ জয়পুরেশ্বরের সাহায্যার্থ আগমন করি-লেন। এই স্থানে ঘোরযুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু মানসিংহ শীঘ্রই আহত হওয়ায় মোগল সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া হটিয়া গেল। পাঁচক্রোশ পথ দক্ষিণাভিমুখে হটিয়া মোগলসৈন্য শিবির স্থাপন করিল। শ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গসৈন্য তাহাদের অধিক দূর অনুসরণ করিতে পারিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। মোগলসৈন্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ হতাহত হইয়াছিল ও অনেক সেনানী নিহত হইয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রথম সংঘর্ষে মানসিংহ বঙ্গাধিপের অদ্ভুত সমরকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি যত শত্রুর সহিত এপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এরূপ শিক্ষিত ও সমরকুশল সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। কাবুল, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি তিনি জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতাপের সৈন্যতুল্য শিক্ষিত সৈন্য তিনি দেখেন নাই। যে সকল মোগলসেনানী অকবরশাহের অধীনে ভারতের নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বাঙ্গালীর রণকৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মানসিংহ পূর্ব্ব হইতে প্রতাপকে ভাল-বাসিতেন। এক্ষণে তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেন। সৈন্যক্ষয় দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরিমিত সৈন্যক্ষয় না করিলে প্রতাপকে তিনি সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। এদিকে

বর্ষাকাল আগতপ্রায় হইয়াছিল। এই সকল কারণে মানসিংহ প্রতাপের সহিত সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক হইলেন। কচুরায়ের ন্যায্য-ভাগ তাহাকে দেওয়াইয়া, প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী গমন করিবেন ও তথায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত প্রতাপের মিলন করিয়া দিবেন, মানসিংহ এইরূপ ইচ্ছা করিয়া প্রতাপের নিকট জনৈক বিশ্বাসী অনুচর পাঠাইলেন। প্রতাপ কিন্তু মানসিংহের কথায় বিশ্বাস স্থাপনে সমর্থ হইলেন না। তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, মোগল-সম্রাটের সহিত তাঁহার আর মিত্রতার আশা নাই। তিনি রাজোপাধি ধারণ করিয়াছেন, স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছেন, পিতৃব্য হত্যা করিয়াছেন, অন্যান্য ভূস্বামিগণের রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন, এ সকল করিয়া যে আর তিনি সম্রাটের বিশ্বাস ও প্রীতিলাভ করিতে পারিবেন এ আশা তাঁহার মনে হইল না। বিশেষতঃ ভগবতী ভবানীর কৃপায় তিনি জয়ী হইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি সতত উৎসাহিত ছিলেন। উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহার বলক্ষয় হইলেও মোগলদিগের অত্যন্ত অধিক ক্ষতি হইয়াছিল। এই সকল কারণে তাঁহার মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও অপর কয়জন সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রতাপের আত্মীয়, স্বজন, গুরু, পুরোহিত সকলেই সন্ধির পক্ষ সমর্থন করিলেন; কিন্তু প্রতাপ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মন্ত্রীর কথাই শিরোধার্য্য করিলেন।

অতঃপর মানসিংহ যশোহর অবরোধ করিবার চেষ্টা করি-লেন। যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতাপ তাঁহার শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটাইতে ছিলেন, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রতাপের রাজধানীতে খাদ্যাভাব ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কচুরায়-পক্ষীয় লোকজন প্রকাশ্যে প্রতাপের বিপক্ষতা করিতে লাগিল। ইহাদের ও বিশ্বাসঘাতক প্রতাপ-পক্ষীয় কিল্লাদারগণের সহায়তায় মানসিংহের আহারীয় ও অন্যান্য অভাব দূর হইল। প্রতাপের সকল মতলব সকল কৌশল সম্রাট্-সেনানীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এই সময়ে যশোহর নগরে অনেক লোক অবস্থিতি করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানের লোক নিরাতঙ্ক হইবার আশায় যশোহরে আশ্রয় লইলেন। প্রতাপও অনেক গ্রাম জনশূন্য করিয়া গ্রামবাসী-দিগকে যশোহরে আনিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের আহার যোগাইতে ক্রমে সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষিত হইয়া গেল। কেবলমাত্র সৈন্যগণের আহারোপযোগী সামান্যমাত্র রসদ রহিল। যে যে স্থান হইতে আহারীয় সংগৃহীত হইতেছিল, কচুরায়ের চেষ্টায় সে স্থানের অনেকে মোগলপক্ষ গ্রহণ করিল। একমাত্র কালনীর দত্ত প্রতাপের বিপক্ষপক্ষ অবলম্বন করিলেন না। তিনি সাধ্যমত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া যশোহরে পাঠা-ইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র চেষ্টায় কতদূর হইতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই যশোহরে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। প্রতাপ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও সে ক্লেশ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। পুনরায় একদিন মোগলসৈন্য আক্রমণ করি-লেন, পুনরায় জয়লাভ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও মোগল-বাহিনী যশোহর পরিত্যাগ করিল না। তাহাদের সুরক্ষিত শিবিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে কচুরায়ের পরা-মর্শে নানা রূপ চক্রান্ত চলিতে লাগিল। প্রতাপ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তাঁহাকে যশোহর পরিত্যাগ করাইতে পারিলেন না। তখন এইরূপ দাঁড়াইল যে, মানসিংহ যশোহর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রতাপও মান-সিংহকে দূরীভূত করিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রতাপের শত্রুপক্ষ অনেকটা উৎসাহিত হইল। কিন্তু খাদ্যাভাবে প্রতাপ-কেই বিশেষ বিপন্ন হইতে হইল।

একদিন যুদ্ধাবসানের পর তিনি রাত্রিতে বসিয়া বন্ধু ও অমাত্যগণের সহিত পাশক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে এক ভিক্ষার্থিনী বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহার নিকট নিজের দুর্দ্দশা জ্ঞাপন করিল। সে একে বৃদ্ধা, তাহাতে অন্নক্লিষ্টা, কাজেই রাজনীতির অর্থ বুঝিতে পারে নাই। বারংবার অন্নভিক্ষা করিয়া প্রতাপকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক্ষণে প্রতাপের পূর্ব্বভাব আর ছিল না। তিনি কঠোর হইতে শিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই অন্ন-কষ্টের সময়ে কয়জনের অভিলাষ পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন? বিশেষতঃ এ সময় তিনি মধুপানে মত্ত ছিলেন। বৃদ্ধার কাত-রোক্তিতে তাঁহার দয়া না হইয়া ক্রোধের উদয় হইল। তিনি তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া তাহার স্তনদ্বয় ছেদন করিবার আদেশ দিলেন। ঘাতক তাহাই করিল, শঙ্কর প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন না। রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহ কথা কহিলেন না।

বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতাপ এই কার্য্যের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় আর মন বসিল না। মহিষীর নিকট যাইয়া মানসিক শান্তিলাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি যে কার্য্য করিবার আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? জীবনে আর শান্তি তিনি কোথায় পাইবেন? এদিকে তাঁহার দুষ্কার্য্যের চারিপোয়া পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে, প্রতাপ সেই রাত্রিতে মানসিক ক্লেশ নিবারণের আশায় মধুপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরার উত্তেজনায় তিনি শীঘ্র সকল কথা ভুলিলেন। কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিলেন না। মহিষীর সহিত ক্রীড়া কৌতুক করিয়া রাত্রি অতিবাহিত

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক দিব্যবস্ত্রপরিধানা দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়শী দিব্যাঙ্গনা তাঁহার কেলিগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষার প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ভ্রষ্টা স্ত্রী মনে করিয়া কঠোরবাক্যে তাঁহাকে রাজপুরী পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনিও বলিলেন, "মহারাজ সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে "যাও" বলিয়াছ, কাজেই তুমি আর আমার অনুগ্রহলাভের যোগ্য নহ।"

এ বিষয় অন্যরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রতাপ রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার ষোড়শী কন্যা বিন্দুমতীর আকার ধারণ করিয়া মহামায়া তাঁহাকে ছলনা করিতে গিয়াছিলেন। কন্যা রাজসভায় যাইয়া শ্বশুর বাটী যাওয়ার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাহার অপমান করিয়াছে ভাবিয়া প্রতাপ কন্যাকে "দূর হও" বলেন। ইহাতে ভবানী সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

ব্যাপার যাহাই হউক ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরদত্ত শক্তির অপব্যবহার না করে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বজনগণের উপর অত্যাচার করিলে ঈশ্বরানুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। ভগবতী ভবানী কাজেই তাঁহাকে ছাড়িতে বাধ্য হন। প্রতাপাদিত্য যতদিন পর্য্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন নাই, ততদিন সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি তাঁহার দিকে ছিল। তিনি যেমন লোকের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন, অমনই সাধারণের অপ্রিয় হইলেন ও দৈবানুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইলেন।

এদিকে রাত্রিতেই নগর মধ্যে বৃদ্ধার স্তনচ্ছেদবৃত্তান্ত প্রচারিত হইল। সকলই এই ঘটনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। প্রতাপকে যাহারা আন্তরিক ভালবাসিত, তাহারাও বিষম বিরক্ত হইল। প্রতাপের পক্ষীয় স্বজন, গুরু পুরোহিত সকলেই এক্ষণে প্রতাপের পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিলেন। সকলেরই মন অত্যন্ত বিষণ্ন হইল। প্রতাপ সাধারণের সহানুভূতি হারাইলেন। কেবল সৈন্যগণ তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। এই ঘটনার সংবাদ মোগল-শিবির পর্য্যন্ত পৌছিল। কচুরায় ইহাতে উৎসাহিত হইলেন। তিনি বিশ্বাসী চরকে গুপ্তভাবে যশোহরে পাঠাইলেন ও নগরবাসিগণের সহিত চুক্তি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এমন একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতে পৌরবাসিগণ আরও বিচলিত হইলেন।

যশোহরেশ্বরী শিলাময়ী প্রতিমা দক্ষিণাস্যা ছিলেন। হঠাৎ রাত্রি মধ্যে তিনি পশ্চিমাস্যা হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া বিমুখী হইলেন। সর্ব্বসাধারণের মন এই ঘটনায় নিতান্ত বিহ্বল হইল। তাহারা মনে করিল প্রতাপ দেবী ভবানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার আর জয়ের আশা নাই। সকলের মনে এইরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইল। কচুরায়ের লোকেরা অবসর বুঝিয়া সকলকে আরও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। ক্রমে যশোহরবাসিগণ কচুরায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করিল এবং রাত্রিকালে গোপনে মোগলসৈন্যদিগকে যশোহর ছাড়িয়া দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল।

যশোহর-দুর্গরক্ষক গুপ্তজয় এ সংবাদ পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই; সুতরাং সেরূপভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে, প্রতাপের গুরু পুরোহিত ও আত্মীয় স্বজনগণ কচুরায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গোপনে শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিবেন; কিন্তু নিশীথ সময়ে রাজপুতসৈন্য যখন নগর প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিল, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি দেখিলেন, নগর অধিকার করিয়া অপরিমেয় মোগলসেনা দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তখন তিনি সাধ্যমত দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ক্ষিপ্রগতিতে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইল এবং শত্রুর উপর অজস্রধারে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। দুর্গরক্ষী সৈন্য সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল, তথাপি প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিল এবং প্রতাপ আসিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন ভাবিয়া তাহারা সকলে উৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রতাপ তখন ধূমঘাটের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। সময়মত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। দুর্গরক্ষীসৈন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইল। মোগলদিগের গতিরোধে সমর্থ হইল না। গুপ্তজয় দুর্গরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে ও যথাসম্ভব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া নৌকারোহণ করিলেন এবং ধূমঘাট অভিমুখে গমন করিলেন। দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল। মোগলপক্ষ নিতান্ত উৎসাহিত হইল। প্রতাপ এই দারুণ সংবাদ পাইয়াও বাহ্যতঃ কোনরূপ বিষাদচিহ্ন দেখাইলেন না।

যশোহরদুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল, শিলাময়ী বিমুখী হইলেন, নিজ গুরু পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন প্রতাপকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সহিত মিলিত হইলেন। তথাপি প্রতাপের সাহস ও উৎসাহ কমিল না। তিনি যুদ্ধই পণ করিলেন। তাঁহার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। প্রতাপ এক সময় মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই যুদ্ধ শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জয়পুররাজ এ সময়ে প্রায় বৃদ্ধ

হইয়াছিলেন, কাজেই প্রতাপের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। প্রতাপ এক্ষণে অতর্কিতভাবে মানসিংহকে আক্রমণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মানসিংহের শিবিরে প্রতাপের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা চরমুখে প্রচারিত হইত, এজন্য মোগলসৈন্য প্রতাপের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মধ্যে মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল।

একদিন প্রতাপ অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া অতর্কিতভাবে একদল মোগলসৈন্য আক্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। প্রতাপের সহিত তাঁহার প্রধান সেনাপতিগণ ও পুত্র উদয় ছিল। সম্ভবতঃ মোগলেরা পূর্ব্ব হইতে এ সংবাদ পাইয়াছিল। অথবা প্রতাপকে প্রতারণা করিবার জন্য মানসিংহ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। যাহা হউক, উক্ত মোগল-সেনাদল আক্রমণ করিলে তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে মোগলসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিবার উপক্রম করিতেছে। তিনি ফিরিবেন মনে করিলেন; কিন্তু মানসিংহ ও কচুরায় আসিয়া তাঁহার পথ রুদ্ধ করিলেন। অতঃপর জয়ের আশা বা প্রাণের আশা নাই দেখিয়া প্রতাপ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়াই বজ্রপাতের ন্যায় মানসিংহের উপর পতিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকাল যুদ্ধের পর সম্রাট্-সেনানীর শরীররক্ষী সেনাগণকে সংহার করিয়া প্রতাপ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিংহের বয়স এ সময় ষাট বৎসরের অধিক হইয়াছিল। গতযুদ্ধে আহত হইয়া তাঁহার শরীরও তাদৃশ সুস্থ ছিল না, তথাপি মানের দায়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং বিচিত্র শিক্ষা ও অদ্ভুত কৌশলে প্রতাপের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। মানসিংহ যে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়া যৌবনের প্রারম্ভে সম্রাট্ অকবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, পরিণত বয়সেও সে যুদ্ধপটুতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তথাপি প্রতাপ তাঁহার কবচ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। মানসিংহ অসিচর্ম্ম লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয় সৈন্য দর্শকের ন্যায় এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ মানকে ভূমিশায়ী করিতে সমর্থ হইলেন এবং খড়্গ লইয়া সম্রাট্‌সেনানীকে প্রহার করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। ঠিক এই সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে কচুরায় আসিয়া প্রতাপের উত্তোলিত দক্ষিণ হস্ত খড়্গাঘাতে ছিন্ন করিলেন। প্রতাপও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। মোগলেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল।

প্রতাপের মৃত্যু নিশ্চয় ঘটিয়াছে মনে করিয়া বঙ্গ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল। কুমার উদয়, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি পরাজয়ের পর প্রাণ রাখিবার আবশ্যকতা নাই মনে করিয়া সৈন্যদিগকে ফিরাইলেন এবং মোগলসৈন্য আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ বাধিল। অনেক মোগলসৈন্য বিনষ্ট হইল। এদিকে কুমার উদয়ও কচুরায়ের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। সূর্য্যকান্ত, রুডা প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে যুদ্ধ করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। মুষ্টিমেয় বঙ্গসৈন্য তথাপি যুদ্ধ ছাড়িল না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নিহত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মোগলসৈন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিল। প্রতাপের সহিত প্রতাপের সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও সেনাপতিগণ প্রাণবিসর্জ্জন করিল। মন্ত্রী শঙ্করও বন্দী হইলেন।

মানসিংহ আহত প্রতাপকে বন্দী করিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রতাপ সংজ্ঞালাভ করিয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন; কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। মোগলশিবিরে নীত হইয়া জীবনধারণের জন্য বারিবিন্দুও স্পর্শ করিলেন না। মানসিংহ তাঁহাকে লৌহময় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া লইলেন। প্রতাপের মহিষী এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ধুমঘাটের নিম্নে যমুনাগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। কচুরায় "যশোহরজিৎ" উপাধি পাইয়া যশোহরে রাজা হইলেন। প্রতাপপুত্র কুমার উদয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুমার প্রতাপভীম বন্দী হন। অপর ভ্রাতা মুকুটমণি ভুলুয়ায় যাইয়া লক্ষ্মণমাণিক্যের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। প্রতাপের যে পুত্র বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পঞ্জাবে বাস করাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার বংশ অদ্যাপি আছে। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখররায়ের বংশ অদ্যাপি নূরনগর ও খোড়াগাছী গ্রামে বাস করিতেছেন।

মানসিংহ কচুরায়কে যশোহরে অভিষিক্ত করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, গমনকালে যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী শিলাময়ী দেবীপ্রতিমা সঙ্গে লইলেন এবং নিজ রাজধানী অম্বরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাঙ্গালী সেবায়ত ব্রাহ্মণও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ জয়পুরে অদ্যাপি আছে। পুরাতন জয়পুরে এখনও এই প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাঁহাকে শিলাদেবী বলে। [অম্বর দেখ।]

প্রতাপ দিল্লীতে নীত হইবার সময়ে বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে নীত হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। শুনিতে পাওয়া যায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীর প্রতাপের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপে নিজের প্রাণ আহুতি দিয়া প্রতাপ মাতৃপূজারূপ মহাযজ্ঞের উদ্‌যাপন করেন।

প্রতাপপুর (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর° ৪।১০)

প্রতাপমুকুট (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রতাপবৎ (ত্রি) প্রতাপঃ বিদ্যতেঽস্য প্রতাপ-মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রতাপযুক্ত। (পুং) ২ স্কন্দানুচর গণভেদ। (ভারত ৪৬ অঃ) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৩)

প্রতাপস (পুং) তপসি সাধুঃ অণ্ প্রকৃষ্টস্তাপসঃ, প্রাদিস°। প্রকৃষ্টতাপস, উত্তমতপস্বী। ২ শুক্লার্ক বৃক্ষ, শ্বেত আকন্দ।
"শ্বেতার্কোগণরূপঃ স্যান্মন্দারো বস্থকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পো সদাপুষ্পঃ সবালার্কঃ প্রতাপসঃ॥" (ভাবপ্র°)

প্রতাপাদিত্য, গড়াদেশাধিপতি জনৈক নরপতি।

প্রতাপাদিত্য, (১ম) কাশ্মীর প্রদেশের একজন রাজা। রাজা ১ম যুধিষ্ঠিরের রাজ্যচ্যুতির পরে কাশ্মীররাজ্য হর্ষরাজের অধীন থাকিয়াও অরাজক হইয়া পড়িল। মন্ত্রিবর্গ রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া প্রতাপাদিত্য নামক কোন ভিন্নদেশীয় রাজপুত্রকে স্বদেশে আনয়নপূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
(রাজতর° ২।৫)

প্রতাপাদিত্য, কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় জনৈক নরপতি। রাজা দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। এজন্য তাঁহার অপর একটী নাম দুর্লভক। রাজমহিষী নরেন্দ্রপ্রভার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, মুক্তাপীড় ও তারাপীড় নামে তিনটী পুত্র জন্মে।*

প্রতারক (ত্রি) প্রতারয়তীতি প্র-তৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ বঞ্চক। ২ ধূর্ত্ত, শঠ। "শশ্বন্নাস্তীতি বাদী যো মিথ্যাবাদী প্রতারকঃ।
দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখণ্ড ২৭ অঃ)

প্রতারণ (ক্লী) প্র-তৃ ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। বঞ্চন, বঞ্চনা, ঠকান। পর্য্যায়—প্রতারণা, ব্যলীক, অভিসন্ধান। (হেম)

প্রতারণা (স্ত্রী) প্রতারণ-স্ত্রিয়াং টাপ্। বঞ্চনা।
"যদীচ্ছসি বশীকর্ত্তুং জগদেকেন কর্ম্মণা।
উপাস্যতাং কলৌ কল্পলতা দেবী প্রতারণা॥" (উদ্ভট)

প্রতারণীয় (ত্রি) প্র-তৃ-ণিচ্ অনীয়র্। প্রতারণযোগ্য।

প্রতারিত (ত্রি) প্র-তৃ-ণিচ্ ক্ত। বঞ্চিত, যাহাকে ঠকান হয়, কৃতপ্রতারণ। পর্য্যায়—ব্যংসিত। (ত্রিকাণ্ড) ২ পারপ্রাপিত।

প্রতি (অব্য) প্রথতে ইতি প্রথ-বিখ্যাতৌ বাহুলকাৎ ডতি। বিংশতি উপসর্গের অন্তর্গত পঞ্চদশ উপসর্গ।
১ প্রতিনিধি। মুখ্যসদৃশ, যথা—'প্রদ্যুম্নঃ কেশবাৎ প্রতি।' ২ বিপরীত। ৩ প্রতিকূল। ৪ পরিবর্ত্ত। ৫ প্রত্যেক। ৬ পুনর্ব্বার। ৭ লক্ষ্য। ৮ উপরি। ৯ লক্ষণ, চিহ্ন। ১০ আভিমুখ্য। ১১ বীপ্সা। ১২ ব্যাবৃত্তি। ১৩ প্রশস্তি। ১৪ বিরোধ। ১৫ ইত্থম্ভূত কথন। ১৬ অল্পমাত্রা। ১৭ অংশ, ভাগ। ১৮ প্রতিদিন। ১৯ সাদৃশ্য। ২০ নিশ্চয়। ২১ নিন্দা। ২২ স্বভাব। ২৩ ব্যাপ্তি। ২৪ সমাধি। ২৫ ব্যাবৃত্তি। ২৬ প্রশস্তি। (শব্দর°)

* চীনেতিহাসে এই কর্কোটবংশীয় রাজপুত্রগণের নাম পাওয়া যায়। Ind. Ant. Vol. II, p. 106.

প্রতিক (ত্রি) কার্ষাপণেন ক্রীতঃ (কার্ষাপণাট্টিঠন্ বক্তব্যঃ প্রতিরাদেশশ্চ বা। পা ৫।১।২৫ বার্ত্তিক) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা টিঠন্। ১ কার্ষাপাণিক, কার্ষাপণদ্বারা ক্রীত, যাহা ১৬ পণ কড়ি দিয়া ক্রীত হইয়াছে।

প্রতিকঞ্চুক (পুং) বিপক্ষ, শত্রু।

প্রতিকণ্ঠ (অব্য) কণ্ঠে কণ্ঠস্য সমীপে বা বীপ্সায়াং সামীপ্যে বা অব্যয়ীভাবঃ। ১ কণ্ঠে কণ্ঠে। ২ কণ্ঠসামীপ্য। কণ্ঠের সমীপ প্রদেশ। প্রতিকণ্ঠং গৃহ্লাতি ঠক্। প্রতিকণ্ঠিক, কণ্ঠ সমীপগ্রাহী।

প্রতিকণ্ঠুকা, পৃথক্ পৃথক্ রূপ। (দিব্যাবদান ২৪৪।৮)

প্রতিকর (পুং) প্রতি-কৃ বিক্ষেপে ভাবে অপ্। ১ বিস্তীর্ণতা। ২ বিক্ষেপ।

প্রতিকর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-কৃ-তৃচ্। প্রতীকারকর্ত্তা। "ন কৃতে প্রতিকর্ত্তা চ যুগে ক্ষীণ ভবিষ্যতি।" (হরিব° ১১১৭০ শ্লোক)

প্রতিকর্ত্তব্য (ত্রি) প্রতি-কৃ-তব্য। প্রতিকরণীয়।

প্রতিকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রত্যঙ্গং প্রতিখ্যাতং বা কর্ম্ম, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ প্রসাধন। ২ বেশ। ৩ প্রতীকার।
"উষিতাঃ স্মো বনে বাসং প্রতিকর্ম্মচিকীর্ষবঃ।
কোপং নার্হসি নঃ কর্ত্তুং সদাসমরদুর্জয়!॥" (ভারত ৪।৫৬।১৮)
৪ অঙ্গসংস্কার। ৫ বিদ্যমান গুণান্তরাধান।

প্রতিকর্ষ (পুং) প্রতি-কর্ষ-ভাবে-ঘঞ্। ১ সমাকর্ষণ।

প্রতিকল্প্য (ত্রি) প্রতিকল্পনীয়, সাজাইয়া রাখা।
"ফলকান্যথ চর্ম্মাণি প্রতিকল্প্যান্যনেকশঃ।" (ভারত ১২।৩৬৯০)

প্রতিকশ (ত্রি) প্রতি কশ-গতিশাসনয়োঃ অচ্। ১ সহায়। ২ পুরোগ। ৩ বার্ত্তাহর। (মেদিনী) প্রতিগতঃ কশাং প্রাদি সমাসঃ। ৪ কশাঘাতপ্রাপ্ত অশ্ব।

প্রতিকষ্ট (ক্লী) প্রতিরূপং কষ্টং। ১ কর্ম্মানুরূপ কষ্ট। ২ তদ্ধেতু।

প্রতিকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) আকঙ্ক্ষাযুক্ত।

প্রতিকাম (অব্য) কামং কামং প্রতি অব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক কাম।

প্রতিকায় (পুং) প্রতি-চি-ঘঞ্ ক্যাদেশঃ বা প্রতিগতঃ কায়ো যত্র। ১ শরব্য। ২ প্রতিরূপক। (জটাধর) ৩ প্রতিপক্ষ।
"ফলক্ষ তস্য প্রতিকায়সাধনং" (কিরাতা° ১৪।১৭)

প্রতিকার (পুং) প্রতি-কৃ-ঘঞ্। ১ প্রতীকার, বৈরনির্য্যাতন, কৃতাপকারের তুল্যরূপ অপকারকরণ দ্বারা শোধন।

"প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে।"(রঘু ৮।৪০)
২ রোগাদির চিকিৎসা। (শব্দরত্না°)

প্রতিকারিন্ (ত্রি) প্রতি-কৃ-ণিনি। প্রতিকারক।

প্রতিকার্য্য (ক্লী) ১ প্রতিকারযোগ্য। (অব্য) ২ প্রত্যেক কার্য্য।
"প্রতিকার্য্যে চ বিত্তস্য ততঃ কৃতবতী মতিম্।" (ভারত ১।৬২৫৯)

প্রতিকাশ (ত্রি) প্রতি-কশ-ঘঞ্। প্রতীকাশ। (অমরটীকা)

প্রতিকাস (ত্রি) প্রতি-কাস-ঘঞ্। প্রতীকাশ, তুল্য। (অমরটীকা)

প্রতিকিতব (পুং) প্রতিকূলঃ কিতবঃ প্রাদিতৎপুরুষঃ। দ্যূতকারের প্রতিকূল দ্যূতকার।

প্রতিকুঞ্চিত (ত্রি) প্রতি-কুঞ্চ-ক্ত। ১ বক্র, বাঁকা। ২ বক্রীকৃত, যাহাকে বাঁকান হইয়াছে।

প্রতিকুঞ্জর (পুং) প্রতিপক্ষ কুঞ্জর, প্রতিপক্ষীয় হস্তী।

প্রতিকূপ (পুং) প্রতিরূপঃ কূপঃ। পরিখা। (হারাবলী)

প্রতিকূল (ত্রি) প্রতীপং কূলাদিতি। অনমুকূল, বিপক্ষ। পর্য্যায়—প্রসব্য, অপসব্য, অপষ্ঠু, প্রতীপ। (অমর)
"রাজ্ঞঃ কোষাপহর্ত্তৃংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।
ঘাতয়েদ্ বিবিধৈর্দ্দণ্ডৈররীণাঞ্চোপজাপকান্॥" (মনু ৯।২৭৫)
(ক্লী) ২ বিপরীতাচরণ।

প্রতিকূলকারিন্ (ত্রি) প্রতিকূল-কৃ-ণিনি। প্রতিকূল আচরণকারী, যাহারা বিপরীত আচরণ করে।

প্রতিকূলকৃৎ (ত্রি) প্রতিকূলং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। প্রতিকূলাচরণকারী। বিরুদ্ধাচারী।

প্রতিকূলতস্ (অব্য) প্রতিকূল-তসিল্। প্রতিকূলে।

প্রতিকূলতা (স্ত্রী) প্রতিকূলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রতিকূলত্ব, প্রতিকূলের ভাব। বিপরীতাচরণ।
"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ
বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা" (মাঘ ৬ সর্গ)

প্রতিকূলপ্রবর্ত্তিন্ (ত্রি) প্রতিকূলে প্রবর্ত্ততে প্র-বৃত-ণিনি। যাহা প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রতিকূলবচন (ক্লী) প্রতিকূলং যৎ বচনং। প্রতিকূল বাক্য, বিরুদ্ধবাক্য।

প্রতিকূলবাদিন্ (ত্রি) প্রতিকূলং বদতি প্রতিকূল-বদ-ণিনি। যিনি প্রতিকূলে বলেন।

প্রতিকৃতি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টা কৃতিঃ। ১ প্রতিমা। ২ প্রতিনিধি। বস্ত্রাদিতে প্রতিফলিত মনুষ্যচিত্র। প্র-কৃ-ভাবে ক্তিন্। ৩ প্রতীকার।
"শৃণুধ্বং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শক্রপ্রতিকৃতিং পরাম্।
অবধ্যা দানবাঃ সর্ব্বে ঋতে শঙ্করমব্যয়ম্॥" (হরিব° ২৫৭।২৩)
৪ প্রতিবিম্ব। (ত্রিকা°) ৫ পূজন।
'প্রতিকৃতিঃ প্রতীকারে প্রতিমায়াঞ্চ পূজনে।' (বিশ্ব)

প্রতিকৃত্য (ত্রি) প্রতীকারযোগ্য। প্রতিকারার্হ।
"সংসারপ্রতিকৃত্যানি সর্ব্বত্র বিচিকিৎসিতে।" (ভারত ৫।১০০৪)

প্রতিক্রম (পুং) ১ প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা। ২ বিপরীত ভাব, প্রতিকূল আচার।

প্রতিক্রিয়া (স্ত্রী) প্রতীকার। প্রতিবিধান।

প্রতিকৃষ্ট (ত্রি) প্রতিকৃষ্যতে স্মেতি প্রতি-কৃষ-ক্ত। ১ গর্হ্য, নিন্দিত, নিকৃষ্ট। ২ দুইবার কর্ষিত ক্ষেত্রাদি।

প্রতিক্রুষ্ট (ত্রি) ১ দরিদ্র। ২ নীরস(ভূমি)। (দিব্যা° ৫০০।২১)

প্রতিক্রোধ (পুং) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি প্রতিরূপ ক্রোধ। 'সঞ্জাতক্রোধায় কস্মৈচিৎ প্রতিক্রোধং ন কুর্য্যাৎ' (মনুটী° কুল্লূক ৬।৪৮)

প্রতিক্ষণ (অব্য) ক্ষণং ক্ষণং প্রতি। পৌনঃ পুন্য, ক্ষণে ক্ষণে, প্রতিমুহূর্ত্তে। "প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং
ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।" (কুমার ৫।১০)

প্রতিক্ষয় (পুং) প্রতিক্ষিণোতি হিনস্তি বিপক্ষাদীনিতি প্রতি-ক্ষি-অচ্। রক্ষক। (শব্দরত্নাবলী)

প্রতিক্ষিপ্ত (ত্রি) প্রতিক্ষিপ্যতে স্মেতি প্রতি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ বারিত। ২ প্রেষিত। ৩ অধিক্ষিপ্ত। ৪ নিন্দিত, তিরস্কৃত। ৫ আহূয়, প্রেরিত। 'আহূয় প্রেষিতো যস্তু প্রতিক্ষিপ্তঃ স উচ্যতে।' (কৃষ্ণদাস)

প্রতিক্ষেপ (পুং) প্রতি-ক্ষিপ-ভাবে ঘঞ্। ১ নিরাস। ২ তিরস্কার।

প্রতিক্ষেপণ (ক্লী) প্রতি-ক্ষিপ-ণিচ্-ল্যুট্। নিরাকরণ। প্রক্ষেপণ।

প্রতিখুর (পুং) মূঢ়গর্ভভেদ।
"নিঃসৃতহস্তপাদশিরঃকায়সঙ্গী প্রতিখুরঃ।" (সুশ্রুত শারী° ৮ অঃ)

প্রতিখ্যাতি (স্ত্রী) প্রতি-খ্যা-ভাবে-ক্তিন্। ১ বিখ্যাতি। ২ অতিখ্যাতি। ৩ প্রসিদ্ধি।

প্রতিগজ (পুং) প্রতিপক্ষীয় হস্তী।

প্রতিগত (ক্লী) প্রতিমুখং গতং গমনং। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। 'গতাগতপ্রতিগতসম্পদাদ্যাশ্চ পক্ষিণাং।
গতিভেদাঃ পক্ষিগৃহং কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্॥' (জটাধর)
(ত্রি) ২ পরাবৃত্ত। প্রত্যাগত।

প্রতিগর (পুং) প্রতিগীর্য্যতে প্রত্যুচ্চার্য্যতে প্রতি-গৄ-ভাবে অপ্। বৈদিকমন্ত্রবিশেষের উচ্চারণভেদ।
"শস্ত্রস্বরঃ প্রতিগর ওথামো দৈবেতি।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।৯।৪)
'ও থামো দৈব ইত্যয়ং প্রতিগরসংজ্ঞো ভবতি প্রতিগীর্য্যতে প্রত্যুচ্চার্য্যতে ইতি প্রতিগরঃ।' (ভাষ্য)

প্রতিগরিতৃ (ত্রি) প্রতি-গৄ-তৃচ্। প্রতিশব্দকারী।
(সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৫।২৭।১৭)

প্রতিগর্জ্জন (স্ত্রী) প্রতিকূলে গর্জ্জন।

প্রতিগিরি (পুং) ১ পর্ব্বত সদৃশ। ২ ক্ষুদ্রপর্ব্বত।

প্রতিগৃহ (অব্য°) গৃহং গৃহং প্রতিগৃহং। প্রত্যেক গৃহে, গৃহে গৃহে।

প্রতিগৃহীত (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ক্ত। গৃহীত, স্বীকৃত।

"প্রতিগৃহীতং ব্রাহ্মণবচঃ" (শকু° ১ অঙ্ক)

প্রতিগৃহীতৃ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তৃচ্। প্রতিগ্রহকারক, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগৃহীতব্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তব্য। প্রতিগ্রহের যোগ্য।

প্রতিগৃহ্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ক্যপ্। প্রতিগ্রহণীয়, প্রতিগ্রহের যোগ্য।

প্রতিগেহ (অব্য) গৃহে গৃহে, প্রত্যেক গৃহ।

প্রতিগ্রহ (পুং) প্রতিগ্রহণমিতি প্রতি-গ্রহ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩৩৫৮) ইতি ভাবে অপ্। ১ স্বীকরণ। ২ সৈন্যপৃষ্ঠ। প্রতিগৃহ্লাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি প্রতি-গ্রহ-(বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১।১৪৩) ইতি পক্ষে অচ্। ৩ পতদ্গ্রহ, চলিত পিক্‌দান। প্রতিগৃহ্যতে ইতি প্রতি-গ্রহ-অপ্। ৪ ব্রাহ্মণকে বিধিবদ্দেয়, ব্রাহ্মণকে বিধিপূর্ব্বক যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে প্রতিগ্রহ কহে। ব্রাহ্মণের ৬টী কর্ম্মের মধ্যে ইহা একটী। ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবেন।

"প্রতিগ্রহার্জ্জিতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে শস্ত্রনির্জ্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জ্জিতাশ্চার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জ্জিতাঃ॥"
(গরুড়পু° ২১৫ অঃ)

অযাচিত ভাবে প্রতিগ্রহ করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না।

"অযাচিতোপপন্নে তু নাস্তি দোষঃ প্রতিগ্রহে।
অমৃতং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাত্তন্নৈব নির্ণুদেৎ॥" (গরুড়পু° ২১৫ অঃ)

অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ ৬টী কর্ম্ম অর্থাৎ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মা হইয়া কাল অতিবাহিত করিবেন। অতএব প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের ইহা স্বধর্ম্ম হইলেও তীর্থাদিতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই। তীর্থাদি স্থলে প্রতিগ্রহ করিলে ঐ সকল তীর্থগমনজন্য কোন ফল হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ কখন তীর্থ বা পুণ্যায়তনে প্রতিগ্রহ করিবেন না।

"সুবর্ণমথ যুক্তাত্মা তথৈবান্যপ্রতিগ্রহম্।
স্বকার্য্যে পিতৃকার্য্যে বা দেবতাভ্যর্চ্চনেঽপি বা॥
নিষ্ফলং তস্য তত্তীর্থং যাবত্তদ্ধনমশ্নুতে।
অতস্তীর্থে ন গৃহ্লীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ॥" (কূর্ম্মপু° ৩৩ অঃ)

রাজাদি, শূদ্র, পতিত ও নিন্দিত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

"ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন শূদ্রপতিতাদপি।
ন চান্যস্মাদশক্তশ্চ নিন্দিতান্ বর্জ্জয়েদ্‌বুধঃ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫ অঃ)

বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণ কখন প্রতিগ্রহ করিবেন না, সুবর্ণ, ভূমি, তিল, গো প্রভৃতি যদি অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে সকল ভস্মীভূত হয় এবং দাতার কিছুমাত্রও ফল হয় না। ব্রাহ্মণ গর্হিত প্রতিগ্রহ অর্থাৎ যে সকল প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে, তাহা কখনই গ্রহণ করিবে না।*

কিন্তু যখন অত্যন্ত বিপদ্ সময় উপস্থিত হয়, তখন গর্হিত প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে। দাতা দান করিয়া তাহা স্মরণ করিতে এবং প্রতিগ্রাহী প্রতিগ্রহ করিয়া পুনরায় আর কিছু চাহিতে পারিবেন না, মোহ প্রযুক্ত করিলে উভয়েরই নরক হইয়া থাকে।

"দাতা চ ন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে।
তাবুভৌ নরকং যাতৌ দাতা চৈব প্রতিগ্রহী॥" (বৃহৎপারা° ৪ অঃ)

প্রতিগ্রহসমর্থ কোন ব্যক্তি যদি প্রতিগ্রহ না করে, তাহা হইলে দানশীলদিগের যে লোক তাহার সেই লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"প্রতিগ্রহসমর্থো হি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং সতামাপ্নোতি পুষ্কলান্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

নিজের ভোগের জন্য কখনই প্রতিগ্রহ করিবে না, তবে দেবতা ও অতিথিপূজাদির জন্য প্রতিগ্রহ বিধেয়।

প্রতিগ্রহার্জিত অর্থ দ্বারা যজ্ঞ করিতে নাই। যজ্ঞ করিলে চাণ্ডালযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে।

"চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকরণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

৫ প্রতিকূল গ্রহ। ৬ প্রত্যভিযোগ।

প্রতিগ্রহণ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ল্যুট্। স্বীকার, দান লওয়া।

প্রতিগ্রহিন্ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ণিনি। প্রতিগ্রহকারক। যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগ্রহীতৃ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-তৃচ্। প্রতিগ্রহকর্ত্তা, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

---

* বিদ্যাহীনের প্রতিগ্রহনিষেধ। যথা—
"হেম ভূমিং তিলান্ গাশ্চ অবিদ্বানাদদাতি যঃ।
ভস্মীভবতি সোঽহ্নায় দাতুঃ স্যান্নিষ্ফলঞ্চ তৎ॥
তস্মাদবিদ্বান্নাদদ্যাদল্পশোঽপি প্রতিগ্রহম্।
বিষমন্ত্রাপরিজ্ঞানী বিষেণাজ্ঞেন নশ্যতি॥"
গর্হিতপ্রতিগ্রহাদি যথা—
"হস্তিকৃষ্ণাজিনাদ্যাস্তু গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।
সন্ধিপ্রাপ্তান্ন গৃহ্লীয়ুর্গৃহ্ণন্তশ্চ পতন্তি তে॥"
আপদ্‌গর্হিতপ্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য।—
"প্রোক্তপ্রতিগ্রহাভাবে প্রোক্তায়াং বৃহদাপদি।
বিপ্রোঽশ্নন্ প্রতিগৃহ্নন্ বা যতস্ততোঽপি নামভাক্॥" (বৃহৎ পারাশর)

প্রতিগ্রাম (অব্য°) গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক গ্রামে।

প্রতিগ্রাহ (পুং) প্রতিগৃহ্লাতি নিষ্ঠীবনাদিকমিতি প্রতি-গ্রহ (বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১।১৪৩) ইতি ণ। ১ পতদ্‌গ্রহ, চলিত পিক্‌দান। প্রতি-গ্রহ-ভাবে ঘঞ্। ২ প্রতিগ্রহণ, স্বীকার।

প্রতিগ্রাহক (পুং) প্রতিগ্রহকারক।

প্রতিগ্রাহিন্ (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ণিনি। প্রতিগ্রহকারক, যিনি প্রতিগ্রহ করেন।

প্রতিগ্রাহ্য (ত্রি) প্রতি-গ্রহ-ক্যপ্ (প্রত্যপিভ্যাং গ্রহেঃ। পা ৩।১।১১৮) প্রতিগ্রহের যোগ্য, যাহা প্রতিগ্রহ করা যাইতে পারে।

প্রতিঘ (পুং) প্রতিহন্যনেনেতি, প্রতি-হন-ড, ঘত্ব্ৰাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ ক্রোধ। "প্রতিঘঃ কুতোঽপি সমুপেত্য নরপতিগণং সমাশ্রয়ৎ।" (মাঘ ১৫।৫৩) প্রতিহননমিতি। ২ প্রতিঘাত। (মেদিনী) ৩ মূর্চ্ছা। (শব্দরত্না°) ৪ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৫ প্রতিকূল।

প্রতিঘাত (পুং) প্রতি-হন-ণিচ্ ভাবে অপ্। ১ মারণ। ২ একটী বস্তু আর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাতে আঘাত করে, আঘাত, টক্কর। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ নিরাশ, নিক্ষেপ।

প্রতিঘাতক (ত্রি) প্রতিঘাতকারী।

প্রতিঘাতন (ক্লী) প্রতি-হন-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ, হত্যা, বধ। ২ বাধা।

প্রতিঘাতিকা (স্ত্রী) বিঘ্নকারিণী।

প্রতিঘাতিন্ (ত্রি) প্রতিঘাতকারী, দূরকারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভাং" (কুমার ৫।২০)

প্রতিঘোষিন্ (ত্রি) প্রতি-ঘুষ-ণিনি। বিপক্ষে ঘোষণাকারী। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ৪।১৩।১০)

প্রতিঘ্ন (ক্লী) প্রতিহন্যস্মিন্নিতি প্রতি-হন ঘঞর্থে ক। ১ অঙ্গ, শরীর। (শব্দচ°)

প্রতিচক্র (ক্লী) প্রতিরূপং চক্রং। ১ প্রতিরূপ রাজমণ্ডল। ২ প্রতিরূপ চক্র।

প্রতিচক্ষণ (ক্লী) প্রতি-চক্ষ-ল্যুট্। প্রতিনিয়তদর্শন, নিয়তদর্শন।

"রূপং রূপং প্রতিরূপে বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।" (ঋক্ ৬।৪৭।১৮)

'প্রতিচক্ষণায় প্রতিনিয়তদর্শনায় অয়মগ্নিরয়ং বিষ্ণুরয়ং রুদ্র ইত্যেবমসঙ্কীর্ণদর্শনায়।' (সায়ণ)

প্রতিচক্ষ্য (ত্রি) প্রতি-চক্ষ-ণ্যৎ বা খ্যাদেশাভাবঃ। প্রকর্ষরূপে দৃশ্য। (ঋক্ ১।১১৩।১১) 'প্রতিচক্ষ্যা প্রকর্ষেণ দ্রষ্টব্যা' (সায়ণ)

প্রতিচন্দ্র (পুং) প্রতিরূপ চন্দ্র, চন্দ্রের প্রতিকৃতি।

প্রতিচিকীর্ষা (স্ত্রী) প্রতিকর্ত্তুমিচ্ছা প্রতি-কৃ-সন্-টাপ্। প্রতীকার করিতে ইচ্ছা, অভিলাষ।

প্রতিচিতি (ত্রি) প্রত্যেক স্তর। (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।২।১)

প্রতিচ্ছন্দস্ (ক্লী) ছন্দোঽভিপ্রায়ঃ, প্রতিগতং ছন্দঃ ইতি প্রাদিস°। ১ প্রতিরূপ। প্রতিচ্ছন্দ এইরূপও হয়।

"রক্ষঃশিরঃপ্রতিচ্ছন্দৈঃ স্থিরপ্রণতিসূচকঃ।
সনাথশিখরান্ প্রাদাৎ তস্মৈ রক্ষঃপতির্ধ্বজান্॥" (রাজতর° ৩।৭৭)

অভিপ্রায়ানুরূপ। ২ অনুরোধ। ৩ প্রতিকৃতি।

প্রতিচ্ছন্দক (ত্রি) প্রতি-ছন্দ- ণ্বুল্। প্রতিনিধি।

প্রতিচ্ছায়া (স্ত্রী) প্রতিগতা ছায়ামিতি। প্রতিকৃতি, মূর্ত্তি-সদৃশ মৃৎ ও শিলাদিনির্ম্মিত প্রতিরূপ। (ভরত)

"মায়য়াস্য প্রতিচ্ছায়া দৃশ্যতে হি নটালয়ে।
দেহার্দ্ধেন তু কৌরব্য সিষেবে চ প্রভাবতীম্॥"(হরিব°১৫১।৩০)

২ চিত্র, ছবি। ৩ সাদৃশ্য।

প্রতিচ্ছেদ (পুং) প্রতি-ছিদ-ঘঞ্। বাধা, প্রতিবন্ধ।

প্রতিজঙ্ঘা (স্ত্রী) প্রতিগতা জঙ্ঘাং। অগ্রজঙ্ঘা। জঙ্ঘার অগ্রভাগ। (হেম)

প্রতিজন (অব্য°) বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেকের প্রতি। তত্র সাধুঃ প্রতিজনাদিত্বাৎ খঞ্। প্রতিজনীন।

প্রতিজনাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ, 'তত্র সাধুঃ' এই অর্থে প্রতিজনাদিগণের উত্তর খঞ্ প্রত্যয় হয়। গণ যথা—প্রতিজন, ইদংযুগ, সংযুগ, সমযুগ, পরযুগ, পরকুল, পরস্যকুল, অমুষ্যকুল, সর্ব্বজন, বিশ্বজন, মহাজন, পঞ্চজন। (পাণিনি)

প্রতিজন্য (ক্লী) প্রতিকূলং জন্যং যুদ্ধং যস্য, প্রতিজনে বিপক্ষ-জনপদে ভবঃ যৎ বা। ১ প্রতিবল। ২ প্রতিপক্ষজনপদভব।

প্রতিজল্প (পুং) প্রতিগতো জল্পং। বাক্যবিশেষ। স্বার্থে কন্।

"দূত্যাজদ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নাহীত্যনুদ্ধতম্।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পকঃ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

২ সম্মতিপ্রদান, অন্যের মতের সহিত স্বকীয় মতের মিলন।

প্রতিজাগর (পুং) প্রতিজাগরণমিতি প্রতি-জাগৃ-ঘঞ্। (জাগ্রোঽবীতি। পা ৭।৩।৮৫) ইতি গুণঃ। প্রত্যবেক্ষণ, পর্য্যায়—অপেক্ষা। ২ প্রত্যবেক্ষা, মনোযোগ, সতর্কতা। ৩ রক্ষার্থ নিয়োগ। ৪ রক্ষা। (দিব্যাবদান ১২৪।৯)

প্রতিজিহ্বা (স্ত্রী) প্রতিরূপা জিহ্বা। তালুমূলস্থ ক্ষুদ্রজিহ্বিকা। চলিত আলজিভ। পর্য্যায়—প্রতিজিহ্বিকা, মাধ্বী, রসনকাকু, অলিজিহ্বিকা। (শব্দরত্না°)

প্রতিজিহ্বিকা (স্ত্রী) প্রতিজিহ্বা স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। প্রতিজিহ্বা। (ত্রিকা°)

প্রতিজীবন (ক্লী) পুনর্জীবনপ্রাপ্তি।

প্রতিজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতিজ্ঞায়তে ইতি প্রতি-জ্ঞা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩৩১০৬) ইতি অঙ্। কর্ত্তব্যপ্রকারক জ্ঞানানুকূল ব্যাপার। কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ, অঙ্গীকার। "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বের নাম ন্যায়।
[বিশেষ বিবরণ ন্যায়শব্দে দেখ।]

পর্য্যায়—আং, প্রতিজ্ঞান, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রব, ওঁ, সমাধি, সংবিৎ, আগূ, আশ্রব, সংশ্রব, নিয়ম, অভ্যুপগম, বাঢ়, আস্থা, সন্ধা, সঙ্গর, সংশ্রাব, উররীকার, শ্রব। (জটাধর)

"পূর্ব্বন্তু রামস্তমিহানুযুজ্য শ্রুত্বা চ বাক্যং ভরতস্য তস্য।
চিকীর্ষমাণো রঘুনন্দনস্তাং পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং স বভূব তূষ্ণীম্॥"
(রামা° ২১১১০।৪)

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে নাই। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে নরক হইয়া থাকে। ২ অভিযোগ।

প্রতিজ্ঞাকর মৈথিল, নলোদয়টীকারচয়িতা। ইনি প্রজ্ঞাকর নামে পরিচিত।

প্রতিজ্ঞাত (ত্রি) প্রতিজ্ঞায়তে স্মেতি প্রতিজ্ঞা-ক্ত। অঙ্গীকৃত, প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাবিষয়, পূর্ব্বে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।

"ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।
অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনম্॥" (মনু ৮।১৩৯)

প্রতিজ্ঞান (ক্লী) প্রতি-জ্ঞা-ল্যুট্। প্রতিজ্ঞা।

প্রতিজ্ঞান্তর (ক্লী) অন্যা প্রতিজ্ঞা ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে ধর্ম্মবিকল্পাৎ তদর্থনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরং" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞাত অর্থের যে স্থানে নিষেধ হয়, তথায় সেই বাক্যকে স্থির করিবার জন্য অন্য যে প্রতিজ্ঞার নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাকে প্রতিজ্ঞান্তর কহে। [নিগ্রহস্থান দেখ।]

প্রতিজ্ঞাপত্র (ক্লী) প্রতিজ্ঞাসূচকং পত্রম্। মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। ভাষাপত্রবিশেষ।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ" (গৌতমসূ°) প্রতিজ্ঞা ও হেতু এতদুভয়ের যে বিরোধ, তাহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ কহে।

প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস (ক্লী) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ"(গৌতমসূ°)

প্রতিজ্ঞাহানি (ক্লী) গৌতমসূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ" (গৌতমসূ°)

প্রতিজ্ঞেয় (পুং) প্রতিজ্ঞানাত্যনেনেতি প্রতি-জ্ঞা-যৎ। ১ স্তুতিপাঠক। ২ প্রতিজ্ঞা করিতে সমর্থ। (ত্রি) ৩ প্রতিজ্ঞাতব্য।

প্রতিতন্ত্র (ক্লী) প্রতিকূলং তন্ত্রং শাস্ত্রং প্রাদিসমাসঃ। স্বমতবিরুদ্ধশাস্ত্র।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তভেদ। "সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ" (গৌতমসূ°)
[সিদ্ধান্ত দেখ।]

প্রতিতর (পুং) প্রতিতীর্য্যতেঽনেন প্রতি-তৃ-করণে অপ্। তরণসাধন, নৌকাচালন-দণ্ডাদি।

প্রতিতাল (পুং) প্রতিগতস্তালম্। তালবিশেষ। কান্তার, সমরাখ্য, বৈকুণ্ঠ ও বাঞ্ছিত এই চারিটী প্রতিতাল।

"কান্তারঃ সমরাখ্যশ্চ বৈকুণ্ঠো বাঞ্ছিতস্তথা।
কথিতা শঙ্করেণৈব চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

প্রতিতালী (স্ত্রী) প্রতিগতা তালমিতি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তালকোদ্ঘাটনযন্ত্র, চলিত চাবি। (হেম)

প্রতিতূণী (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত বাতরোগভেদ। মলদ্বার ও প্রস্রাবের দ্বার হইতে প্রতিলোমক্রমে বেদনা উৎপত্তি হইয়া পক্বাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী কহে। এই রোগ বায়ু দূষিত হইয়া জন্মিয়া থাকে। (সুশ্রুত নিদান° ১ অঃ)

প্রতিথি (পুং) দেবরথ নামে একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

প্রতিদণ্ড (ত্রি) অবাধ্য, দুর্দ্ধর্ষ। (পঞ্চবিং ব্রা° ১৮।১০।৮)

প্রতিদর্শন (ক্লী) ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখা, পরিদর্শন। (রামা° ৫।১৪।৬৫)

প্রতিদান (ক্লী) প্রতিকৃত্য দানং প্রতিরূপং দানং বা। বিনিময়, পরিবর্ত্ত, বদল। ২ ন্যস্তার্পণ, গচ্ছিত বা গৃহীত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ।

প্রতিদারণ (ক্লী) প্রতিদার্য্যতেঽস্মিন্নিতি প্রতি-দৃ-ণিচ্-আধারে ল্যুট্। ১ যুদ্ধ। (শব্দমা°) ভাবে ল্যুট্। ২ ভেদন।

প্রতিদিন (ক্লী) দিনং দিনং প্রতি। প্রত্যহ, প্রত্যেক দিন।
"ততঃ প্রতিদিনং বেলা বর্দ্ধতে ত্রিপলাত্মিকা।" (সংকৃত্যমুক্তা°)

প্রতিদিবন্ (পুং) প্রতিদীব্যতীতি প্রতি-দিব (কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ। উণ্ ১।১৫৬) ইতি কনিন্। ১ সূর্য্য। (ত্রিকা°) ২ প্রতিদিন।

প্রতিদিবস (অব্য) প্রত্যেকদিন, প্রত্যহ, রোজরোজ।

প্রতিদীবন্ (পুং) প্রতিদিবন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সূর্য্য।

প্রতিদুহ্ (পুং) প্রত্যহ দোহন করা দুগ্ধ। (তৈত্তি° ব্রা° ২।৭।৬।২)

প্রতিদূত (পুং) প্রতিপক্ষে প্রেরিত দূত বা রাজকর্ম্মচারী।
"প্রাপ্তেষু প্রতিদূতেষু পূর্ণায়ামথ সংবিদি।" (রাজতর° ৪।৫৪৪)

প্রতিদেয় (ত্রি) প্রতি-দা-যৎ। ক্রীতদ্রব্যের দুষ্ক্রীত বুদ্ধিদ্বারা দান, ক্রীতদ্রব্য পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া।

"ক্রীত্বা মূল্যেন যঃ পণ্যং দুষ্ক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী।
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ন্তৎ তস্মিন্নেবাহ্ন্যবিক্ষতম্॥" (মিতাক্ষরা)

২ প্রতিদান করিবার যোগ্য, ফিরাইয়া দিবার যোগ্য।

প্রতিদেবত (ত্রি) প্রত্যেক দেবতার যোগ্য। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ১৫।১০।১৩।)

প্রতিদেবতা (স্ত্রী) প্রতিপক্ষদেবতা। (মণ্ডু° উপ ৩।২।৭)

প্রতিদৈবতম্ (অব্য) প্রত্যেক দেবতার উপযোগী।

প্রতিদৃষ্টান্তসম (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত জাতিভেদ।
[জাতি দেখ।]

প্রতিদ্রুহ (ত্রি) ১ প্রত্যুপকারসাধনেচ্ছু। ২ প্রতিহিংসাগ্রহণে সমুৎসুক। (ভাগবত ৪।২।৩)

প্রতিদ্বন্দ্ব (ক্লী) প্রতিরূপং দ্বন্দ্বং প্রাদিসমাসঃ। তুল্যযুদ্ধ।

প্রতিদ্বন্দ্বিন্ (ত্রি) প্রতিদ্বন্দ্বমস্ত্যস্য ইনি। ১ প্রতিপক্ষ। ২ শত্রু। ৩ সমকক্ষ, তুল্যরূপদ্বন্দ্বযুক্ত।

প্রতিদ্বিরদ (পুং) প্রতিদ্বন্দী হস্তী, প্রতিগজ।

প্রতিধর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-ধৃ-তৃচ্। নিরাকারক। (শুক্লযজুঃ ১৫।২০)

প্রতিধা (স্ত্রী) প্রতি-ধা-ভাবে ক্বিপ্। প্রতিবিধান।

প্রতিধান (ক্লী) প্রতি-ধা-ভাবে ল্যুট্। প্রতিবিধান, নিরাকরণ।

প্রতিধাবন (ক্লী) প্রতি-ধাব-ল্যুট্। প্রতিমুখে গমন।

প্রতিধি (পুং) প্রতিমুখং ধীয়তে প্রতি-ধা-কর্ম্মণি-কি। স্তোত্র-বিশেষ, প্রতিসন্ধ্যার পর ইহা পাঠ্য। (তাণ্ড্য° ব্রা°) ২ ঈষার তির্য্যক্ গতকাষ্ঠ। (ঋক্ ১০।৮৫।৮) (শুক্লযজু° ১৫।৬)

প্রতিধুর (পুং) সজ্জিত অশ্বযুগ্মের একটী।

প্রতিধৃষ্য (ত্রি) ১ প্রতি যুদ্ধে শক্ত। (শুক্লযজুঃ ৩৮।৭) ২ উপেক্ষণীয়।

প্রতিধ্বনি (পুং) প্রতিরূপো ধ্বনিরিতি। প্রতিশব্দ, পর্য্যায়—প্রতিনাদ, প্রতিশ্রুত, প্রতিধ্বনি। (শব্দরত্না°)
"শ্রুতিপদময়স্তেষামেব প্রতিধ্বনিরধ্বনি।" (নৈষধ ১৯।১০)

প্রতিধ্বনিত (ত্রি) ১ প্রতিশব্দিত। (ক্লী) ২ প্রতিশব্দ।

প্রতিধ্বান (ক্লী) প্রতিধ্বননমিতি প্রতি-ধ্বন-ঘঞ্। প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।

প্রতিনন্দন (ক্লী) প্রতি-নন্দ-ভাবে ল্যুট্। আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অভিনন্দন। (মনু ২।৫৪ টীকা)

প্রতিনপ্তৃ (পুং) প্রতিরূপো নপ্তা নপ্তুঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ। প্রপৌত্র।

প্রতিনব (ত্রি) প্রতিগতং নবং নবতামিতি। নূতন। (জটাধর)
"পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ।
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ॥" (মেঘদূত ৩৮)

প্রতিনর্ত্তক, মহারাজ ৭ম শিলাদিত্যের রাজকর্ম্মচারীর উপাধি-ভেদ। সম্ভবতঃ ভট্ট, কবি, রাজদূত বা ঘটকগণের মান্যসূচক পদবী। কেহ কেহ ইহাকে বংশ আখ্যা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

প্রতিনাগ (পুং) প্রতিগজ, প্রতিদ্বন্দী হস্তী।

প্রতিনাড়ী (স্ত্রী) উপনাড়িকা। শাখানাড়ী।

প্রতিনাদ (পুং) প্রতি-নদ-ঘঞ্। প্রতিশব্দ।

প্রতিনামন্ (ত্রি) সমনামযুক্ত। নামসম্বন্ধীয়।
(শত° ব্রা° ২।১।২।১১)

প্রতিনায়ক (পুং) প্রতিকূলঃ নায়কঃ। প্রতিকূলনায়ক, কাব্য-নাটকাদি বর্ণিত নায়কের প্রতিপক্ষ। রাম নায়ক রাবণ তাঁহার প্রতিনায়ক।
"ধীরোদ্ধতঃ পাপকারী ব্যসনী প্রতিনায়কঃ।" (সাহিত্যদ°)

প্রতিনিধি (পুং) প্রতি নিধীয়তে সদৃশী ক্রিয়তে ইতি প্রতি-নি-ধা (উপসর্গে ধোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) ইতি কি। ১ প্রতিমা। ২ সদৃশ, প্রতিরূপ।

নিজে কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রে এই প্রতিনিধির বিষয় লিখিত আছে। কোন্ স্থলে প্রতিনিধির আবশ্যক এবং কোথায় প্রতিনিধি হইবে না, ইহার বিষয় কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বিহিত হইয়াছে। রঘুনন্দন কাত্যায়নমতানুযায়ী একাদশীতত্ত্বে এইরূপ লিখিয়াছেন—

একান্ত অসমর্থ হইলে বিনয়ী পুত্র, ভগিনী বা ভ্রাতা ইহাদিগকে প্রতিনিধি করা যাইতে পারে, যদি ইহাদের অভাব হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।
"পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাব এবান্যং ব্রাহ্মণং বিনিযোজয়েৎ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

কাম্যকর্ম্মে প্রতিনিধি হইবে না। কিন্তু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রতিনিধি চলিতে পারে। কাম্যকর্ম্ম স্বয়ংই কর্ত্তব্য।
"কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ।
কাম্যেষূপক্রমাদূর্দ্ধমন্যে প্রতিনিধিং বিদুঃ॥"
(একাদশীতত্ত্বধৃত কালমাধব)

মাধবাচার্য্য ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন যে, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বয়ং আরম্ভ করিয়া পরে প্রতিনিধি দ্বারা করাইতে পারে। কাম্যকর্ম্ম নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া নিজেই সকল কার্য্য করিবে। কিন্তু কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা সেই কর্ম্ম করাইতে পারিবে। এই যে কাম্যকর্ম্মের কথা বলা হইল, ইহা শ্রৌতকাম্যপর। কিন্তু কাম্য স্মার্ত্তকর্ম্ম নিজে উপক্রম করিয়া পরে প্রতিনিধি দ্বারা করিতে,পারে।
"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

এই নিয়মে প্রতিনিধি করা বিধেয়। দৈবাদি কার্য্যে যে সকল দ্রব্যের বিধান আছে, সেই সকল দ্রব্য সংগৃহীত না হইলে তাহার প্রতিনিধি অর্থাৎ তৎপরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে। যেমন মধু অভাবে গুড়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—ঔষধাদি প্রস্তুতকরণে যে সকল ওষধি বা

বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিহিত হইয়াছে, যদি তাহার মধ্যে কোন একটী দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করা বিধেয়। শাস্ত্রে প্রতিনিধি দ্রব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় চারিপ্রহর রৌদ্রে রাখিয়া শুকাইয়া লইবে। সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলী ছাপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সাধারণ সর্ষপ, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, মুক্তিকার অভাবে তালমাখী, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুকচূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুনি) কিংবা কড়িভস্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহভস্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাস্নার অভাবে বাদ্‌রা বা পরগাছা, রসাঞ্জনের অভাবে দারু-হরিদ্রার কাথ, পুষ্পের পরিবর্ত্তে কচিফল, মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধিস্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছালের পরিবর্ত্তে খাটাশী, এইরূপ অন্যান্য দুগ্ধের অভাবে গব্যদুগ্ধ গ্রহণ করা যায়। উপরি উক্ত দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের অভাব ঘটিলেও সেই দ্রব্যের সমগুণ-বিশিষ্ট অন্যতর দ্রব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভেলা না সহিলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন দেওয়া যায়।

প্রতিনিধি, মহারাষ্ট্রদেশস্থ একটী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশ। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জুলফকার খাঁর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য রাজারাম জিঞ্জিতে পলাইয়া আইসেন। প্রহ্লাদ নীরাজী নামক জনৈক মহারাষ্ট্রবীরের পরামর্শে তিনি আত্মজীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজকার্য্যপরিচালনার জন্য জিঞ্জিতে একটী নূতন সভা আহূত হয়। উক্ত রাজসভায় অষ্টপ্রধান অপেক্ষা সম্মানসূচক 'প্রতিনিধি' উপাধিতে প্রহ্লাদ-নীরাজী ভূষিত হইয়াছিলেন[১]।

কোরেগাঁও তালুকের অধীন কিন্‌হই-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ত্রিম্বক কৃষ্ণ কুলকরণীর পুত্র পরশুরাম পন্ত ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজা-রাম কর্ত্তৃক প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত হন[২]। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজা-রামের বিধবা পত্নী তারাবাই তাঁহাকে পুনরায় প্রতিনিধি-পদে নিয়োজিত করেন। ঐ সময়ের গৃহবিগ্রহে (Civil war) তিনি প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহু কর্ত্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। প্রহ্লাদ নারায়ণের পুত্র গদাধর প্রহ্লাদ এই অবসরে প্রতিনিধিপদ প্রাপ্ত হন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে গদাধরের মৃত্যু ঘটিলে পরশুরাম পন্ত পুনরায় প্রতিনিধিপদে বরিত হইলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ষেই তাঁহাকে পদ-চ্যুত করিয়া নারায়ণ প্রহ্লাদকে তৎপদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম পুনরায় প্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হন, তৎপরে ঐ পদ তাঁহার বংশাধীন হইয়াছে।

শ্রীনিবাস রাও (ইহার পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির দখলিকার আছেন।)

প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ উপভোগ্য সম্পত্তি হইতে সৈন্য-রক্ষা করিতেন। পেশবা বালাজী বাজীরাওর শাসনকালে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও রঘুজী ভোঁসলের সহিত কর্ণাট আক্র-মণে অগ্রসর হন। অতঃপর তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহারা উভয়ে ত্রিচীনপল্লীর অভিমুখে গমন করেন। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ তাঞ্জোররাজ মহারাষ্ট্রকরে আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীপৎরাও কোল্‌হাপুররাজকে পরাজয় করেন। মহারাষ্ট্র অবনতির সহিত ক্রমশঃই প্রতিনিধিগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া আইসে। ইংরাজ-শাসনবিস্তারে প্রতিনিধিগণ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছেন। [বিস্তৃত বিবরণ মহারাষ্ট্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিনিঃসৃষ্ট (ত্রি) বিতাড়িত। প্রতিনিস্সৃষ্টপাঠও পাওয়া যায়। (দিব্যাবদান ৪৪।২৭ ও ২৬৫।৮)

(১) ঐ সভায় নীলু পন্ত মোরেশ্বর পেশবা, জনার্দ্দন পন্থ হনুমন্ত অমাত্য, শঙ্করাজী মল্লার সচিব, রামচন্দ্র ত্রিম্বক পাণ্ডে মন্ত্রী, শান্তাজী ঘোড়পড়ে সেনাপতি, মহাদজী গদাধর সামন্ত, নীরাজী রাবজী-ন্যায়াধীশ এবং শ্রীকুড়া-চার্য্য পণ্ডিতরাও পদে বরিত হইয়াছিলেন। (Duff's Marhattas, p. 164.)

(২) ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা পদ পাইয়াছিলেন।

প্রতিনিনদ (ত্রি) প্রতিধ্বনি, প্রতিশব্দ।

প্রতিনির্জ্জিত (ত্রি) পরাজিত। বিতাড়িত। কর্ত্তৃত্ব স্থাপন।

প্রতিনিপাত (পুং) ১ নিক্ষেপ। ২ প্রতিঘাতে নিহত।

প্রতিনিয়ম (পুং) প্রত্যেকং নিয়মঃ। ব্যবস্থা, প্রত্যেকের প্রতি এক নিয়ম।

"জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপদপ্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং।" (সাংখ্যকা° ১৪)

প্রতিনির্দ্দেশ (পুং) পূর্ব্বনির্দ্দেশ, অগ্রে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রতিনির্দ্দেশক (ত্রি) পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। অগ্রে কথিত বা উক্ত।

প্রতিনির্দ্দেশ্য (ত্রি) প্রতি নির্-দিশ কর্ম্মণি ণ্যৎ। প্রথম নির্দ্দিষ্টের পুনর্গুণান্তরবিধানার্থ নির্দ্দেশ বিষয় এবং বুভুৎসিতার্থ প্রতিপাদনের জন্য নির্দ্দেশ্য বিষয়।

প্রতিনির্য্যাতন (ক্লী) প্রতি-নির্-যাত-ল্যুট্। অপকারের প্রত্যপকার করার নাম প্রতিনির্যাতন। 'কৃতে প্রতিকৃতং প্রাজ্ঞৈঃ প্রতিনির্য্যাতনং স্মৃতম্।' (হলায়ুধ ৪।৮০) ২ প্রত্যর্পণ। ৩ প্রতিহিংসাসাধন।

প্রতিনিবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-নির্-বৃত-ভাবে ল্যুট্। ১ অভীষ্ট বস্তু হইতে নিবৃত্তি, অভীষ্ট বিষয়ের নিবৃত্তি। ২ নিবারণ।

প্রতিনিবারণ (ক্লী) প্রতি-নি-বৃ-ণিচ্ ল্যুট্। প্রতিষেধ। প্রতিবারণ। (ভাগবত ৫।১৪।৩৪)

প্রতিনিবাসন (ক্লী) বৌদ্ধদিগের গাত্রবস্ত্রভেদ।

প্রতিনিবৃত্ত (ত্রি) প্রতি নি-বৃত-ক্ত। প্রত্যাগত, ফিরিয়া আসা।

প্রতিনিশ (অব্য) নিশায়াং নিশায়াং প্রতি। প্রতিনিশাতে, এই শব্দ অব্যয়ীভাব সমাস হইলে অব্যয় হইয়া প্রতিনিশং এইরূপ হইবে।

প্রতিনোদ (পুং) প্রতি-নুদ-ঘঞ্। প্রতি প্রেরণ। পশ্চাতে বিতাড়ন। (পঞ্চ° ব্রা° ২৩।৬।৬)

প্রতিন্যস্ত (ত্রি) ১ প্রতিগচ্ছিত। ২ স্থগিদ্।

প্রতিন্যায় (অব্য) প্রতি নি-অয় বা ই-ঘঞ্। ন্যায়ঃ যুক্তিভেদো বা অনুক্রমে অনতিক্রমে বা অব্যয়ী°। ১ যথাগত প্রত্যাগমন। "প্রতিন্যায়ং যথা যোন্যা দ্রবতি" (বৃহদারণ্যক উপ°) 'প্রতিন্যায়ং নি-আয়ঃ ন্যায়ঃ, অয়নময়ঃ নিগমনং পুনঃ পুনঃ গমনবৈপরীত্যেন যদাগমনং স প্রতিন্যায়ঃ যথাগতং পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ।' (ভাষ্য) ২ যুক্তি অনতিক্রম না করিয়া।

প্রতিন্যূঙ্খ (পুং) ওঙ্কার স্বরের প্রতিযোগ্য ন্যূঙ্খ শব্দের প্রয়োগ। (শাংখ্যায়নশ্রৌ° ১।৫।২৫)

প্রতিপ (পুং) প্রতি পাতি পালয়তীতি প্রতি-পা-ক। শান্তনুরাজের পিতা। (শব্দরত্না°)

প্রতিপক্ষ (পুং) প্রতিকূলঃ পক্ষঃ ইতি প্রাদিস°। ১ শত্রু। (হেম°) ২ সাদৃশ্য।

"প্রতিবন্ধিপ্রতিনিধিপ্রতিপক্ষবিড়ম্বকাঃ।" (কাব্যচন্দ্রিকা)

৩ প্রতিবাদী, আসামী। ৪ প্রত্যর্থী। ৫ যে বাধা দেয়, রোধকারী। (দিব্যা° ৩৫২।১৮)

প্রতিপক্ষতা (স্ত্রী) প্রতিপক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রতিপক্ষত্ব, প্রতিপক্ষের ভাব। (মনুটীকায় কুল্লূক ৩।৫৭)

প্রতিপক্ষিত (পুং) প্রতিপক্ষঃ জাতোঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। হেত্বাভাসভেদ, সৎপ্রতিপক্ষরূপ দোষযুক্ত, পাঁচপ্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে চতুর্থপ্রকার হেত্বাভাস।

"অনৈকান্তোবিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ। কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসশ্চ পঞ্চধা।"(ভাষাপরিচ্ছেদ) [হেত্বাভাস দেখ।]

প্রতিপক্ষিন্ (ত্রি) ১ বিপক্ষ। ২ প্রতিপক্ষ।

প্রতিপণ (পুং) প্রতিরূপঃ পণঃ। পরিমাণ-কল্পন।

'প্রতিপণঃ প্রত্যানেতুং পরদ্রব্যস্য পরিমাণ কল্পনং'

(অথর্ব্বভাষ্য ৩।১৫।৪)

প্রতিপণ্য (ক্লী) বিনিময়ে লব্ধপণ্য বা বাণিজ্যদ্রব্য। (দিব্যা° ১৭৩।৫)

প্রতিপত্তি (স্ত্রী) প্রতিপদনমিতি প্রতিপদ-ক্তিন্। ১ প্রবৃত্তি। ২ প্রাগল্‌ভ্য। ৩ গৌরব। ৪ সংপ্রাপ্তি, জ্ঞান।

"বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥" (রঘু ১।১)

৫ প্রবোধ। ৬ পদপ্রাপ্তি। (মেদিনী) ৭ মীমাংসক মতে সকল শূন্য কর্ম্মাঙ্গভেদ। ৮ শ্রাদ্ধাদিতে সর্ব্বশেষাঙ্গকর্ম্ম।

'প্রতিপত্তিঃ প্রবৃত্তৌ চ প্রাগল্‌ভ্য গৌরবেঽপি চ।
সম্প্রাপ্তে চ প্রবোধে চ পদপ্রাপ্তৌ চ যোষিতি॥' (মেদিনী)

প্রতিপত্তিপটহ (পুং) প্রতিপত্তয়ে পটহং। বাদ্যবিশেষ, চলিত নাগরা। পর্য্যায়—লম্বাপটহ। (হারাবলী)

প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) প্রতিপত্তিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। প্রতিপত্তিযুক্ত।

প্রতিপত্তূর্য্য (ক্লী) প্রতিপদে সংবিদে তূর্য্যং। বাদ্যভেদ, দগড়বাদ্য। (ত্রিকা°)

প্রতিপত্রফলা (স্ত্রী) প্রতিপত্রং ফলং যস্যাঃ। ক্ষুদ্রকারবেল্ল, ছোটউচ্ছে। (রাজনি°)

প্রতিপথ (অব্য°) পথিমধ্যে।

প্রতিপথগতি (ত্রি) প্রতিপথাতিবাহনকারী। ২ বিপথগামী।

প্রতিপথিক (ত্রি) প্রতিপথমেতি প্রতিপথ—(প্রতিপথমেতি ঠংশ্চ। পা ৪।৪।৪২) ইতি ঠন্। প্রত্যেক পথে গমনকারী।

প্রতিপদ্ (স্ত্রী) প্রতিপদ্যতে উপক্রম্যতেঽনয়েতি প্রতি-পদ-করণে-ক্বিপ্। ১ দগড়বাদ্য। (ত্রি) ২ বৃদ্ধি। ৩ তিথিবিশেষ। পর্য্যায়—পক্ষতি। (অমর) চন্দ্রের প্রথমকলার হ্রাস বা বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিযুক্ত প্রক্রিয়ারূপ তিথি, শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম

তিথি। চন্দ্রকলার হ্রাসরূপ হইলে কৃষ্ণপক্ষের এবং বৃদ্ধিরূপ হইলে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইবে। শুক্লাপ্রতিপদ্ বলিলে ১ অঙ্ক এবং কৃষ্ণা হইলে ১৭ অঙ্ক বুঝিতে হইবে। এই তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হইলে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ—কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত এবং শুক্লাপ্রতিপদ্ অমাবস্যাযুক্ত গ্রাহ্যই। ইহাতে তিথিযুগ্মাদর হইবে না; কিন্তু উপবাসবিষয়ে কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে গ্রহণীয় নহে।*

কার্ত্তিক মাসে শুক্লপ্রতিপদের দিন বলির উদ্দেশে ধূপ দীপাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। এই প্রতিপদ্‌কে বলি-প্রতিপদ্ কহে। মন্ত্র যথা—

"বলিরাজ! নমস্তভ্যং বিরোচনসুত প্রভো।
ভবিষ্যেন্দ্র সুরারাতে পূজেয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই প্রতিপদে স্নানদানাদিতে শতগুণ ফল হইয়া থাকে।

"মহাপুণ্যা তিথিরিয়ং বলিরাজ্যপ্রবর্দ্ধিনী।
স্নানং দানং মহাপুণ্যং কার্ত্তিকেঽস্যাং তিথৌ ভবেৎ॥"

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে এই দিন গঙ্গাস্নানাদি করিলে শতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানাদির তুল্য ফল হয়।

"রোহিণ্যা প্রতিপদ্যুক্তা মার্গে মাসি সিতেতরা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈঃ সমা॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিপদ্ তিথির নাম নন্দা।—

"প্রতিপদে একাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্ প্রভৃতি তিথিতে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই।

"নন্দাসু নাভ্যঙ্গমুপাচরেচ্চ ক্ষৌরঞ্চ রিক্তাসু জয়াসু মাংসম্।
পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া ভদ্রাসু সর্ব্বাণি সমাচরেচ্চ॥"

প্রতিপদ্ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতে নাই। মোহপ্রযুক্ত যদি কেহ করে, তাহা হইলে অর্থহানি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ক্ষৌরং বিশাখা প্রতিপদ্সু বর্জ্জ্যং।" (তিথিতত্ত্ব) [তিথি শব্দ দেখ।]

প্রতিপদ্ তিথি অগ্নির জন্মতিথি। (বরাহপুরাণের মহাতপোপাখ্যানে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

প্রতিপদ্ তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বদা মণিকনকবিভূষণে সংযুক্ত, মনোহর কান্তিবিশিষ্ট, প্রতাপশালী ও সূর্য্যবিম্বের ন্যায় স্বীয় কুলরূপ কমলের প্রকাশকর হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

* "সা চ কৃষ্ণা দ্বিতীয়াযুক্তা গ্রাহ্যা, প্রতিপৎসদ্বিতীয়াস্যাদিত্যাপস্তম্বীয়াৎ। শুক্লা অমাবস্যাগ্রাহ্যা, প্রতিপদাপ্যমাবস্যেতি বচনাৎ।
কৃষ্ণাপি উপবাসে দ্বিতীয়াযুতা ন গ্রাহ্যা তথাচ বৃহদ্বশিষ্ঠঃ—
"দ্বিতীয়া পঞ্চমী বেধাদ্দশমী চ ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশী চোপবাসে হন্যুঃ পূর্ব্বোত্তরে তিথী॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ বহিষ্পবমান স্তোত্রের প্রথম স্তুতি।

"কবস্তে বাজসাতয়ে সোমাঃ সহস্র পাজস ইতি সহস্রবতী প্রতিপদ্ কার্য্যা" (তাণ্ড্যব্রা° ৪।২।১৫) 'প্রতিপদ্যতে প্রকম্যতে বহিষ্পবমানস্তোত্রে এষা প্রতিপদ্ সা সহস্রবতী' (ভাষ্য)

প্রতিপদ (অব্য°) পদে পদে প্রতিপদমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ১ পদে পদে। ২ স্থানে স্থানে। (ক্লী) ৩ উপাঙ্গভেদ।

প্রতিপদা (স্ত্রী) প্রতিপদ্।

প্রতিপন্ন (ত্রি) প্রতিপদ্যতে স্মেতি প্রতিপদ-ক্ত। ১ অবগত।

"প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।"
(কুমার ৪।৩৩.)

২ অঙ্গীকৃত। (মেদিনী) ৩ বিক্রান্ত। (হেম) ৪ সম্মানিত। ৫ জ্ঞাত। ৬ অবধারিত, নিশ্চিত। ৭ গৃহীত। ৮ প্রাপ্ত। ৯ অনুমত, অভিযুক্ত।

প্রতিপন্নক (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত চারিপ্রকার আচার্য্য সম্প্রদায়। যথা—শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ।

প্রতিপর্ণশিফা (স্ত্রী) দ্রবন্তী বৃক্ষ।

প্রতিপাণ (পুং) প্রতি-পণ-ঘঞ্। প্রতিরূপ দেবন, প্রতিরূপ দ্যূতক্রীড়া। পাশাদি খেলিবার সময় তুল্যরূপ যে পণ ধরা হয়, তাহাকে প্রতিপাণ কহে। ২ বিনিময়ে রক্ষিত পণ বা বাজী।

প্রতিপাত্র (অব্য°) পাত্রে পাত্রে প্রতি পাত্রমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক লোক।

"তৎপ্রতিপাত্রমাধীয়তাং যত্নঃ" (শকু° ১ অঙ্ক)।

প্রতিপাদক (ত্রি) প্রতিপাদয়তীতি প্রতিপদ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ প্রতিপত্তিজনক, বোধক, জ্ঞাপক। "ননু সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতনানাত্বশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেষু জাগরূকেষু কথমশেষগুণত্বমিতি।" (সর্ব্বদর্শনস° পূর্ণপ্রজ্ঞদ°)

২ নির্ব্বাহক। ৩ উৎপাদক। ৪ প্রতিপন্নকারক।

প্রতিপাদন (ক্লী) প্রতিপদ-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ দান ২ প্রতিপত্তি। ৩ বোধন। (মেদিনী) ৪ নিষ্পাদন।

"ত্রেতা বিমোক্ষসময়ে দ্বাপর প্রতিপাদনে।"(ভার° ১২।১৪১।১৪)

প্রতিপাদনীয় (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্ অনীয়র্। দানীয়, দানের যোগ্য, প্রতিপাদ্য।

প্রতিপাদ (অব্য) পাদে পাদে ইত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রতিপাদে।

প্রতিপাদয়িতৃ (ত্রি) প্রতিপদ-ণিচ্ তৃচ্। প্রতিপাদক, প্রতিপাদনকারক।

প্রতিপাদিত (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্-ক্ত। ১ নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। ২ দত্ত। ৩ স্থিরীকৃত, বিজ্ঞাপিত। ৪ শোধিত।

প্রতিপাদ্য (ত্রি) প্রতি-পদ-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। ১ বোধনীয়, বোধ্য। ২ অভিধেয়। ৩ বর্ণনীয় বিষয়।

প্রতিপান (ক্লী) প্রতি-পা-ল্যুট্। পানীয় জল।
"অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনং চৈব সোহশ্বশাৎ।"
(রামায়ণ ২।৫০।৩৩)

প্রতিপাপ (ত্রি) ১ অনাচারের প্রতিদান। ২ পাপীর প্রতি তুল্যরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার।

প্রতিপালক (ত্রি) প্রতিপালয়তীতি প্রতি-পা-ণিচ্ ণ্বুল্। পালনকর্ত্তা, রক্ষক, যিনি প্রতিপালন করেন। ২ অপেক্ষাকারী।

প্রতিপালন (ক্লী) প্রতি-পা-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ রক্ষণ। ২ পোষণ।
"সুকরং সর্ব্বথা মৈত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।" (রামা° ৪।৩২।৭)

প্রতিপালনীয় (ত্রি) প্রতি-পা-ণিচ্ অনীয়র্। প্রতিপাল্য, পোষ্য, প্রতিপালনের যোগ্য।

প্রতিপাল্য (ত্রি) প্রতি-পা-ণিচ্ কর্ম্মণি যৎ। প্রতিপালনীয়, প্রতিপালিতব্য, প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত।
"যা পুত্রকস্য ঋদ্ধস্য প্রতিপাল্যা তদা ভবেৎ।
অথ চেন্নাহরেৎ শুল্কং ক্রীতা শুল্কপ্রদস্য সা ॥" (ভা° ১৩।৪৫।২)

প্রতিপিৎসা (স্ত্রী) প্রতিপত্তুমিচ্ছা, প্রতিপদ-সন্ অঙ্, টাপ্। ১ প্রতিপত্তির ইচ্ছা। ২ পাইবার ইচ্ছা।

প্রতিপীড়ন (ক্লী) প্রতি-পীড়-ল্যুট্। প্রতিরূপ পীড়ন, অনুরূপ পীড়ন।

প্রতিপুরুষ (অব্য°) পুরুষে পুরুষে প্রতিপুরুষমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ১ প্রত্যেক পুরুষ। (পুং) ২ প্রতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্ত্তে কার্য্য করে। ৩ প্রতিরূপ পুরুষ, চোরেরা গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বে গৃহমধ্যে একটী প্রতিরূপ পুরুষ নিক্ষেপ করে, তাহাতে গৃহস্থ কোন শব্দ না করিলে তাহারা স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (মৃচ্ছকটিক ৪৮।১৪) ৪ সঙ্গী। ৫ সহকারী। (ত্রি) ৬ একএকটী মনুষ্য।
"প্রতিপুরুষং করম্ভপত্রাণি ভবন্তি।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৬।৪।৫)

প্রতিপূজক (ত্রি) প্রতি-পূজ-ণ্বুল্। প্রতিরূপ পূজাকারী।

প্রতিপূষ্য (ত্রি) প্রতিবার চন্দ্রের পুষ্যানক্ষত্রে প্রবেশ। (বৃহৎস° ৪৭।৮২)

প্রতিপুস্তক (ক্লী) প্রতিরূপ লিখিত গ্রন্থ। একখানি পুথির অনুরূপ নকল। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১১)

প্রতিপূজন (ক্লী) প্রতিপদং পূজনং প্রাদিস°। ১ অন্যের পূজাদর্শনে তদনুরূপ পূজা। ২ আভিমুখ্যদ্বারা পূজন।

প্রতিপূজা (স্ত্রী) প্রতিরূপ পূজা।

প্রতিপূজ্য (ত্রি) প্রতি-পূজ-যৎ। প্রতিরূপ পূজনীয়।
"গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥" (মনু ২।২১০)

প্রতিপূরণ (ক্লী) প্রতি-পূর-ল্যুট্। পূর্ণকরণ।

প্রতিপূর্ব্বাহ্ণ (অব্য) প্রতি প্রাতঃকাল। সকালবেলা।

প্রতিপোষক (ত্রি) প্রতি-পুষ-ণিচ্-ণ্বুল্। সহায়কারী, আনুকূল্যকারী।

প্রতিজ্ঞাতি (স্ত্রী) প্রতিরূপ জানা, স্বীকার।

প্রতিপ্রণব (অব্য) উচ্চারিত প্রত্যেক ওঙ্কার শব্দ।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৩।১।১০)

প্রতিপ্রণাম (পুং) প্রতি-প্র-ণম-ঘঞ্। প্রতি নমস্কার, একজন প্রণাম করিলে তাহার প্রতিরূপ নমস্কার।

প্রতিপ্রতি (অব্য) তুল্য, সমান সমান।
"ইন্দ্রো বৈ সর্ব্বান্দেবান্ প্রতিপ্রতিঃ।" (শত° ব্রা° ৮।৭।৩।৮)

প্রতিপ্রতীক (অব্য°) প্রতি আরম্ভ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।২০)

প্রতিপ্রদান (ক্লী) প্রতি-প্র-দা-ল্যুট্। প্রতিপাদন, প্রত্যর্পণ।

প্রতিপ্রভ (পুং) অত্রিবংশজাত ঋগ্বেদের ৫।৪৯ সূক্তের ঋষিভেদ।

প্রতিপ্রভা (স্ত্রী) প্রতিবিম্ব, প্রতিরূপ প্রভা বা ঔজ্জ্বল্য।

প্রতিপ্রভাত (অব্য) প্রাতঃকাল। সকালবেলা।

প্রতিপ্রয়বণ (ক্লী) পুনঃ পুনঃ মিশ্রণ। (পার° গৃহ্য° ১।৩)

প্রতিপ্রয়াণ (ক্লী) প্রতি-প্র-যা-ল্যুট্। প্রতিগমন। পলায়ন।

প্রতিপ্রশ্ন (পুং) ১ উত্তর। ২ প্রতিরূপ প্রশ্ন। "তে প্রজাপতিং প্রতিপ্রশ্নমেয়তুঃ।" (শতপথব্রা° ১।৪।৫।১১)

প্রতিপ্রসব (পুং) প্রতি প্রতিসিদ্ধং প্রসূতে ইতি প্রতি-প্র-সূ-অপ্। নিষিদ্ধের পুনর্বিধান। একবার যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, পুনরায় আবার তাহারই গ্রহণকে প্রতিপ্রসব কহে।
"রবিশুক্রদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।" ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য তিলতর্পণস্য তীর্থেতরস্বপ্রতিপ্রসবমাহ স্মৃতিঃ—
'অয়নে বিষুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।' (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
রবি, শুক্র, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে তিলতর্পণ করিতে নাই, কিন্তু অয়ন, বিষুব, সংক্রান্তি বা গ্রহণে বা তীর্থস্থলে রবি শুক্র প্রভৃতি বারে তিলতর্পণে দোষ হইবে না। এইস্থলে প্রতিপ্রসব হইল, কারণ পূর্ব্বে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, পুনর্ব্বার তাহার গ্রহণ করা হইল।

প্রতিপ্রসূত (ত্রি) প্রতিপ্রসূতে স্মেতি প্রতি প্র-সূ-ক্ত। ১ প্রতিপ্রসববিশিষ্ট। ২ পুনঃসম্ভাবিত।

প্রতিপ্রস্থাতৃ (পুং) প্রতি-প্র-স্থা-তৃচ্। সোমযাগীয় ঋত্বিগ্-ভেদ। (ঐত° ব্রা° ১২৯।৭।১)

প্রতিপ্রস্থান (ক্লী) প্রতিকূলং প্রস্থানং প্রাদিস°। ১ বিরুদ্ধপক্ষাশ্রয়ণ। প্রতিকূলং প্রস্থানং যস্য। (ত্রি) ২ প্রতিকূল প্রস্থানযুক্ত। ৩ নিগ্রাহ্য। "আশ্বিনশ্চ মে প্রতিপ্রস্থানশ্চ মে শুক্রশ্চ।" (শুক্লযজু° ১৮।১৯) 'প্রতিপ্রস্থানশব্দেন নিগ্রাহ্যো-বিবক্ষিতঃ' (বেদদীপ°)

প্রতিপ্রহার (পুং) প্রতিরূপঃ প্রহারঃ প্রাদিস°। কৃতপ্রহারের অনুরূপ প্রহার। ২ প্রতিঘাতভেদ।

প্রতিপ্রকার (পুং) প্রতিরূপঃ প্রাকারঃ। ১ তুল্যরূপ প্রাচীর। ২ দুর্গের বহির্দ্দিকৃস্থ প্রাচীর।

প্রতিপ্রভৃত (ক্লীং) উপঢৌকন প্রত্যর্পণ। (দিব্যা° ৫৪৮।৮)

প্রতিপ্রাশ্ (ত্রি) অন্যের আহার্য্য গলাধঃকরণ। "প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহি" (অথর্ব্ব° ২।২৭।১)

প্রতিপ্রাস্থানিক (ত্রি) প্রতিপ্রস্থাতার কর্ম্মসম্বন্ধীয়। ২ প্রতিপ্রস্থাতার কার্য্য।

প্রতিপ্রিয় (ক্লী) প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার।

প্রতিপ্রৈষ (পুং) প্রতিরূপঃ প্রৈষঃ প্রাদিস°। নিযোজিত কর্ত্তৃক নিযোক্তার প্রতি পুনঃ প্রেরণ। (কাত্যা° ২৫।১০।৩)

প্রতিপ্লবন (ক্লী) পশ্চাদুল্লম্ফন। (রামা° ১।৩।৩১)

প্রতিফল (ক্লী) প্রতিফলতীতি প্রতিফল-অচ্। ১ প্রতিবিম্ব।
"প্রতিফলমবলোক্য স্বীয়মিন্দোঃ কলায়াং
হরশিরসি পরস্ত্রা বাসমাশঙ্কমানা॥" (রসমঞ্জরী)
২ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার তুল্যরূপ প্রতিশোধ। ৩ প্রত্যুপকার। ৪ প্রত্যপকার। সাকল্যে অব্যয়ীভাবঃ। ৫ ফলসাকল্য।

প্রতিফলন (ক্লী) প্রতি-ফল-ল্যুট্। প্রতিবিম্ব। সাদৃশ্য। প্রতিবিম্বপড়া।
"ন বিম্বং ত্বদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি ন লজ্জেত কলয়া॥" (আনন্দল° ৬২)

প্রতিফলিত (ত্রি) প্রতি-ফল-ক্ত। প্রতিবিম্বিত।
"মোহাতীতো বিশুদ্ধো মুনিভিরভিহিতো মোহসংক্রান্তমূর্ত্তিঃ
সাক্ষীস্বান্তে তদুথে প্রতিফলিতবপুঃ"—(মুক্তিবাদ গাদাধরী)

প্রতিফুল্লক (ত্রি) প্রতিফুল্লতি বিকসতীতি প্রতি-ফুল্ল-ণ্বুল্। ২ প্রফুল্ল। (শব্দচ°) ২ পুষ্পযুক্ত।

প্রতিবদ্ধ (ত্রি) প্রতি বন্ধ-ক্ত। ১প্রতিবন্ধবিশিষ্ট, ব্যাহত। ২ বাধিত।

প্রতিবধ্য (ত্রি) প্রতি-বন্ধ-যৎ। প্রতিবন্ধনীয়, প্রতিবন্ধার্হ।

প্রতিবন্ধ (পুং) প্রতি বন্ধ-ঘঞ্। কার্য্যপ্রতিঘাত, বাধা, বিঘ্ন।
"স তপঃ প্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতচারুবিভ্রমাম্।"(রঘু ৮।৮০)

প্রতিবন্ধক (পুং) প্রতিবধ্নাতীতি প্রতিবন্ধ-ণ্বুল্। ১ বিটপ। (ত্রি) ২ প্রতিরোধক, বাধাজনক, ব্যাঘাতকারক।
"ত্যাগিনো নিষ্কলঙ্কস্য কো দোষোঽস্য মহীপতেঃ।
মমাপুণ্যস্তু তন্নিন্দ্যং যচ্ছ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধকম্॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।১৯৯)

প্রতিবন্ধি (পুং) প্রতিবধ্নাত্যনেনেতি প্রতিবন্ধ-ইন্। অনিষ্টান্তর প্রসঞ্জক বাক্য, প্রতিবন্ধ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রতিবন্ধিকা (স্ত্রী) প্রতিবন্ধক-স্ত্রিয়াং টাপ্, কাপি অত ইত্বং। কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব। প্রতিবন্ধক, কারণীভূত যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিতা।
"বলবদ্ দ্বিষ্টহেতুত্বমতিঃ স্যাৎ প্রতিবন্ধিকা।" (ভাষাপরি°)
২ অতিরিক্ত শক্তিনিরাশ। (অনুমানচিন্তা°)

প্রতিবন্ধু (পুং প্রতিরূপো বন্ধুঃ প্রাদিসমাসঃ। বন্ধুতুল্য দৌহিত্রাদি।

প্রতিবল (ত্রি) প্রতিগতং বলমস্য। ১ সমর্থ। ২ শক্ত। (ত্রিকাণ্ড) প্রতিরূপং বলং যস্য। তুল্যবল, সমান বল।
'যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" (চণ্ডী)

প্রতিবাণী (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাণী। ১ প্রত্যুক্তি, প্রত্যুত্তর। ২ অনুপযুক্ত। ৩ অসুবিধাজনক। ৪ অমনোমত।

প্রতিবাধক (ত্রি) ১ বাধাজনক, বিঘ্নকর। ২ পীড়ক।
"এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ।" (রামায়ণ ১।২৯।২২)

প্রতিবাধন (ক্লী) প্রতি-বাধ-ল্যুট্। ১ বিঘ্ন। ২ পীড়া। ৩ বাধা। (ভাগব° ৫।২৪।২০)

প্রতিবাহু (পুং) প্রতিগতো বাহুং। ১ বাহুর অগ্র। ২ শ্বফল্কের পুত্রভেদ, অক্রূরের ভ্রাতা। (ভাগ° ৯।২৪।৯)

প্রতিবীজ (ক্লী) নষ্টবীজ, যাহার উৎপাদিকা শক্তি নাই।

প্রতিবুদ্ধ (ত্রি) প্রতি-বুধ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ জাগরিত। কর্ম্মণি-ক্ত। ২ জ্ঞাত। ৩ আলোচিত। ৪ উন্নত।

প্রতিবুদ্ধি (স্ত্রী) প্রতি-বুধ-ক্তিচ্। বিপরীত বুদ্ধি।

প্রতিবোধ (পুং) প্রতি-বুধ-ভাবে ঘঞ্। ১ জাগরণ। ২ জ্ঞান। কর্ত্তরি অচ্। ৩ জাগরিত। ৪ জ্ঞাতা। তস্য অপত্যং বিদাদিত্বাৎ অঞ্। প্রতিবোধ তদপত্য। যূনি তু হরিতাদিত্বাৎ ফক্। প্রতিবোধায়ন তদীয় যুবা অপত্য।

প্রতিবেদক, এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারিগণের উপাধি। সম্রাট্ অশোক (প্রিয়দর্শী) রাজ্যের যাবতীয় বার্ত্তা জ্ঞাপন জন্য ইহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

প্রতিবোধক (ত্রি) প্রতিবোধয়তীতি প্রতি-বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ তিরস্কারকারক। ২ যিনি শিক্ষা দেন। ৩ প্রতিবোধকারী। ৪ জাগরণকারী। "বন্দিনঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ পার্থিবং প্রতিবোধকাঃ।"
(রামায়ণ ২।৬৭।৩)

প্রতিবোধন (ত্রি) ১ প্রবোধন, জানান। (ভাগ° ৮।২৪।৫৩) (ক্লী) ২ জাগরণ।

প্রতিবোধবৎ (ত্রি) প্রতিবোধঃ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। প্রতিবোধযুক্ত।

প্রতিবোধিন্ (ত্রি) প্রতি-বুধ-ভবিষ্যতি ণিনি। ১ ভাবি প্রতিবোধযুক্ত। ২ শাস্ত্রপ্রতিবোধী।

প্রতিবোধিপুত্র (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

প্রতিভট (পুং) প্রতিকূলো ভটঃ প্রাদি সমাসঃ। প্রতিযোধ, যাহার সহিত প্রতিরূপ যুদ্ধ হয়।

প্রতিভয় (ত্রি) প্রতিগতং ভয়ং যত্র। ১ ভয়ঙ্কর।

"দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব বভূবুঃ শরসঙ্কুলাঃ।
তমসা পিহিতং সর্ব্বমাসীৎ প্রতিভয়ং মহৎ॥" (রামা° ৬।৯০।৩৫)

(ক্লী) প্রতিগতং ভয়ং প্রাদিস°। ২ ভয়। (মেদিনী)

প্রতিভর্ত্তি (স্ত্রী) পিতামাতার ভরণপোষণ। (দিব্যাবদান ২১১৩)

প্রতিভা (স্ত্রী) প্রতি-ভাতি শোভতে ইতি প্রতি-ভা-কপ্ টাপ্। ১ বুদ্ধি। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা। অসাধারণবুদ্ধিশক্তি।

"প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।" (রুদ্র)

প্রতিভায়তে ইতি প্রতি-ভা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি অঙ্। ৩ দীপ্তি। ৪ সাদৃশ্য।

প্রতিভাগ (ক্লী) ১ প্রত্যেক ব্যক্তি রাজার নিজ ব্যবহারের জন্য যে ফল পুষ্পাদি দিয়া থাকে। (মনু ৮।২০৭) (অব্য°) ২ প্রত্যেকভাগ।

প্রতিভাগশস্ (অব্য) প্রত্যেক ভাগ।

প্রতিভাত (ত্রি) প্রতি-ভা-কর্ত্তরি ক্ত। ১ জ্ঞানে ভাসমান পদার্থ। ২ প্রদীপ্তিযুক্ত।

প্রতিভান (ক্লী) প্রতি-ভা-ল্যুট্। ১ বুদ্ধি। ২ প্রভা।

প্রতিভাকূট (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

প্রতিভানবৎ (ত্রি) প্রতিভান-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রতিভানযুক্ত।

প্রতিভান্বিত (ত্রি) প্রতিভয়া অন্বিতঃ। ১ প্রগল্ভ। ২ প্রত্যুৎপন্নমতিযুক্ত।

(পুং) শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি প্রকার মুখ্যগুণের অন্তর্গত গুণবিশেষ। "সদ্যঃ নবনবোল্লেখিজ্ঞানং স্যাৎ প্রতিভান্বিতঃ।" যাঁহার জ্ঞান সদ্যঃ নবনবোন্মেষী তাঁহাকেই প্রতিভান্বিত বলে। ইহার উদাহরণ—

'বাসঃ সম্প্রতিকেশব ক ভবতো মুগ্ধেক্ষণে নন্বিদং,
বাসং ব্রূহি শঠ প্রকামসুভগে ত্বদ্গাত্রসংসর্গতঃ।
যামিন্যামুষিতঃ ক ধূর্ত্ত বিতনুর্মুষ্ণাতি কিং যামিনী-
ত্যেবং গোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্ কৃষ্ণশ্চিরং পাতু বঃ॥"

প্রতিভামুখ (ত্রি) প্রতিভান্বিতং মুখমস্য। ১ প্রগল্ভ।

প্রতিভাবৎ (ত্রি) প্রতিভা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রতিভান্বিত, প্রাগল্ভ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"আগচ্ছন্তীঞ্চ সায়ন্তাং কুমারসচিবো হটাৎ
অগ্রহীদথ সাপ্যেনমবোচৎ প্রতিভাবতী॥" (কথাসরিৎ ৪।৩২)

প্রতিভাস (পুং) প্রতি ভাস-ভাবে-ঘঞ্। ১ প্রকাশ। কর্ত্তরি-অচ্। ২ প্রকাশমান।

প্রতিভাসন (ক্লী) প্রতি-ভাস-ল্যুট্। প্রকাশন।

প্রতিভাহানি (পুং) প্রতিভায়াঃ হানিঃ। বুদ্ধিনাশ। (শব্দমালা)

প্রতিভূ (পুং) প্রতিরূপঃ প্রতিনিধির্বা ভবতীতি প্রতি-ভূ (ভুবঃ সংজ্ঞান্তরয়োঃ। পা ৩।২।১৭৯) ইতি ক্বিপ্। লগ্নক, পারস্যভাষায় জামিন্। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণাদির মধ্যে বিশ্বাসের জন্য যিনি অবস্থিতি করেন, তাহাকে প্রতিভূ কহে।

"ধনিকাধমর্ণয়োরন্তরে যস্তিষ্ঠতি বিশ্বাসার্থং স প্রতিভূঃ।"
(সিদ্ধান্তকৌ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় প্রতিভূর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যা বিতরস্য সুতা অপি॥" (যাজ্ঞ° ২।৫৪)

দর্শন, প্রত্যয় এবং দান এই ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য জামিন আবশ্যক। অর্থাৎ বিচারপতির নিকট 'আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিন আবশ্যক মতে আমি ইহাকে দেখাইয়া দিব' এইরূপ দর্শনের এবং কোন মহাজনকে 'আপনি ইহাকে ঋণ দিন, এই এই লোক আপনাকে ঠকাইবে না, এই লোক অতি বিশ্বাসী' এইরূপ বিশ্বাসের এবং 'ঐ ব্যক্তি না দিলে আমি দিব' এইরূপ দানের এই ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব বিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দর্শন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে অর্থাৎ উভয়ে মিথ্যা কথা বলিলে রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন। কিন্তু যদি ইহাদের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পুত্রাদিদ্বারা আর দেওয়াইতে পারিবেন না। যাহার জন্য প্রতিভূ হইয়াছিলেন, সে ঋণ পরিশোধ না করিলে প্রতিভূ উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করিবেন, যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তৎপুত্র ঐ ঋণশোধ দিবেন। দর্শন এবং প্রত্যয়ের প্রতিভূদিগের মৃত্যু হইলে তৎপুত্রগণ যদি জামিনের অনুরূপ কার্য্য না করিতে পারে, তাহাতে তাহারা পাপী হইবে না। কিন্তু দানের প্রতিভূর পুত্র ঐ ঋণপরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, সেইরূপ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলে মিলিত হইয়া অধমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে ঋণ শোধ দিতে বাধ্য। প্রতিভূ সকলের সাক্ষাতে উত্তমর্ণ যাহা দিবে, অধমর্ণ-প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। তবে স্ত্রীপশুর অধমর্ণ, স্ত্রীপশুপ্রদানকারী প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রীপশু দিবে। ধান্যের অধমর্ণ তাহাকে তিন গুণ ধান্য, বস্ত্রের চতুর্গুণ বস্ত্র এবং রসের অধমর্ণ আটগুণ রস প্রদান করিবে। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২ অঃ) [ইহার বিস্তৃত বিবরণ মনুর অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিভেদ (পুং) প্রতি-ভিদ-ঘঞ্ । প্রভেদ, ভিন্নতা প্রতিরূপভেদ।

"ইত্যেব লেভে বৃত্তান্তঃ প্রতিভেদং ন কুত্রচিৎ।"(রাজতর°৬৮০)

২ আবিষ্কার। ৩ বিপথে লওন।

প্রতিভেদন (ক্লী) প্রতি-ভিদ-ভাবে ল্যুট্। ১ নেত্রাদির উৎপাটন। ২ ভেদন।

প্রতিভোগ (পুং) প্রতি-ভুজ-ঘঞ্। উপভোগ, সুখভোগ।

প্রতিম (ত্রি) প্রতিমাতীতি প্রতি-মা-ক। (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ১ উত্তরপদস্থ সদৃশবাচক, তুল্যত্ববাচক। যথা—জলদপ্রতিম। "স্যাদুত্তরপদে প্রখ্যঃ প্রকারঃ প্রতিমো নিভঃ।" এই শব্দ প্রায়ই উত্তরপদে ব্যবহার হইয়া থাকে।

"আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্।

যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে॥" (রামা° ২।৫০।১৩)

প্রতিমণ্ডল (ত্রি) প্রতিরূপং মণ্ডলং, প্রাদিসমাসঃ। সূর্য্যাদি মণ্ডলের পরিধি, পরিবেশ। "তস্য মণ্ডলমধ্যাত্তু নিঃসৃতং প্রতিমণ্ডলম্।" (হরিব° ২০৩ অ°) (অব্য) মণ্ডলে মণ্ডলে প্রতিমণ্ডলমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ২ প্রত্যেক মণ্ডল।

প্রতিমৎস্য (পুং) জাতিবিশেষ। পূতিমৎস্য। (ভারত ভীষ্ম ৯।৫১)

প্রতিমন্ত্রণ (ক্লী) উত্তর দেওয়া।

প্রতিমর্শ (পুং) শিরোবস্তিবিশেষ। "জন্মপ্রভৃতি বালস্য প্রতিমর্ষো বিধীয়তে।" (রত্নমালা°) সুশ্রুতে লিখিত আছে—

ঔষধ অথবা ঔষধ সহযোগে পাক করা ঘৃতাদি নাসিকাদ্বারা প্রয়োগ করিলে তাহাকে নস্য কহে। নস্য দুইপ্রকার শিরোবিরোচন ও স্নেহন। এই দুইপ্রকার আবার পঞ্চপ্রকারে বিভাগ করা যায়। যথা—নস্য, শিরোবিরেচন, প্রতিমর্শ, অবপীড় ও প্রধমন। এই প্রতিমর্শ চতুর্দ্দশ কালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, দন্তধাবনের পর, গৃহ হইতে নির্গমনকালে, পুরীষ মূত্রত্যাগের পর, কবলগ্রহণ ও অঞ্জনপ্রয়োগের পর, ব্যায়াম, ব্যবায় বা পথভ্রমণের পর, অভুক্তকালে, বমনান্তে ও দিবানিদ্রার পর, এবং সায়ংকালে এই সকল সময়ই প্রতিমর্শের উপযুক্ত কাল। ইহাদের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গে সেবন করিলে রাত্রিকালের নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত মল পরিষ্কৃত ও মন প্রফুল্ল হয়। দন্তপ্রক্ষালনের পর সেবনে দন্ত দৃঢ় ও মুখ সুগন্ধযুক্ত হয়। গৃহ হইতে নির্গমনকালে সেবনে রজঃ ও ধূম প্রভৃতি নাসিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। অভুক্ত-মলমূত্রত্যাগের পর সেবনে দৃষ্টির গুরুতা অপনীত হয়। অভুক্তকালে সেবনে স্রোতপথের বিশুদ্ধিতা ও লঘুতা, বমনান্তে সেবনে স্রোতপথসংলগ্ন শ্লেষ্মা সকল পরিষ্কৃত হইয়া অন্নে রুচি, দিবানিদ্রার পর সেবনে নিদ্রাজন্য গুরুত্ব ও মলনাশ এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সায়ংকালে সেবন করিলে সুখে নিদ্রা ও উত্তম প্রবোধ হয়। নস্যে স্নেহ প্রয়োগ করিয়া ঈষৎ টানিয়া লইলে যদি মুখ পর্য্যন্ত প্রসরণ করে, তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। ইহাতে কেবল মাত্র পরিমাণের ভেদ। তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। (সুশ্রুত চিকি° ৪০ অ°) স্নেহযুক্ত নস্যের দ্রব্য নাক দিয়া ঈষৎ টানিলে উহা মুখমধ্যে আসিলে তাহাকে প্রতিমর্শ কহে। নস্যের জন্য প্রতিমর্শ করিলে তাহাতে দোষ হয় না।

"ঈষচ্ছৎসিংহনাৎ স্নেহো যাবদ্বক্ত্রং প্রপদ্যতে।

নস্যে নিষিক্তং তং বিদ্যাৎ প্রতিমর্শং প্রমাণতঃ।

প্রতিমর্শঞ্চ নস্যার্থং করোতি ন চ দোষভাক্॥" (পরিভাষা°)

প্রতিমল্ল (পুং) প্রতিকূলো মল্লঃ প্রাদিসমাসঃ। প্রতিযোধ।

প্রতিমা (স্ত্রী) প্রতিমীয়ত ইতি প্রতি-মা-অঙ্, ততষ্টাপ্। ১ অনুকৃতি। ২ গজদন্তবন্ধ। ৩ প্রতিবিম্ব।

"নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কং।"

(রঘু ৭।৬৬) প্রতিমীয়তেঽনয়েতি করণে অঙ্। ৪ মৃদাদি নির্ম্মিত-দেব প্রভৃতির মূর্ত্তি। পর্য্যায়—প্রতিমান, প্রতিযাতনা, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া, অর্চ্চা, প্রতিকৃতি, প্রতিচ্ছন্দ, প্রতিনিধি, প্রতিকায়, প্রতিরূপ।

"গিরিপৃষ্ঠে তু সা তস্মিন্ স্থিতা স্বসিতলোচনা।

বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী॥" (মহাভা° ১।১৭।২৭)

শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে মৃত্তিকা, শিলা ও স্বর্ণাদিদ্বারা দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই প্রতিমা ব্যক্ত ও স্থাপিত ভেদে দুই প্রকার। যাহা স্বয়মুৎপন্ন, তাহাই ব্যক্ত এবং যাহা মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহাই স্থাপিত প্রতিমা।

এই প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দেবতাবিশেষে কিরূপ পার্থক্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কিরূপ মান হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মৎস্যপুরাণের প্রতিমালক্ষণ নামক ২৩২, ২৩৩ ও ২৩৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে প্রদত্ত হইল না। [অন্যশাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দেবপ্রতিমা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দেবীপুরাণে লিখিত আছে,—ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিমার আরাধনাবিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়া প্রধান প্রধান সুরগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে কোন্ কোন্ প্রতিমার আরাধনা করিয়া কি কি রূপ বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দেবেশ! পূর্ব্বে শম্ভু অক্ষমালা ধারণ করিয়া মন্ত্রশক্তিময়ী দেবীকে আরাধনা করেন, সেই জন্যই তিনি সকলের ঈশ্বর হইয়াছেন। আমি শৈলময়ী দেবীকে পূজা করি, সেই হেতু এই সুদুর্লভ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছি; বিষ্ণু সর্ব্বদাই ইন্দ্রনীলময়ী দেবীকে অর্চনা করেন, তাই তিনি সনাতন বিষ্ণুত্ব

প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে বিশ্বেদেবগণ রৌপ্যময়ী, বায়ু পিত্তলময়ী, বসুগণ কাংস্যময়ী, অশ্বিনীকুমারদ্বয় পার্থিবময়ী, বরুণ স্ফটিকময়ী, অগ্নি অন্নময়ী, দিবাকর তাম্রময়ী, চন্দ্র মুক্তা-ময়ী, পন্নগগণ প্রবালময়ী, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ কৃষ্ণলোহময়ী, পিশাচগণ পিত্তল ও সীসকময়ী, গুহ্যকগণ ত্রিলোহময়ী এবং মাতৃকাগণ বজ্রলোহময়ী দেবীকে প্রতিনিয়ত ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বীয় পরম বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; অতএব হে ইন্দ্র ! তুমিও যদি পরম গতি পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মণিময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া শিবাদেবীকে আরাধনা কর। তাহা হইলেই তুমি সমুদায় অভীষ্টলাভ করিতে পারিবে।'

উক্ত প্রতিমা সকল সর্ব্বপ্রকার প্রস্তর, শুভময় কাষ্ঠগৃহ এবং বলভীযুক্ত মণ্ডপে স্থাপন করাই প্রশস্ত। এই প্রতিমা স্থাপন-কালে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ. দীপ ও মাল্য আভরণাদি দ্বারা প্রথমে ইহার অধিবাস করিয়া পরে নানাবিধ বেদধ্বনি, বাদিত্র ও স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি সহ স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ বিহিত উপকরণাদি দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমা স্থাপন করিবেন, তিনি ইহপরকালে অজস্র সুখলাভ করিয়া থাকেন। *

অগ্নিপুরাণমতে,—ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি ক্রিয়াবান্‌দিগের অগ্নিতে, মনীষীদিগের হৃদয়ে, স্বল্পবুদ্ধিদিগের প্রতিমায় ও জ্ঞানি-গণের সর্ব্বত্রই বিরাজমান থাকি। অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্যক্তি অগ্নিতে, মনীষী হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি মানব প্রতিমায় এবং জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্রই আমার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

"অগ্নৌ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ॥" (অগ্নিপু°)

সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রত্ন, প্রস্তর, কাষ্ঠ, লোহ ও সীসক সাধারণতঃ এই সকল ধাতু দ্বারাই সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা প্রশস্ত। *

লক্ষণান্বিত মনোহর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মানব যদি পূজা করে, তবে অক্ষয় বিষ্ণুলোকে স্থান হইয়া থাকে।

"প্রতিমাং লক্ষণবতীং যঃ কুর্য্যাচ্চৈব মানবঃ।
কেশবস্থ পরং লোকমক্ষয়ং প্রতিপদ্যতে॥" (অগ্নিপু°)

প্রতিমা গড়িয়া পূজা করিবার কারণ তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥" (জ্ঞানসঙ্কলিনী)

সাধকদিগের সুবিধার জন্যই সেই চিন্ময়, অপ্রমেয়, নিষ্কল ও অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। [অপরাপর বিবরণ দেবপ্রতিমা, জীর্ণোদ্ধার ও হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র দ্রষ্টব্য।]

প্রতিমান (ক্লী) প্রতিমীয়তেঽনেনেতি প্রতি-মা-ল্যুট্। ১ প্রতি-বিম্ব। ২ বাহিত্থের অধোভাগ, হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের অন্ত-রাল স্থান। 'প্রতিমানং প্রতিচ্ছায়া গজদন্তান্তরালয়োঃ।' (বিশ্ব) ৩ হস্তীর ললাটদেশ। (ভারত ৬।৪৫।২৭ টীকায় নীলকণ্ঠ) ৪ সাদৃশ্য। "বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্" (ঋক্ ১।৩২।৭) 'প্রতিমানং সাদৃশ্যং' (সায়ণ) ৫ প্রতিনিধি। "নাস্থ শত্রুর্নপ্রতি-মানমস্তি" (ঋক্ ৬।১৮।১২) 'প্রতিমানং প্রতিনিধির্নাস্তি' (সায়ণ) ৬ দৃষ্টান্ত।

"যং সাধুগাথাসদসি রিপবোঽপি সুরা নৃপ।
প্রতিমানং প্রকুর্ব্বন্তি কিমুতান্যে ভবাদৃশাঃ॥" (ভাগ° ৭।৪।৩৫)

প্রতিমায়া (স্ত্রী) পঠ্যমান কবিতাবলী, স্মরণশক্তির পরিচয় দিবার জন্য যে সকল কবিতা পাঠ করা যায়। ২ প্রতিরূপ মায়া।

প্রতিমার্গক (পুং) প্রতিদিশং মার্গো গমনপন্থা যস্য। ১ পুর-বিশেষ, ব্যোমচারিপুর। শৌভপুর। 'ব্যোমচারিপুরং শৌভ-মুদ্রঙ্কপ্রতিমার্গকঃ।' (জটাধর) (অব্য) প্রতিমার্গ, মার্গে মার্গে প্রতিমার্গমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ২ প্রত্যেক মার্গ।

প্রতিমালা (স্ত্রী) স্মরণশক্তি পরিচয় দিবার জন্য যে সেকল কবিতা পাঠ করা যায়।

প্রতিমাস (অব্য) মাসে মাসে প্রতিমাসমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেকমাস।

প্রতিমাস্য (পুং) জনপদ ও তজ্জনপদবাসী জাতিবিশেষ। (ভারত ৬।৩৫৯)

প্রতিমিত্র (পুং) নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১০২ অঃ) (অব্য°) ২ প্রত্যেক মিত্র।

---

* "সর্ব্বশৈলেষ্টকাষ্ঠোত্থং গৃহং বাস্তুবিভাজিতং।
বলভীমণ্ডপং বৎস! তাসান্তু স্থাপনে শুভং॥
গন্ধনৈবেদ্যধূপেন বলিমাল্যবিভূষণৈঃ।
অধিবাসনপূর্ব্বান্তু স্থাপনীয়াস্তু তদ্বিদৈঃ॥
বেদধ্বনিমহাঘোষৈঃ স্ত্রীসঙ্গীতোপশোভিতং।
কর্ত্তব্যং স্থাপনং তাসাং বহুবাদিত্রনাদিতং॥
রাত্রৌ জাগরণং তত্র দেব্যাঃ পূজার্থবৃদ্ধয়ে।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণং সর্ব্বোপকরণান্বিতং॥
বাপীকূপতড়াগাদি বাটিকাবনশোভিতং।
ঘণ্টাদর্পণদীপাদি দেয়ং দ্রব্যং নিরূপিতং॥
ঘটিকা তত্র ষষ্ঠ্যাদি দিনসংখ্যার্থসিদ্ধয়ে।
কর্ত্তব্যা একমেকং বা যথা কালপরিচ্ছিদে॥
অনেন বিধিনা যস্তু মাতরঃ স্থাপয়েন্নরঃ।
ইহাত্র পূজনীয়স্তু মৃতো যাতি পরাং গতিং॥"
(দেবীপু° মাতৃকাপ্রতিষ্ঠামহাভাগ্য)

* "সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী শুভা।
শৈলদারুময়ী বাপি লোহসীসময়ী তথা॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা বা তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥" (মৎস্যপু°)

প্রতিমুকুল (অব্য) প্রত্যেক মুকুল।

প্রতিমুক্ত (ত্রি) প্রতিমুচ্যতে স্মেতি প্রতি-মুচ-ক্ত। ১ পরিহিত বস্ত্রাদি। ২ পরিত্যক্ত।

"গৃহীতপ্রতিমুক্তস্য স ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ।
শ্রিয়ং মহেন্দ্রনাথস্য জহার নতু মেদিনীম্ ॥" (রঘু ৪।৪৩)

৩ বদ্ধ। ৪ প্রতিনিবৃত্ত। ৫ বিচ্যুত। "নরকাৎ প্রতিমুক্তস্তু কৃমিঃ পতিতযাজকঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।১) ৬ প্রত্যর্পিত।

প্রতিমুখ (ক্লী) সাহিত্যদর্পণোক্ত নাটকাঙ্গ সন্ধিভেদ।

"মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্ষ উপসংহৃতিঃ।
ইতি পঞ্চাস্য ভেদাঃ স্যুঃ ক্রমাল্লক্ষণমুচ্যতে ॥"(সাহিত্যদ° ৬ অ°)

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পাঁচটী নাটকের অঙ্গসন্ধি। নাটকের প্রতিমুখে বিলাস, পরিসর্প, বিধুত, তাপন, নর্ম্ম, নর্ম্মদ্যুতি, প্রগমন, বিরোধ, পর্য্যুপাসন, পুষ্প, বজ্র, উপন্যাস ও বর্ণসংহার এই সকল প্রতিমুখের অঙ্গ অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিমুখ বর্ণিত হইবে, তথায় এই সকলের বর্ণনা করিতে হইবে। রতিভোগার্থ ইচ্ছার নাম বিলাস।

"সমীহা রতিভোগার্থা বিলাস ইতি কথ্যতে।" (সাহিত্যদ°)

ইহার উদাহরণ—

"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।" শকুন্তলা)

প্রিয়া সুলভা নহে, তথাচ মন তাহাকে দর্শন করিতে নিতান্ত অভিলাষী। এই স্থলে রতিভোগার্থ ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা 'বিলাস' হইল। [এইরূপ পরিসর্প প্রভৃতির লক্ষণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ পশ্চাদ্ভাগ। "ছিন্ননাস্তে ভগ্নযুগে তির্য্যক্ প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ ॥" (মনু ৮।২৯১)

প্রতিমুদ্রা (স্ত্রী) নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ।

প্রতিমুহূর্ত্ত (অব্য) প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, অনবরত।

প্রতিমূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রতিরূপা মূর্ত্তিঃ, প্রাদিস°। দেবাদিমূর্ত্তি, সদৃশীমূর্ত্তি, আকৃতি, ছবি।

প্রতিমূষিকা (স্ত্রী) ইন্দুরবিশেষ।

প্রতিমোক্ষ (পুং) মোক্ষপ্রাপ্তি।

প্রতিমোক্ষণ (ক্লী) ১ মোক্ষপ্রাপ্তি। (কাম° ১৩।৪৪) ২ মোচন, ছেড়ে দেওয়া।

প্রতিমোচন (ক্লী) প্রতি-মুচ্-ল্যুট্। ১ বিমোচন, বন্ধনমোচন। ২ নির্যাতন। ৩ পরিধান।

প্রতিযত্ন (পুং) প্রতিযত্যতে ইতি প্রতি-যৎ প্রযত্নে (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। ১ লিপ্সা, লাভেচ্ছা। ২ উপগ্রহ। ৩ নিগ্রহাদি। ৪ বন্দী, কয়েদী। ৫ গুণান্তরাধানরূপ সংস্কার। ৬ সংস্কার।

"সুগন্ধিতামপ্রতিযত্নপূর্ব্বাং বিভ্রন্তি যত্র প্রমদায় পুংসাম্।"
(মাঘ ৩।৫৪)

'যত্র পুরি ন প্রতিযত্নঃ সংস্কারঃ পূর্ব্বো যস্যাস্তাং।' (মল্লিনাথ)

৭ গ্রহণাদি। ৮ প্রতিগ্রহ। ৯ রচনা। (জটাধর) (ত্রি) ১০ প্রযত্নযুক্ত। 'প্রতিযত্নস্তু সংস্কারলিপ্সোপগ্রহণেষু চ।' (বিশ্ব)

প্রতিযাতন (ক্লী) প্রতি-যাত-ল্যুট্। বৈরনির্যাতন।

প্রতিযাতনা (স্ত্রী) প্রতিযাত্যতেঽনয়া ইতি প্রতি-যত-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্ ততষ্টাপ্। ১ প্রতিমা।

"অনির্বিদার্থা বিদধে বিধাত্রা পৃথ্বী পৃথিব্যা প্রতিযাতনেব।"
(মাঘ ৩।৩৪)

প্রতিরূপা যাতনা প্রাদিসমাসঃ। ২ তুল্যরূপ যাতনা।

প্রতিযান (ক্লী) প্রতি-যা-ল্যুট্। প্রতিগমন। ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রতিযায়িন্ (ত্রি) প্রতি-যা-ভবিষ্যতি গম্যাদিত্বাৎ ণিনি। ভাবিযানযুক্ত, ভবিষ্যৎ যানযুক্ত।

"এতস্য সেনা দুর্দ্ধর্ষা সমরে প্রতিযায়িনঃ।" (ভা°৫।৫৭৭১ শ্লো°)

প্রতিযুদ্ধ (ক্লী) প্রতিরূপং যুদ্ধং প্রাদিসমাসঃ। তুল্যরূপযুদ্ধ, অনুরূপযুদ্ধ।

প্রতিযূথপ (পুং) তুল্যরূপ যূথপতি।

প্রতিযোগ (পুং) প্রতিযুজ্যতে ইতি প্রতিযুজ-ভাবে ঘঞ্। ১ বিরোধবিপক্ষতা। ২ বিরুদ্ধসম্বন্ধ। ৩ পুনরুদ্যোগ।

"ইতি ক্রবংশ্চিত্ররথঃ স্বসারথিং যত্তঃ পরেষাং প্রতিযোগশঙ্কিতঃ।"
(ভাগ° ৪।১০।২২) 'প্রতিযোগঃ পুনরুদ্যোগঃ।' (স্বামী)

প্রতিযোগিক (ত্রি) প্রতিযোগযুক্ত। ২ নিকট সম্বন্ধযুক্ত।

প্রতিযোগিতা (স্ত্রী) প্রতিযোগিনঃ ভাবঃ, প্রতিযোগিন্-ভাবে তল্-স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিযোগীর ভাব বা ধর্ম্ম, প্রতিযোগিত্ব।

"অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা।" (আচার্য্য)

বস্তুর অভাব-বিরহাত্মতার নাম প্রতিযোগিতা। 'স্বরূপ-সম্বন্ধ-বিশেষরূপা।' (দীধিতি)

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক (ত্রি) প্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম, যাহাতে প্রতিযোগিতা থাকে, তাদৃশধর্ম্ম।

প্রতিযোগিন্ (ত্রি) প্রতিরূপং যুজ্যতে ইতি প্রতি-যুজ-ঘিনুণ্। ১ বিরোধী। ২ প্রতিকূলসম্বন্ধযুক্ত।

'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী।' (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

যাহার যে অভাব সেই তাহার প্রতিযোগী। 'ঘটো নাস্তি' ঘট নাই, অভাবের প্রতিকূল সম্বন্ধবত্ত্বহেতু ঘটাদি তাহার প্রতিযোগী।

"সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাত্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যং।" (চিন্তা°)

সৎপ্রতিপক্ষ। "প্রতিযোগিনং দৃষ্ট্বা প্রতিযোগী নিবর্ত্ততে।"
(প্রাচীনকারিকা)

প্রতিযোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-যুধ-তৃচ্। প্রতিরূপ যোদ্ধা, তুল্যযোদ্ধা।

প্রতিযোধ (পুং) প্রতি-যুধ-ঘঞ্। প্রতিভট, প্রতিরূপ যোদ্ধা।

প্রতিযোনি (অব্য°) ১ প্রত্যেক যোনি। (শত° ব্রা° ১৪।৭।১।১৭) ২ উৎপত্তির অনুরূপ।

প্রতির (ত্রি) জঠরে চিরকালাবস্থান। (ঋক্ ৮।৪৮।১০)

প্রতিরথ (পুং) প্রতিকূলো রথো যস্য, প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিযোধ। ২ তংসুভ্রাতা নৃপভেদ। (হরিব° ৩২ অঃ) ৩ যদুবংশীয় বজ্রাশ্বপুত্র। (হরিব° ১৬২ অঃ) (অব্য) ৪ প্রত্যেক রথ।

প্রতিরম্ভ (পুং) প্রতি-লম্ভ ভাবে ঘঞ্ লস্য র। প্রতিলম্ভ, লাভ। (দ্বিরূপকো°)

প্রতিরব (ক্লী) প্রতিরুবন্তি প্রতি-রু-কর্ত্তরি অচ্। ১ প্রাণ। (শুক্লযজুঃ ৩৮।১৫) ভাবে-অপ্। প্রতিকূলো রবঃ প্রাদিসমাসঃ। ২ প্রতিকূল শব্দ।

প্রতিরাজ (পুং) প্রতিপক্ষ রাজা, বিপক্ষ রাজা।

প্রতিরাজন্ (পুং) বিপক্ষ রাজা। (রামা° ১।৭০।২৭)

প্রতিরাত্র (অব্য°) প্রত্যেক রাত্রি।

প্রতিরাধ (পুং) ১ বাধা, বিঘ্ন। ২ অথর্ব্ববেদের মন্ত্রভেদ। (অথর্ব্ব ২০।১০৫।১-৩)

প্রতিরুদ্ধ (ত্রি) প্রতি-রুধ-ক্ত। ১ অবরুদ্ধ, আটক করা। ২ নিবারিত।

প্রতিরূপ (ক্লী) প্রতিগতং প্রতিকৃতং বা রূপমিতি প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিমা। "ভবান্ মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্।" (ত্রি) প্রতিগতং রূপমস্য। ২ অনুরূপ।) ভার° ৭।১০।২১) (পুং) ৩ দানববিশেষ। (ভারত ১।২।২৭।৫১) ৪ প্রতিনিধি, তৎস্থানীয়। ৫ মেরুসাবর্ণির দুহিতা। (ভাগ° ৫।২।২৩)

প্রতিরূপক (ক্লী) প্রতিরূপ-স্বার্থে কন্। প্রতিবিম্ব।

"অগ্নিদৈর্গরদৈশ্চৈব প্রতিরূপককারকৈঃ।
শ্রেণী মুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ ॥" (ভারত ১২।৫৯।৪৯)

প্রতিরূপ্য (ক্লী) সমরূপতা, তুল্যরূপতা। (ভার° ৭।১৪৯৭ শ্লো°)

প্রতিরোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-রুধ-তৃণ্। প্রতিরোধকারক।

প্রতিরোধ (পুং) প্রতিরুধ্যতেঽনেনেতি প্রতি-রুধ করণে ঘঞ্। ১ তিরস্কার। ২ নিরোধ। ৩ প্রতিবিম্ব। প্রতি-রুধ-কর্ত্তরি অচ্। ৪ সৎপ্রতিপক্ষ। "পক্ষসাধ্যসাধনা প্রসিদ্ধিস্বরূপাসিদ্ধিবাধপ্রতিরোধানাং নিরাসঃ।" (সব্যভিচার শিরোমণি)

প্রতিরোধক (পুং) প্রতিরুণদ্ধি প্রতিরুধ্য চৌর্য্যং করোতীতিপ্রতি-রুধ-বুল্। ১ প্রতিবন্ধক। ২ হটচৌর, চলিত ডাকাইত ও চোর।

প্রতিরোধন (ক্লী) প্রতি-রুধ-ল্যুট্। প্রতিরোধ, প্রতিবন্ধক।

"পিত্রে ন দদ্যাৎ শুল্কঞ্চ কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ ॥" (মনু ৯।৯৩)

প্রতিরোধিন্ (পুং) প্রতিরুণদ্ধীতি প্রতি-রুধ-ণিনি। প্রতিরোধস্তিরস্কারোঽস্ত্যস্যেতি বা প্রতিরোধ-ইনি। ১ প্রতিবন্ধক। ২ চৌর, প্রতিরোধ করিয়া হটকারী চৌর।

প্রতিরোধিত (ত্রি) প্রতি-রুধ-ণিচ্ ক্ত। ১ নিবারিত। ২ ব্যাহত।

প্রতিলক্ষণ (ক্লী) চিহ্ন। "বদ্ধা চ ভ্রুকুটীং বক্ত্রে ক্রোধস্য প্রতিলক্ষণং।" (ভা° ৭।১৭৬২ শ্লো°)

প্রতিলভ্য (পুং) প্রতি-লভ-যৎ। প্রাপ্তিযোগ্য, যাহা লাভের যোগ্য। (ভাগ° ৮।৩।১১)

প্রতিলম্ভ (পুং) প্রতি-লম্ভ-ভাবে-ঘঞ্। ১ লাভ। পর্য্যায়—লম্ভন। (হেম) স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিলম্ভা, ও প্রতিলম্ভিকা পদসিদ্ধ হয়।

প্রতিলাভ (পুং) প্রতি-লভ-ঘঞ্। পুনরায় প্রাপ্তি, লাভ।

প্রতিলিঙ্গ (অব্য) প্রত্যেক লিঙ্গ। (রাজতর° ২।১২৩)

প্রতিলিপি (স্ত্রী) প্রতিরূপ লিপি। প্রত্যুত্তর।

প্রতিলোম (ত্রি) প্রতিগতং লোম আনুকূল্যং। (অচ্ প্রত্যন্ববপূর্ব্বাৎ সামলোম্নঃ। পা ৫।৪।৭৫) ইতি সমাসান্তোঽচ্ প্রত্যয়ঃ। বাম, প্রতিকূল, বিপরীত।

"বহূনি প্রতিলোমানি পুরা স কৃতবান্ ময়ি।
কৃষ্ণো নারদ সোঢ়ানি ভ্রাতেতি স্ম ময়ানঘ ॥"(হরিবংশ১২৭।১৪)

২ বিলোম, ব্যুৎক্রম, উল্টা।

প্রতিলোমক (পুং) প্রতিলোম-স্বার্থে কন্। ১ বিপরীত, বাম। ২ লোমের বিপরীত।

প্রতিলোমজ (ত্রি) প্রতিলোমাৎ জায়তে ইতি প্রতিলোম-জনড। উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে অধমবর্ণ পুরুষ হইতে জাত। প্রতিলোম ক্রমে যাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহারা সংকীর্ণ জাতি, এই জাতি অতি নিকৃষ্ট।

"সংকীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যামাশেষতঃ ॥" (মনু ১০ অ°)

মনুতে লিখিত আছে—পরস্পরের আসক্তিবশতঃ সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই সঙ্করজাতি অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ। এই সঙ্করজাতির মধ্যে চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টী প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ।

শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং চণ্ডাল এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এইরূপ বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে সঞ্জাত সূত ইহাদেরও পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। এই সকল জাতি নরাধম। (মনু ১০ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,—প্রতিলোমা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রগণ আর্য্যগণের নিন্দিত। প্রতিলোমাসম্ভূতগণের মধ্যে শূদ্রোৎপাদিত বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্যোৎপাদিত ক্ষত্রিয়াপুত্র

পুক্কস, শূদ্রোৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র চণ্ডাল, বৈশ্যোৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র বৈদেহক, ক্ষত্রিয়োৎপাদিত ব্রাহ্মণীপুত্র সূত। এই সকল প্রতিলোমজ সঙ্করজাতির সাঙ্কর্য্যে অসংখ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল জাতির মধ্যে আয়োগবদিগের রঙ্গাবতরণ, পুক্কসদিগের ব্যাধত্ব, মাগধদিগের স্তবপাঠ, চণ্ডালদিগের বধ্যবধ অর্থাৎ জল্লাদের কার্য্য, বৈদেহদিগের স্ত্রীরক্ষা ও স্ত্রীজীবন এবং সূতদিগের অশ্বসারথ্য এই সকল বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গ্রামবহির্ভাগে বাস এবং মৃতব্যক্তির বস্ত্র পরিধান ইহাই চণ্ডালদিগের বিশেষত্ব। (বিষ্ণুস° ১৬ অ°) [প্রতিলোমজ জাতির বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

প্রতিলোমতস্ (অব্য) প্রতিলোম-তস্। প্রতিলোমক্রমে, প্রতিলোমরূপে।

"তাবুভাপ্যসংকার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ॥" (মনু ৯।৬৮)

প্রতিবক্তব্য (ত্রি) প্রতি-বচ-তব্য। প্রত্যুত্তর যোগ্য, প্রত্যুত্তরের উপযুক্ত।

প্রতিবচন (ক্লী) প্রতিরূপং বচনং প্রাদি সমাসঃ। ১ প্রতিবাক্য। ২ উত্তর। ৩ বিরুদ্ধবাক্য। (ত্রিকা°)

"ন দদাতি প্রতিবচনং বিক্রয়কালে শঠোবণিগ্‌মৌনী।
নিক্ষেপপাণিপুরুষং দৃষ্ট্বা সম্ভাষণং কুরুতে॥" (কলাবিলাস ২।৯)

৪ প্রতিনির্দ্দেশ। (নিরুক্ত ৬।৩৬)

প্রতিবচস্ (ক্লী) প্রতিরূপং বচঃ। প্রত্যুত্তর। "ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী।" (দেবীভাগ° ১।১১।৫৪)

প্রতিবৎ (ত্রি) প্রতি অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রতিশব্দযুক্ত।

প্রতিবৎসর (অব্য) বৎসরে বৎসরে প্রতিবৎসরমিত্যব্যয়ীভাবঃ। প্রত্যেক বৎসরে।

প্রতিবন (অব্য) প্রত্যেক বনে।

প্রতিবর্ণিক (ত্রি) ১ অনুরূপ বর্ণসম্বন্ধী। ২ তুল্যবর্ণযুক্ত।

প্রতিবর্ত্তন (ক্লী) প্রতি-বৃত-ল্যুট্। ফিরে আসা, প্রত্যাগমন।

প্রতিবর্ত্মন্ (ত্রি) ভিন্নপথাবলম্বী, প্রতিকূলপ্রথানুচারী। (অথর্ব্ব ১০।১।১৯)

প্রতিবর্দ্ধিন্ (ত্রি) প্রতি-বৃধ-ণিনি। তুল্যবলশালী, সমকক্ষ। "দ্বিষতাং প্রতিবর্দ্ধিনী" (মহাভা° ২।১৯৭)

প্রতিবসতি (অব্য) প্রত্যেক গৃহে।

প্রতিবসথ (পুং) গ্রাম। (হেম)

প্রতিবস্তু (স্ত্রী) প্রতিরূপং বস্তু প্রাদিসমাসঃ। তুল্যরূপ বস্তু, সদৃশপদার্থ।

প্রতিবস্তূপমা (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। যে স্থলে পদার্থদ্বয়ে উপমান ও উপমেয়ভাব না থাকিলেও পরস্পর সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর সাধারণ ধর্ম্ম একরূপ হইলেও পৃথক্ আকারে বিন্যস্ত থাকে, তথায় এই অলঙ্কার হয়। ইহার লক্ষণ—

"প্রতিবস্তূপমা সা স্যাদ্বাক্যয়োর্গম্যসাম্যয়োঃ।
একোঽপি ধর্ম্মঃ সামান্যো যত্র নির্দ্দিশ্যতে পৃথক্॥"(সাহি°১০।১৯৩)

উদাহরণ—"ধন্যাসি বৈদর্ভি গুণৈরুদারৈর্যয়া সমাকৃষ্যত নৈষধোঽপি ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°)

হে বৈদর্ভি! তুমি ধন্যা, যেহেতু উদার গুণসমূহদ্বারা তুমি নলকেও আকৃষ্ট করিয়াছ। চন্দ্রিকা সমুদ্রকে যে তরঙ্গাকুল করিয়া তুলে, ইহা আর তাহার স্তুতি কি? অর্থাৎ তোমার গুণে যে নল আকৃষ্ট হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। এই স্থলে উত্তরলীকরণ ও সমাকর্ষণ এই দুইটী একই; কিন্তু ভিন্নবাক্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইল। এই অলঙ্কার মালাকার, অর্থাৎ দুইটী বাক্য না হইয়া যদি বিভিন্নশব্দ দ্বারা অনেক বাক্যগত একীকরণ হয়, তাহা হইলেও প্রতিবস্তূপমা হইবে। সাহিত্যদর্পণে ইহার উদাহরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"বিমল এব রবির্বিশদঃ শশীপ্রকৃতিশোভন এব হি দর্পণঃ।
শিবগিরিঃ শিবহাসসহোদরঃ সহজসুন্দর এব হি সজ্জনঃ॥"

বৈধর্ম্ম্য দ্বারাও এই অলঙ্কার হইবে। ইহার সহিত দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের এইরূপ ভেদ আছে। যথা—"দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনং। সধর্ম্মস্যেতি প্রতিবস্তূপমাব্যবচ্ছেদঃ।" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

যে স্থলে অসমান ধর্ম্মদ্বারা দুই বা বহুবাক্যগত একীকরণ হয়, তথায় প্রতিবস্তূপমা এবং যে স্থলে সমান ধর্ম্মদ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্বন হয়, তথায় দৃষ্টান্ত।

প্রতিবহন (ক্লী) প্রতি-বহ-ল্যুট্। পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া।

প্রতিবাক্য (ক্লী) ১ প্রতিরূপ বাক্য। ২ উত্তর প্রত্যুত্তর। ৩ প্রতিধ্বনি।

প্রতিবাচ্ (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাক্। উত্তর।

"লাঙ্গূলচালনং ক্ষ্বেড়া প্রতিবাচো নিবর্ত্তনম্।
দন্তদর্শনমারাবস্তত্তো যুদ্ধং প্রবর্ত্তত॥" (ভারত ৫।৭২।৭১)

প্রতিবাণি (স্ত্রী) প্রতিরূপা বাণিঃ প্রাদিস°। ১ উত্তর, প্রত্যুত্তর। ২ প্রতিকূলবাক্য। ৩ সমানার্থকবাক্য। ৪ প্রতিধ্বনি।

প্রতিবাত (ত্রি) প্রতিগতঃ বাতো যতঃ, প্রাদিসমাসঃ। যে দিক হইতে বায়ু আইসে সেই দিক্। (অব্য) ২ বাতাভিমুখ্য, বায়ুর প্রতিকূল। "চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"(শকু°)

প্রতিবাদ (পুং) প্রতি-বদ-ভাবে ঘঞ্। ১ প্রতিকূলে উক্তি, বিরুদ্ধে বলা। ২ আপত্তি।

প্রতিবাদিন্ (ত্রি) প্রতিবাদোঽস্যাস্তীতি ইনি, বা প্রতিকূলং বদতীতি প্রতি-বদ-ণিনি। ১ বাদিপ্রযুক্ত ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য যাহারা বলে। যথা—একজন বলিল ‘পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত, বাদীর এই বাক্যে সাধ্য সিদ্ধি হইলেও ইহাতে যদি কেহ কেহ ‘পর্ব্বতো ন বহ্নিমান্ পাষাণময়ত্বাৎ’ পাষাণময়ত্ব হেতু পর্ব্বত বহ্নিমান্ নহে, এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ বাক্য বলে, তবে তাহাদিগকে প্রতিবাদী কহে। ২ প্রতিপক্ষ, আসামী।

“যদা ত্বেবংবিধঃ পক্ষঃ কল্পিতঃ পূর্ব্ববাদিনা।
দদ্যাত্তৎ পক্ষসম্বন্ধং প্রতিবাদী তদোত্তরম্ ॥” (ব্যবহারতত্ত্ব)

প্রতিবাপ (পুং) প্রতি-বপ-ঘঞ্। ১ কষায় ঔষধে চূর্ণাদি প্রক্ষেপ। বৃক্ষমূলাদির ক্বাথ নিষ্কাশনের পর ঐ ক্বাথের সহিত যে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়। ২ কল্ক। (সুশ্রুতচি° ২৩ অ°) ৩ ধাতুভস্মীকরণ। ৪ পানীয় ঔষধবিশেষ। (চক্রদত্ত)

প্রতিবার (পুং) প্রতি-বৃ-ঘঞ্। নিবারণ। প্রতিষেধ।

প্রতিবারণ (ত্রি) প্রতি-বারি কর্ত্তরি-ল্যু। ১ নিবারক। (পুং) ২ দৈত্যভেদ। ৩ মত্তহস্তী। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ নিবারণ।

প্রতিবার্ত্তা (স্ত্রী) প্রতিরূপা বার্ত্তা। প্রত্যুত্তর স্থানীয় বৃত্তান্তভেদ।

প্রতিবার্য্য (ত্রি) প্রতি-বৃ-ণ্যৎ। নিবারণীয়।

প্রতিবাশ (ত্রি) প্রতিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা। (পার° গৃ° ৩।১৩)

প্রতিবাসর (পুং) প্রতিগতো বাসরং। ১ প্রতিদিন, তদ্দিন। (হারা°) (ক্লী) বাসরে বাসরে প্রতিবাসরং। প্রতিদিন।

“ভূতেশবর্দ্ধমানেশবিজয়েশানপশ্যতঃ।
নিয়মো রাজকার্য্যেষু তস্যাভূৎ প্রতিবাসরম্ ॥”(রাজতর° ২।১২৭)

প্রতিবাসিন্ (ত্রি) প্রত্যাসন্নং বসতীতি প্রতি-বস-ণিনি। আসন্নগৃহী, নিকটস্থায়ী, নিকটস্থ গৃহস্থ, চলিত পড়সী।

প্রতিবাসুদেব (পুং) জৈনদিগের মতে বিষ্ণুর ৯ জন শত্রু।

প্রতিবাহ (পুং) অক্রূরের অনুজ, শ্বফল্কের পুত্র। হরিব° ৩২অঃ)

প্রতিবিগত (পুং) বিপরীতে প্রস্থিত। (দিব্যা° ৫৭৩।৪)

প্রতিবিধান (ক্লী) প্রতি-বি-ধা-ল্যুট্। ১ প্রতিকার। ২ প্রকৃতির উপপাদনের জন্য উপায় অবলম্বন।

প্রতিবিধি (পুং) বিধীয়তে বি-ধা-কি, প্রতিরূপ বিধি, প্রতিবিধান। (ভাগ° ৮।১০।৫২)

প্রতিবিধিৎসা (স্ত্রী) প্রতিবিধাতুমিচ্ছা প্রতি-বিধা-সন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিকারের ইচ্ছা, প্রতিবিধানের ইচ্ছা।

প্রতিবিধেয় (ত্রি) প্রতি-বি-ধা-যৎ। প্রতিবিধানের যোগ্য, প্রতিকারার্হ।

প্রতিবিন্ধ্য (পুং) ১ দ্রৌপদীর গর্ভসম্ভূত যুধিষ্ঠিরের পুত্র।

প্রতিবিন্দুদন (পুং) পরিত্রাণপ্রাপ্তি। বিমুক্ত হওন। (দিব্যা° ৩৪।২১)

প্রতিবিভাগ (পুং) প্রতি-বি-ভজ ঘঞ্। প্রত্যেক বিভাগ।

প্রতিবিম্ব, নাম ধাতু, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ প্রতিবিম্বতি। লুঙ্ অপ্রতিবিম্বীৎ। কাহারও মতে প্রত্যবিম্বীৎ।

প্রতিবিম্ব (পুং ক্লী) প্রতিরূপং বিম্বং প্রাদিস°। ১ প্রতিমা। ২ প্রতিচ্ছায়া। বিম্বানুরূপ প্রতিচ্ছায়াযুক্ত।

“চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
ততো রজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥” (পঞ্চদশী ১।১৫)

প্রতিবিম্বন (ক্লী) প্রতিবিম্ব, নামধাতু ভাবে ল্যুট্। অনুকরণ, স্বচ্ছপদার্থে অনুরূপ আকৃতিপতন।

“দৃষ্টান্তস্তু স্বধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।” (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

প্রতিবিম্ববাদ (পুং) প্রতিবিম্বস্য বাদঃ ৬তৎ। জীবের ঈশ্বর-প্রতিবিম্বতা-স্থাপনার্থ বাদ। ঈশ্বর বিম্বস্থানীয়, জীব ইহার প্রতিবিম্ব। বৈদান্তিকদিগের মতে জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ কল্পনা দুই প্রকারে হইতে পারে, এক প্রতিবিম্বরূপে, অপর তত্তদবচ্ছিন্ন ভাব দ্বারা। বেদান্তশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [বেদান্তদর্শন ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ।]

প্রতিবিম্বিত (ত্রি) প্রতিবিম্বোঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। জাতপ্রতিবিম্ব দর্পণাদি, প্রতিফলিত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন মুখাদি।

প্রতিবিরক্তি (ত্রি) প্রতি-বি-রম-ক্তিন্। ১ বৈরাগ্য, প্রত্যেক বস্তুর প্রতি বিরক্তি। ২ বিরাম।

প্রতিবিরুদ্ধ (ত্রি) বিদ্রোহভাবাপন্ন, বিরুদ্ধাচারী। (দিব্যা° ৪৪৫।২৬)

প্রতিবিশেষ (পুং) বিশেষ ঘটনা।

প্রতিবিশিষ্ট (ত্রি) প্রতি-বি-শাস-ক্ত। উৎকৃষ্ট।

প্রতিবিশ্ব (ত্রি) বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ।

প্রতিবিষা (স্ত্রী) প্রতীপং বিষং যস্যাঃ। অতিবিষা, আতাইচ।

“মহৌষধং প্রতিবিষা মুস্তং চৈত্যামপাঠনাঃ।” (সুশ্রুত উ° ৪০ অঃ)

প্রতিবিষয় (পুং) শব্দাদি প্রত্যেক বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। (সাংখ্যকা° ৫ অঃ)

প্রতিবিষ্ণু (ক্লী) বিষ্ণুং বিষ্ণুং প্রতি। প্রত্যেক বিষ্ণুর প্রতি। (পুং) ২ বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী, মুচুকুন্দ রাজা।

প্রতিবিষ্ণুক (পুং) প্রতিগতো বিষ্ণুর্যস্মিন্নিতি, প্রতিবিষ্ণুর্মুচুকুন্দো নৃপতিঃ, তন্নাম্না কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। মুচুকুন্দ বৃক্ষ। ‘মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।’ (রাজনি°) ২ ক্ষীরিণী ভেদ। (বৈদ্যকনি°)

প্রতিবীক্ষণীয় (ত্রি) প্রতি-বি-ঈক্ষ-অনীয়র্। প্রতিবীক্ষণের যোগ্য, দর্শনযোগ্য।

প্রতিবীজ (ক্লী) তারনাগাভ্র হেমকৃত পারদনিবন্ধন দ্রব্য।

“নাগাভ্রং বাহয়েত্তারে হেম্নি চ দ্বাদশে গুণে।

প্রতিবীজমিদং শ্রেষ্ঠং পারদস্ত নিবন্ধনম্ ॥" (রসেন্দ্রচিন্তা° ৩অঃ)

প্রতিবীর (পুং) ১ সমকক্ষবীর। ২ তুল্যশক্র।

প্রতিবীর্য্য (ত্রি) প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন।

প্রতিবৃত্তি (অব্য°) শব্দের হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা। (ঋক্প্রাতি° ১৩৷১৮)।

প্রতিবৃষ (পুং) উন্মত্ত বৃষ।

প্রতিবেদ (অব্য) প্রত্যেক বেদে যাহা আছে।

প্রতিবেদশাখ (অব্য) বেদের প্রত্যেক শাখাতে।

প্রতিবেল (অব্য) প্রত্যেক বেলাতে, প্রতিমুহূর্ত্তে।

প্রতিবেশ (পুং) প্রত্যাগতো বেশো নিবেশঃ প্রতিবিশত্যত্রেতি আধারে ঘঞ্ বা। ১ প্রতিবাসিগৃহ, আসন্নস্থিত গৃহীদিগের গৃহ। (শব্দর°) (ত্রি) ২ আসন্নবর্ত্তী। "ক্ষেত্রস্ত পতিং প্রতিবেশমীমহে।" (ঋক্ ১০।৬৫।১৩) 'প্রতিবেশং সমীপে বর্ত্তমানং।' (সায়ণ)

প্রতিবেশবাসিন্ (ত্রি) প্রতিবেশং বসতীতি বস-ণিনি। প্রতিবাসী।

"নো জানে প্রতিবেশবাসিনি গুরো কিং ভাবি সম্ভাবিতং।" (অলঙ্কারকৌ°)

প্রতিবেশিন্ (ত্রি) প্রতিবেশ আসন্নবর্ত্তিগৃহমস্ত্যস্তীতি ইনি। প্রতিবাসী, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ। "দৃষ্ট্বা প্রভাতসময়ে প্রতিবেশিবর্গো দোষাংশ্চ মে বদতি কর্ম্মণি কৌশলঞ্চ।" (মৃচ্ছকটিক ৩ অঙ্ক)

প্রতিবেশ্মন্ (ক্লী) প্রতিবাসীর গৃহ।

প্রতিবেশ্য (পুং) প্রতিবাসী।

প্রতিবৈর (ক্লী) প্রতিহিংসা, অপকারের প্রত্যপকার।

প্রতিবোঢ়ব্য (ত্রি) প্রতি-বহ-তব্য। প্রতিবহনীয়, প্রতিবহনযোগ্য। "ন রত্নং প্রতিবোঢ়ব্যং যদ্রত্নং রূপমাবহেৎ।" (রামা° ৩৷৫৫৷২৭)

প্রতিব্যূহ (পুং) প্রতিরূপঃ ব্যূহঃ, প্রাদিস°। সৈন্যবিন্যাসের প্রতিরূপ ব্যূহ।

প্রতিব্যোম (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯৷১২৷১০)

প্রতিশঙ্কা (স্ত্রী) সর্ব্বদাই শঙ্কা বা ভীতি।

প্রতিশত্রু (পুং) প্রতিপক্ষ শত্রু। (অথর্ব্ব ৪৷২২৷৭)

প্রতিশব্দ (পুং) প্রতিরূপঃ শব্দঃ প্রাদিস°। ১ প্রতিধ্বনি। ২ শব্দানুরূপ, শব্দজন্য শব্দভেদ।

প্রতিশব্দগ (ত্রি) শব্দানুসারে গমনকারী।

প্রতিশম (পুং) মুক্তি, নাশ।

প্রতিশমযা (পুং) যথানিযুক্ত। সৎপথে স্থাপনার্হ। (দিব্যা° ৫২৷২৫)

প্রতিশয়ন (ক্লী) প্রতি-শী-ভাবে-ল্যুট্। প্রতিস্বাপ, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রত্যাদেশকামনায় দেবোদ্দেশে স্নানভোজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন, চলিত হত্যা দেওয়া।

প্রতিশয়িত (ত্রি) প্রতি-শী-ক্ত। প্রতিশয়নকারী।

প্রতিশর (পুং) খণ্ড খণ্ডকরণ, বিচূর্ণীকরণ।

প্রতিশরণ (পুং) স্বকর্ম্মে বিশ্বাসস্থাপন। (দিব্যা° ৪২৭৷২২)

প্রতিশশিন্ (পুং) চন্দ্রের প্রতিবিম্ব।

প্রতিশাখ (অব্য) বেদের প্রত্যেক শাখাতে।

প্রতিশাপ (পুং) প্রত্যভিসম্পাত।

প্রতিশাসন (ক্লী) প্রতি-শাস্-ভাবে ল্যুট্। আহ্বান করিয়া ভৃত্যাদিকে কার্য্যে প্রেরণ। (অমর)

প্রতিশিষ্য (পুং) শিষ্যানুশিষ্য। (দিব্যাবদান ১৫৩৷১৪)

প্রতিশিষ্ট (ত্রি) প্রতিশাস্-ক্ত। ১ প্রেষিত। ২ প্রত্যাখ্যাত। (ত্রিকা°)

প্রতিশীবন (ত্রি) ১ বিরামস্থল। স্ত্রিয়াং প্রতিশীবরী। "সর্ব্বস্ব-প্রতিশীবরী ভূমিস্ত্বোপস্থ আধিতঃ" (তৈত্তি° স° ১৷৪৷৪০৷১)

প্রতিশুক্র (অব্য) শুক্রগ্রহের অভিমুখে। (রামা° ৬৷৩৮৷২৬)

প্রতিশ্যা (স্ত্রী) প্রতিশ্যায়তে ইতি প্রতি-শ্যৈঙ্ গতৌ (আত-শ্চোপসর্গে। পা ৩৷১৷১৩৬) ইতি ক-টাপ্। প্রতিশ্যায়।

প্রতিশ্যায় (পুং) প্রতিক্ষণং শ্যায়তে প্রতি-শ্যৈ-(শ্যাদ্ব্যধাস্রু সংস্রতীণেতি। পা ৩৷১৷১৪১) ইতি ণ। নাসারোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধ্রে ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, অধিক বাক্য-কথন, ক্রোধ, ঋতুবিপর্য্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতল-জলের অধিক ব্যবহার, শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, অধিক মৈথুন ও রোদন প্রভৃতি কারণে মস্তকস্থিত কফ ঘনীভূত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া সদ্যঃপ্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে। আর বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত ভাবে ক্রমশঃ মস্তকে সঞ্চিত এবং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে কালান্তরে প্রতিশ্যায় রোগ জন্মে।

এই রোগের পূর্ব্বলক্ষণ—প্রতিশ্যায় হইবার পূর্ব্বে হাঁচি, মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গমর্দ্দন, রোমাঞ্চ, নাসিকা হইতে ধূমনির্গম-নের ন্যায় অনুভব, তালুজালা ও নাক মুখ দিয়া জলস্রাব, সর্ব্বদা লোমহর্ষণ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরোগ বায়ু, পিত্ত, কফ ও ত্রিদোষজ হইয়া থাকে।

প্রতিশ্যায় রোগ বায়ুজন্য হইলে নাসারন্ধ্র স্তব্ধ, অবরুদ্ধ এবং অল্পস্রাববিশিষ্ট এবং গল, তালু, ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয়, শঙ্খদ্বয় তোদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ দুই রগ টনটন্ করে এবং স্বর উপহত হয়। পিত্তজন্য হইলে নাসিকা হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ উষ্ণ আস্রাব এবং গাত্রসন্তাপ হয়। রোগী কৃশ, পাণ্ডুবর্ণ ও তৃষাতুর হইয়া থাকে এবং ধূমসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় বমন করে। কফজ হইলে নাসিকা হইতে শুক্লবর্ণ শীতল কফ মুহুর্মুহু স্রাবিত হয়, নেত্রদ্বয় শুক্লবর্ণ ও ফুলিয়া উঠে, মস্তক ও মুখ ভারবোধ হয় এবং মস্তক গলদেশ, পৃষ্ঠ ও তালুদেশ গড়সড় করে। ত্রিদোষজ হইলে

রোগ পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া পক্ক হউক বা না হউক পুনঃ পুনঃ আপনা হইতে নিবৃত্তি পায় এবং অপীনস রোগের সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তজন্য হইলে রক্তস্রাব, চক্ষু তাম্রবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল আহত হওনের ন্যায় বেদনা, নিঃশ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিনাশ হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম—যে কোন প্রতিশ্যায়ে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, ঘ্রাণশক্তির লোপ, এবং নাসিকারন্ধ্র কখন আর্দ্র কখন শুষ্ক, কখন বন্ধ, কখন বিবৃত হইলে, তাহা দুষ্ট ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাকালে চিকিৎসা না হইলে প্রতিশ্যায় দুষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি জন্মিতে পারে, ঐরূপ কৃমি হইলে কৃমিজ শিরোরোগের লক্ষণসমূহই প্রকাশিত হয়। প্রতিশ্যায় গাঢ়তর হইলে ক্রমশঃ বাধির্য্য, নেত্রহীনতা বা নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ঘ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও পীনসরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—সদ্যোজাত বা অভিনব প্রতিশ্যায় ব্যতীত সকল প্রকার প্রতিশ্যায়রোগে ঘৃতপান, বিবিধপ্রকার স্বেদ ও বমন এবং অধিক দিনের হইলে অবপীড়ন প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। প্রতিশ্যায় পাকিয়া না উঠিলে তাহা পাকাইবার জন্য স্বেদ-প্রয়োগ, হিম না হয় এইরূপ দ্রব্য অম্লসহযোগে ভোজন, অথবা দুগ্ধ এবং আর্দ্রক, ইক্ষুবিকার (গুড় প্রভৃতি) সহযোগে সেবন কর্ত্তব্য। প্রতিশ্যায় পাকিয়া ঘন বা অবলম্বিত হইলে শিরো-বিরেচন দ্বারা নির্গত করাইবে। সম্বৈদ্য দোষ ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিরেচন, আস্থাপন, ধূমপান ও কবলগ্রহণ প্রয়োগ করিবেন। প্রতিশ্যায়রোগে বায়ুশূন্য স্থানে শয়ন, উপ-বেশন, অঙ্গচালনাদি ক্রিয়া, মস্তকদেশে গুরু এবং উষ্ণ বস্ত্রবন্ধন, ধূমসহযোগে তীক্ষ্ণশিরোবিরেচন, রুক্ষপলান্ন এবং সিদ্ধি সেবন উপকারজনক। শীতলজলপান, স্ত্রীসঙ্গ, চিন্তা, অতিশয় রুক্ষ অন্নসেবন, বেগধারণ এবং নূতন মদ্যসেবন প্রতিশ্যায় রোগীর পক্ষে বিশেষ অপকারক। বমন, অঙ্গের অবসাদ, জ্বর, অরুচি, অরতি এবং অতীসার এই সকল উপদ্রবে লঙ্ঘন, পাচন, অগ্নি-দীপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ঔষধ এবং আহারের নিয়মদ্বারা উপদ্রব সকল প্রতিকার করা বিধেয়।

বাতিক জন্য প্রতিশ্যায় হইলে বিদার্য্যাদিগণ সংযোগে ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পঞ্চলবণ মিশ্রিত করিবে, সেই ঘৃত নস্য, পান ও ধূম প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্ত বা রক্ত জন্য হইলে কাকোল্যাদিগণযোগে ঘৃত পাক করিয়া সেবন অথবা শীতল পরিষেচন ও প্রদেহ প্রয়োগ করিবে। সর্জ্জরস, রক্তচন্দন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, শর্করা, দ্রাক্ষা, মৌরী, গাম্ভারী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কবলে (কুলকুচা) এবং মধুরগণ বিরেচনযোগে প্রযোজ্য। ধববৃক্ষের ত্বক্, ত্রিফলা, শ্যামালতা, লোধ, যষ্টিমধু এবং গাম্ভারী এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং দশগুণ দুগ্ধসহযোগে পাককরা তৈল উপযুক্তকালে অর্থাৎ পক্কাবস্থায় নস্যে প্রয়োগ করিবে।

এই রোগ কফজ হইলে অগ্রে তিল ও মাসকলাই যোগে পাককরা ঘৃতদ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া যবাগু সংযোগে বমন করাইবে। পরে কফনাশক বিধি অবলম্বন করিবে। শ্বেত ও পীত বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, মনসা, শ্বেতামূল, শ্যামালতা, ভদ্রা, পুনর্ণবা এই সকল দ্রব্যযোগে পাককরা তৈল নস্যে প্রয়োগ করিবে। দেবদারু, অপামার্গ, সরলকাষ্ঠ, দন্তী এবং ইঙ্গুদী এই সকল দ্রব্য একত্র বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে আশু এই রোগ প্রশমিত হয়। সন্নিপাত হইলে, কটু, তিক্ত, ঘৃত, তীক্ষ্ণ, ধূম ও কটু ঔষধ প্রযোজ্য। রসাঞ্জন, আতাইচ, মুথা এবং দেবদারু একত্র মিশাইয়া তৈলপাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিবে। মুথা, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, চিতা, তুথ, করঞ্জবীজ, লবণ ও দেবদারু এই সকল যোগে কষায় প্রস্তুত করিলে এবং তৈলপাক করিয়া শিরোবিরেচনে প্রযোজ্য।

অর্দ্ধভাগ জলসংযুক্ত দুগ্ধে মৃগ বা পক্ষীর মাংস এবং জলজাত বাতঘ্ন ওষধির পুষ্পপাক করিবে, যখন জল মরিয়া দুগ্ধমাত্র অব-শিষ্ট থাকিবে, তখন তাহা নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত দিবে, ঐ ঘৃতে সর্ব্বগন্ধা, অনন্তমূল, শর্করা, যষ্টিমধু বা রক্তচন্দ-নের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় দশগুণ দুগ্ধে পাক করিবে। ইহা নস্যে প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ২৪ অ°)

অন্যান্য বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে—প্রতিশ্যায়-রোগে পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণের নস্য, শটী, ভুঁই আমলকী ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ, ঘৃত ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। পুটপক্ক জয়ন্তীপত্র, তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত প্রত্যহ সেবন বিধেয়। চিত্রকহরীতকী ও লক্ষ্মীবিলাসরস প্রভৃতি ঔষধ এইরোগে বিশেষ উপকারক।

পথ্যাপথ্য—প্রতিশ্যায় প্রভৃতি নাসারোগে কফশান্তিকর পথ্য ব্যবস্থেয়। অতিমাত্র কফের উপদ্রব থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া রুটি বা তদপেক্ষা রুক্ষ অথচ লঘু পথ্য ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই রোগে জ্বর প্রবল থাকিলে অন্ন বন্ধ করিয়া লঘু পথ্য দিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশ, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে এইরোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয়ও লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

প্রতিশ্রম (পুং) পরিশ্রম। (দিব্যা° ১০৮।২৬)

প্রতিশ্রয় (পুং) প্রতিশ্রীয়তে অস্মিন্নিতি। প্রতি-শ্রি-আধারে অচ্। ১ যজ্ঞশালা। (জটাধর) ২ সভা। ৩ আশয়। 'প্রতিশ্রয়ঃ সভায়াং স্যাৎ আশয়ে চ প্রতিশ্রয়ঃ।' (মেদিনী)

আশয় ইহার পরিবর্ত্তে আশ্রয় এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ ওকস্। (হেম) ৫ নিবাস। "চণ্ডালশ্বপচানান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।" (মনু ১০।৫১) 'প্রতিশ্রয়ো নিবাসঃ' (মেধাতিথি)

প্রতিশ্রব (পুং) প্রতি-শ্রু (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ইতি অপ্। অঙ্গীকার, স্বীকার।

"ইতি সোঽভীষ্টসংপ্রাপ্তৌ কারয়িত্বা প্রতিশ্রবম্।
দূরমুৎক্রান্তমর্য্যাদঃ সঙ্গমং তমযাচত॥" (রাজতর° ৩।৪২৪)

প্রতিশ্রবণ (ক্লী) প্রতি-শ্রু-ভাবে ল্যুট্। ১ অঙ্গীকার। প্রতিগতং শ্রবণং কর্ণং অত্যাদিত্বাৎ স°। ২ শ্রবণানুগত।

প্রতিশ্রবস্ (পুং) ১ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ। ২ পরীক্ষিৎপুত্র ভীমসেনাত্মজ। (ভারত ১।৯৫।৪৩)

প্রতিশ্রুৎ (স্ত্রী) প্রতিরূপং শ্রূয়তে ইতি প্রতি-শ্রু সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। ১ প্রতিধ্বনি। "বিয়দ্গতঃ পুষ্পকচন্দ্রশালাঃ ক্ষণং প্রতিশ্রুন্মুখরাঃ করোতি।" (রঘু ১৩।৪০)

প্রতিশ্রুত (ত্রি) প্রতিশ্রূয়তে স্মেতি প্রতি-শ্রু-ক্ত। অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত।

প্রতিশ্রুতি (স্ত্রী) প্রতি-শ্রু-ভাবে ক্তিন্। ১ অঙ্গীকার। ২ প্রতিধ্বনি।

প্রতিশ্রুৎকা (স্ত্রী) দেবতাভেদ। (শুক্লযজুঃ ২৪।৩২)

প্রতিশ্লোক (অব্য°) প্রত্যেক শ্লোকে।

প্রতিষিদ্ধ (ত্রি) প্রতি-সিধ-ক্ত। ১প্রতিষেধবিষয়, নিষিদ্ধ, নিবারিত।

প্রতিষেদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-সিধ্-তৃচ্। প্রতিষেধকর্ত্তা, নিষেধক, নিবারক, পর্য্যায়—মাশব্দিক। (ত্রিকা°)

"যদা তু প্রতিষেদ্ধারং পাপো ন লভতে ক্বচিৎ।
তিষ্ঠন্তি বহবো লোকাস্তদা পাপেষু কর্ম্মসু॥" (ভারত ১।১৮।১।১০)

প্রতিষেদ্ধব্য (ত্রি) প্রতি-সিধ্-তব্য। প্রতিষেধনীয়, প্রতিষেধের যোগ্য, নিবারণার্হ।

প্রতিষেধ (পুং) প্রতি-সিধ্ ভাবে ঘঞ্। নিষেধ, 'করিওনা' এই প্রকার নিষেধ বাক্য, নিবারণ।

"প্রাধান্যন্ত বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

২ অর্থালঙ্কারভেদ। [প্রতিষেধোপমা দেখ।] ৩ দূষণাভিধান।

প্রতিষেধক (ত্রি) প্রতিষেধতীতি প্রতি-সিধ্-ণ্বুল্। প্রতিষেধকর্ত্তা। "ষষ্টিবর্ষসহস্রাণাং সহস্রাণি বসেৎ দিবি।
যোঽস্যমস্তাপি ভবতি নিরয়ে প্রতিষেধকঃ॥" (অগ্নিপু°)

প্রতিষেধন (ক্লী) প্রতি-সিধ্-ল্যুট্। প্রতিষেধ, নিষেধ।

প্রতিষেধনীয় (ত্রি) প্রতি-সিধ্-অনীয়র্। প্রতিষেধযোগ্য, প্রতিষেধার্হ।

প্রতিষেধোক্তি (স্ত্রী) প্রতিষেধবাক্যকথন।

প্রতিষেধোপমা (স্ত্রী) উপমা অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে উপমান উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতিষেধ দ্বারা অধিক বৈচিত্র্য বর্ণিত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"ন জাতু শক্তিরিন্দোস্তে মুখেন প্রতিগর্জ্জিতুং।
কলঙ্কিনো জড়স্যেতি প্রতিষেধোপমৈব সা।" (কাব্যাদর্শ)

কলঙ্কী ও জড় চন্দ্রের সহিত তোমার ঐ মুখের তুলনা কখনই হইতে পারে না, এইস্থলে চন্দ্র ও মুখের সহিত উপমান ও উপমেয় ভাব, চন্দ্র কলঙ্কী ও জড় এবং তোমার মুখ নিষ্কলঙ্ক ও সচল ইহা বৈচিত্র্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবংবিধ চন্দ্রের সহিত তোমার মুখের তুলনা অসম্ভব, সাদৃশ্যদ্বারা এইরূপ প্রতিষেধ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

প্রতিষ্ক (পুং) প্রতিস্কন্দতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-স্কন্দ-বাহুলকাৎ ড। দূত। (শব্দরত্না°)

প্রতিষ্কশ (পুং) প্রতিকশতীতি প্রতি-কশ-অচ্, বাহুলকাৎ ষুট্। ১ সহায়। ২ বার্ত্তাহর। ৩ পুরোগ। 'প্রতিষ্কশঃ সহায়ে স্যাৎ বার্ত্তাহরপুরোগয়োঃ।' (মেদিনী)

প্রতিষ্কষ (পুং) প্রতি কষ্যতেঽনেনেতি প্রতি কষ-হিংসায়াং অচ্, বাহুলকাৎ ষুট্। চর্ম্মরজ্জু, চামের দড়ী। (জটাধর)

প্রতিষ্কস (পুং) প্রতিকসতি প্রতিগচ্ছতীতি প্রতি-কস্-অচ্-ষুট্। চর। (শব্দরত্না°)

প্রতিষ্টব্ধ (ত্রি) বাধাপ্রাপ্ত। রুদ্ধগতি।

প্রতিষ্টম্ভ (পুং) প্রতিষ্টম্ভনমিতি প্রতি-স্তন্ভ ভাবে-ঘঞ্, ষত্বং। ১ প্রতিবন্ধ। "বাহুপ্রতিষ্টম্ভবিবৃদ্ধমন্যুরভ্যর্ণমাগস্কৃতমস্পৃশদ্ভিঃ॥" (রঘু ২।৩২)

প্রতিষ্টুতি (স্ত্রী) প্রতি-স্তু-ক্তিন্। প্রতিলক্ষ্য করিয়া স্তুতি। (ঋক্ ৮।১৩।৩৩)

প্রতিষ্টোত (ত্রি) স্তুতিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ।

প্রতিষ্ঠ (পুং) প্রতিষ্ঠা অস্যাস্তীতি অচ্। ১ জৈনভেদ, সুপার্শ্ব নামক বুদ্ধার্হতের পিতা। (হেম) (ত্রি) ২ প্রতিষ্ঠাযুক্ত, খ্যাতিযুক্ত। "আত্মৈব স্থানং মম জন্ম চাত্মা ওতপ্রোতোঽহমজরঃ প্রতিষ্ঠঃ॥" (ভারত ৫।৪৬।৩০)

প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) প্রতি তিষ্ঠতীতি প্রতি-স্থা-(আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।৩।১০৬) ইতি-অঙ্, টাপ্। ১ গৌরব। ২ ক্ষিতি। ৩ স্থান। ৪ আশ্রয়। "গৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা" (চীণ্ড) ৬ যাগনিষ্পত্তি, যজ্ঞের শেষ। ৭ চতুরক্ষর পদ্য। ৮ স্থিতি।

৯ শরীর। (ঋক্ ১০।৭৩।৬) ১০ সংস্কারবিশেষ।

দেবতাদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রতিষ্ঠা ব্যতীত পূজাদি কিছুই হয় না। রঘুনন্দন দেব-প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে প্রতিষ্ঠার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্বর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমা প্রস্তত করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকর্ম্মে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাস প্রশস্ত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে, শুভ শুক্লপক্ষে, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, দশমী, পৌর্ণমাসী ও ত্রয়োদশীতে প্রতিষ্ঠা শুভফলদা হইয়া থাকে।

"চৈত্রে বা ফাল্গুনে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাধবে তথা।
সময়ঃ সর্ব্বদেবানাং প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥
প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্তরায়ণে।
পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা॥
দশমী পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী।
তাসু প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কৃতা বহুফলা ভবেৎ॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

সকল দেবতা বিশেষতঃ কেশবের প্রতিষ্ঠা উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে ও শুভদিনে কর্ত্তব্য। কৃষ্ণপক্ষে করিতে হইলে পঞ্চমী ও অষ্টমী তিথিতে করা যাইতে পারে। ভুজবলভীমে লিখিত আছে—যুগাদি, অয়ন, বিষুবদ্বয়, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ বা পর্ব্বদিন এবং যে দেবতার যে তিথি সেই তিথিতে প্রতিষ্ঠাই প্রশস্ত।*

প্রতিষ্ঠাবিধেয় তিথি যথা—ধনদের প্রতিপদ্, লক্ষ্মীর দ্বিতীয়া, ভবানীর তৃতীয়া, তৎপুত্রের চতুর্থী, সোমরাজের পঞ্চমী, গুহের ষষ্ঠী, ভাস্করের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃদিগের (গৌরী, পদ্মা প্রভৃতি ষোড়শ মাতৃকার) নবমী, বাসুকির দশমী, ঋষিদিগের একাদশী, চক্রপাণির দ্বাদশী এবং নারায়ণের পৌর্ণমাসী তিথি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে শুভ। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই কয় মাসে প্রতিষ্ঠাকার্য্য শুভজনক।

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি চৈত্রবৈশাখয়োরপি।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োর্ব্বাপি প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ॥"
(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত প্রতিষ্ঠাসমুচ্চয়)

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—সোম, বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধবারে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। মৎস্যপুরাণের মতে—পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া, মূলা, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, রোহিণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, হস্তা, অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, মৃগশিরা, অনুরাধা ও স্বাতিনক্ষত্রে প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত। দীপিকামতে—রোহিণী, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগশিরা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং কর্ম্মকর্ত্তার চন্দ্র ও তারাবিশুদ্ধিতে, বৃহস্পতি কেন্দ্রগত হইলে শুভতিথিতে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিবে।*

দেবাদির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে উপযুক্ত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে আচার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠাকার্য্য করাইতে হইবে। যে সকল দেবতার প্রতিষ্ঠা করা যাইবে, সেই সকল দেবতাকে স্ত্রী, অনুপনীতদ্বিজ ও শূদ্র ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না; যদি ইহারা অজ্ঞানবশতঃ স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দেবপ্রতিমার অভিষেক বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণই দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণদ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইবেন। দেবতার প্রতিষ্ঠা হইলে তখন তাহাতে দেবত্ব হইবে। যে কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে পূজা করিতে হইবে।

"অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ।
যথাপূর্ব্বং তথাভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিকৃতা॥
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাসু চ পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্মাৎ দেবত্বসিদ্ধয়ে॥
প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্ত্তব্যা।" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

---

* "প্রতিষ্ঠা সর্ব্বদেবানাং কেশবস্ত বিশেষতঃ।
উত্তরায়ণমাপন্নে শুক্লপক্ষে শুভে দিনে॥
কৃষ্ণপক্ষে চ পঞ্চম্যামষ্টম্যাঞ্চৈব শস্যতে॥
ভুজবলভীমে—যুগাদাবয়নে পুণ্যে কর্ত্তব্যং বিষুবদ্বয়ে।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে বাপি দিনে পুণ্যেঽথ পর্ব্বসু॥
যা তিথির্যস্য দেবস্য তস্যাং বা তস্য কীর্ত্তিতা।
গৃহাশ্রমবিশেষেণ প্রতিষ্ঠা মুক্তিদায়িনী॥"
পদ্মপুরাণে—প্রতিপদ্ধনদস্যোক্তা পবিত্রারোহণে তিথিঃ॥
শ্রিয়া দেব্যা দ্বিতীয়া তু তিথীনামুত্তমা স্মৃতা॥
তৃতীয়া তু ভবান্যাশ্চ চতুর্থী তৎসুতস্য চ।
পঞ্চমী সোমরাজস্য ষষ্ঠী প্রোক্তা গুহস্য হ॥
সপ্তমী ভাস্করস্যোক্তা দুর্গায়া অষ্টমী তথা
মাতৃণাং নবমী প্রোক্তা দশমী বাসুকেস্তথা।
একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

* ভবিষ্যে—সোমোবৃহস্পতিশ্চৈব শুক্রশ্চৈব বুধস্তথা।
এতে সৌম্যগ্রহাঃ প্রোক্তাঃ প্রতিষ্ঠা যজ্ঞকর্ম্মণি॥
দীপিকায়াং—প্রাজেশবাসবকরাদিতি ভাশ্বিনীষু
পৌষ্ণামরেজ্যাশশিভেষু তথোত্তরাসু।
কর্ত্তুঃ শুভে শশিনি কেন্দ্রগতে চ জীবে
কার্য্যা হরেঃ শুভতিথৌ বিধিবৎ প্রতিষ্ঠা॥
আষাঢ়ে দ্বে তথা মূলমুত্তরাত্রয়মেব চ।
জ্যেষ্ঠাশ্রবণরোহিণ্যঃ পূর্ব্বভাদ্রপদস্তথা।
হস্তাশ্বিনী রেবতী চ পুষ্যা মৃগশিরস্তথা।
অনুরাধা তথা স্বাতী প্রতিষ্ঠাদৌ প্রশস্যতে॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

দেবতার পূজাপদ্ধতি অনুসারে অঙ্গ-দেবতার পূজাদি করিয়া পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র—"আঁং হ্রীঁং ক্রোঁং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহস্থিত, আমিত্যাদি অমুষ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্‌মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা তে যজুরীরয়ন্॥"

এই মন্ত্রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার নাম ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। দেবতার হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া প্রাণস্থাপন এবং মন্ত্রে যে সকল স্থানের কথা লিখিত আছে, সেই সেই স্থানে হস্ত দিয়া তত্তৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উজ্জীবন করিতে হইবে। এই নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে দেবতার দেবত্ব হইয়া থাকে।

দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কর্ম্মকর্ত্তার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"পুত্রোৎপত্তৌ সদা শ্রাদ্ধমন্নপ্রাশনিকে তথা।
চূড়াকার্য্যে ব্রতে চৈব নাম্নি পুংসবনেঽপি চ॥
পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
এতদ্বৃদ্ধিকরং নাম গৃহস্থস্য বিধীয়তে॥" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

পুত্রজনন, পুত্রের অন্নপ্রাশন, চূড়া, পুংসবন, ব্রত, পাণিগ্রহণ, দেবাদির প্রতিষ্ঠা, ও নবগৃহে প্রবেশ এই সকল গৃহস্থের বৃদ্ধিকর, এইজন্য এই সকল কার্য্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যথাবিধি দেবপ্রতিষ্ঠা করিলে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। সকলেরই বিভবানুসারে দেবপ্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। একদিনে যদি দেবপ্রতিষ্ঠা, বাস্তুযাগ ও গৃহোৎসর্গ এই তিনটী কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে একটী বৃদ্ধি করিলেই হইবে, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের জন্য আর অধিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। (এই প্রতিষ্ঠার বিষয় গরুড়পুরাণে ৪৮ অধ্যায়ে এবং মৎস্যপুরাণে বিশেষ লিখিত আছে।)

জলাশয়প্রতিষ্ঠা, দেবগৃহপ্রতিষ্ঠা, মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা জানিতে হইবে।

যদি কেহ দেবতার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই গৃহে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ গৃহ যদি বিবিধ চিত্রদ্বারা শোভিত করেন, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাতা সেই দেবলোক প্রাপ্ত হন।

"কৃত্বা দেবালয়ং সর্ব্বং প্রতিষ্ঠাপ্য চ দেবতাম্।
বিধায় বিধিবৎ চিত্রং তল্লোকং বিন্দতে ধ্রুবম্॥"(মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

দেবগৃহের জন্য যদি কেহ ভূমিদান করে, তাহা হইলে তাহারও সেই দেবলোকে গতি হইয়া থাকে। মৃৎনির্ম্মিত দেবগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে যে ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে তাহার কোটিগুণ অধিক ফল, ইষ্টকালয়ে ইহার দ্বিগুণ ও প্রস্তরনির্ম্মিত করিলে দ্বিপরার্দ্ধগুণ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে ধনী ও দরিদ্রের বিশেষ এই যে, ধনীব্যক্তি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে যে ফললাভ করিবেন, দরিদ্র ব্যক্তি মৃৎনির্ম্মিত গৃহেও সেই ফলভোগী হইবে।

"স্বল্পো মহতি বা বিত্তং ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ।
মৃণ্ময়াৎ কোটিগুণিতং ফলং স্যাদ্দারুভিঃ কৃতে॥
কোটিকোটিগুণং পুণ্যং ফলং স্যাদিষ্টকালয়ে।
দ্বিপরার্দ্ধগুণং পুণ্যং শৈলজে তু বিদুর্বুধাঃ॥
মৃচ্ছৈলয়োঃ সমং জ্ঞেয়ং পুণ্যমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

যথাবিধি প্রতিষ্ঠাদি করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। সহস্র, অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশ বা বিংশতিজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়, ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

"ততঃ সাহস্রং বিপ্রাণামথবাষ্টোত্তরং শতম্।
ভোজয়েচ্চ যথাশক্ত্যা পঞ্চাশদ্বাথ বিংশতিম্॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

যে সকল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রতিদিন যথাবিধানে সেই সকল মূর্ত্তির পূজা আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির যদি একদিন পূজা না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্চ্চনা করিবে। একমাস বা তদধিক দিন যদি উহার পূজা না হয়, তাহা হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বা বলেন, প্রতিষ্ঠা না করিয়া অভিষেক করিলে চলিতে পারে; কিন্তু পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যকল্প। অস্পৃশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অর্থাৎ যাহাদের স্পর্শ করিতে নাই, তাহারা ছুঁইলে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থানবর্জ্জিত, যাগহীন, পশুস্পৃষ্ট, দুষ্টভূমিতে পতিত, অপরদেবতার মন্ত্রদ্বারা পূজিত ও পতিতস্পর্শদূষিত এই দশপ্রকার দোষদুষ্ট হইলে তাহাতে দেবত্ব থাকে না। *

জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা তত্তৎ পদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠার যে কালের বিষয় বিহিত হইয়াছে, সকল প্রকার

---

* "অথ প্রতিষ্ঠিতমূর্ত্তৌ কদাচিৎ পূজাভাবে মহাকপিলপঞ্চরাত্রে—
একাহপূজাবিহিতা কুর্য্যাদ্দ্বিগুণমর্চ্চনম্।
মাসাদূর্দ্ধমনেকাহং পূজয়েৎ যদি হন্যতে।
প্রতিষ্ঠৈবোচ্যতে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সংপ্রোক্ষণক্রমঃ।
সংপ্রোক্ষণস্তু দেবস্য দেবস্যস্যেতি পূর্ব্ববৎ।
অথাস্পৃশ্যস্পর্শনে তু বোধায়নঃ—শ্ববাবৎকৃতশৌচানাং দেবার্চ্চায়াং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি।
খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু।
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং দিবৌকসঃ॥" (মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

প্রতিষ্ঠাই ঐ সকল কালে বিধেয়। কেবল ব্রতপ্রতিষ্ঠাস্থলে যে ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য, সেই বৎসরের শেষে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে প্রতিষ্ঠা করিলে অকাল ও মলমাস প্রভৃতি কোন দোষাবহ হইবে না। যদি ঐ প্রতিষ্ঠা কোন বিঘ্নবশতঃ না হয়, তাহা হইলে অকালে বা মলমাসে প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর কালশুদ্ধি থাকিবে, সেই বৎসরই প্রতিষ্ঠা বিধেয়। (হরিভক্তিবিলাসে তুলসী ও তুলসীবেদিকা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার বিষয় এবং রামচন্দ্রকৃত প্রতিষ্ঠাতিলকে ২৪ জন জৈন-তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তিস্থাপনপ্রসঙ্গে পবিত্রীকরণ ও পূজনবিধি লিখিত আছে।)

৯ স্তব। ১০ স্থৈর্য্যভেদ।

"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" (পাত° ২।৩৫)

অহিংসা প্রতিষ্ঠা হইলে তৎসন্নিধানে আর কাহারও শত্রুতা থাকে না, অর্থাৎ চিত্ত যদি হিংসাশূন্য এবং অহিংসাধর্ম্ম প্রবল বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হিংস্রজন্তুরা অহিংস্র হইবে। ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও সর্পাদিপূর্ণ গিরিগহ্বর বা নিবিড় অরণ্য, কোন স্থলেই অহিংসাপ্রতিষ্ঠব্যক্তির সমাধির বিঘ্ন হইবে না। কোন হিংস্রজন্তই তাহাকে আর হিংসা করিবে না। ব্যাঘ্রাদি যে লোকদিগকে হিংসা করে, তাহা কেবল তাহাদের দোষ নহে, লোকদিগেরও দোষ আছে। তুমি হিংসা কর বলিয়া তাহারাও তোমায় হিংসা করে। তোমার মন হিংসার আশঙ্কা করে বলিয়া তাহারাও তোমাকে শত্রুজ্ঞানে হিংসা করে। মনুষ্য দেখিবামাত্র তাহাদের যে হিংসাবৃত্তির উদয় হয়, তাহা মনুষ্যের দোষেই হয়। চিত্ত যদি অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ হিংসাকে যদি জন্মের মত ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে এক অপূর্ব্ব শ্রী উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে সকল প্রাণীই তাহার নিকট হিংসাস্বভাব পরিত্যাগ করে। কেহই আর তাহাকে হিংসা করিতে সমর্থ হয় না।

"সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।" (পাতঞ্জলদ° ২।৩৬)

সত্যপ্রতিষ্ঠ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ক্রিয়াফলের স্বাধীন হওয়া যায়। মিথ্যাকে যদি একেবারে ভুলিতে পারা যায়, চিত্ত যদি কখনও কোনপ্রকারে মিথ্যাসম্পর্কে কলুষিত না হয়, কেবল-মাত্র সত্যই যদি হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের ফলও তাহার অধীন হয় অর্থাৎ বাক্‌সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি যে বাক্যপ্রয়োগ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাই সিদ্ধ হইবে, স্বর্গে যাও বলিলে স্বর্গে, বা নরকে যাও বলিলে নরকে যাইবে। তাহার বাক্য কখনও ব্যাহত হইবে না।

"অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানং।" (পাতঞ্জল দ° ২।৩৭)

অস্তেয় প্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ অচৌর্য্য যদি দৃঢ়মূল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার নিকট সমস্ত রত্নই আপনা হইতে উপস্থিত হইবে।

"ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৩৮)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যলাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধ বিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি কখন মনে কামোদয় না হয়, তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অদ্ভুত সামর্থ্য জন্মে যে, তদ্বলে চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হয়। ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির এমনই এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে যে, তিনি যখনই যাহাকে যে উপদেশ দিবেন, তৎসমস্তই অবিলম্বে সিদ্ধ হইবে। তখন তাহার অণিমাদি শক্তি উপস্থিত হইবে। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তাহার অধিগত হওয়ায় তিনি যাহা মনে করিবেন, তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক যোগী-মাত্রেরই অহিংসাদি প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যত্ন করিতে হয়।

(পাতঞ্জলদ° ২ পা°)

১১ পৃথিবী। ১২ ব্রতাদির উদ্‌যাপন।

প্রতিষ্ঠাকাম (ত্রি) ১ যশঃপ্রার্থী। ২ গৃহাদির প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। ৩ স্থিতিকাম। (ভাগ° ২।৩।৫)

প্রতিষ্ঠাতৃ (পুং) প্রতি-স্থা-তৃণ্। ঋত্বিক্‌ভেদ।

প্রতিষ্ঠাত্ব (ক্লী) প্রতিষ্ঠা-ত্ব। প্রতিষ্ঠার ভাব। (বৃহদারণ্যক)

প্রতিষ্ঠান (ক্লী) প্রতিতিষ্ঠত্যত্রেতি প্রতি-স্থা-অধিকরণে ল্যুট্। ১ জনপদভেদ। পুরূরবার রাজধানী।

"সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ॥" (দেবীভা° ১।১৩।১-২)

হরিবংশে লিখিত আছে—এই নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে ঐলের রাজধানী ছিল। (হরিবংশ ২৬।৪৭-৪৮)

প্রতি-স্থা-ভাবে ল্যুট্। ২ ব্রতাদির সমাপ্তিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম-ভেদ। ৩ দেবাদির পূজ্যতাপ্রযোজক সংস্কারভেদ। ৪ বিখ্যাতি।

প্রতিষ্ঠান(পুর), চন্দ্রবংশীয় প্রথমরাজ, পুরূরবার রাজধানী। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের অপরতীরে গঙ্গার বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ঝুসী। এখানে সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ-গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহাতে প্রত্যেকের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড ইন্দারা আছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে এখানে কুমারগুপ্তের ২৪ খানি মুদ্রা মৃত্তিকা মধ্য হইতে পাওয়া যায়। এখানকার হিন্দুমন্দির ও মসজিদ-গুলি অপ্রাচীন।

২ (ভুক্তি)—গোদাবরীতীরবর্ত্তী মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী। এখন নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শালিবাহন রাজার রাজধানী ছিল। টলেমী লিখিয়াছেন, অন্ধ্রুবংশীয় মহারাজ শ্রীপুলোমায়ী এখানে রাজত্ব করিতেন। [পৈঠান দেখ।]

প্রতিষ্ঠাপন (ক্লী) প্রতি-স্থা-ণিচ্ ল্যুট্। দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাকরণ।

প্রতিষ্ঠাপয়িতৃ (ত্রি) প্রতি-স্থা-ণিচ্ তৃচ্। প্রতিষ্ঠাপনকর্ত্তা।

প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য (ত্রি) প্রতি-স্থা-ণিচ্-তব্য। স্থাপনযোগ্য, স্থাপনার্হ, স্থাপনা করার যোগ্য।

"স শিক্ষকানাং ধুরি প্রতিষ্ঠাপয়িতব্য এব।" (মালবিকা° ১৫)

প্রতিষ্ঠাবৎ (ত্রি) প্রতিষ্ঠা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রতিষ্ঠাযুক্ত, খ্যাতিযুক্ত, প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিষ্ঠি (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠাশ্রয়, সকলের প্রতিষ্ঠা।

"নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি ন প্রতিষ্ঠিঃ।" (ঋক্ ৬।১৮।১২) 'অস্য প্রতিষ্ঠিঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ো নাস্তি, সএব সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ।'(সায়ণ)

প্রতিষ্ঠিত (ত্রি) প্রতিষ্ঠা জাতা অস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ প্রতিষ্ঠাযুক্ত। "সদ্ভূতত্বহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা। অহঙ্কারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ॥"(দে°ভা°৩।৬।৭৩) ২ গৌরবান্বিত। ৩ বিখ্যাত, প্রশংসিত, সম্মানিত। ৪ সংস্কৃত, ৫ জাতপ্রতিষ্ঠ দেবাদি। ৬ অধিগত। ৭ সমাপিত। (পুং) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৮)

প্রতিষ্ঠিতি (স্ত্রী) প্রতিষ্ঠান।

"রথন্তরং সাম প্রতিষ্ঠিত্যা অন্তরীক্ষে।" (শুক্লযজু ১৫।১০)

'অন্তরীক্ষে লোকে প্রতিষ্ঠিত্যৈ প্রতিষ্ঠানায়' (বেদদীপ°)

প্রতিষ্ণাত (ত্রি) প্রতি-স্না-ক্ত ষত্বং। ১ প্রতিস্নাত, বিশুদ্ধ, পবিত্র। ২ পূত।

প্রতিষ্ণিকা (স্ত্রী) প্রতি-স্না-স্বার্থে ক, কাপি অত-ইত্বং। সুষামাদিত্বাৎ ষত্বং। প্রতিস্নানকারিণী স্ত্রী।

প্রতিসংক্রম (পুং) প্রতিরূপঃ সংক্রমঃ প্রাদিসমাসঃ। ১ প্রতিচ্ছায়া। (ত্রি) ২ প্রতিসংক্রান্ত, প্রতিচ্ছায়াপন্ন। ৩ সঞ্চার।

"চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধানন্তা চেতি।" (পাতঞ্জলভা°) চিতিশক্তির কোনরূপ পরিণাম বা প্রতিসংক্রম (সঞ্চার) কিছুই হয় না।

প্রতিসংখ্যা (স্ত্রী) প্রতি-সম্-খ্যা-ভাবে অঙ্। ১ প্রসংখ্যান, সাংখ্যাদি সিদ্ধ জ্ঞানভেদ। [বিশেষ বিবরণ সাংখ্য শব্দে দেখ।]

প্রতিসংখ্যানিরোধ (পুং) প্রতিসংখ্যাপূর্ব্বকো নিরোধঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ভাবপদার্থের নাশরূপ বৌদ্ধমতসিদ্ধ পদার্থভেদ।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ এই তিনটী পদার্থ স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র এইরূপ স্থির করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন,—

"প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ"

(বেদান্তসূত্র ২।২।২২)

বৈনাশিকগণ বলেন, তিনটী ব্যতীত সমস্তই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপাদ্য, ক্ষণিক (ক্ষণকালস্থায়ী) ও বুদ্ধিবোধ্য অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রকাশ্য। সেই তিনটী পদার্থ এই—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ। নিরোধশব্দের অর্থ বিনাশ। কতক বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিরুদ্ধ বা বিনষ্ট হয়। কতক আপনাআপনি নিরুদ্ধ হয়। বৌদ্ধগণ এই তিনটীকে স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহা নষ্ট করি, এইরূপ বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ। ভামতী ঐ সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন, 'ভাবপ্রতীপা সংখ্যাবুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সন্তমিমমসন্তং করোমীত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধের্ভাবপ্রতীপত্বম্।'

তোমরা যাহাকে সৎ বলিতেছ, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহাকে অসৎ করিব, ইহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আবরণাভাবের নাম আকাশ। বৈনাশিক যে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের কথা বলেন, তাহা একেবারেই অসম্ভব। কারণ তাহাদের মতেও বিচ্ছেদের অভাব নাই। এখন বিবেচ্য এই যে, এই প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কাহার? সন্তান না সন্তানীর?

সন্তান অর্থে প্রবাহ। সন্তানী অর্থে প্রবাহান্তর্গত পদার্থ। ইহার অন্য নাম ভাব বা বস্তু। যেমন তরঙ্গ ও জল। স্রোতঃ ও জল। একটী তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়, তাহা আবার অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ একটী ভাব অন্য ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয় এবং সেটী নষ্ট না হইতে তাহা হইতে অন্য একটী জন্মে। এইরূপ চিরকাল জন্মবিনাশের স্রোত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কারবিজ্ঞান জন্মাইয়া মরে; সুতরাং সেগুলিও কারণ-কার্য্যের স্রোত বলিয়া গণ্য।

পূর্ব্বে যে বলিলাম, এ নিরোধ কাহার সন্তান বা সন্তানীর? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সন্তানের নিরোধ অসম্ভব, কেন না সন্তানী সকল সন্তান মধ্যে পরস্পর কারণকার্য্যরূপে অনুভূত থাকে, সুতরাং সন্তানের বিচ্ছেদ অসম্ভব হয়। সন্তানীর নিরোধও অসম্ভব। তাহারও কারণ এই যে, কোনও ভাবের (পদার্থের) নিরন্বয় ও নিরুপাখ্য বিনাশ হয় না। বস্তুমাত্রই যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হউক না কেন, প্রত্যভিজ্ঞাবলে তাহার

অবিচ্ছেদই দেখা যায়। অমুক বস্তু এখন এইরূপ হইয়াছে, এই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান তদ্বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ না হওয়ায় সাক্ষ্য দিতেছে। কোন কোন অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞা হয় না সত্য, না হইলেও ক্বচিদ্ দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদাভাববলে তদ্বস্তুর অন্বয় বা অবিচ্ছেদ অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে স্থগতদিগের দ্বিপ্রকার বিনাশ অযুক্ত, অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন কারণকার্য্য-ধারার বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সৌগত মত সিদ্ধ প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব হয়।

ইহাতে বৌদ্ধগণ অবশ্যই বলিলেন, অবিদ্যাদির নিরোধে মোক্ষ। অবিদ্যাদির নিরোধ উক্ত নিরোধদ্বয়ের অন্তঃপাতী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যাদির নিরোধ কি সসহায়, (যমনিয়মাদি অঙ্গের সহিত) সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা হয়, না আপনা আপনি হয়? যদি সসহায় সম্যক্ জ্ঞানে হয় বল, তাহা হইলে 'ক্ষণিকবাদ', সমুদয় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি বল, আপনা আপনি হয়, তাহা হইলে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে; স্থতরাং উভয় পক্ষেই দোষ। অতএব অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ বিষয়েও দোষ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধবিষয়েও দোষ, অতএব বৌদ্ধদিগের ঐ মত নিতান্ত অযৌক্তিক। (বেদান্তদ° ২।২।২২-২৩) [বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

প্রতিসংযোদ্ধৃ (ত্রি) প্রতি-সম-যুধ-তৃচ্। প্রতিযোদ্ধা, তুল্য-রূপ যোদ্ধা।

প্রতিসংলয়ন (ক্লী) প্রতি-সম-লী-ল্যুট্। সম্পূর্ণরূপে লীন হওন। গুপ্ত বা লুক্কায়িতের ভাব। (দিব্যাবদান ১৫৬।২)

প্রতিসংবৎসর (অব্য) প্রত্যেক বৎসর। প্রতিবৎসরে।

"প্রতিসংবৎসরং ত্বর্ঘাঃ স্নাতকাচার্য্যপার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১১০)

প্রতিসংবিদ্ (স্ত্রী) প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ জ্ঞান।

প্রতিসংবিদ্প্রাপ্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (দিব্যাবদান ১৮০।২৭)

প্রতিসংবেদক (ত্রি) পূর্ণতত্ত্বজ্ঞ।

প্রতিসংবেদিন্ (ত্রি) সুখভোগী।

প্রতিসংস্থান (ক্লী) প্রতি-সম-স্থা-ল্যুট্। মধ্যে অবস্থান, প্রবেশ।

প্রতিসংহার (পুং) প্রতি-সং-হৃ-ঘঞ্। ১ নিবর্ত্তন। ২ প্রত্যা-কর্ষণ, সঙ্কোচ।

প্রতিসংহৃত (ত্রি) প্রতি-সং-হৃ-ক্ত। ১ সঙ্কুচিত, প্রত্যানীত। ২ নিবর্ত্তিত। ৩ অনুরুদ্ধ।

প্রতিসঙ্ঘিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ধূলি প্রভৃতি নিবারণার্থ পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ।

প্রতিসঙ্গিন্ (ত্রি) প্রতিসঙ্গ-ইনি। প্রতিসঙ্গ, যুদ্ধ। নঞ্-পূর্ব্বক হইলে বিঘ্নরহিত অর্থ হয়।

প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রতি সঞ্চরন্তি ক্রিয়াশূন্য বিলীয়ন্তেঽত্রাং প্রতি-সম-চর-আধারে অপ্। ১ প্রলয়ভেদ।

"যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥"(মার্কপু° ৪৬অ°)

যে সময় এই বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখন তাহার নাম প্রতিসঞ্চর। ২ প্রলয়মাত্র।

প্রতিসঞ্জিহীষু (ত্রি) প্রতিসংহর্ত্তুমিচ্ছুঃ প্রতি-সম্-হৃ-সন্, তত উ। প্রতিসংহার করিতে ইচ্ছুক।

"আত্মেন্দ্রনানিলবিয়ন্মনইন্দ্রিয়ার্থ-
ভূতাদিভিঃ পরিবৃতঃ প্রতিসঞ্জিহীর্ষুঃ।" (ভাগবত ৩।৩২।৯)

প্রতিসদৃক্ষ (ত্রি) প্রত্যেকের প্রতি সমানদর্শী। (শুক্লযজুঃ ১৭।৮৪)

প্রতিসদৃশ্ (ত্রি) প্রত্যেকের প্রতি সমানদর্শী। "সদৃঙ্‌চ প্রতিসদৃঙ্‌চ" (শুক্লযজু° ১৭।৮১) 'প্রতিসদৃঙ্ প্রতিসমানং পশ্যতীতি প্রতিসদৃঙ্' (বেদদীপ)

প্রতিসন্দেশ (পুং) প্রতিরূপঃ সন্দেশঃ প্রাদিসমাসঃ। সন্দে-শানুসারে প্রত্যুত্তররূপ বাচিক বৃত্তান্তভেদ।

প্রতিসন্ধান (ক্লী) প্রতি-সম্-ধা-ভাবে-ল্যুট্। ১ অনুসন্ধান, অনুচিন্তন, নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ।

প্রতিসন্ধি (পুং) প্রতীপঃ সন্ধিঃ প্রাদিসমাসঃ। ১ বিয়োগ। ২ উপরম। প্রতি সম্-ধা-কি। ৩ প্রতিসন্ধান। "অদৃষ্টতো-ঽন্যুপায়াচ্চ প্রতিসন্ধিশ্চ কর্ম্মণঃ।" (ভারত শান্তিপ° ২০৬ অ°) সন্ধৌ সন্ধৌ বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। ৪ সন্ধিতে সন্ধিতে। ৫ পুন-র্জন্ম। (দিব্যা° ৫৭।২৫)

প্রতিসন্ধেয় (ত্রি) প্রতি-সম্-ধা-কর্ম্মণি যৎ। প্রতীকার্য্য, প্রতীকারযোগ্য।

প্রতিসম (ত্রি) প্রতিকূলঃ সমঃ। বিসদৃশ।

প্রতিসমন্ত (ত্রি) প্রতিগতং সমন্তাৎ যেন প্রাদিবহু° পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রাপ্তসমন্তাভাব। (শত° ব্রা° ৩।৭।১।১৩)

প্রতিসমাধান (ক্লী) প্রতি-সম্-আ-ধা-ল্যুট্। প্রতিকার।

প্রতিসমাধেয় (ত্রি) প্রতি-সম্-আ-ধা-যৎ। প্রতীকার্য্য, প্রতীকারের যোগ্য।

প্রতিসমাসন (ক্লী) প্রতি-সম্-আ-অস-ভাবে-ল্যুট্। নিরসন, নিবারণ।

প্রতিসর (পুং) প্রতিসরতীতি প্রতি-সৃ-অচ্। ১ মন্ত্রভেদ। ২ মাল্য। ৩ কঙ্কণ। ৪ ব্রণশুদ্ধি। ৫ চমূপৃষ্ঠ। ৬ প্রাতঃকাল। (শব্দমালা) (পুং ক্লী) ৭ মণ্ডল। ৮ হস্তীর আরক্ষ। ৯ হস্তসূত্র। (ত্রি) ১০ নিযোজ্য। ১১ ভৃত্য।

'অবেৎ প্রতিসরো মন্ত্রভেদে মাল্যে চ কঙ্কণে।
ব্রণশুদ্ধৌ চমূপৃষ্ঠে পুংসি ন স্ত্রীতু মণ্ডনে।
আরক্ষে করসূত্রে চ নিয়োজ্যে ত্বন্যলিঙ্গকঃ॥' (মেদিনী)
স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রতিসরা, পরিচারিকা।

প্রতিসরণ (ক্লী) প্রতি-স্ব-ল্যুট্। ঠেস দিয়া থাকা।

প্রতিসর্গ (পুং) প্রতিরূপঃ সর্গঃ। ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদির সৃষ্টি, মরীচ্যাদি কর্তৃক সৃষ্টি। পুরাণের পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত লক্ষণবিশেষ।

"আদিসর্গস্ত্বয়া সূত কথিতো বিস্তরেণ চ।
প্রতিসর্গশ্চ যে যেষামধিপাস্তান্ বদস্ব নঃ॥"(কালিকাপু° ২৬অ°)

কালিকাপুরাণে প্রতিসর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রুদ্র, বিরাট্‌পুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ। বিরাট্‌পুত্র মনু, অন্য ৬ জন মনুকে সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, ক্রমে সেই মনুর সন্ততিগণে জগৎব্যাপ্ত হইল। স্বায়ম্ভুব মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ৬টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা সকলেই মনু। তাহাদের নাম যথা—স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বিবস্বান্।

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অন্যান্য জলজ স্থলজ প্রাণী, স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রদিগের সহিত এই সকল সৃষ্টি করেন, এ জন্য ইহাকে তাহার প্রতিসর্গ বলা যায়। স্বায়ম্ভুবপুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকারকালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। বরাহযজ্ঞ, যূপাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং যাবতীয় গুণ সৃষ্টি করেন। এ জন্য ঐ সকলকে বারাহপ্রতিসর্গ বলা যায়। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, উরু হইতে বৈশ্যগণ ও পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারিমুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার প্রতিসর্গ বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মসর্গ। মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি, কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ, দেব, দৈত্য, দানব প্রভৃতি তাঁহার সৃষ্ট, ইহা মারীচ প্রতিসর্গ। অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগৎ ব্যাপক চন্দ্রবংশ, ইহাই সোমসর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। পুলস্ত্যের পুত্র আজ্যপ নামক পিতৃগণ এবং রাক্ষসবৃন্দ, ইহা পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন, ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। সূর্য্যসন্নিভ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্যগণ ক্রতুর পুত্র, ইহারা ক্রতুর প্রতিসর্গ। ষড়শীতিসহস্র প্রাচেতসগণ প্রচেতার পুত্র, ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ। সুকালিন পিতৃগণ ও অরুন্ধতীগর্ভসম্ভূত অন্য ৫০ জন যোগী বশিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বাসিষ্ঠ প্রতিসর্গ। ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি, তাহারা দৈত্যগণের পুরোহিত, কবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ, ইহারা অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই ভার্গব প্রতিসর্গ। নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন, উত্তর, নৃত্য, গীত ও কৌতুক সকল উৎপন্ন হয়, ইহা নারদ প্রতিসর্গ। এই দক্ষমরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বহুপুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের বিবাহ দিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন। তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সন্তানসন্ততি অদ্যাপি ভুবনমণ্ডলে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও উৎপন্ন হইতেছে। বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ণ হইতে বসু ও দশদিক্, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ। পরে চন্দ্র সৃষ্ট হইবার জন্য অত্রির নেত্র হইতে সমুদ্ভূত হন, সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতিগর্ভে উৎপন্ন হন। রুদ্র হইতে চতুর্ব্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্ররূপধারী একপ্রকার, শৃগালাস্য, বানরাস্য আর একপ্রকার, ভল্লুকানন ও বিড়ালানন অন্যপ্রকার, সিংহমুখ ও ব্যাঘ্রমুখ অন্যবিধ। ইহারা সকলেই নানা শস্ত্রধারী এবং কামরূপী ও মহাবল পরাক্রান্ত। ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ। কল্পশেষে এই সকল প্রতিসর্গের লয় হইয়া থাকে। (কালিকাপু° ২৬ অঃ) ২ প্রলয়।

"সংগ্রহেণ ময়া খ্যাতঃ প্রতিসর্গস্তবানঘ।
ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনো মলম্॥"(ভা°৪।৮।৫)
'প্রতিসর্গঃ প্রলয়ঃ অধর্ম্মস্য প্রলয়হেতুত্বাৎ প্রতিসর্গত্বম্।'(স্বামী)

(অব্য°) সর্গে সর্গে প্রতিসর্গমিত্যব্যয়ীভাবঃ। ৩ সর্গে সর্গে, প্রত্যেক সর্গে। (মনু ১।১১২)

প্রতিসর্য্য (পুং) প্রতিসরে ভবঃ যৎ। রুদ্রভেদ।

"নমঃ সোভ্যায় চ প্রতিসর্য্যায় চ।" (শুক্লযজু° ১১।৩৩)

'প্রতিসরো বিবাহোচিতং হস্তসূত্রমভিচারো বা তত্র ভবঃ প্রতিসর্য্যঃ তস্মৈ নমঃ।' (বেদদীপ)

২ বিবাহোচিত হস্তসূত্রভবমাত্র।

প্রতিসব্য (ত্রি) প্রতিগতং সব্যং বামমিতি। প্রতিকূল, বিপরীত।

প্রতিসন্ধানিক (পুং) প্রতিসন্ধানং প্রয়োজনমস্যেতি প্রতিসন্ধান-ঠক্। মাগধ, স্তুতিপাঠক। (শব্দরত্নাবলী)

প্রতিসাম (ত্রি) সাম্নি সাম্নি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ অচ্ সমাসান্তঃ। প্রত্যেকসামে, প্রত্যেকসামমন্ত্রে।

প্রতিসামন্ত (পুং) বিপক্ষ, শত্রু।

প্রতিসায়ম্ (অব্য) প্রতি সন্ধ্যাকালে।

প্রতিসারণ (ত্রি) প্রতিসারযতি প্রতি-স্ব-ণিচ্ ল্যু। ১ অপ-

সারক। ২ দূরীকারক। ভাবে ল্যুট্। ৩ দূরীকরণ। করণে ল্যুট্। ৪ সুশ্রুতোক্ত অগ্নিকার্য্যভেদ। অর্শ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে অগ্নিকার্য্য বিধেয়। এই অগ্নিকার্য্য চারিপ্রকার, বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। উষ্ণ ঘৃততৈলাদি তরল দ্রব্য সংযোগে দগ্ধ করার নাম প্রতিসারণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১২)

৫ ব্রণচিকিৎসাঙ্গ উপক্রমভেদ।

"গুটিকা মূত্রপিষ্টানাং ব্রণানাং প্রতিসারণম্।" (সুশ্রুত)

'প্রতিসারণং ব্রণস্য স্বস্থানাৎ স্থানান্তরানয়নং।' (টীকা)

৬ দন্তঘর্ষণভেদ। "দন্তজিহ্বামুখানাং যচ্চূর্ণকল্কাবলেহকৈঃ। শনৈর্ঘর্ষণমঙ্গুল্যা তদুক্তং প্রতিসারণম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

চূর্ণ, কল্ক বা অবলেহ দ্বারা দন্ত, জিহ্বা ও মুখ ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দিয়া ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ কহে। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রতিসারণ করিলে মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মুখশোষ, তৃষ্ণা, অরুচি ও দন্তপীড়া সকল বিনষ্ট হয়। (ভাবপ্র°)

প্রতিসারণীয় (ত্রি) প্রতি-সৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ স্থানান্তর নয়নীয় সুশ্রুতোক্ত ক্ষারপাকবিধিভেদ।

"স দ্বিবিধঃ পানীয়শ্চ। তত্র প্রতিসারণীয়ঃ কুষ্ঠকিটিভদদ্রু প্রভৃতিষূপদিশ্যতে।" (সুশ্রুত সূত্র° ১১ অঃ) কুষ্ঠ, কিটিভ (মাথার উকুন), দদ্রু, কিলাস, মণ্ডল (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, আব, দুষ্টব্রণ, নাড়ীব্রণ, চর্ম্মকীল, তিলকালক, ন্যচ্ছ, ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ দাগ বিশেষ), মশক, বাহ্যব্রণ, কৃমি, বিষ ও অর্শ এই সকল রোগে প্রতিসারণীয় ক্ষারপ্রয়োগবিশেষ হিতকারক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১১ অঃ)

২ প্রতিসারণযোগ্য, স্থানান্তরে নয়নীয়।

প্রতিসারা (স্ত্রী) পঞ্চবুদ্ধশক্তিভেদ। এই শক্তি তান্ত্রিক দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার ধারণী ধারণ করিলে নানা-বিঘ্ন হইতে রক্ষা লাভ হয়। (বৌদ্ধশাস্ত্র)

প্রতিসারিত (ত্রি) প্রতি-সৃ-ণিচ্ ক্ত। ১ পরিচালিত, অপসারিত, সরাইয়া দেওয়া। ২ প্রবর্ত্তিত। ৩ দূরীকৃত। ৪ সংশোধিত।

প্রতিসারিন্ (ত্রি) প্রতীপং সরতি সৃ-ণিচ্-ণিনি। ১ প্রতীপগামী। ২ নীচগামী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (ভারত বনপ° ৫১ অঃ)

প্রতিসিদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত (রাজা ৩য় জয়সিংহের সমসাময়িক) রাজকরবিশেষ।

প্রতিসীরা (স্ত্রী) প্রতি সিনোতি প্রতিবধ্নাতীতি প্রতি-সি (শুসিচিমিমাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।২৫) ক্রন্ দীর্ঘশ্চ, ততষ্টাপ্। যবনিকা, ব্যবধায়কপট, তিরস্করিণী, পর্দ্দা।

প্রতিসূর্য্য (পুং) প্রতিরূপঃ সূর্য্যঃ প্রাদিস°। ১ কৃকলাস, কাঁকলাস। (ত্রিকাণ্ড) ২ দ্বিতীয় সূর্য্য প্রাদুর্ভাবরূপ আন্তরীক্ষোৎপাতবিশেষ। ৩ সূর্য্যপরিবেশ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—যে ঋতুতে সূর্য্যের যে প্রকার বর্ণ হয়, সেই ঋতুতে প্রতিসূর্য্যের বর্ণও তদ্রূপ বা স্নিগ্ধ হইলে অথবা বৈদূর্য্যসদৃশ, স্বচ্ছ ও শুক্লবর্ণযুক্ত হইলে ক্ষেম ও সুভিক্ষকর হয়। পীতবর্ণ হইলে ব্যাধি, অশোকপুষ্পের ন্যায় হইলে শস্ত্রপ্রকোপ অর্থাৎ যুদ্ধাদি উপস্থিত হয়। প্রতিসূর্য্যের মালা অর্থাৎ অনেকগুলি প্রতিসূর্য্য উদিত হইলে দস্যুভয়, আতঙ্ক ও নৃপবিনাশ হইয়া থাকে। উত্তরে প্রতিসূর্য্য হইলে অধিকজল, দক্ষিণে হইলে প্রবল বায়ু, উভয় দিকস্থিত হইলে সলিলভয়, উপরিস্থিত হইলে রাজভয় এবং অধঃস্থিত হইলে মারীভয় উপস্থিত হয়। (বৃহৎস° ৩৭ অঃ)

প্রতিসূর্য্যক (পুং) প্রতিসূর্য্য-স্বার্থে কন্। কৃকলাস।

"প্রতিসূর্য্যকদষ্টানাং সর্পদষ্টবদাচরেৎ।" (সুশ্রুতকল্পস্থা° ৮ অঃ)

প্রতিসূর্য্যক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে তাহার চিকিৎসা সর্পদষ্টের ন্যায় কর্ত্তব্য। ২ সূর্য্যের পরিবেশ। [প্রতিসূর্য্য দেখ।]

প্রতিসূর্য্যশয়ানক (পুং) ১ সূর্য্যের উত্তাপে শয়নকারী (কুম্ভীর সরট প্রভৃতি)।

প্রতিসৃষ্ট (ত্রি) প্রতি-সৃজ-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ প্রেষিত। ২ প্রত্যাখ্যাত। (মেদিনী) ৩ বিসৃষ্ট, দত্ত। (ধরণি)

প্রতিসেনা (স্ত্রী) বিপক্ষদিগের সেনা, শত্রুসেনা।

প্রতিসোমা (স্ত্রী) প্রতিরূপঃ সোমঃ সোমবল্লী যস্যাঃ। মহিষবল্লী।

প্রতিস্কন্ধ (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত° শল্য° ৪৬ অঃ)

২ নিয়মসন্ধ্যঙ্গভেদ। "পরিচ্ছিন্নং ফলং যত্র প্রতিস্কন্ধেন দীয়তে। স্কন্ধোপনেয়ং তং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিদো জনাঃ॥" (কামন্দকী)

প্রতিস্ত্রী (স্ত্রী) প্রতিরূপা স্ত্রী প্রাদিসমাসঃ। ১ পরনারী। আভিমুখ্যে অব্যয়ীভাবঃ। (অব্য) ২ স্ত্রীর অভিমুখে।

প্রতিস্থান (অব) প্রত্যেক স্থানে।

প্রতিস্নেহ (পুং) প্রতি-স্নিহ-ঘঞ্। প্রতিরূপ স্নেহ, ভালবাসার প্রতিদান।

প্রতিস্পর্দ্ধা (স্ত্রী) প্রতি-স্পর্দ্ধ-ভাবে-অঙ্। প্রতিরূপা স্পর্দ্ধা, প্রতিকক্ষা। (শব্দরত্না°)

প্রতিস্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) বিদ্রোহী, প্রতিস্পর্দ্ধাযুক্ত।

প্রতিস্পশ (পুং) প্রতিরূপঃ স্পশঃ। ১ প্রতিদূত। ২ আগমন-প্রতীক্ষা। "ইন্দ্রস্য বজ্রোহসি বার্ত্তঘ্নস্তনূপানঃ প্রতিস্পশঃ।" (তৈত্তি° স° ৫।৭।৩।১)

প্রতিস্পাশন (ত্রি) প্রতিস্পশ। প্রতিমুখ, বাধক।

"প্রতিস্পাশনমণ্ডিতং।" (অথ° ৮।৫।১১) 'প্রতিস্পাশিনং অভিচরতঃ প্রতিমুখং বাধকং।' (ভাষ্য)

প্রতিস্মৃতি (স্ত্রী) প্রতিরূপা স্মৃতিঃ প্রাদিসমাসঃ। প্রতিরূপস্মৃতিশাস্ত্র।

প্রতিস্রোতস্ (ক্লী) প্রতীপং স্রোতঃ প্রাদিস°। স্রোতের প্রতিকূল গমন।

প্রতিস্বর (পুং) প্রতি-স্ব-শব্দোপতাপয়োঃ, ভাবে আধারে বা অপ্। ১ প্রতিশব্দ। ২ উপতাপাধার, সূর্য্যকিরণসম্পর্কস্থান। (নিরুক্ত)

প্রতিহত (ত্রি) প্রতিহন্যতে স্মেতি প্রতি-হন-ক্ত। ১ নিরস্ত। ২ ব্যাহত। ৩ আহত। ৪ প্রেরিত। ৫ দ্বিষ্ট। ৬ প্রতিবদ্ধ। ৭ রুদ্ধ। ৮ প্রতিস্খলিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৯ নিরাশ।

প্রতিহতি (স্ত্রী) প্রতি-হন-ভাবে-ক্তিন্। ১ প্রতিঘাত। ২ রোষ। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে ক্রোধ হয়, এই জন্য প্রতিহতি শব্দের অর্থ রোষ।

প্রতিহন্তৃ (ত্রি) প্রতি-হন-তৃচ্। প্রতিহননকারী, প্রতিহর্ত্তা, নিবারক। প্রতিজিঘাংসক।

প্রতিহন্তব্য (ত্রি) প্রতি-হন-তব্য। প্রতিহননের যোগ্য, বিনাশের যোগ্য।

"সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।
গুরুর্বা যদি মিত্রং বা প্রতিহন্তব্য এব সঃ॥"
(ভারত ১২।২০৫১ শ্লো°)

প্রতিহরণ (ক্লী) প্রতি-হৃ-ল্যুট্। বিনাশ।

প্রতিহর্ত্তৃ (ত্রি) প্রতি-হৃ-তৃন্। ১ নিবারক, প্রতিহরণকর্ত্তা নাশক। "দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমপদাং" (রঘু ১সঃ) ২ পুনরাহরণকর্ত্তা, ঋত্বিক্‌ভেদ। (ঐত° ব্রা° ৭।১) ৩ ভরতবংশীয় প্রতীহরাজার পুত্রভেদ।

প্রতিহর্ষণ (ক্লী) প্রতিরূপং হর্ষণং প্রাদিসমাসঃ। ১ হর্ষানুরূপ হর্ষ, হর্ষণের অনুরূপ হর্ষ। হৃষ-ণিচ্-ল্যুট্। ২ প্রতিরূপ সন্তোষ সম্পাদন। (গৌ° রামা° ২।৯২।২০)

প্রতিহস্ত (পুং) প্রতিরূপঃ হস্তোঽবলম্বনরূপো যস্য। প্রতিনিধি। কপ্,—প্রতিহস্তক।

"আশ্রিতানাং ভৃতৌ স্বামিসেবায়াং ধর্ম্মসেবনে।
পুত্রস্যোৎপাদনে চৈব ন সন্তি প্রতিহস্তকাঃ॥" (হিতোপদেশ)

প্রতিহার (পুং) প্রতিবিষয়ং প্রত্যেকং বা হরতি স্বামিসমীপমানয়তীতি প্রতি-হৃ-অণ্। ১ দ্বারপাল। প্রতি-হৃ-আধারে ঘঞ্। ২ দ্বার। "ততো নৃপাণাং শ্রুতবৃত্তবংশা পুংবৎ প্রগল্ভা প্রতিহাররক্ষী।" (রঘু ৬।২০) প্রতিরূপং হরতীতি-হৃ-অণ্। ৩ মায়াকার। (ভরত) ৪ পরমেষ্ঠীর পুত্র। "পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।" (বিষ্ণুপু° ২।১।৩৭) ৫ সামের অবয়বভেদ। (ছান্দোগ্য উপ°) ৫ রাজকর্ম্মচারীভেদ। রাজার সন্নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া ঘটনাদি জ্ঞাপনই ইহাদের কার্য্য। সদ্বংশজাত জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অথবা রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিবিশেষকে এই পদে নিয়োজিত করা হইত। প্রতিহার শ্রেষ্ঠকে 'মহাপ্রতীহার' বলা যায়।

৬ দাক্ষিণাত্যবাসী রাজবংশভেদ। উত্তর ভারতের পরিহারগণ দক্ষিণে প্রতিহার নামে খ্যাত ছিলেন। [পরিহার দেখ।]

প্রতিহারক (পুং) প্রতিরূপং হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। ১ মায়কর, বাজীকর, ঐন্দ্রজালিক। (ত্রি) ২ স্থানান্তরপ্রাপক। (পুং) ৩ প্রতিহাররূপ সামাবয়বগাতা। যিনি প্রতিহার সাম গান করেন।

প্রতিহারণ (ক্লী) প্রতি-হৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ প্রবেশদ্বার। ২ প্রবেশন, দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি।

প্রতিহারিন্ (ত্রি) প্রতি-হৃ-ণিনি। দ্বারপাল। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রতিহারিণী দ্বারপালিকা।

প্রতিহার্য্য (ত্রি) প্রতি-হৃ-ণ্যৎ। পরিহার্য্য, ত্যজ্য, প্রতিহারের যোগ্য।

"সর্ব্বথা প্রতিহার্য্যং হি তব বীর্য্যমনুত্তমম্।" (রামা° ৫।৭৮।২২)

প্রতিহাস (পুং) প্রতিরূপঃ হাসঃ প্রাদিস°। ১ উপহাসকারীর প্রতি হাস্য। (ত্রি) ২ তৎকারক। (পুং) ৩ করবীর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ শুক্লকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

প্রতিহিংসা (স্ত্রী) প্রতি হিংস-অঙ্-টাপ্। বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন।

প্রতিহিতি (পুং) শরযোজনা। জ্যারোপণ।

প্রতিহৃদয় (অব্য) প্রত্যেক হৃদয়ে।

প্রতিহ্বর (পুং) প্রতি-হ্বৃ-আধারে অপ্। সমীপ। (ঋক্ ৭।৬৬।১৪)

প্রতীক (পুং) প্রতি-কন্ নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। ১ অবয়ব। (অমর) ২ প্রতিরূপ। ৩ বিলোম। (মেদিনী) ৪ উপাসনাভেদ। শ্রুতিতে প্রতীকোপাসনার বিধান বিহিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক স্থলে এই উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তদর্শনে ও তদ্ভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে;—"ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বেদান্ত সূ° ৪।১।৪) 'মনোব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি' (ছা° ৩।১৮) তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ, স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ' (শঙ্করভা°)

মনব্রহ্ম, আদিত্যব্রহ্ম, নামব্রহ্ম ইত্যাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের উপাসনা করিবে। মন, আদিত্য ও নাম (ওঁ, তৎ, সৎ, হরিবিষ্ণু প্রভৃতি) এই সকল প্রতীক। এই সকলে ব্রহ্মবুদ্ধি উত্থাপিত করিতে হইবেক। এইরূপে উপাসনা করার নাম প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্ম ও উপাসকজীব অভিন্ন এই ভাব স্থির রাখিয়া আমিই নাম, আমিই মন, আমিই আদিত্য এইরূপ জ্ঞান উত্থাপিত করিবেক ? কি অহংজ্ঞান ব্রহ্মে মিলাইয়া ব্রহ্মই মন, আদিত্য ও নাম এইরূপ ভাবিবেক। শঙ্করাচার্য্য এতদ্বিষয়ে বলিয়াছেন—প্রতীকে অহংজ্ঞান ন্যস্ত করিবেক না। কারণ প্রতীকোপাসক প্রতীককে অহং অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানেন না। সেই কারণে প্রতীকে 'অহংগ্রহ'

উপাসনা সিদ্ধ হয় না। 'ন প্রতীকে নহি সঃ' এই সূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন :—মন ব্রহ্ম। মনের এইরূপ উপাসনার নাম অধ্যাত্ম-উপাসনা। আকাশ ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনার নাম অধিদৈব-উপাসনা এবং নামরূপে ব্রহ্মোপাসনাই নামব্রহ্ম-উপাসনা। অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও নামব্রহ্ম ইত্যাদিরূপ উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা।

অধ্যাত্মাদিরূপে অনেক প্রকার প্রতীকোপাসনা বিহিত আছে। ইহাতে সংশয় এই যে, এই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে কি না ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল প্রতীকে আত্মমতি (অহংজ্ঞান) করাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যে কোন প্রতীকই হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্ম-বিকার, তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা। সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনুপপন্ন নহে। ইহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ বলিয়াছেন—

'ন প্রতীকেষ্বাত্মমতিং বধ্নীয়াৎ, নহ্যপাসকঃ, প্রতীকানি ব্যস্তান্যাত্মত্বেনাকলয়েৎ' (বেদান্তদ° ভাষ্য)

প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে না। কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না অর্থাৎ আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। প্রতীক ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম, অতএব ব্রহ্মই আত্মা এই কথা যাহারা বলিয়া থাকেন, তাহাদের বাক্য নিতান্ত অসৎ। কারণ তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার অবলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য ; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকারভাব উপমর্দ্দিত হইবেক এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবেক। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ ! কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত হইবে।

ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশে আত্মজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু তাহাতেও ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। কারণ সেরূপ দর্শনে কর্ত্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা—এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বসংসারধর্ম্ম নিরাকরণপূর্ব্বক উদিত হয়। তাহার অনিরাকরণ অবস্থাতেই ঐ সকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনায় উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে চেষ্টা করিলেও কদাপি তাহাতে অহংজ্ঞান জন্মিবে না। জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধিশ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ-উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না। যাহা রুচক তাহাই স্বস্তিক। রুচক ও স্বস্তিক পূর্ব্বকালের অলঙ্কার-বিশেষ। অলঙ্কাররূপে এ দুয়ের ঐক্য নাই ; কিন্তু সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে। অতএব সুবর্ণত্ব প্রকারে অভেদ থাকিলেও তদ্দ্বয়ের (স্বস্তিক ও রুচক) স্বরূপে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সুবর্ণত্বপ্রকারে রুচক স্বস্তিকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্তি হয়, এই-জন্যই প্রতীকে অহংজ্ঞান করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রতীকোপাসনায় অহংজ্ঞান লাভ হয় না।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে মনব্রহ্ম ইত্যাদি উপাসনায় আরও অনেক সংশয় আছে। ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি ন্যস্ত করিতে হইবে, কি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে হইবে ? এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার হইবেক, তাহা লিখিত হইল। প্রতীকোপাসনাবিধায়ক বাক্যনিচয়ে ব্রহ্মশব্দের সহিত আদিত্যাদি শব্দের সামানাধিকরণ্য দেখা যাইতেছে। যথা—'আদিত্য ব্রহ্ম' 'প্রাণ ব্রহ্ম' 'বিদ্যুৎ ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে সমান বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় একার্থতাই প্রতীত হয়। আদিত্যশব্দের ও ব্রহ্ম শব্দের বাস্তবিক সামানাধিকরণ্য (একার্থতা) অসম্ভব। কারণ উক্ত উভয় শব্দ বিভিন্নার্থবাচী। যেমন গো, অশ্ব প্রভৃতি শব্দের বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই, তেমনি ঐ সকল বিভিন্নার্থবাচী শব্দেরও বাস্তব সামানাধিকরণ্য নাই। যদি বল ব্রহ্মাদিত্যের প্রকৃতিবিকৃতিভাব আছে—ব্রহ্ম প্রকৃতি ও আদিত্য বিকৃতি—তদনুসারে ব্রহ্মাদিত্যেরও ব্রহ্মাকাশ প্রভৃতির মৃদ্‌ঘটাদির ন্যায় সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়, অর্থাৎ মৃদ্‌বিকার ঘটকে মৃত্তিকা বলার প্রথা আছে, তদনুসারে ব্রহ্মবিকার আদিত্যাদিকে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা সামানাধিকরণ্য সম্ভবে না। কারণ প্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত আদিত্যাদি বিকারের অভেদ সাধিতে গেলে বিকারের বিলয় সাধিত হয় এবং তাহাতে প্রতীকের (উপাসনার আলম্বনের) অভাব উপস্থিত হয়।

শ্রুতি প্রমাণানুসারে পাওয়া যায় যে, একাদ্বৈতবোধকালে কে কাহার উপাস্য হয় ? কেহই হয় না—এই অভিপ্রায় অকাট্য হইলে অবশ্যই শ্রুতির পরিমিতবিকারগ্রহণ ব্যর্থ হইবে। তাহা হইলে কেন তিনি (শ্রুতি) আদিত্যাদি বিকারের উল্লেখ করেন, ব্রহ্মজ্ঞানার্থ প্রতীক নির্দ্দেশ করেন ? ইহাতে উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণই অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিতুল্য ইত্যাদিস্থলে ব্রাহ্মণে অগ্নিবুদ্ধির আরোপ, তেমনি প্রস্তাবিত স্থলেও ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধির অথব আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ ইহাই অবধারিত হইতেছে। কিন্তু সংশয় এই যে, কাহাতে কোন্ বুদ্ধি আরোপিত করিতে হইবে ? আদিত্যাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি কি ব্রহ্মে আদিত্যাদি বুদ্ধি ? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন কোন নিয়ামক শাস্ত্র নাই, তখন অবশ্যই অনিয়ম অর্থাৎ উপাসক স্বেচ্ছাক্রমে অন্যতমপক্ষ আশ্রয়

করিতে পারেন। অথবা ব্রহ্মেই আদিত্যাদি বুদ্ধি উৎপাদন করিতে হইবেক। কেন না, ব্রহ্মই উপাস্য। ব্রহ্মকে আদিত্য-জ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনা সিদ্ধ হইয়া ফলপ্রদ হইবেক। ইহাই শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ। পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তি হওয়ায় তাহার এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদর্শন করিবেক। তৎপ্রতিকারণ উৎকৃষ্টতা, ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদদৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইলে উৎকৃষ্ট হইয়া যথোক্ত ফলদান করিবেন।

'ব্রহ্মেত্যাদেশঃ', 'ব্রহ্মেত্যুপাসীত', 'ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মশব্দের ও শুদ্ধ আদিত্যাদি শব্দের উচ্চারণ হইয়াছেন। ইহাতে বিনির্ণীত হয় যে, শুক্তিকে রজত বলিয়া জানিতেছি, ইত্যাদি স্থলে শুক্তি শব্দ যেরূপ শুক্তিকা-বাচী, তাহাতে যে রজতশব্দের প্রয়োগ, তাহা কেবল রজত জ্ঞানের উপলক্ষক। অর্থাৎ রজত ইত্যাকার প্রতীতি হইতেছে মাত্র, বস্তুতঃ তাহা রজত নহে। 'আদিত্যো ব্রহ্মেতি' ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবেক। ফলিতার্থ এই—প্রথমে আদিত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত করিবেক।

"স য এতদেবং বিদ্বান্ আদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে।"
(ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১৯)

যে উপাসক বা যে জ্ঞানী প্রদর্শিত প্রকারে আদিত্যকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, যে উপাসক 'বাক্যই ব্রহ্ম' এইরূপে বাক্যের উপাসনা করে ইত্যাদি প্রতীকোপাসনায় ফললাভ হয় সত্য, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। অতিথি উপাসনায় (সেবায়) যেরূপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ আদিত্যাদি প্রতীকো-পাসনাতেও ফল হইয়া থাকে। সেই ফলদাতা ব্রহ্ম। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শন, সেইরূপ আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মদর্শন। যেমন প্রতিমায় বিষ্ণুর উপাসনা, তেমনি আদিত্যাদিতেও ব্রহ্মের উপাসনা। "ঈদৃশঞ্চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎপ্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যা-রোপণং প্রতিমাদিষিব বিষ্ণ্বাদীনাং"। (বেদান্তভাষ্য° ৪।১।৫ সূ°) ৫ পটোল। (ভাবপ্রকাশ) ৬ ওঘবতের পিতা ও বসুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২।১৮)

প্রতীকবৎ (ত্রি) প্রতীক-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ প্রতীকযুক্ত। ২ মুখযুক্ত। ৩ অগ্নির নামভেদ। (তৈত্তি° স° ২।৪।১।২)

প্রতীকার (পুং) প্রতিকরণমিতি প্রতি-কৃ-ঘঞ্ উপসর্গস্যেতি পক্ষে দীর্ঘঃ। কৃতাপকারের প্রত্যপকার, প্রতিকার, পর্য্যায়—বৈরশুদ্ধি, বৈরনির্যাতন। ২ প্রতিবিধান।

"দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে॥" (দেবী° ৩।২৫।৩)

২ চিকিৎসা। (শব্দমালা)

প্রতীকার্য্য (ত্রি) প্রতিকারযোগ্য।

প্রতীকাশ (পুং) প্রতিকাশতে ইতি প্রতি-কাশ-ঘঞ্ উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। উপমা, প্রতিকাশ।

"অদ্য ত্বাং ভগিনী রক্ষঃ কৃষ্যমাণং ময়াসকৃৎ।
দ্রক্ষ্যত্যদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাদ্বিপম্॥" (ভার° ১।১৫৪।৩২)

প্রতীকাশ্ব (পুং) ভানুবৎ নৃপের পুত্র ভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৬)

প্রতীকাস (পুং) প্রতি-কস-ঘঞ্। প্রতীকাশ।

প্রতীক্ষ (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-অচ্। প্রতীক্ষাকারী।

প্রতীক্ষক (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-ণ্বুল্। প্রতীক্ষাকারক, যিনি অপেক্ষা করেন। (রামায়ণ ১।১৭।৩৪) ২ পূজক।

প্রতীক্ষণ (ক্লী) প্রতি-ঈক্ষ-ল্যুট্। প্রতীক্ষাকরণ, অপেক্ষণ। ২ কৃপাদৃষ্টি। (ভাগ° ৩।৪।১৪)

প্রতীক্ষণীয় (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-অনীয়র্ প্রতীক্ষণযোগ্য, অপেক্ষার্হ।

প্রতীক্ষা (স্ত্রী) প্রতি-ঈক্ষ-অঙ্। প্রতীক্ষণ, অপেক্ষা।

"মিত্রপ্রতীক্ষয়া শল্য ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
অপবাদতিতিক্ষাভিস্তিভিরেতৈর্হি জীবসি॥" (ভার° ৮।৪০।৪২)

২ প্রতিপালন। ৩ পূজা।

প্রতীক্ষিন্ (ত্রি) প্রতি-ঈক্ষ-ণিনি। ১ প্রতীক্ষাকারক। ২ পূজা-কারক। (রাজতর° ৬।২৫৭)

প্রতীক্ষ্য (ত্রি) প্রতীক্ষতে ইতি প্রতি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। ১ পূজ্য।

"ভক্তিঃ প্রতীক্ষ্যেষু কুলোচিতা তে
পূর্ব্বান্ মহাভাগ তয়াতিশেষে।" (রঘু ৫।১৪)

২ প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার উপযুক্ত।

"প্রতীক্ষ্যং তৎপ্রতীক্ষায়ৈ প্রতিষস্রে প্রতিশ্রুতম্।" (মাঘ২।১০৮)

প্রতীঘাত (পুং) প্রতি-হন-ভাবে ঘঞ্ বাহুলকাৎ দীর্ঘঃ। প্রতিঘাত, একটী বস্তু আর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে আহত বস্তু যে পুনর্ব্বার উহাকে আঘাত করে। আঘাত, টক্কর। ২ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৩ নিরাস। ৪ নিক্ষেপ।

প্রতিঘাতিন্ (ত্রি) প্রতি-হন্-ণিনি। প্রতিঘাতযুক্ত।

প্রতীচী (স্ত্রী) প্রতিদিনান্তং প্রতিদিনান্তে ইত্যর্থঃ অঞ্চতি সূর্য্য-মিতি অঞ্চু—গতিপূজনয়োঃ, (ঋত্বিক্ দধৃক্ স্রগ্ দিগুষ্ণিগঞ্চুযুজি-ক্রুঞ্চাঞ্চ। পা ৩।২।৫৯) ইতি কিন্ অনলোপো দীর্ঘশ্চ, 'উগিতশ্চেতি' ইতি ঙীপ্। পশ্চিমদিক্।

"যেনাসৌ ব্যজয়ৎ কৃৎস্নাং প্রতীচীং দিশমাহবে।
কলাপোহেষ তস্যাসীন্মন্ত্রীপুত্রস্য ধীমতঃ॥" (ভার° ৪।৪।১।১৮)

২ পশ্চিমাভিমুখী। "বিশ্বানি দেবী ভুবনাভিচক্ষ্যা প্রতীচীচক্ষু-রুর্ব্বিয়া বিভাতি। (ঋক্ ১৯২।৯) 'প্রতীচী-প্রত্যঙ্মুখী সতী।'(সায়ণ) ৩ প্রতিনিবৃত্তমুখী। (ঋক্ ১।১২৪।৭)

প্রতীচীন (ত্রি) প্রতীচিভবং প্রত্যচ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং।

পা ৫।৪।৮) ইতি খ, অল্লোপো দীর্ঘশ্চ। ১ প্রত্যক্। ২ প্রত্যক্ ভব, পশ্চিমদিক্জাত। ৩ পশ্চিমদিক্স্থ। ৪ পরাঙ্মুখ।

"প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।" (ঋক্ ৩।৫৫।৮) 'প্রতীচীনং পরাঙ্মুখং।' (সায়ণ)

প্রতীচ্য (ত্রি) প্রতীচ্যাং ভবঃ, প্রতীচী-যৎ। পশ্চিমদিগ্জাত।

"রামঠান্ হারহূণাংশ্চ প্রতীচ্যাংশ্চৈব যে নৃপাঃ।

তান্ সর্ব্বান্ স্ববশে চক্রে শাসনাদেব পাণ্ডবঃ ॥" (ভার° ২।৩২।১২)

প্রতীচিনেড় (স্ত্রী) সামভেদ।

প্রতীচীশ (পুং) পশ্চিমদিকের অধিপতি, বরুণ।

প্রতীচ্ছক (ত্রি) প্রতিগতা ইচ্ছা যস্য প্রাদিস° ততঃ কপ্। গ্রাহক।

"তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ।" (মনু ৪।১৯৪)

প্রতীত (ত্রি) প্রতীয়তে স্ম প্রত্যেকমগাদ্বেতি। প্রতি-ইণ্-কর্ম্মণি, কর্ত্তরি বা ক্ত। ১ খ্যাত। প্রসিদ্ধ।

"প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্।

উপস্থাস্যসি কৌশল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ (রামা° ২।৮।১০)

২ সাদর। ৩ জ্ঞাত। ৪ হৃষ্ট। (মেদিনী) (পুং) ৫ বিশ্বদেবের অন্যতম। (ভারত ১৩।৯১।৩২) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রতীতসেন (পুং) রাজপুত্র ভেদ।

প্রতীতাক্ষরা (স্ত্রী) প্রতীতঃ অক্ষরঃ যত্র। বিশ্বাসযোগ্য বাক্যসম্বলিত।

প্রতীতার্থ (ত্রি) স্বীকৃতার্থ, অনুমোদিতার্থ।

প্রতীতি (স্ত্রী) প্রতি-ইন্ ভাবে ক্তিন্। ১ জ্ঞান।

"অন্যোন্যাভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে।

অস্মাৎ পৃথগিয়ং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা ॥" (ভাষাপরি° ১১৪)

২ খ্যাতি। ৩ হর্ষ। ৪ আদর। ৫ বিশ্বাস।

প্রতীতোদ (পুং) বেদমন্ত্রাদির পদবিশেষ।

উধঃ শাকরমষ্টাক্ষরমভ্যাসবৎ তস্য

দ্ব্যক্ষরান্ পদাদীন্ প্রতীতোদা ইত্যাচক্ষতে।" (নিদান° ৩।১৩)

প্রতীত্যসমুৎপাদ, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নিদানতত্ত্বভেদ। যে সকল ইতরেতর কারণপরম্পরা হইতে জীবের জাতি-উৎপত্তি নির্ণীত হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রত্যয়নিবন্ধনই দুঃখের কারণ। ক্লেশ-ব্যাধি-প্রপীড়িত মানবগণের দুঃখে কাতর হইয়া শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভের সময় জীবনব্যাধির কারণ-স্বরূপ দ্বাদশটী নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

ললিতবিস্তরে লিখিত আছে :—

"অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ, সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং, বিজ্ঞান-প্রত্যয়ং নামরূপং, নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং, ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ, স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা, তৃষ্ণাপ্রত্যয়ং উপাদানম্, উপাদানপ্রত্যয়ো ভবঃ, ভবপ্রত্যয়া জাতিঃ, জাতি-প্রত্যয়া জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্মনস্যোপায়াসাঃ সম্ভবন্ত্যেব কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ ॥"

(ললিতবিস্তর ৪৪৪ পৃ°)

অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও দুঃখ এই দ্বাদশটী জীবোৎপত্তির নিদান। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, এইরূপ অন্যোন্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জাতি হইতে জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, পরিদেব, দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। মানবজীবনের উৎপত্তি-কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অগ্রে মৃত্যুকারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। জাতি বা জন্ম না থাকিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে না।* মৃত্যুর উৎপত্তি-কারণ জাতি হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কোন একটী বিষয় জাতির উৎপত্তিনিদান। এইরূপে মানবদুঃখের কারণভূত দ্বাদশটী পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট নিদান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই নিদানতত্ত্ব বা ধর্ম্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ লইয়া বিবিধ মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধাচার্য্যগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হীনযানমতাবলম্বিগণের সহিত মহাযান সম্প্রদায়ের মতৈকতা নাই। বৌদ্ধ ভিন্ন অন্যান্য দার্শনিকগণও ইহার ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদের মূলস্বরূপ দ্বাদশ নিদানে যে পারিভাষিক সংজ্ঞা কয়টী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহ না হইলেও যথাসম্ভব সেই শব্দসমূহের অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে :—

অবিদ্যা—অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব :—জগৎ ও জাগতিক পদার্থসমূহে নিত্য ও সত্য জ্ঞান (বাস্তবিক পক্ষে জগৎ অসৎ)।

সংস্কার—অবিদ্যাজাত ভ্রান্তিজ্ঞান নিবন্ধন মানসিক ব্যাপার ভেদ। রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ—এককথায় শীত গ্রীষ্ম জ্বালা যাতনা সুখ দুঃখ স্মৃতি অনুভূতি ভয় হর্ষ লজ্জা চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সংস্কার। সংস্কার যোগে মনঃশরীর সংগঠিত। সংস্কারগুলি বাদ দিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সংস্কারগুলি একত্র সমষ্টিকৃত হইলে আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা উপাধি-ভূষিত মহৈশ্বর্য্যময় ও 'অহং' রূপে দণ্ডায়মান হই, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানাদির সহায়সাপেক্ষ।

বিজ্ঞান—জ্ঞান।† উহা ষড়বিধঃ—১ চাক্ষুষ, ২ শ্রাবণ ৩ ঘ্রাণজ, ৪ রাসন, ৫ স্বাচ ও ৬ মানস।

* "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥" (গীতা ২য় অঃ)

† বেদান্তশাস্ত্রে ইহা সংবিদ্ ও পাশ্চাত্য-দর্শনে Consciousness নামে উল্লিখিত।

নামরূপ—প্রত্যক্ষ জগৎ, 'নাম' শব্দে অন্তর্ বা মনোজগৎ এবং 'রূপ' অর্থে বাহ্য বা জড় জগৎ। নামরূপ একত্রে সমগ্র জগৎকেই বুঝায়। বৌদ্ধ দর্শনে নামরূপ পদার্থ পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বলিয়া কথিত।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানস্কন্ধচতুষ্টয়ের যোগে নাম এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই মহাভূত চতুষ্টয়ের সমষ্টিতে 'রূপ' নামক পঞ্চম স্কন্ধের উৎপত্তি। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার বলিলে, সমস্ত চিত্তবৃত্তিরই উল্লেখ করা হইল। উহাতে বিজ্ঞানযুক্ত হইলেই অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হয়। সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নামমাত্র। আর 'পুদ্গল' পুরুষ একেশ্বর আমিই—একটা নাম ও একটা রূপের সমষ্টি মাত্র।[১]

ষড়ায়তন—জড় শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, শরীর ও মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ আমাদের শরীর।

স্পর্শ—জড় শরীরের সহিত জড় জগতের সম্বন্ধ।

বেদনা—স্পর্শজাত রূপরসগন্ধাদির অনুভূতি।[২]

তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা বা প্রবৃত্তি, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধরক্ষণেচ্ছা। মতান্তরে সুখকর বিষয়ের লাভেচ্ছা ও কষ্টজনক বিষয়ের বর্জ্জনেচ্ছা।

উপাদান—উপকরণ, স্থূল হিসাবে (স্ত্রীর প্রতি স্বামীর) অনুরাগ বা প্রবল আসক্তির ভাব।

ভব—সত্তা বা অস্তিত্ব (Becoming or Existence)

জাতি—জন্ম বা উৎপত্তি।

জরামরণ—জন্মজন্য দুঃখাদি।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটী পদার্থ ইতরেতর সম্বন্ধবিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্র-টীকাকার গোবিন্দনাথ এই নিদান-শৃঙ্খলাকে মনুষ্যজীবনের ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ মধ্যে মনুষ্যজীবনের আরম্ভ। তথায় প্রথমে কতকগুলি সংস্কার বা সামান্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়, সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখাদির অনুভূতি সঞ্চার হইতে থাকে। এই প্রভেদানুভূতির মূল অবিদ্যা, অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। সংস্কারগুলি ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের উদয় হয়। তাহাতে যেন ভ্রূণ কতকটা সুখদুঃখাদি অনুভব করিতে শিখিয়াছে। ক্রমে নামরূপের বিকাশ—উহা কতকটা সূক্ষ্মশরীর ভাবের—বিজ্ঞান ও সংস্কারের আশ্রয়-ভূত। অতঃপর ষড়ায়তন বা অবয়বাদিসম্পন্ন জড়শরীর কতকটা পূর্ণাকার ধারণ করে। এখন হইতেই ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যারম্ভ, ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত সেই স্থূলশরীরের স্পর্শ ঘটে। জানিতে হইবে এখন ভ্রূণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। মাতৃগর্ভই তাহার বাহ্যজগৎ। সেই জগতের সহিত স্পর্শ-জন্য তাহার বেদনাদি অনুভূতি ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখপরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' বা সুখলাভ ও দুঃখপরিহারের বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব' অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ণরূপে মনুষ্যসত্তা লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। এই সময়েই বোধ হয়, সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া 'জাতি' বা মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেচারার জাতিলাভের ফলই জরামরণের অভিব্যক্তি (Evolution)। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা যেন একটা ফিজিওলজিতত্ত্বের (শারীরবিদ্যা) ন্যায়।[৩]

হিন্দুশাস্ত্রে মানবের ১০টী দশার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদিগের প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটীও মানবজীবনের ইতিহাসমাত্র, ১২টী দশায় ইহার অভিব্যক্তি হইয়াছে। কিরূপে বুদ্ধদেব এই ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করেন এবং কত প্রাচীনকাল হইতে ইহা বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত ও আদৃত হইয়াছিল, বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে তাহার একটী ইতিহাস প্রদত্ত হইল।

মহাবংশের ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ২৯ বর্ষবয়সে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি গয়ার নিকটবর্ত্তী

---

(১) নামরূপের প্রকৃত অর্থ নিম্নলিখিত প্রমাণ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে :—

"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম"

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।১৪।১ ও ৬।৩।২ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১২।৭ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১২)

বেদান্তভাষ্যে লিখিত আছে :—"এবমবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী-শ্বরো ভবতি ব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি" (২।১।১৪)

'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—যে তু ব্রহ্মৈব নামরূপপ্রপঞ্চাত্মনা পরিণমতে ইত্যাহুঃ তান্ প্রতি আহুঃ' (১।২।২২)

"সম্পূর্ণং নবমে মাসি জন্তোর্জাতস্য মৈথিল।

জায়তে নামরূপত্বং স্ত্রীপুমান্বেতি লিঙ্গতঃ॥" (ভারত শান্তি° ৩২০।১১৮)

বেদান্তটীকা ২।২।১৯ আনন্দগিরি নীলকণ্ঠের মতানুসরণ করিয়াছেন।

(২) Elementary Sensations or feeling, Cognition Volition &c.

(৩) ওল্ডেনবর্গ, রিস্ ডেভিড্স্, চাইলডার্স, আলেকসন্দার কোমা, মোক্ষমূলর, স্পেন্স হার্ডি ও ওয়ারেন প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং মহাযানাদি সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই সকল বচনের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাঃ ওয়াডেল অজণ্টার গুহামধ্যে বৌদ্ধগণের ভবচক্রের একটী চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ ছবিতে ১২টী নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। তিনি তিব্বত হইতে ভবচক্রের যে ছবি আনয়ন করেন, লামাগণ কর্ত্তৃক সেই ছবির প্রদত্ত ব্যাখ্যা গোবিন্দ-নাথের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। [ভবচক্র দেখ।] খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে জরামরণের উৎপত্তি (Origin of Evil) একটী প্রধান সমস্যা।

নৈরঞ্জনা নদীতীরে ছয় বৎসরকাল বোধিদ্রুমমূলে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তদীয় তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া 'মার' সদলে পলায়নপর হইল। ৩৫ বর্ষ বয়সে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'রূপ ধর্ম্মজ্ঞান অর্জ্জন করেন।[৫]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পরম্পর কার্য্যকারণভাবাপন্ন এই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। কারণ-পরম্পরা দ্বারা অবিদ্যাসংস্কারাদি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা শৃঙ্খলাযুক্ত না হইলেও (অগোচরে) নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত হইয়া স্বতঃই কার্য্যোন্মুখ হইয়া থাকে। কারণসমবায়ের নাম প্রত্যয় (dependeuce)। মাধ্যমিকসূত্রে চারিপ্রকার প্রত্যয়ের কথা লিখিত আছে—

"চত্বারঃ প্রত্যয়া হেতুশ্চালম্বনমনন্তরম্।
তথৈবাধিপতেয়ং যৎ প্রত্যয়ো নাস্তি পঞ্চমঃ॥" (মাধ্যমিকসূত্র ১।৩)

(৫) ললিতবিস্তর ১৭,১৮ ও ২২ অধ্যায়। বুদ্ধচরিত (১৪শ অঃ) ও জাতক (২য় অঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে, সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বরাত্রের শেষপ্রহরে উৎপত্তিকারণ ১২টী নিদানের ধ্যান করিয়াছিলেন। মহাবগ্গের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব প্রথম, মধ্য ও শেষ প্রহরে প্রতীত্যসমুৎপাদ অবগতির জন্য ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নাগার্জ্জুনবিরচিত মাধ্যমিকসূত্রে, মহাকাশ্যপের প্রজ্ঞাপারমিতায়, শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতারে, লঙ্কাবতারসূত্রে এবং ধর্ম্মসংগ্রহ, ধম্মপদ প্রভৃতি পালি এবং চীন ও ভোটভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থে ইহার পরিচয় আছে।

বেদান্তসূত্রকৃৎ মহর্ষি বাদরায়ণ প্রতীত্যসমুৎপাদ শব্দের পরিবর্ত্তে ঐ একই অর্থে 'সমুদায়' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—

"সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।
ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ॥"
(বেদান্তসূত্র ২।২।২৮-২৯)

বাচস্পতিমিশ্র তট্টীকায় লিখিয়াছেন, "তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ তত্রাস্য হেতূপনিবন্ধো যদিদমবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারা যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণাদিতি। (২।২।২৯) দার্শনিকপ্রবর মাধবাচার্য্য 'সমুদায় ও প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দকে তুল্যার্থবোধক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'সমুদায়ো দুঃখকারণং স দ্বিবিধঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতূপনিবন্ধনশ্চ'
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ শালিস্তম্বসূত্রে (২২২-২৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়) ইহার প্রতিরূপ বচন আছে, "প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাভ্যামেব কারণাভ্যামুৎপদ্যতে। কতমাভ্যাং কারণাভ্যাং? হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ।" (শালিস্তম্বসূত্র)

ললিতবিস্তরেও প্রতীত্যসমুৎপাদের পরিবর্ত্তে সমুদায় শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কার্য্যকারণসম্বন্ধহেতু অবিদ্যাদি পরম্পর পরম্পরের দ্বারা উৎপন্ন।

হেতু, আলম্বন, অনন্তর ও আধিপতেয় ভিন্ন অপর পঞ্চম সম্বন্ধ নাই। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বে যে দ্বাদশটী নিদানের উল্লেখ হইয়াছে, সেইগুলি পরস্পর হেতূপনিবদ্ধ না হইলেও কোন কোনটী অন্যোন্যসম্বন্ধে নিবদ্ধ আছে। অবিদ্যা ও সংস্কারে হেতু-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কার ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অন্যরূপ। আমাদের অক্ষিপটে কোন চিত্র প্রতিভাসিত হইলে আমরা প্রথমেই তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। অবিদ্যা হইতেই ক্রমে আমরা ঐ মূর্ত্তির বিশেষত্ব নিরূপণ করিয়া লই। এইরূপে সংস্কার বা অনুভূতি দ্বারা আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের সার্থকতা করি। এইটী বৃক্ষ, এটা পশু, এই আমার মাতা ইত্যাদি ভ্রান্তজ্ঞান অবিদ্যাজনিত। ভ্রান্তজ্ঞানবশতঃ মনোমধ্যে যে ব্যাপারাদি সংঘটিত হয়, তাহা সংস্কার জন্য। এই হেতু সংস্কার ও অবিদ্যা পরস্পর উৎপাদকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পিত। এইরূপে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন প্রভৃতি পরস্পরে অবচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে। 'জাতি' বা জন্ম না হইলে দুঃখের আস্থান থাকে না, এই জন্য জরামরণকল্প জড়শরীরই জন্ম জন্য দুঃখের মূলস্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর-পদানুসৃত পূজ্যপাদ আনন্দগিরি নিজ বেদান্তভাষ্যের (২।২।১৯) উপর যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে জন্মাদি পূর্ব্বাপর বিষয় অবিদ্যাজনিত, পক্ষান্তরে অবিদ্যাদিও জন্মাদির সহিত পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ইহা একটী দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত শৃঙ্খলবিশিষ্ট হইয়া জলযন্ত্রের (ঘটীযন্ত্র) ন্যায় অবিশ্রান্ত ঘূর্ণমান হইতেছে।

হিন্দুদার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র উক্ত সূত্রের টীকায় বুদ্ধধর্ম্মমূলক প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের একটী সংক্ষেপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—"বুদ্ধদেব সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণ প্রত্যয়-ফল মাত্র। ইহার দুইটী কারণ হেতূপনিবদ্ধ ও প্রত্যয়োপনিবদ্ধ। বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে ইহাকে আরও দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। বাহ্যহেতূপনিবদ্ধ এইরূপ,—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, গর্ভ হইতে শূক, শূক হইতে পুষ্প এবং পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপে বীজ হইতে নির্লিপ্তভাবে ফলপুষ্পাদির উদ্ভব হইতেছে, কিন্তু বীজ জানিতেছে না যে, সেই অঙ্কুরের কর্ত্তা, অথবা অঙ্কুরও বুঝিতে পারে না যে, বীজই তাহার উৎপাদক। এইরূপে ফল ও পুষ্পের মধ্যে নির্বর্ত্তক ও নির্বর্ত্তিত সম্বন্ধ থাকিলেও কাহারও উৎপাদক-উৎপাদ্যত্বজ্ঞান জন্মে না। বীজাদির চৈতন্য অসিদ্ধ হইলেও এবং অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব হইলেও কার্য্যাকারণভাবনিয়ম উপলব্ধি হয়। প্রত্যয়োপনিবদ্ধ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, হেতু-সমবায়ের নাম

প্রত্যয়। ষড়্ধাতুর সমবায় হইলে বীজহেতু অঙ্কুর জন্মিতে পারে। পৃথিবী বীজের সংগ্রহকার্য্য সমাধা করিয়া অঙ্কুরকে দৃঢ় করে, জলদ্বারা বীজ স্নেহযুক্ত হয়। তেজ দ্বারা বীজের পরিপাক হয়, বায়ুযোগে বীজ অভিনির্হৃত হইয়া অঙ্কুরোৎপাদন করে। আকাশ বীজকে আবরণশূন্য এবং ঋতুদ্বারা বীজ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই সকল অবিকৃত ধাতুর সমষ্টিতে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না। পৃথিবী জানে না যে সে বীজের সংগ্রহকার্য্য করিতেছে অথবা বীজও বলিতে পারে না যে, আমি তাহার (অঙ্কুরের) পরিণামসাধন করিতেছি।

আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদেরও ঐরূপ দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিদ্যাসংস্কার হইতে জাতিজরামরণাদি পর্য্যন্ত প্রত্যয় আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ। এস্থলে অবিদ্যাও অবগত নহে যে, সেই সংস্কারের নির্ব্বর্ত্তনকর্ত্তা অথবা সংস্কারও বলিতে পারে না যে, সে অবিদ্যা-নির্ব্বর্ত্তিতা। এইরূপে জাত্যাদিও পরস্পরের নির্ব্বর্ত্তক ও নির্ব্বর্ত্তিত ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অবিদ্যাদি স্বয়ং অচেতন হইলেও তাহাতে চেতনান্তরের অধিষ্ঠান হইয়াছে; সুতরাং অচেতন বীজাদি পদার্থের অঙ্কুরাদির উৎপত্তির ন্যায় সংস্কারাদির অন্য চেতনাধিষ্ঠান প্রতীয়মান হইতেছে।

পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর সমষ্টিতে কায়ের উৎপত্তি। ইহাই প্রত্যয়োপনিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের অভিব্যক্তি। পৃথিবী হইতে কায়ের কাঠিন্য জন্মে, জলে স্নেহতা, তেজ হইতে অশিতপীতরূপতা, বায়ুদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি এবং আকাশ হইতে কায়া সুষিরভাবাপন্ন হয়। পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্ত বিজ্ঞানধাতুই নামরূপ অঙ্কুরের সম্পাদক। আধ্যাত্মিকা অবিকলা পৃথিব্যাদি ধাতুর একত্র সমাবেশে কায়ার উৎপত্তি; কিন্তু পৃথিবীও জানে না যে, তদ্দ্বারাই কায়ার কাঠিন্য জন্মিয়াছে অথবা কায়ারও এরূপ জ্ঞান নাই যে সে বলিতে পারে আমার উৎপত্তির হেতু পৃথিবী। ইহাই প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রতীত্যসমুৎপাদ[৮]। দার্শনিকপ্রবর বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে গিয়া প্রতীত্যসমুৎপাদ ধর্ম্মতত্ত্বের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহার মূলাংশ এতাদৃশ দুর্ব্বোধ্য, যে তাহার কোন পরিস্ফুট ভাব ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যায় না।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্য্যও বৌদ্ধদর্শনভাগে সমুদায় শব্দে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের পূর্ব্বোক্তরূপ বিবৃতি করিয়াছেন অশ্বঘোষ তৎকৃত বুদ্ধচরিতে অবিদ্যাকেই জগৎরূপ বৃক্ষের ও দুঃখের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাধ্যমিকসূত্রের টীকাকার চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন যে, ইতরেতর সম্বন্ধবিশিষ্ট দ্বাদশটী নিদানতত্ত্বই প্রতীত্যসমুৎপাদ। ইহা ক্ষণস্থায়ীও নহে, চিরস্থায়ীও নহে, জ্ঞাতাও নহে জ্ঞেয়ও নহে, ইহার নাশও নাই অথচ কাহাকেও নষ্ট করে না। কেবল নদীস্রোতের ন্যায় নিরন্তর বহমান রহিয়াছে। শালিস্তম্ভসূত্রে আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ হেতূপনিবন্ধ, ও ২ প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতূপনিবন্ধে অবিদ্যাদি কারণপরম্পরা পরস্পরের উৎপত্তিসাধক হইয়াছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞান এই ষট্পদার্থসমবায়ে প্রত্যয়োপনিবন্ধ নিষ্পাদিত। ক্ষিতি হইতে দেহ, জলে তাহার পরিপুষ্টি, অগ্নিতে পাককার্য্য, বায়ুদ্বারা শ্বাসক্রিয়া ও আকাশ হইতে কায়ের সুষির ভাব হইয়া থাকে এবং বিজ্ঞানদ্বারাই শরীর ইন্দ্রিয়সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। এই ষড়্ধাতুর পরস্পর সমষ্টিতে পূর্ণদেহবিশিষ্ট হইয়া জীব 'নাম' পাইয়া থাকে। অথচ পৃথিব্যাদি কেহই বলিতে পারে না যে, আমিই পরবর্ত্তীগুলির নিষ্পাদক অথবা পরবর্ত্তীটাও আপনাকে পূর্ব্বের নিষ্পন্ন বলিতে পারে না। [বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।]

মায়ালক্ষণ-স্বভাববিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অস্বামিক। হেতু ও প্রত্যয়ের অবিফলত্ব হেতু তাহারা নিরন্তর কার্য্যকারী হইয়াছে। ইহা না স্বয়ংকৃত, না পরকৃত, ঈশ্বরকৃতও নহে, কালপরিণামিতও নহে, প্রকৃতিসম্ভূতও নহে, একৈককারণাধীনও নহে এবং অহেতুসমুৎপন্নও নহে। বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমগ্‌গ নামক পালিগ্রন্থে 'সংস্কার বা কর্ম্মই মনুষ্যের জাতিত্বের মূলকারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ

(৮) 'তত্রৈতেষেব ষট্‌সু ধাতুষু যৈকসংজ্ঞা পিণ্ডসংজ্ঞা নিত্যসংজ্ঞা সুখসংজ্ঞা সত্ত্বসংজ্ঞা পুদ্গলসংজ্ঞা মনুষ্যসংজ্ঞা মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা সেয়মবিদ্যাসংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণম্। তস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং সংস্কারা রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানং। বিজ্ঞানাৎ চত্বারো রূপিণ উপাদানস্কন্ধাস্তন্নাম তাম্যাপাদায় রূপমভিনির্ব্বর্ত্ততে তদৈকধ্যমভিসংক্ষিপ্য নামরূপং নিরুচ্যতে। শরীরস্যৈব কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা নামরূপসন্নিশ্রিতানীন্দ্রিয়াণি ষড়ায়তনং নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ স্পর্শঃ স্পর্শাদ্বেদনা সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যমেতৎ সুখং পুনর্ম্ময়েত্যধ্যবসানং তৃষ্ণা ভবতি। তত উপাদানং বাক্কায়চেষ্টা ভবতি। ততো ভবঃ। ভবত্যস্মাজ্জন্মেতি ভবো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তদ্ধেতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবঃ। জাতিঃ জন্ম। জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো জরা স্কন্ধানাং নাশো মরণং ম্রিয়মাণস্য মূঢ়স্য সাভিষঙ্গস্য পুত্রকলত্রাদাবন্তর্দ্দাহঃ শোকঃ। তদুত্থং প্রলপনং হা মাতঃ হা তাত হা চ মে পুত্রকলত্রাদীতি পরিদেবনা পঞ্চবিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্তমসাধ্বনুভবনং দুঃখং। মানসঞ্চ দুঃখং দৌর্ম্মনস্যং এবং জাতীয়কাশ্চোপায়াস্ত উপক্লেশা 'গৃহ্যন্তে। তেঽমী পরস্পরহেতুকা জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়োঽবিদ্যাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ো ঘটযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্তমানাঃ সন্তীতি তদেতৈরবিদ্যাদিভিরাক্ষিপ্তঃ সংঘাত ইতি' (বেদান্তসূত্রটীকা।)

করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের বিভিন্নস্থলে তৎকর্ত্তৃক উক্ত দ্বাদশ-তত্ত্বের এইরূপ অর্থ লিখিত হইয়াছে :—চারিসত্যের অজ্ঞানতাই অবিদ্যা, সংস্কার—শারীরিক বাচনিক বা মানসিক সদসৎকর্ম্মাদি, প্রত্যক্ষজ্ঞানই বিজ্ঞান; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপস্কন্ধ সহযোগে—নামরূপ; চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মন এই ষড়ায়তন; সুখদুঃখাদির অনুভূতিমাত্রই বেদনা; রূপরসাদির বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা; উপাদান—আসক্তি; ভব—কর্ম্মসত্তা, জাতি—জন্ম এবং জরামরণাদি—দুঃখকারণ।[৭]

প্রতীদর্শ (পুং) শতপথব্রাহ্মণোক্ত এক ব্যক্তির নাম। (শতপথব্রা° ২।৪।৪।৩)

প্রতীনাহ (পুং) প্রতি-নহ-ঘঞ্, বাহ° দীর্ঘ। ১ বাধা দেওয়া। ২ কর্ণরোধভেদ। ৩ পতাকা।

"কৃষ্ণাজিনং প্রত্যানহ্যতি প্রতীনাহভাজনং" (শতপথব্রা° ৩।৩।৪।৫)

প্রতীন্ধক (পুং) বিদেহরাজপুত্রভেদ। (রামা° ১।৭১।৯)

প্রতীপ (ত্রি) প্রতিকূলা আপো যস্মিন্। (ঋক্ পূরব্দূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি অপ্রত্যয়ঃ, (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। ১ প্রতিকূল। (ভাগ° ৩।১।১৪) ২ চন্দ্রবংশীয় নৃপভেদ। (হেমচ°) (ক্লী) ৩ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"প্রসিদ্ধস্যোপমানস্যোপমেয়ত্বপ্রকল্পনম্।
নিষ্ফলত্বাভিধানং বা প্রতীপমিতি কথ্যতে ॥"(সাহিত্যদ°১০।৭৪১)

যদি প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়রূপে কল্পনা করা হয় অথবা যদি প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলতা বর্ণন করা হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

"যত্ত্বন্নেত্রসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং
মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।
যেঽপি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসা গতাঃ
ত্বৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে ॥"

হে প্রিয়ে! তোমার নয়নের ন্যায় যাহার কান্তি ছিল, সেই ইন্দীবর এক্ষণে সলিলে নিমগ্ন রহিয়াছে। যে শশী তোমার মুখশোভা ধারণ করিত, সেও সম্প্রতি মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। আর যাহারা তোমার গমনের অনুকরণ করিত, সেই সকল রাজহংসও সম্প্রতি মানস-সরোবরে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রিয়ে! আমি যে তোমার সাদৃশ্য দেখিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব, প্রতিকূল দৈব তাহাও সহ্য করিতে অক্ষম।

এই স্থানে ইন্দীবর, শশী ও রাজহংস, ইহারা প্রসিদ্ধ উপমান হইলেও উহাদিগকে উপমেয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় উদাহরণ যথা—

"তদ্বক্ত্রং যদি মুদ্রিতা শশিকথা হা হেম সা চেদ্দ্যুতি-
স্তচ্চক্ষুর্যদি হারিতং কুবলয়ৈস্তচ্চেৎ স্মিতং কা সুধা।
ধিক্ কন্দর্পধনুর্ভ্রুবৌ যদি চ তে কিংবা বহু ব্রূমহে
যৎসত্যং পুনরুক্তবস্তুবিমুখঃ সর্গক্রমো বেধসঃ ॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০ পরি°)

তাহার মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা হয় না, বর্ণপ্রভায় হেম হীনপ্রভ হয়, চক্ষু দুইটীর নিকট কুবলয়দল হার মানিয়া যায়। একটী বার ঈষৎ হাস্য করিলে সুধার কথা আর মনে ধরে না। ভ্রূ দুইটী দেখিলে মদনের কুসুমধনুকেও ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। অধিক আর কি বলিব, সত্যসত্যই বিধাতা বুঝি আর তুল্যরূপ বস্তু সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

এইস্থলে মুখ ও চন্দ্র, কান্তি ও সুবর্ণদ্যুতি, চক্ষু ও কুবলয়, হাস্য ও সুধা, ভ্রূ ও ধনু এই সকল উপমান ও উপমেয়ভাবে চিরপ্রসিদ্ধ। মুখ এতই সুন্দর যে, চন্দ্রের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, অতএব চন্দ্রের কথন নিষ্ফল, এই নিষ্ফলত্বের অভিধানহেতু এইস্থলে প্রতীপ অলঙ্কার হইল। এইরূপ চক্ষু, হাস্য, ভ্রূ প্রভৃতিরও কুলয়াদি উপমান কএকটী নিষ্ফল বলিয়া উল্লেখ করায় এই শ্লোকে প্রতিচরণেই প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে। এইরূপ প্রসিদ্ধ উপমানের উপমেয় কল্পনা নিষ্ফল হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

সাহিত্যদর্পণে এই সকল অলঙ্কারের আরও একটী লক্ষণ লিখিত আছে—

---

(৭) তেলকটাহগাথা নামক পুস্তকের 'পতিচ্চসমুপ্পাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে (১০-১৩ শ্লোক) লিখিত আছে—কারণব্যতীত জগতের কোন কার্য্যই সম্পাদিত হইতে পারে না। যেমন দুই হাতে তালি দিলে শব্দ উত্থিত হয়, তদ্রূপ কারণসাধ্য কার্য্যগুলির অস্তিত্ব ও বিলয় ঘটিয়া থাকে। অবিদ্যাই কর্ম্মের কারণ এবং এই কর্ম্মজন্যই জন্ম। জরামরণাদি জন্মের সম্বন্ধমাত্র। অবিদ্যাব্যতিরেকে কর্ম্মের উদ্ভব হইতে পারে না এবং কর্ম্ম ব্যতীত জগতে জন্ম ঘটিতে পারে না। জন্মের বিরাম ঘটিলে জরামরণাদি দুঃখ নির্ব্বাতপ্রদীপের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অভিধর্ম্মত্ত সংগহ নামক পালিগ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের এইরূপ বিভাগ আছে :—

তিন কাল যথা, অবিদ্যা ও সংস্কার—ভূত, জাতি ও জরা—ভবিষ্যৎ এবং মধ্যাষ্ট—বর্ত্তমান।

দ্বাদশ অঙ্গ—অবিদ্যা হইতে জরামরণাদি দ্বাদশতত্ত্ব।

বিংশতি আকার—অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব পঞ্চ ভূতকারণ; বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনাদি পঞ্চ বর্ত্তমানকার্য্য বা ফল, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা পাঁচটী বর্ত্তমান কারণ এবং তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ পঞ্চভবিষ্যৎফল।

চারি সংক্ষেপ—উপরি উক্ত আকারের চারিবিভাগ।

তিন বর্ত্ত—ক্লেশ, কর্ম্ম ও বিপাক।

দুই মূল—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা।

"উক্তা চাত্যন্তমুৎকর্ষমত্যুৎকৃষ্টস্য বস্তুনঃ।
কল্পিতেঽপ্যুপমানত্বে প্রতীপং কেচিদূচিরে॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৪২)

অত্যুৎকৃষ্ট বস্তুর অত্যন্ত উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া উপমানস্বরূপে কল্পিত হইলেও কাহার মতে এই অলঙ্কার হয়। যথা—
"অহমেব গুরুঃ সুদারুণানামিতি হালাহল তাত মাস্ম দৃপ্যঃ।
ননু সন্তি ভবাদৃশানি ভূয়ো ভুবনেঽস্মিন্ বচনানি দুর্জ্জনানাং॥"
৪ চন্দ্রবংশীয় ঋক্ষরাজপুত্র, শান্তনুরাজের পিতা।
(ভারত ১।৯৭।২০)

প্রতীপক (পুং) প্রতীপ-স্বার্থে কন্। ১ প্রতীপশব্দার্থ। ২ হর্য্যশ্ব-নৃপপুত্র যদুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১৬)

প্রতীপগ (ত্রি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ড। প্রতিকূলগামী। (রঘু ১১।৫৮) স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রতীপগতি (স্ত্রী) প্রতিকূলগতি।

প্রতীপগমন (ক্লী) প্রতীপং গমনং। প্রতিকূলগমন।

প্রতীপগামিন্ (ত্রি) প্রতীপং গচ্ছতি গম-ণিনি। প্রতিকূল-গমনকারী।

প্রতীপতরণ (ক্লী) জলস্রোতের বিপরীতমুখে পোতচালন।

প্রতীপদর্শিন্ (ত্রি) প্রতীপং বামং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। প্রতি-কূলদর্শক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ স্ত্রীমাত্র। (অমর)

প্রতীপবচন (ক্লী) প্রতীপং বচনং। প্রতীকূলবাক্য।

প্রতীপাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

প্রতীপিন্ (ত্রি) প্রতীপঃ বিদ্যতেঽস্য (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১৩১) ইতি ইনি। প্রতীপযুক্ত, যিনি কার্য্যের প্রতিকূল।

প্রতীবোধ (পুং) প্রতি-বুধ-ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ বোধ, জ্ঞান। ২ সতর্কতা। ৩ প্রতিক্ষণ বুধ্যমান। (অথর্ব্ব ৮।১।১৩)

প্রতীর (ক্লী) প্রতীরয়তি জলগতিকর্ম্মসমাপ্তিং নয়তীতি প্র-তীর-কর্ম্মসমাপ্তৌ ক। ১ তট। ২ ভৌত্যমনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০ অ°)

প্রতীরাধ (পুং) প্রতি-রাধ-ঘঞ্ বাহু° দীর্ঘঃ। [প্রতিরাধ দেখ।]

প্রতীবর্ত্ত (ত্রি) প্রতি-বৃৎ-ঘঞ্-বাহু° দীর্ঘঃ। গোলাকার। (অথর্ব্ব ৮।৫।৪)

প্রতীবাপ (পুং) প্রত্যুপ্যতে প্রক্ষিপ্যতে অথবা নিষিচ্যতেঽস্মিন্নিতি প্রতি-বপ নিষেকাদৌ ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ গলিত স্বর্ণাদির দ্রব্যান্তর দ্বারা অবচূর্ণন। (স্বামী) ২ ধুসন, নিক্ষেপণ। (স্মৃতি) ৩ উপদ্রব। (মুকুট)

"আবাপস্তু প্রতীবাপো মারীরীতিরুপদ্রবঃ।" (রাজনি°)

৪ পানীয় ঔষধবিশেষ। মিশ্র ঔষধ, বৃক্ষমূলাদির কাথ নিষ্কাশনের পর ঐ কাথের সহিত যে দ্রব্য মিশ্রিত করা যায়।

"উষকাদি প্রতীবাপং পিবেৎ সংশমনায় বৈ।"
(চক্রপাণিদত্ত বিদ্রধিচিকি°)

প্রতীবী (ত্রি) প্রতি-বী-ক্বিপ্-বেদে সাধুঃ। প্রতিগমনশীল। "ঈলিধ্বা হি প্রতীব্যং" (ঋক্ ৮।২৩।১) 'শত্রুন্ প্রতিগমনশীল-মগ্নিং' (সায়ণ)

প্রতীবেশ (পুং) প্রতিবিশন্তে ইতি প্রতিবিশ্-ঘঞ্, উপসর্গস্য বাহু° দীর্ঘঃ। প্রতিবেশ, প্রতিবাসীদিগের গৃহ।

প্রতীবেশিন্ (ত্রি) প্রতীবেশোঽস্যাস্তীতি প্রতিবেশ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রতিবেশী।

প্রতীবৈশ্য, জনপদভেদ। (বামনপু° ১৩৩৯)

প্রতীশা (স্ত্রী) সম্মাননা, শ্রদ্ধা।

প্রতীহ (পুং) ভরতবংশীয় সুবর্চ্চলাতে জাত পরমেষ্ঠীর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।১৫।৩)

প্রতীহার (পুং) প্রতি-হৃ-ঘঞ্, বাহু° দীর্ঘঃ। ১ দ্বার। প্রতি-হরত্যনেনেতি করণে ঘঞ্। ২ দ্বারপাল। ইহার লক্ষণ—

"ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপ্রমাদী সদা দক্ষঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥" (চাণক্যসংগ্রহ)

যিনি ইঙ্গিত ও আকার বিষয়ে অভিজ্ঞ (ইঙ্গিত শব্দের অর্থ হৃদয়গত ভাব ও আকার শব্দে অঙ্গচিহ্নাদি—ইহার তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন) এবং যিনি বলবান্, প্রিয়দর্শন, প্রমাদশূন্য ও সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে প্রতীহার কহে। মৎস্যপুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রাংশুঃ সুরূপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী ন চোদ্ধতঃ।
চিত্তগ্রাহশ্চ সর্ব্বেষাং প্রতীহারো বিধীয়তে॥"(মৎস্যপু° ১৯৮ অঃ)

প্রাংশু, সুরূপ, কার্য্যদক্ষ, প্রিয়বাদী, অনুদ্ধত এবং সকলের চিত্তগ্রাহক এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে প্রতীহারপদবাচ্য হয়। ৩ সন্ধিনিয়ম।

"ময়াস্যোপকৃতং পূর্ব্বময়ঞ্চোপকরিষ্যতি।
ইতি যঃ ক্রিয়তে সন্ধিঃ প্রতীহারঃ স উচ্যতে॥" (হারাবলী)

পূর্ব্বে আমি উপকার করিব, পরে ঐ উপকৃত ব্যক্তি আমার উপকার করিবে, এইরূপ যে সন্ধি তাহাকে প্রতীহার কহে।

প্রতীহারিন্ (ত্রি) প্রতিহরতি স্বামিসমীপে সর্ব্ববিষয়মিতি প্রতি-হৃ-ণিনি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ বা প্রতীহারঃ রক্ষণীয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। দ্বারী, দ্বাররক্ষক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রতীহারী (স্ত্রী) প্রতীহারোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দ্বাঃস্থিতা, দ্বারপালিকা। (মেদিনী)

প্রতীহাস (পুং) প্রতিরূপো হাসোঽস্য উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। করবীর। (অমর)

প্রতুণ্ডক (পুং) জীবকশাক। (বৈদ্যকনি°)

প্রতুদ (পুং) প্রতুদতীতি প্র-তুদ-ক। গৃধ্রাদি, আদিশব্দে শ্যেন, কঙ্ক, কাক, দ্রোণকাক, উলূক ও ময়ূর। (রাজনি°) ইহাদের মাংসগুণ লঘু, শীত, মধুর, কষায় এবং মানবের হিতকর। (রাজব°) সুশ্রুতে লিখিত আছে, কপোত, পারাবত, ভৃঙ্গরাজ, পরভৃতক, যষ্টিক, কুলিঙ্গ, গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়ক, ডিণ্ডিমানক, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদশী, শুক, সারিকা, বল্‌গুলী, গিরিশাল, হ্বাল, দূষক, সুগৃহী, খঞ্জরীটক, হারীত ও দাত্যূহ প্রভৃতি প্রতুদজাতীয় পক্ষী। ইহাদের মাংসের গুণ—কষায়, মধুর, রূক্ষ, ফলাহারী, বায়ুকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, শীতল, মূত্ররোধক ও অল্পতেজস্কর। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

চরকের মতে শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোযষ্টী, জীবজীবক, কৈরাত, কোকিল, অত্যূহ, গোপাপত্র, প্রিয়াত্মজ, লট্বা, লট্বাষক, বভ্রু, বটহা, ডিণ্ডিমানক, জটী, দুন্দুভি, বাক্কারলোহ, পৃষ্ঠকু, লিঙ্গক, কপোত, শুক্লশারঙ্গ, চিরিটীক, কুযষ্টিক, শারিকা, কলবিঙ্ক, চটক, অঙ্গারচূড়ক, পারাবত ও পাণ্ডবিক এই সকল পক্ষী প্রতুদজাতীয়। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

প্রতুষ্টি (স্ত্রী) প্র-তুষ-ক্তিন্। ১ অতিশয় সন্তোষ। ২ উপাদেয়।

প্রতূণী (স্ত্রী) স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত রোগভেদ।

প্রতূর্ত্ত (ত্রি) প্র-তূর-রোগে ক্ত। ১ প্রকৃষ্টবেগান্বিত। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ প্রকৃষ্টবেগ।

প্রতূর্ত্তক (ত্রি) প্রতূর্ত্ত মত্বর্থে বুন্ (গোষদাদিভ্যো বুন্। পা ৫।২।৬২) প্রকৃষ্টবেগযুক্ত।

প্রতূর্ত্তি (স্ত্রী) প্রকৃষ্টবেগযুক্ত, প্রত্বরণশীল। "যো ব ঊর্ম্মিঃ প্রতূর্ত্তিঃ" (শুক্লযজু° ৯।৬) 'প্রতূর্ত্তিঃ প্রকৃষ্টাতূর্ত্তির্বেগো যস্য প্রত্বরণশীলঃ' বেদদীপ)

প্রতূলিকা (স্ত্রী) প্রকৃষ্টং তূলমত্র কপ্ কাপি ইত্বং। শয্যাভেদ, তোষক। (কাশীখ° ৭ অঃ)

প্রতূদ্ (ত্রি) ঋগ্বেদোক্ত একজন ঋষি, ইহার নামান্তর তৃৎসু। (ঋক্ ৭।৩৩।১৪)

প্রতোদ (পুং) প্রতুদ্যতেঽনেনেতি প্র-তুদ-করণে ঘঞ্। অশ্বাদিতাড়নদণ্ড, চলিত চাবুক। পর্য্যায়—প্রাজন, প্রবয়ন, তোত্র, তোদন। (জটাধর)

"প্রকালয়েদ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রতোদেনেব সারথিঃ।
প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভরতর্ষভ !॥" (ভারত ২।৫৪।৮)

২ সামভেদ।

প্রতোদিন্ (ত্রি) ১ বেধকারী। ২ যিনি কষাঘাত করেন।

প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতুল্যতে পরিমীয়তে ইতি প্র-তুল-পরিমাণে ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ রথ্যা, রাস্তা।

"বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখা পরিবারিতাঃ।
তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ॥" (রামা° ২।৮০।১৮)

২ অভ্যন্তরমার্গ, নাছ ও কুলী নামে খ্যাত। ৩ হট্টাদি মধ্য নির্ম্মিত পথ। ৪ কাহারও কাহারও মতে দুর্গের নগরদ্বার। (ভরত) ৫ সোপানশ্রেণীশোভিত নগরদ্বার। ৬ গ্রীবা ও মেঢ্রদেশের ব্রণবন্ধনবিশেষ।

প্রতোষ (পুং) প্র-তুষ-ভাবে ঘঞ্। ১ সন্তোষ। প্রকৃষ্টস্তোষোঽস্য, প্রাদিবহুব্রী°। (ত্রি) ২ সন্তোষযুক্ত। (পুং) ৩ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।১।৭)

প্রত্ত (ত্রি) প্রদীয়তে স্মেতি প্র-দা-ক্ত (অচ উপসর্গাৎ তঃ। পা ৭।৪।৪৭) ইতি তাদেশঃ। দত্ত। (মুগ্ধবোধব্যাক°)

প্রত্তি (স্ত্রী) প্র-দা-ক্তি। দান। (ঐত° ব্রা° ২।৪৯)

প্রত্তিপাতু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার গুণ্টূর তালুকের একটী প্রাচীন স্থান। অক্ষা° ১৬°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৪´ পূঃ। গুণ্টূর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার দণ্ডেশ্বর স্বামীর শিবমন্দিরে সাতখানি শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে ১১৪৪ শক সংবতে চোলরাজের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রবাদ ঐ মন্দির ১০২৩ শকে কোন চোলরাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। স্থানীয় বেণুগোপালস্বামীর বিষ্ণুমন্দিরটী রেড্ডী সর্দ্দারগণের প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্ন (ত্রি) প্র-'নশ্চ পুরাণে প্রাৎ' ইতি চকারাৎ ত্নপ্। পুরাণ, পুরাতন।

"প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যস্যর্ত্তস্য ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি॥" (ভাগ° ৫।২০।৫)

প্রত্নতত্ত্ব (ক্লী) পুরাতত্ত্ব। বিগত ঘটনা বা বিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (পুং) প্রত্নস্য তত্ত্বং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, যাহারা পুরাতন তত্ত্ব অবগত আছেন, ইতিহাসবেত্তা।

প্রত্নথা (অব্য) প্রত্ন ইবার্থে থাচ্। পুরাতনের ন্যায়। "সপ্রত্নথা সহসা জায়মানঃ" (ঋক্ ১।৯৬।১) 'প্রত্নথা প্রত্নইব চিরন্তন ইব'। (সায়ণ)

প্রত্নবৎ (অব্য) প্রত্ন-ইবার্থে বতি। পুরাতনের তুল্য। "তাঃ প্রত্নবৎ" (ঋক্ ১।১২৪।৯) 'প্রত্নবৎ পুরাতন্য ইব' (সায়ণ)

প্রত্যংশ (ক্লী) প্রত্যেক অংশ বা বিভাগ। (দিব্যা° ৭১।৮-৯)

প্রত্যংশু (ত্রি) প্রতিগতোঽংশুং অত্যা° স°। ১ প্রাপ্তাংশুক। প্রতিগতা অংশুর্যেন। (ত্রি) ২ প্রতিগতাংশুক।

প্রত্যক্‌চেতন (পুং) প্রতীপং বিপরীতমঞ্চতি জানাতি প্রতি অঞ্চ-ক্বিপ্, ততঃ প্রত্যক্ চেতনঃ কর্ম্মধা°। সাংখ্যমতসিদ্ধ পুরুষ অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চৈতন্যের সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (যোগসূত্র ১।২৯)

চিত্ত যখন নিতান্ত নির্ম্মল হয়, কোনরূপ গুণাধিকার থাকে

না, তখন প্রত্যক্-চৈতন্যের জ্ঞান অর্থাৎ শরীরান্তর্গত আত্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান জন্মে, ইহা জন্মিলে আর কোনরূপ বিঘ্ন থাকে না। বিবেকখ্যাতিযুক্ত পুরুষই প্রত্যক্-চৈতন্য নামে অভিহিত হয়।

রজোজন্য অস্থিরতা বা চলচ্চিত্ততা প্রভৃতি সমাধির প্রবল-বিঘ্ন। পুরুষ যখন প্রণবাদি জপ দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হন, তখন আর তাহার কোন বিকার থাকে না, কেবল 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং' এই অবস্থায় অবস্থিত হন। ইহাকে প্রত্যক্-চেতন বলা যাইতে পারে।

২ সর্ব্বজ্ঞ, অন্তরাত্মা, পরমেশ্বর, তদভিন্ন জীব।

প্রত্যক্তু (ক্লী) ১ পশ্চাদ্দিকে। ২ নিজের দিকে।

প্রত্যক্পর্ণী (স্ত্রী) প্রত্যঞ্চি পর্ণানি অস্যাঃ, পাককর্ণেতি ঙীষ্। ১ রক্তাপামার্গ। পর্য্যায়—

"রক্তোহন্যো বশিরো বৃত্তফলোধামার্গবোহপি চ।
প্রত্যক্পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

২ দ্রবন্তী, দন্তীবৃক্ষ।

প্রত্যক্পুষ্পী (স্ত্রী) প্রত্যঞ্চি পুষ্পাণি যস্যাঃ। অপামার্গ।

প্রত্যক্বোধি, বৌদ্ধ যতিদিগের অবস্থাভেদ।

প্রত্যক্স্বরূপ, মানসনয়নপ্রসাদিনী প্রত্যক্তত্বদীপিকাটীকা-প্রণেতা। প্রত্যক্প্রকাশের শিষ্য।

প্রত্যক্শিরস্ (ত্রি) পশ্চাদ্দিকে মস্তকযুক্ত, যাহার মস্তক পেছনদিকে ফিরান আছে।

প্রত্যক্শ্রেণী (স্ত্রী) প্রতীচী শ্রেণী যস্যাঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ কপ্। দন্তীবৃক্ষ, মূষিকপর্ণী। পর্য্যায়—

"প্রত্যক্শ্রেণী দ্রবন্তী চ পুত্রশ্রেণ্যাখুপর্ণিকা।
বৃষপর্ণ্যাখুপর্ণী চ মূষিকা কাঞ্জিপত্রিকা॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

প্রত্যক্ষ (ত্রি) প্রতিগতমক্ষি ইন্দ্রিয়ং যত্র, সমাসে-অচ্, বা প্রত্যক্ষমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পর্য্যায়—ঐন্দ্রিয়িক। (ক্লী) ২ নির্ব্বাচন, ভেদজ্ঞান, নির্ণয়। (দিব্যা° ৭১১৮-৯) ৩ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান। প্রত্যক্ষপ্রমাণ। অক্ষি শব্দে চক্ষু, অতএব এই চক্ষুদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ কহে। অক্ষি শব্দে ইন্দ্রিয়মাত্র বোধ হইবে। এই জ্ঞান ছয় প্রকার।

আস্তিক বা নাস্তিক প্রভৃতি সকল দার্শনিকপণ্ডিতই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

গৌতমসূত্রে লিখিত আছে—

"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" (গৌতমসূ° ১।৩)

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণ। এই অনুমান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষপ্রমাণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ এইরূপ

"ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষং।" (গৌতমসূত্র ১।৪)*

চক্ষু, ত্বক্ ও নাসিকা প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়, কিংবা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় মন বিষয় সকলকে প্রাপ্ত হইয়া যে অব্যভিচারী অর্থাৎ ব্যভিচার হয় না—যথার্থ জ্ঞানের জনক হয়, তাদৃশ জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষপ্রমাণ। চক্ষু ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদির যাহা সাক্ষাৎকার হয়, উক্ত সাক্ষাৎকারই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ। এই স্থানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, চক্ষু যখন বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে, তৎকালে চক্ষু শরীরেই থাকে, শরীর হইতে নির্গত হয় না। কিরূপে ঘটাদিতে সংযুক্ত হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এই শঙ্কা একটু প্রণিধান সহকারে দেখিলেই নিরাকৃত হইতে পারে। দীপ যেরূপ গৃহাদির একদেশে থাকিলেও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহকে ব্যাপ্ত ও উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ চক্ষুপদার্থ তৈজস অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহার সূক্ষ্মপ্রভা নির্গত হয়। উক্ত সূক্ষ্মপ্রভা অগ্রবর্ত্তী পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া 'এই মনুষ্য' 'এই গো' ইত্যাদি জ্ঞান সম্পাদন করিয়া দেয়।

ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব হস্তপদাদি কোন অবয়বের সহিত শীতউষ্ণাদি কোন বস্তু সংযুক্ত হইলেই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। রূপ ভিন্ন নয়ন দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক্ দ্বারাও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্দ্রিয় রসযুক্ত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাধুর্য্যাদিগুণকে সাক্ষাৎকার করে। ঐরূপে নাসিকা গন্ধকে ও কর্ণেন্দ্রিয় শব্দকে গ্রহণ করিয়া এবং মন জ্ঞান ও সুখাদিরূপ আভ্যন্তরিক পদার্থকে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ গোচর করিয়া থাকে।

রক্তবস্তু সমীপস্থিত স্ফটিকাদিতে যে রক্ততা প্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষটী ভ্রমাত্মক। কারণ স্ফটিক শুক্লবর্ণ, তাহাতে রক্তবর্ণ জ্ঞানটী অযথার্থ। এই জন্য প্রত্যক্ষলক্ষণে 'অব্যভিচারি'পদ অর্থাৎ ভ্রম ভিন্ন এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকিলে প্রত্যক্ষ

---

* 'অক্ষস্যাক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রিয়স্যার্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং প্রত্যক্ষং। ন তর্হীদানীমিদং ভবতি আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়মর্থেনেতি, নেদং কারণাবধারণমেতাবৎ প্রত্যক্ষে কারণমিতি, কিন্তু বিশিষ্টকারণবচনমিতি যৎপ্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিশিষ্টকারণং তদুচ্যতে, যত্তু সমানমনুমানাদিজ্ঞানস্য ন তন্নিবর্ত্তত ইতি।'

(ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়নভাষ্য)

হয়, সেই সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। যথা—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায় ও বিশেষণতা।

ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্রব্যে যুক্ত হয়, এই জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহাই সংযোগ গুণ ও ক্রিয়া। দ্রব্যেতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে সংযুক্তসমবায়। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়। শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায়-সন্নিকর্ষ। কারণ কর্ণেন্দ্রিয় গগনস্বরূপ। তাহার সহিত শব্দের সমবায়সম্বন্ধই আছে। শব্দত্বজাতি প্রত্যক্ষে সমবেত-সমবায়। অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অব্যপদেশ্য বা নির্ব্বিকল্পক। এই জ্ঞান প্রথম ইন্দ্রিয়দ্বারা জন্মে এবং ইহা গোত্বধর্ম্ম ও গোধর্ম্মিপ্রভৃতিকে পৃথক্‌রূপে বিষয় করে, গোত্বাদি গবাদি সম্বন্ধকে করে না। দ্বিতীয় ব্যবসায়াত্মক, ইহাকে সবিকল্পও কহে। এই প্রত্যক্ষ গবাদিতে গোত্বাদির সম্বন্ধকে বিষয় করে, এজন্য গোত্ববিশিষ্ট গো এইরূপ প্রত্যক্ষের আকার হইয়া থাকে। এই প্রমাণের বিষয় পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ভাষ্যে উক্তরূপই সূত্রার্থ কল্পিত হইয়াছে।

গৌতমসূত্রে 'প্রত্যক্ষ' ইহা স্বতন্ত্র প্রমাণ কি না, ইহার পরীক্ষার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, প্রত্যক্ষ নামে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ থাকিলে তাহার পরীক্ষা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ-প্রমাণকে যদি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হয়, ইহাতে গৌতম বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাদুপলব্ধেঃ।" (গৌত° ২।১।২৮)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃক্ষের সন্নিকর্ষ জন্য 'এইটী বৃক্ষ' এই প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। এই প্রত্যক্ষ-রূপে অভিমত উক্ত জ্ঞান অনুমিত্যাত্মকমাত্র, অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র। যেহেতু একদেশ গ্রহণ দ্বারা সমুদায় বৃক্ষের জ্ঞান হইতেছে; অতএব উক্ত জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেরূপ ধূমগ্রহণ (জ্ঞান) দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নির জ্ঞান জন্মাইতেছে—এই জন্য উক্ত বহ্নিজ্ঞান যেরূপ অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করিতেছ—তাহার ন্যায় একদেশজ্ঞান দ্বারা অপ্রত্যক্ষীভূত অপরাংশের যে জ্ঞান জন্মাইতেছে, উহাকেও অনুমিত্যাত্মক স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুমান হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। বাদীদিগের এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই সূত্র অভিহিত হইয়াছে—

"ন প্রত্যক্ষেণ যাবত্তাবদপ্যুপলম্ভাৎ।" (গৌতমসূত্র ২।১।২৯)

অনুমিতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ নামক প্রমাণ নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ মূল বা শাখাদিরূপ কোন একদেশের প্রত্যক্ষ জন্মাইতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ মাত্রের উচ্ছেদ হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে যে, অনুমান প্রত্যক্ষমূলক অর্থাৎ ইহার মূলে প্রত্যক্ষ আছে। নানাস্থানে ধূম এবং ধূমহেতু বহ্নির একত্র স্থিতিদর্শন ও বহ্নিশূন্য দেশে ধূমের অভাব দেখিয়া আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি যে, যে যে স্থানে ধূম আছে, তত্তৎ স্থানে বহ্নি আছে, ইহা একটী ব্যাপ্তিজ্ঞান মাত্র। অনন্তর কোন স্থলে ধূমদর্শন করিলে অপ্রত্যক্ষীভূত বহ্নির অনুমিতি জন্মাইতেছে; সুতরাং অনুমিতি প্রত্যক্ষমূলক। অতএব প্রত্যক্ষ-প্রমাণ না থাকিলে প্রথমতঃ অনুমানই সিদ্ধ হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সন্নিহিত বস্তুর অবধারণা জন্মে।* অনুমান প্রমাণদ্বারা অপ্রত্যক্ষভূত বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের কার্য্য যখন বিভিন্ন, তখন অনুমান হইতে প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বৃক্ষাদি সাবয়ব পদার্থের প্রত্যক্ষস্থলে উক্ত আপত্তি কথঞ্চিৎ গ্রাহ্য হইতে পারে বটে; কিন্তু নিরবয়ব শব্দ ও গন্ধাদির প্রত্যক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উক্ত শব্দ ও গন্ধাদি নিরবয়ব বলিয়া তাহাদের একদেশ গ্রহণ দ্বারা অপরদেশের অনুমিতি জন্মাইতে পারে না; সুতরাং প্রত্যক্ষপ্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্রত্যক্ষমাত্রের উচ্ছেদ না হইলেও, উক্ত বৃক্ষাদি সাবয়ব বস্তুর জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক ইহা স্বীকার করিলে বোধ হয় দোষ হইবে না। গৌতমসূত্রে এই আপত্তিও নিরাকৃত হইয়াছে,—"ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বিসদ্ভাবাৎ।" (গৌ° ২।১।৩০)

উক্ত বৃক্ষ প্রত্যক্ষস্থলে একদেশ মাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে অবয়ব হইতে পৃথক্ অবয়বীর সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অবয়ব প্রত্যক্ষকালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ জন্মাইয়া থাকে। যদি ইহার উত্তরে এইরূপ বল, যে সমুদায় অবয়বের সহিত যখন চক্ষুরাদির সম্বন্ধ হইতেছে না, তখন কিরূপে অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইতে পারে? ইহা সঙ্গত নহে বাস্তবিকপক্ষে অবয়বীরই প্রত্যক্ষ হয়। সমুদয় অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না। কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদাদি কোন একটী অবয়ব স্পর্শ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ

* "যদিদমিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে জ্ঞানং বৃক্ষ ইত্যেতৎ কিল প্রত্যক্ষং তৎ খল্বনুমানমেব কস্মাৎ, একদেশগ্রহণাৎ বৃক্ষস্যোপলব্ধে-রর্ব্বাগ্‌ভাগময়ং গৃহীত্বা বৃক্ষমুপলভতে, ন চৈকদেশোবৃক্ষঃ। তত্র যথা ধূমং গৃহীত্বা বহ্নিমনুমিনোতি তাদৃগেব তত্তবতি।" (বাৎস্যায়ন ২।১।২৮)

করা হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যদি সমুদায় অবয়বের সহিত স্পর্শ হইলেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করা হয়, ইহা বল, তবে কোনকালেই উক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব অবয়বান্তর দ্বারা ব্যবহিত আছে বলিয়া এককালে সমুদায় অবয়বের স্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং উক্ত অবয়বী ব্যক্তির কোন কালেই স্পার্শনিক প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে, কোন একটী অবয়বের সহিত স্পর্শ হইলেই অবয়বীর সহিত স্পর্শ হইয়া যায়। অবয়ব প্রত্যক্ষ কালে অবয়বীরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহার ন্যায় অবয়বীর চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষের আর কিছুমাত্র অনুপপত্তি থাকিল না।

এই সকল তর্কযুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, প্রত্যক্ষ একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। যাহারা প্রত্যক্ষকে অনুমিত্যাত্মক বলেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। (ন্যায়দর্শন)

গৌতমসূত্রানুসারে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও প্রত্যক্ষ স্বতন্ত্র প্রমাণ কি না, এই বিষয় আলোচিত হইল। এখন দেখা যাউক কি প্রকারে প্রত্যক্ষ হয়। সকলে এই প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন কিনা, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা যায় না, প্রমাণচিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষপ্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবনস্বরূপ। প্রত্যক্ষপ্রমাণ যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্যান্য প্রমাণ সকল সহজ হয়। ইন্দ্রিয়ভেদ অনুসারে প্রত্যক্ষভেদ স্বীকৃত হয়।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥" (বেদান্তকা°)

চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে অনুমানাদি প্রমাণ নহে। এই মত বৌদ্ধদার্শনিকেরাও অনুমোদন করিয়াছেন।

"নানুমানং প্রমাণমিতি বদতা লৌকায়তিকেন অপ্রতিপন্নঃ সন্দিগ্ধঃ বিপর্য্যস্তো বা পুরুষঃ কথং প্রতিপদ্যেত।" (তত্ত্বকৌমুদী)

'অনুমান প্রমাণ নহে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' এই কথা যাহারা বলেন, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি তর্ক ও যুক্তিদ্বারা তাহাদের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় ও অযৌক্তিক বলিয়াছেন।

এক্ষণে এই প্রমাণের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। এই প্রমাণ ৬ প্রকার—চাক্ষুষ, ঘ্রাণজ, রাসন, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। চক্ষু, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, শ্রোত্র ও মন, এই ছয়টী ইন্দ্রিয়দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। গন্ধ, তদ্গত সুরভিত্ব ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ, মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন প্রত্যক্ষ, নীলপীতাদিরূপ তত্তৎ রূপ বিশিষ্ট দ্রব্য ও নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি এবং ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তিসমবায়াদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; উদ্ভূত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ত্বাচ প্রত্যক্ষ এবং শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ও ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ও সুখদুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয়।* উক্ত ষড়িন্দ্রিয় দ্বারা এইরূপে ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার এই ছয় প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রধান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। ইহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কি? কি প্রকারেই বা চক্ষুদ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে? এ বিষয়ে ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়।

কোন বৌদ্ধ বলেন, চক্ষুর কেন্দ্রস্থানে যে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ গোল লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, যাহাকে তারা বা মণি কহে, তাহার আর একটী নাম কৃষ্ণসার। চাক্ষুষ জ্ঞান বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটী মুখ্যকারণ। কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তুগ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সেইজন্য বলা উচিত কৃষ্ণসার যন্ত্রই ইন্দ্রিয়, কৃষ্ণসার ব্যতীত অপর কোন চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই।

ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, কৃষ্ণসারকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং"

* "ঘ্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্বিধং মতং।
ঘ্রাণস্য গোচরো গন্ধো গন্ধত্বাদিরপি স্মৃতঃ।
তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোঽপি চ শ্রুতেঃ॥
উদ্ভূতরূপং নয়নস্য গোচরো দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্ত্বসংখ্যে।
বিভাগসংযোগপরাপরত্বস্নেহদ্রবত্বং পরিমাণযুক্তম্॥
ক্রিয়াং জাতিং যোগ্যবৃত্তিং সমবায়ঞ্চ তাদৃশম্।
গৃহ্লাতি চক্ষুঃসংযোগাদালোকোদ্ভূতরূপয়োঃ॥
উদ্ভূতস্পর্শবদ্দ্রব্যং গোচরঃ সোঽপি চ ত্বচঃ।
রূপান্যচ্চক্ষুষো যোগ্যং রূপমত্রাপি কারণম্॥
মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ।
জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে॥
মহত্ত্বং ষড়্বিধে হেতুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

যেটী বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটী অতীন্দ্রিয়। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসার তাহার অধিষ্ঠান-মাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) অধিষ্ঠিত বলা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বলা নিতান্ত ভ্রম।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে বস্তুগ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষব্যতীত বস্তুদ্বয়ের সংযোগঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, চক্ষু অন্যপ্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতানিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না। সংযোগ না হইলেও উপলব্ধি হয় না। যদ্যপি সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল কৃষ্ণসারের অস্তিত্বের দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে এই জগতে কোনও বস্তু অজ্ঞাত থাকিত না। যাবৎ শরীর থাকে, তাবৎ কৃষ্ণসারও থাকে। কৃষ্ণসার সকল সময়েই বিদ্যমান আছে, বস্তুও সর্ব্বত্র নিপতিত আছে, তত্তাবতের জ্ঞান না হয় কেন? ব্যবহিত বস্তুই বা অজ্ঞাত থাকে কেন? আরও কথা আছে যে, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটী প্রকাশক বস্তু। তাহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পায় না, সে বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয়বস্তু প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত, যে পদার্থ চক্ষুগোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থিত বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে।

সেই পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজোবিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহংতত্ত্বের পরিণামবিশেষ। চক্ষু ও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ কৃষ্ণসারযন্ত্রে একপ্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়। সেই রশ্মি সমসূত্রপাত-ন্যায়ে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্নভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থিত বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযুক্ত হইবামাত্র আত্মাতে ইহা 'অমুক বস্তু' ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে। দীপালোক যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে বস্তু প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সহিত করে না। সেইরূপ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃসংযুক্ত হইয়া রূপবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে। রূপহীন বস্তু বা অমনোযোগ চক্ষুঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ জন্মায় না। প্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযোগই প্রধান কারণ, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন প্রকার প্রত্যক্ষই হয় না। এই মত নৈয়ায়িকদিগের; কিন্তু সাংখ্যমত অন্যবিধ। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মত এই যে ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে, তাহারা আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণামে উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎ পরিমাণ বস্তুও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এ পর্য্যন্ত অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু ব্যাপিতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তেজের এরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি প্রভারূপে দূরপ্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতেছে।

ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিদ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নৈয়ায়িক-কল্পিত ভৌতিকত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেই সকল তর্ক ও যুক্তি এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া বা প্রণালী সম্বন্ধে কপিলের অভিপ্রায় ঠিক বুঝা যায় না। এই বিষয়ে সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী, কেহ বা শক্তি সহকৃত বৃত্তিবাদী। শক্তিবাদী আচার্য্যেরা বলেন, কৃষ্ণসারে একপ্রকার বিষয়গ্রাহিণী শক্তি আছে, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, তাহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্বমাত্র। কৃষ্ণসার যখন স্বীয় শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তখন তদ্বস্তুর প্রথমতঃ অবিকল্পিত জ্ঞান হয়, তৎপরে মনের সাহায্যে ইহা অমুক বস্তু ইত্যাকার অবধারণ নিষ্পন্ন হয়।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের সাহায্য থাকা আবশ্যক। বস্তুতে ব্যক্ত, রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা এবং কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা প্রয়োজনীয় বস্তুর সর্ব্বশরীর প্রত্যক্ষের গোচর হয় না, সম্মুখের অর্দ্ধই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। অপরার্দ্ধ অনুমেয়। এই অনুমান সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। চক্ষুগোলক দুইটী হইলেও ইন্দ্রিয় একটী। অতিদূর ও অতিসামীপ্য প্রভৃতি নববিধ প্রতিবন্ধক থাকিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বধান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥" (সাংখ্যকা°)]

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে দৃষ্টিবহির্ভূত হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতি সামীপ্যবশতঃ দেখা যায় না; গোলকের বা ইন্দ্রি-

য়ের কোনরূপ ব্যাঘাত হইলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে; বিমনা ও উন্মনা হইলেও দৃষ্ট দৃশ্যের জ্ঞান থাকে না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্র হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে; কিন্তু যাবৎ না তাহা মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়া সাংখ্যাচার্য্যেরা বলিয়াছেন, অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের নাশ, অমনোযোগ, অতিসূক্ষ্মতা, অভিভব, স্বজাতীয়ের সহিত সম্মিলন, অনভিব্যক্ততা, এই সকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থলবিশেষে কোন কোনটী বিপর্য্যয়-বোধেরও কারণ হয়।

শাস্ত্রের নানাস্থানে নানাপ্রকার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি? আদর্শে আত্মবিম্বদর্শনকালে বিপরীত দেখা যায় কেন? বামভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণভাগ বামে অবস্থিত দেখায়, তীরস্থ বৃক্ষ অধঃশির দেখায়, উপরিস্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব জলের উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্যনিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার ন্যায় দেখায়, এই সকল এইরূপ বিপরীত ভাবে দেখায় কেন?

কতদূর, কতসামীপ্য, কতসূক্ষ্ম ও কতস্থূল বস্তুর দর্শন হয় ও হয় না, কোথা হইতেই বা দৃষ্টিব্যতিক্রম আরব্ধ হয়? এই সকল বিষয় নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

এই সকলের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহা ভ্রমবশতঃই হইয়া থাকে। দার্শনিকগণ ইহাকে অধ্যাস, আরোপ ও অবিবেক প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তিকারণ বর্ণিত এবং অবান্তরপ্রভেদও নির্ণীত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত-মতে ভ্রমজ্ঞান নিজে মিথ্যা; কিন্তু তাহার ফল সত্য। রজ্জুসর্প দেখিলে প্রকৃত সর্পদর্শনের ন্যায় ভয় ও কম্প উভয়ই জন্মে। ভ্রমমাত্রই অসদ্বস্তু-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে অর্থাৎ তাহার দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে। এ সকল দেখিয়া ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই দুই ভেদে, তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য এই চারিভেদ বা চারিশ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। [ভ্রম দেখ।]

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী—দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার। তন্মধ্যে দোষ নানাপ্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষ-দুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তবে অতিশ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি দোষ কালদোষ এবং অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া। অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশে প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগবশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে। ভ্রম ও প্রতিবন্ধক রহিত হইয়া চক্ষুর সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ জন্মে।

শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রাবণজ্ঞান বা শ্রাবণপ্রত্যক্ষ।

চক্ষুঃ কেবল রূপেই সংসক্ত, সেইজন্য চক্ষুদ্বারা রূপ বা রূপবিশিষ্ট পদার্থ দেখা যায়। তদ্দ্বারা শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান হয় না, শব্দাদি জ্ঞানের নিমিত্ত আরও চারিটী ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের মধ্যে শব্দগ্রহণকারী শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার দ্বারা শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় কথিত হইয়াছে।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর। কেবল অনুমিতিদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় অর্থাৎ গোলক কর্ণান্তঃপ্রদেশ। কর্ণশষ্কুলির অভ্যন্তর প্রদেশে যে অবকাশ (ফাঁক) আছে, তাহার নাম শ্রোত্রাকাশ। শ্রবণেন্দ্রিয় শষ্কুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শব্দগ্রহণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। শাস্ত্রে শব্দগ্রহণের দ্বিবিধ প্রণালী বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একপ্রণালী বীচিতরঙ্গন্যায়ানুসারিণী ও অপর কদম্বগোলকন্যায়ানুসারিণী।

কোন এক স্থিরজল জলাশয়ে অভিঘাত উপস্থিত করিলে অভিঘাত স্থলে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগ জলকে তরঙ্গায়িত করে। যেমন প্রথমোৎপন্ন সেই বেগ হইতে বেগান্তর জন্মে, তেমনি তরঙ্গ হইতেও তরঙ্গান্তর জন্মে। তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে ক্রমে তাহা বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র লহরীর প্রকারপ্রাপ্ত হয়। মধ্যে যদি কোথাও বেগনিরোধক বস্তু

বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানেই পতিত হইয়া নষ্ট হয়। নচেৎ তাহা দূরে গিয়া বিলীন হয়। এইরূপ প্রথমে আকাশে ধ্বনি উৎপন্ন হইল, সেই ধ্বনি তরঙ্গায়মান বায়ুতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়স্থান কর্ণশষ্কুলি প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট অর্পণ করিল। অভিপ্রায় এই যে, শব্দ কর্ণশষ্কুলীস্থিত শব্দবাহী স্নায়ু অবলম্বন করিয়া মনের নিকট গমন করে। নিকটস্থ আত্মা তাহা প্রকাশ করেন, অর্থাৎ অনুভব করেন। ইহারই অন্য নাম শুনা বা শ্রবণ। নিকটে যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ হয়। সুতরাং আকাশোৎপন্ন শব্দ আকাশেই বিলীন হয়।

স্থিরজল জলাশয়ে আঘাত করিলে যে তদুত্থিত রঙ্গ কখন তীরস্পর্শ করে, কখন নাও করে, তাহার কারণ আঘাতের বল, অর্থাৎ আঘাতজন্য বেগের তারতম্য। বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূরগতি ও অল্প পরিমাণে জন্মিলে অদূরগতি হয়। শব্দের গতিও ঠিক সেইরূপ জানিবে। যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে, শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপ বীচীতরঙ্গের দৃষ্টান্তে শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণপ্রণালী বর্ণন করিয়াছেন ও নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে সোপপত্তিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শব্দবহনকারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হয় না। সাম্মুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যায়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাতস্থান এতদুভয়ের মধ্যে বায়ুর বেগরোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যায় না বা অল্প শুনা যায়। পার্থিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে প্রতিবন্ধক হয়।

বীচিতরঙ্গন্যায়বাদীর মত আর কদম্বগোলকন্যায়বাদীর মত প্রায় একরূপ। একটু প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গবাদী বলেন, শব্দ একটাই জন্মে, কদম্বগোলকন্যায়বাদী বলেন, কদম্বকেশরের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নানাশব্দ জন্মে। কদম্বকুসুমের কিঞ্জল্কারোহণস্থান বর্ত্তুল, সেই বর্ত্তুল অংশের সকল দিক্ ব্যাপিয়া একথাকে অনেক কেশর জন্মে, সেই সকল কেশরের শিরঃপ্রদেশে আবার একথাক কেশর জন্মে। শব্দও ঐরূপ আঘাতস্থল হইতে এককালে দশদিক্ অভিমুখে দশসংখ্যায় উৎপত্তিলাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশশব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ এইরূপে ইন্দ্রিয়স্থান প্রাপ্ত হয়।

উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া ইন্দ্রিয়স্থানে গিয়া প্রকাশপ্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, শব্দ আঘাতস্থলে উৎপন্ন হয় না, আঘাতস্থলে কেবল বেগ জন্মে। সেইবেগ শ্রোত্রপ্রাপ্ত হইলে তথায় অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত হয়। "শব্দস্তু শ্রোত্রোৎপন্নঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহ্যতে।" এইরূপে শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

স্পার্শনপ্রত্যক্ষ বা স্পর্শ বা স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানাজাতীয় স্পর্শজ্ঞান জন্মে। দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ কোন গুণ ত্বক্ সংযুক্ত হইবামাত্র ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ দ্রব্যগত শীতলত্বাদি গুণ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানগোচর করায়, অর্থাৎ মনের সাহায্যে আত্মাতে সে সকলের জ্ঞান জন্মায়। ত্বকে দ্রব্যসংযোগ হইলেই ত্বক্ দ্রব্যগত সমস্ত গুণ গ্রহণ করে; কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব এই দুই গুণের গ্রহণপক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহণ হয় না। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগই তদুভয় জ্ঞানের প্রধান কারণ।

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্মবিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্যচর্ম্ম ইন্দ্রিয় নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্ম ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে কেবল বাহ্য শীতলত্বাদির অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তরস্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্যচর্ম্মব্যাপক, তাহা নহে, প্রত্যুত তাহা আপাদতলমস্তক অন্তর্বাহ্য সমস্ত পরিব্যাপ্ত। এই ইন্দ্রিয় সমস্ত শরীরব্যাপী তজ্জন্য বাহ্যস্পর্শের ন্যায় অন্তরস্পর্শও যথাযথ অনুভূত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াত্মক ত্বক্ বাহিরে ও ভিতরে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহার উৎকর্ষ আছে। সেই কারণে হস্তাঙ্গুলির ও পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া মনুষ্য অত্যন্ত সূক্ষ্মস্পর্শাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ন্যায়মতে এই ইন্দ্রিয় বায়বীয়; সাংখ্যমতে ইহা আহঙ্কারিক। এই ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা ত্বাচ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়।

রাসন প্রত্যক্ষ, রসনা বা রাসন জ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসানুভবের দ্বারস্বরূপ। রসনার দ্বারা কটুতিক্তাদি রসের প্রত্যক্ষ হয়। রসজ্ঞান ও রাসনপ্রত্যক্ষ পর্য্যায়ক শব্দ। এই রাসনপ্রত্যক্ষ ও দ্রব্যাশ্রিত রসের সহিত রসনার সংযোগ হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ আশ্রয় জিহ্বা। ন্যায় মতে এই ইন্দ্রিয় জলীয়, সাংখ্য মতে আহঙ্কারিক, উক্তরূপে রসনা দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা গন্ধজ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টী ভিন্ন ভিন্ন গন্ধজ্ঞানের হেতু। ইহার স্থান নাসাদণ্ডের অভ্যন্তর মূল। গন্ধ বায়ু কর্ত্তৃক আনীত হইয়া

ইন্দ্রিয় স্থানে সংযুক্ত হয়, তৎপরে তাহার প্রত্যক্ষ অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয় ন্যায় মতে পার্থিব। কিন্তু সাংখ্য মতে অহঙ্কারোৎপন্ন। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

মানস প্রত্যক্ষ, বা মানস।

মন একটী ইন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা যে যে প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয়, তাহাকে মানস প্রত্যক্ষ কহে। কেহ কেহ মনকে ইন্দ্রিয়-রূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু সাংখ্যমতে মন ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যাহারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদের উত্তরে বলা যাইতে পারে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তর ধর্ম্মগুলি পঞ্চবিধ বাহ্যকরণের দ্বারা গৃহীত হয়, কিন্তু সুখ, দুঃখ, যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্মগুলির গৃহীতা কে? বাহ্য পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্যকরণ বা বহিরিন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক, তেমনি অন্তঃ পদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণ থাকা আবশ্যক। জ্ঞান-করণস্বরূপ ইন্দ্রিয়লক্ষণ চক্ষুরাদির ন্যায় মনেরও আছে। মনই সুখ দুঃখাদি জ্ঞানের অদ্বিতীয়করণ। অর্থাৎ মন দ্বারাই সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং তাহার অপলাপ একেবারে অসম্ভব। সুখ দুঃখাদির সাক্ষাৎকার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ এ সকলের দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে, এরূপ বলিতে পার না। মনই যে একমাত্র সুখদুঃখ সাক্ষাৎকারের দ্বার, ইহা স্বতঃই স্বীকার করিতে হয়। অতএব মনের দ্বারাই সুখ দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। [এই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় মনস্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বর্ণিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষতঃ নব্যন্যায়ে ইহার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। (নব্য ন্যায় চারিখণ্ডের মধ্যে প্রথমে প্রত্যক্ষখণ্ড, এই প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।)

(অব্য) অক্ষি অক্ষি প্রতীতি বীপ্সায়াং, অক্ষোরাভিমুখ্য-মিত্যর্থে, (লক্ষণেনাভিপ্রতি আভিমুখ্যে। পা ২।১।১৪) ইত্যব্যয়ীভাবঃ, ততষ্টচ্। ২ ইন্দ্রিয়লক্ষণ, অপরোক্ষ।

"ফলন্তনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাস্তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্‌যোনির্গরীয়সী॥" (মনু ৯।৫২)

প্রত্যেকবুদ্ধ, মানবের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির ক্রমভেদ। ১ম প্রত্যেক, ২য় শ্রাবক ও ৩য় মহাযানিক, এই তিনটী একত্র 'ত্রি-যান' নামে অভিহিত। বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুশত বুদ্ধের উল্লেখ আছে। একমাত্র শেষ মানুষীবুদ্ধ শাক্যসিংহই বুদ্ধমার্গের তুঙ্গস্থানে অর্থাৎ মহাযানিকের অত্যুন্নত ক্রমে উন্নীত হইয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষতমাম্ (অব্য) প্রত্যক্ষ-তমপ্,আমু। প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপে।

প্রত্যক্ষতস্ (অব্য) প্রত্যক্ষ-তসিল্। প্রত্যক্ষরূপে, প্রত্যক্ষে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে।

"তদেব দর্শিতং ভুভ্যং যুক্ত্যা প্রত্যক্ষতো ময়া।" (কথা° ৪০।১০৭)

প্রত্যক্ষতা (স্ত্রী) প্রত্যক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। প্রত্যক্ষত্ব, প্রত্যক্ষের ভাব, বা ধর্ম্ম।

"কেহন্যঃ কালমতিক্রান্তং নেতুং প্রত্যক্ষতাং ক্ষমঃ।"(রাজ°১।১৮৩)

প্রত্যক্ষদর্শন (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতীতি প্রত্যক্ষ দৃশ-ল্যু, প্রত্যক্ষং দর্শনং যস্যেতি বা। সাক্ষী, যিনি সাক্ষাতে সকল দেখিয়াছেন।

(ক্লী) ২ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা।

"প্রত্যক্ষদর্শনং যজ্ঞে গতিশ্চাস্যুত্তমাং শুভাম্।
নৈষধায় দদৌ শক্রঃ প্রীয়মাণঃ শচীপতিঃ॥" (ভার° ৩।৫৭।৩৬)

প্রত্যক্ষদর্শিন্ (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। সাক্ষী, প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

প্রত্যক্ষদৃশ্ (ত্রি) প্রত্যক্ষং পশ্যতি দৃশ-ক্বিপ্। স্বয়ং দ্রষ্টা, প্রত্যক্ষ-দর্শী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯।২১)

প্রত্যক্ষদৃশ্য (ত্রি) প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যঃ। প্রত্যক্ষরূপে দর্শনীয়, প্রত্যক্ষে দর্শনযোগ্য।

প্রত্যক্ষদৃষ্ট (ত্রি) প্রত্যক্ষেণ দৃষ্টঃ। প্রত্যক্ষরূপে যাহা দেখা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষপ্রমা (স্ত্রী) যথার্থ জ্ঞান।

প্রত্যক্ষভক্ষ (পুং) প্রত্যক্ষরূপে ভক্ষণ।

প্রত্যক্ষলবণ (ক্লী) প্রত্যক্ষং পৃথক্‌কৃতয়া উপলভ্যমানং লবণং। পাকনিষ্পত্তির পর, ব্যঞ্জনাদিতে দীয়মান লবণ, পাকশেষ হইলে ব্যঞ্জনে যে লবণ দেওয়া যায়, তাহাকে প্রত্যক্ষলবণ কহে। শ্রাদ্ধকর্ম্মে এই প্রত্যক্ষলবণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাককালীন ভ্রমাদিক্রমে যদি লবণ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরে সেই ব্যঞ্জনে লবণ দিবে না। ইহা সকল বিষয়ে জানিতে হইবে। পাকের পর ব্যঞ্জনে লবণ মিশাইয়া ভোজন বা দান সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ।*

* 'সিদ্ধা কৃতাশ্চ যে ভক্ষ্যাঃ প্রত্যক্ষলবণীকৃতাঃ সিদ্ধাঃ কৃতাঃ সিদ্ধ্যুত্তরকালং প্রত্যক্ষলবণপ্রক্ষেপকৃতাঃ' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

"আয়ক্তাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ" (ব্রহ্মপু°)
"সৈন্ধবং লবণং চৈব যচ্চ সামুদ্রকং ভবেৎ।
পবিত্রে পরমে হ্যেতে প্রত্যক্ষেহপি চ নিত্যশঃ॥"

পৃথক্‌তয়া উপলভ্যমানং লবণং প্রত্যক্ষলবণং নতু ব্যঞ্জনাদিসংস্কারকং সংস্কারপ্রত্যক্ষপ্রভেদাৎ বস্তুতঃ সৈন্ধবাদেরপি প্রত্যক্ষলবণস্যৈবভক্ষ্যতা, আর্দ্রকাদিযোগে প্রতিপ্রসবঃ নতু সিদ্ধ্যুত্তরকবলপ্রক্ষেপেহপি প্রতিপ্রসবঃ অতঃ সিদ্ধ্যুত্তরকালং লবণমাত্রস্যৈব সর্ব্বত্র ভক্ষণে দানে প্রক্ষেপে চ নিষেধঃ'' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রত্যক্ষর (অব্য) প্রত্যেক অক্ষর।

"প্রত্যক্ষরঃ শ্লেষময়ঃ প্রবন্ধঃ।" (বাসবদত্তা)

প্রত্যক্ষবাদিন্ (পুং) প্রত্যক্ষমেব প্রমাণমেন বদতীতি বদ-ণিনি। ১ বৌদ্ধ, ইহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করে না, এই জন্য ইহাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী কহে। ২ চার্ব্বাকও প্রত্যক্ষবাদী।

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ স্থগতকণদৌ তথা।" (বেদান্তকা°)

(ত্রি) ৩ প্রত্যক্ষবাদিমাত্র।

প্রত্যক্ষবৃত্তি (ত্রি) প্রত্যক্ষরূপে দর্শনযোগ্য।

প্রত্যক্ষিন্ (ত্রি) প্রত্যক্ষমস্ত্যস্যেতি প্রত্যক্ষ-ইনি। ব্যক্তদৃষ্টার্থ, সাক্ষাৎ দ্রষ্টব্য। (ত্রিকাণ্ড)

প্রত্যক্ষীকরণ (ক্লী) অপ্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষকরণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষকরণ।

প্রত্যক্‌স্রোতস্ (ত্রি) প্রত্যক্ প্রতীচীগামিস্রোতো যস্য। ১ পশ্চিমদিগ্বাহী নদ।

'প্রাক্‌স্রোতসো নদ্যঃ, প্রত্যক্‌স্রোতসো নদাঃ নর্ম্মদাং বিনা।'

(মাঘ ৪।৬৬ শ্লোকটীকায় মল্লিনাথ)

২ প্রত্যগাত্মায় নিবিষ্টচিত্ত যতিভেদ।

প্রত্যগক্ষ (ক্লী) ১ সমক্ষ।

"এবং তমনুভাষ্যাথ ভগবান্ প্রত্যগক্ষজঃ।
জগাম বিন্দুসরসঃ সরস্বত্যা পরিশ্রিতাম্॥" (ভাগ° ৩।২১।৩১)

প্রত্যগাত্মন্ (পুং) প্রতীচো জীবস্য আত্মা স্বরূপং। ১ পরমেশ্বর, ব্রহ্মচৈতন্য। "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠোপনিষৎ)

ইহার ভাষ্যে প্রত্যগাত্মা অর্থে 'স্বস্বভাব' অর্থাৎ স্বস্বরূপ অভিহিত হইয়াছে। ভাষ্য যথা—

'প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি, প্রত্যগাত্মা, প্রতীচ্যেবাত্মশব্দো রূঢ়ো লোকে নান্যস্মিন্ ব্যুৎপত্তিপক্ষেঽপি তত্রৈবাত্মশব্দো বর্ত্ততে। যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো-ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে। ইত্যাত্মশব্দব্যুৎপত্তিস্মরণাৎ তং প্রত্যগাত্মানং স্বস্বভাবং ঐক্ষৎ পশ্যতীত্যর্থঃ।' (শাঙ্করভাষ্য)

[ব্রহ্মশব্দ দেখ।]

প্রত্যগানন্দ (ত্রি) ১ মনে মনে আনন্দযুক্ত। ২ ব্রহ্ম।

প্রত্যগাশাপতি (পুং) প্রত্যগাশায়াঃ পশ্চিমস্যা দিশঃ অধিপতিঃ। পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ। (হলায়ুধ)

প্রত্যগুদচ্ (স্ত্রী) প্রতীচ্যা উদীচ্যাশ্চ অন্তরালা দিক্। পশ্চিম ও উত্তরদিকের অন্তরালা দিক্, বায়ুকোণ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৬)

প্রত্যক্‌দৃশ্ (স্ত্রী) প্রত্যক্-জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি। "স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসিপ্রভূতপ্রত্যক্‌দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে।" (ভা°৮।৩।১৭)

'মনসি প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্ দৃক্‌জ্ঞানং তস্মৈ' (স্বামী)

প্রত্যক্‌ধামন্ (ত্রি) প্রতিলোম স্ফুরণযুক্ত ব্রহ্ম।

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥"

'প্রত্যগ্ধামা প্রত্যক্ প্রতিলোমং ধাম স্ফূর্ত্তির্যস্য' (স্বামী)

প্রত্যগ্নি (অব্য) প্রত্যেক অগ্নিতে।

প্রত্যগ্র (ত্রি) প্রতিগতমগ্রং শ্রেষ্ঠং প্রথমদর্শনং যস্যেতি। ১ নূতন।

"দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মাগধীনাং শতং তথা।
প্রত্যগ্রবয়সাং দদ্যাৎ যো মে ক্রয়াদ্ধনঞ্জয়ম্॥"(ভারত ৮।৩৮।১৮)

২ শোধিত। (জটাধর) (পুং) ৩ উপরিচর বসুর পুত্র-ভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৬)

প্রত্যগ্রগন্ধা (স্ত্রী) স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

প্রত্যগ্রথ (পুং) অহিচ্ছত্রাদেশ। (হেমচ°)

প্রত্যগ্রহ (পুং) চেদিদেশের নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৩ অ°)

প্রত্যঙ্গ (ক্লী) প্রতিগতমঙ্গমিতি। অবয়ববিশেষ। "প্রত্যঙ্গং কর্ণনাসাক্ষিলিঙ্গাঙ্গানি করাদিকম্।" (শব্দচন্দ্রিকা) অবয়ব-বিশেষের নাম প্রত্যঙ্গ। সুশ্রুতে লিখিত আছে—

মস্তক, উদর, পৃষ্ঠ, নাভি, ললাট, নাসা, চিবুক, বস্তি ও গ্রীবা এই সকল প্রত্যেকে এক একটী। কর্ণ, নেত্র, নাসা, ভ্রূ, শঙ্খ, অংস, গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুষ্ক, পার্শ্ব, নিতম্ব, জানু, বাহু ও উরু ইহারা প্রত্যেকে দুই দুইটী। অঙ্গুলি বিংশতি। এতদ্-ব্যতীত ত্বক্, কলা, ধাতু, মল, দোষ, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, হৃদয়, আশয়, অন্ত্র, বৃক্কদ্বয়, স্রোত, কণ্ডরা, জাল, রজ্জু, সেবনী, সঙ্ঘাত, সীমন্ত, অস্থি, সন্ধি, স্নায়ু, পেশী, মর্ম্ম, শিরা, ধমনী ও যোগবহস্রোত। প্রত্যঙ্গ সকল এইরূপে বিভক্ত। ইহাদের ত্বক্, কলা, আশয় ও ধাতু ইহারা প্রত্যেক সাতটী, শিরা ১০৭, পেশী ৫০০, স্নায়ু ৯০০, অস্থি ৩০০, সন্ধি ২১০, মর্ম্ম ১২৭, ধমনী ২৪, দোষ ও মন তিন তিন ও শরীরের দ্বার ৯টী। (সুশ্রুত শরীরস্থা° ৫ অ°)

[এই সকল প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ অপ্রধান। "এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্ত্যপি" (নিরুক্ত ৭।১।৫)

৩ প্রত্যেক অঙ্গের প্রতি।

"ধ্বান্তং নীলনিচোলচারুসুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি।"

(গীতগোবিন্দ ১১।১১)

(পুং) ৪ নৃপবিশেষ। (ভারত ১।১।২৩৫)

প্রত্যঙ্গিরস (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরে আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরোৎ-পন্ন ঋষিভেদ। (হরিব° ৩ অ°)

প্রত্যঙ্গিরা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ। ইহার ধ্যান—

"শবোপরিসমাসীনাং রক্তাম্বরতনুচ্ছদাম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্॥
ষোড়শাব্দাশ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং পরমানন্দরূপিণীম্।
বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্মন্ত্রবিদুত্তমাম্॥"

মন্ত্রমহোষধির ৮ম তরঙ্গে ইহার প্রয়োগাদির বিষয় লিখিত আছে।

প্রত্যঙ্মুখ (ত্রি) প্রত্যঙ্মুখং যস্য। পশ্চিমাভিমুখ।
"শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে" (মনু)
পশ্চিম মুখে বসিয়া ভোজন করিলে শ্রীলাভ হয়।

প্রত্যচ্ (ত্রি) প্রত্যঞ্চতীতি প্রতি-অঞ্চ-ক্বিন্। ১ পশ্চিমদিক্। ২ পশ্চিমদেশ। ৩ পশ্চিমকাল। প্রতি-অঞ্চ-বিচ্। ৪ প্রতিগত। ৫ অভিমুখ। "প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্" (ঋক্ ১।৫০।৫) 'দেবানাং বিশো মরুন্নামকান্ দেবান্, 'মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ তান্ মরুৎসংজ্ঞকান্ প্রত্যঙ্ উদেষি, প্রতিগচ্ছন্ উদয়ং প্রাপ্নোসি' (সায়ণ) ৬ অন্তর্যামী, স্বাত্মা।
"প্রত্যঞ্চমাদিপুরুষমুপতস্থুঃ সমাহিতাঃ।" (ভাগবত ৬।৯।২০)

প্রত্যঞ্চিত (ত্রি) প্রতি-অঞ্চ-ক্ত। প্রতিপূজিত, সম্মানিত। (ভাগ° ৫।১৫।১১)

প্রত্যঞ্জন (ক্লী) প্রতিরূপমনুরূপমঞ্জনং প্রাদিস°। ১ অনুরূপাঞ্জন। (সুশ্রুত) ২ অঞ্জনদ্বারা নেত্রপ্রসাদন। (চক্রদত্ত)

প্রত্যদন (ক্লী) প্রতি-অদ-ল্যুট্। ভোজন, খাদ্য।

প্রত্যনন্তর (ত্রি) প্রতিপ্রাপ্তমনন্তরং অত্যা° স°। প্রত্যাসন্ন, সন্নিকৃষ্ট। "অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥" (মনু ১০।৮১)

প্রত্যনীক (পুং) প্রতিগত অনীকং যুদ্ধমিতি। ১ শত্রু। ২ প্রতিপক্ষ। ৩ বিরোধী।
"যস্য যন্তা হৃষীকেশো যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
রথস্য তস্য কঃ সংখ্যে প্রত্যনীকো ভবেদ্রথঃ॥"(ভার° ৭।১০।৩৬)
৪ বিঘ্ন। ৫ প্রতিবাদী। (ক্লী) ৬ প্রতিপক্ষ সৈন্য।
"ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।" (গীতা ১১।৩২) ৭ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—
"প্রতিপক্ষমশক্তেন প্রতিকর্ত্তুং তিরস্ক্রিয়া।
যা তদীয়স্য তৎস্তুত্যৈ প্রত্যনীকং তদুচ্যতে॥" (কাব্যপ্র°)

যদি কেহ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধীয় অন্য কোন বস্তুর তিরস্কার করে, এবং ঐ তিরস্কার যদি আবার রিপুরই উৎকর্ষজনক হয়, তবেই এই অলঙ্কার হইবে। যথা—"ত্বং বিনির্জ্জিতমনোভবরূপঃ সা সুন্দর! ভবত্যনুরক্তা। পঞ্চভির্যুগপদেব শরৈস্তাং তাপয়ত্যনুশয়াদিব কামঃ॥" (কাব্যপ্র°)

হে সুন্দর! রূপে তুমি কন্দর্পকে জয় করিয়াছ। সেই স্ত্রীও তোমার উপরই অতিশয় অনুরক্তা। এই জন্য কন্দর্প তোমার প্রতি দ্বেষ করিয়াই যুগপৎ পঞ্চশরদ্বারা তাহাকে পীড়া দিতেছে। এই স্থলে কন্দর্প যাহার রূপে বিজিত হইল, তাহার কোনরূপ প্রতীকার করিতে পারিল না, পরন্তু তাহাকে যে ভাল বাসিত, সেই স্ত্রীকেই পীড়া দিতে লাগিল, এবং এই পীড়া রিপুরই উৎকর্ষজনক হওয়ায় এখানে প্রত্যনীক অলঙ্কার হইল।

প্রতাপরুদ্রাকরে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—
"বলিনঃ প্রতিপক্ষস্য প্রতিকারে সুদুষ্করে।
যত্তদীয়তিরস্কারঃ প্রত্যনীকং তদুচ্যতে॥"

বলবান্ প্রতিপক্ষের প্রতিকার করা সুদুষ্কর হওয়ায়, মাত্র তৎসম্বন্ধীয় তিরস্কার করার কথা বর্ণনা হইলেই এই অলঙ্কার হইবে।

প্রত্যনুমান (ক্লী) প্রতিরূপমনুমানং প্রাদি° তৎ। অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান, প্রতিপক্ষ অনুমান, প্রতীপানুমান। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইতি বাদিনোক্তে পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ পাষাণময়ত্বাদিতি" ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত ইহা একজন অনুমান করিল; তাহাতে আর একজন অনুমান করিল, পর্ব্বত পাষাণময়ত্ব হেতু বহ্ন্যভাববান্ অর্থাৎ বহ্নির অভাবযুক্ত। এইরূপ অনুমানের নাম প্রত্যনুমান।

প্রত্যন্ত (পুং) প্রতিগতোঽন্তমিতি, 'অত্যাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে' ইতি সমাসঃ। ১ ম্লেচ্ছদেশ। ২ প্রান্তদুর্গ।
"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ।
ষড়্‌বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥" (রঘু ৪।২৬)
'গুপ্তৌ মূলং স্বনিবাসস্থানং প্রত্যন্তঃ প্রান্তদুর্গশ্চ যেন সঃ' (মল্লিনাথ) (ত্রি) ৩ তদ্দেশজাত। ৪ সন্নিকৃষ্ট।

প্রত্যন্তপর্ব্বত (পুং) প্রত্যন্তঃ সন্নিকৃষ্টঃ পর্ব্বতঃ। মহাপর্ব্বতসমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বত।

প্রত্যপকার (পুং) প্রতি-অপ-কৃ-ঘঞ্। অপকারের প্রতিশোধ। "শাম্যেৎ প্রত্যুপকারেণ নোপকারেণ দুর্জনঃ।" (কুমারস° ২।৪০)

প্রত্যব্দ (অব্য) প্রত্যেক বৎসর।

প্রত্যভিঘারণ (ক্লী) পুনরায় জল সিঞ্চন করা। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৯।১২)

প্রত্যভিচরণ (ত্রি) নিবারণ। "প্রত্যভিচরণোঽসি" (অথর্ব্ব° ২।১১।২) 'প্রত্যভিচর্য্যতে নিবার্য্যতেঽনেন ইতি প্রত্যভিচরণঃ'(ভাষ্য)

প্রত্যভিজ্ঞা (স্ত্রী) প্রতিগতা অভিজ্ঞা অত্যা° স°। অভিজ্ঞার অনুরূপ তজ্জন্য সংস্কারের সহিত জনিত প্রত্যক্ষভেদ। অভিজ্ঞার সদৃশ অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহার সদৃশ, পূর্ব্বে একজন অভিজ্ঞ এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে

গো কহে, পরে তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু দেখিয়া তাহাকে গোরূপে স্থির করার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। [প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন দেখ।]

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন (ক্লী) প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ দর্শনং শাস্ত্রং। মাহেশ্বর শাস্ত্রভেদ। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এই দর্শনের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদীয় দর্শনোক্ত বিষয় এই-স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে—

এই দর্শনের মতে ভক্তবৎসল মহেশ্বরই পরমেশ্বর নামে অভিহিত হন। এই দর্শনমতাবলম্বী তুরী তন্তু প্রভৃতি জড়াত্মক বস্তু সকলকে পটাদি কার্য্যের কারণ না বলিয়া একমাত্র মহেশ্বরকেই জগৎ কার্য্যের কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। যেরূপ তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ ইষ্টক ও চূর্ণ প্রভৃতি লৌকিক কারণ সাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিবিড় অরণ্যে অট্টালিকানির্ম্মাণ, এবং স্ত্রীসংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর মহাদেব জগন্নির্ম্মাণবিষয়ে জড়াত্মক জগদন্তর্গত কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই কোন কার্য্যের কারণ নহে। যদি পটাদি কার্য্যের তুরীতন্তু প্রভৃতি জড়বস্তু কারণ হইত, তাহা হইলে কখনই তুরীতন্তু প্রভৃতি না থাকিলে কেবল যোগীদিগের ইচ্ছাদ্বারা পটাদি কার্য্য হইত না, যেহেতু কারণ না থাকিলে কখনই কার্য্য হয় না, এইরূপ নিয়ম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, অতএব যখন তুরী ও তন্তু প্রভৃতি না থাকিলেও যোগীদিগের ইচ্ছাবশতঃ পটাদিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন পটাদি-কার্য্যের প্রতি তুরী প্রভৃতি যে বাস্তবিক কারণ নহে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক কি। পরমেশ্বর মহাদেব কাহারও কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই জগৎ নির্ম্মাণ করেন নাই, এবং কোন বস্তুর সহায়তাও অবলম্বন করেন নাই। এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বলা যায়। যেরূপ স্বচ্ছদর্পণে বদনাদির প্রতিবিম্ব পড়িলে বদনাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তদ্রূপ জগদীশ্বরে বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব পড়িলে বদনাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এইজন্য পরমেশ্বর মহাদেবকে জগদ্দর্শনদর্পণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও করা যাইতে পারে এবং যেমত বহুরূপী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাক্রমে কখন নৃপতি, কখন ভিক্ষুক, কখন স্ত্রী, কখন কুমার, কখন বা বৃদ্ধ প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মহেশ্বরও স্থাবর জঙ্গমাদি নানারূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এবং ঐ ঐ রূপে অবস্থানও করিতেছেন। এই জন্য এই জগৎ যে ঈশ্বরাত্মক তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ ও প্রমাতা, অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং অস্মদাদির ঘটপটাদি বিষয়ক যে যে জ্ঞান হইতেছে, সে সকলই পরমেশ্বরস্বরূপ।

ইহাতে বাদিগণ এইরূপ আপত্তি করেন যে, যদি সকল বস্তুবিষয়ক সকল জ্ঞানই একমাত্র ঈশ্বরস্বরূপ হয়, তবে ঘট-জ্ঞানের সহিত পটজ্ঞানের কোন ভেদ থাকে না, এই আপত্তি একটু বিবেচনা সহকারে দেখিলে উত্থাপিত হইতেই পারে না। বাস্তবিক সকল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের ভেদ না থাকিলেও ঘটপটাদিবিষয়ের ভেদ লইয়া ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন, এইরূপ ব্যবহার হইবার বাধা কি। কুণ্ডল ও কটকাদিরূপে পরিণত সুবর্ণের বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও কুণ্ডল ও কটকাদি-রূপ উপাধির ভেদে কুণ্ডল হইতে কটকালঙ্কার ভিন্ন এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ ব্যবহার হইয়া থাকে। উপাধিভেদেই বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে।

এই দর্শনের মতে মুক্তিস্বরূপ পরাপর সিদ্ধির উপায় এক-মাত্র প্রত্যভিজ্ঞা। অন্যমতের ন্যায় ইহাদের মতে পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ ও যোগাদির অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সমুদয় সিদ্ধ হইতে পারে। 'স এবেশ্বরো-হহং' সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। যেমন খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে বামন কহে, এইরূপ পূর্ব্বে উপদিষ্ট ব্যক্তির খর্ব্বাকৃতি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইলে 'সোহয়ং বামনঃ' সেই এই বামন, এইরূপ যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে নৈয়ায়িক প্রভৃতি প্রত্যভিজ্ঞা কহিয়া থাকেন।

প্রত্যভিজ্ঞালাভ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে, এইজন্য এই দর্শনের নাম প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও অনুমানাদি দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তিও জীবাত্মাতে আছে, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে 'স এবেশ্বরোহহং' সেই ঈশ্বরই আমি এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে এতন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের প্রত্যভিজ্ঞা শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অমূলক বা স্বকপোলকল্পিত নহে। এইরূপ নিঃসংশয় প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রান্তর দ্বারা সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য এই শাস্ত্র যে শাস্ত্রান্তর অপেক্ষা আদরণীয় এবং শ্রেয়স্কর, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

এই দার্শনিকদিগের মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই অর্থাৎ জীবাত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই জীবাত্মা। তবে যে, পরস্পরের ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমমাত্র। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অনুমান-সিদ্ধ। যে ব্যক্তির জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি আছে, সে পরমেশ্বর, যাহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি নাই, সে পরমেশ্বর নহে। যেমন গৃহাদি। দেখ, যখন জীবাত্মার ঐ ঐ শক্তি দৃষ্ট হইতেছে, তখন জীবাত্মা যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার আর সন্দেহ কি।

এইস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, যদি জীবের ঈশ্বরতাই থাকে, তবে ঐ ঈশ্বরতাস্বরূপ শিবত্বপ্রাপ্তির নিমিত্ত আত্মপ্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন কি? যেরূপ জলসংযোগাদি হইলে মৃত্তিকার পতিতবীজ, জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক, অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞাত হউক বা না হউক, বাস্তবিক যদি জীবের ঈশ্বরতা থাকে, তবে ঈশ্বরের ন্যায় জীব জগন্নির্ম্মাণাদি করিতে না পারে কেন? এইরূপ আপত্তি আপাততঃ উঠিতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে এ আপত্তি একেবারে ছিন্নমুল হইয়া যাইবে। দেখ, কোন কোন স্থলে কারণ থাকিলেই কার্য্য হইয়া থাকে, আবার কোন কোন স্থলে কারণ জ্ঞাত হইলেই কার্য্য হইয়া থাকে। যতক্ষণ তাহার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ সে কারণদ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। যেমন এই গৃহে পিশাচ আছে, এইরূপ না জানিলে তদ্গৃহস্থিত পিশাচ হইতে ভীরুব্যক্তির কোন ভয় জন্মে না। কিন্তু ঐ রূপ জ্ঞান হইলেই ভীরু ব্যক্তির ভয় জন্মে, সেইরূপ জীবের ঈশ্বরতা থাকিলেও উহা জ্ঞাত না হইলে ঈশ্বরের ন্যায় জীবের কার্য্যকরণে ক্ষমতা জন্মে না। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও উহার অজ্ঞানাবস্থায় প্রীতি জন্মে না, কিন্তু আমার অপরিমিত ধন আছে, এইরূপ জানিতে পারিলেই অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর, এই-প্রকার জীবের ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ চমৎকার প্রীতি জন্মে। এই জন্য আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহাতে আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা করা প্রত্যেকের অবশ্যকর্ত্তব্য।

এই দর্শনের মতে পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান, অর্থাৎ পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। যেরূপ আলোক-সংযোগাদি না হইলে গৃহস্থিত ঘটপটাদি বস্তুর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশে কোন কারণ অপেক্ষা করে না, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকাশমান রহিয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ আছে এবং পরমাত্মা সর্ব্বদা পরমাত্মরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশমান আছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদ থাকিতে পারে না। কারণ যে বস্তুর অভেদ যে বস্তুতে থাকে, সে বস্তুর প্রকাশকালে অবশ্যই সে বস্তুর প্রকাশ হয়, এরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু পরমাত্মরূপে জীবাত্মার যে সর্ব্বদা প্রকাশ হইতেছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে জীবাত্মার ঐ রূপ প্রকাশের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের আবশ্যকতা কি? জীবাত্মার ঐরূপ প্রকাশ ত সিদ্ধই আছে, সিদ্ধবিষয়সাধনে কখনই কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিলে এইমাত্র বক্তব্য, যেরূপ কোন কামাতুরা কামিনী ঐ বাটীতে এক সুরসিক নায়ক আছে, উহার স্বর অতি মধুর, অনুপম রূপলাবণ্য ও সহাস্য বদন। এইরূপ উপদেশ পাইয়া সেই বাটীতে সেই নায়কের নিকট গিয়া, তাহাকে দর্শন করিয়াও যতক্ষণ তাহার ঐ সকল গুণ দৃষ্টি-গোচর না হয়, ততক্ষণ আহ্লাদিত হয় না এবং তদীয় শরীরে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয় না। সেইরূপ পরমাত্ম-রূপে জীবের প্রকাশ হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের ঈশ্বরতাদি গুণ আমাতেও আছে, এইরূপ অনুসন্ধান না হয়, ততদিন পূর্ণভাব প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমাতেও আছে; এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন পূর্ণভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। অতএব ঐ পূর্ণতালাভের নিমিত্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিশেষ আবশ্যকীয় ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। (সর্ব্বদর্শনসং°)

পদার্থনির্ণয়বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও রসেশ্বরদর্শনের মত প্রায় তুল্যরূপ। (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহধৃত প্রত্যভিজ্ঞাদ°)

প্রত্যভিজ্ঞান (ক্লী) প্রতি-অভি-জ্ঞা-ল্যুট্। অভিজ্ঞান। (রামা° ১।১।৭২)

প্রত্যভিনন্দিন্ (ত্রি) প্রতি-অভি-নন্দ-ইনি। প্রত্যভিনন্দন-কারক, আহ্বানকারক।

প্রত্যভিভাষিন্ (ত্রি) প্রতি-অভি-ভাষ-ণিনি। অভিনন্দনকারক।

প্রত্যভিমর্শ (পুং) প্রতি-অভি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ স্পর্শন।

প্রত্যভিমর্শন (ক্লী) প্রতি-অভি-মৃশ্-ল্যুট্। অভিমর্শন।

প্রত্যভিমেথন (ক্লী) ঘৃণাসূচক প্রত্যুত্তর। (সা° শ্রৌ° ২৬।৫।১৬)

প্রত্যভিযোগ (পুং) প্রতিরূপোঽভিযোগঃ। প্রত্যপরাধ, অভিযুক্ত প্রতিবাদী কর্ত্তৃক স্বাভিযোগীর প্রতি অভিযোগান্তর-করণ, অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মদোষ খণ্ডন করিয়া অভিযোক্তার প্রতিকূলে অভিযোগ।

"অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতিং নয়েৎ॥"

'অভিযুজ্যত ইতি অভিযোগোঽপরাধস্তমভিযোগমনিস্তীর্য্যা-পহ্নত্যৈনমভিযোক্তারং ন প্রত্যভিযোজয়েৎ, অপরাধেন ন সং-যোজয়েৎ। যদ্যপি প্রত্যভিস্কন্দনং প্রত্যভিযোগরূপং তথাপি স্বাপরাধপরিহারাত্মকত্বান্নাস্য প্রতিষেধস্য বিষয়ঃ অতঃ স্বাভি-যোগানুরূপমর্দ্দনস্য প্রত্যভিযোগস্যায়ং নিষেধঃ' (মিতাক্ষরা)

যদি কেহ একজনের উপর অভিযোগ করে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দোষ ক্ষালন না করিয়া আর